আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি : আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে একটি পর্যালোচনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোঃ শামছুল আলম

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক

মোহাম্মদ আব্দুল জলিল

রেজিস্ট্রেশন নম্বর- ২৫ শিক্ষাবর্ষ: ২০১৮-২০১৯

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

জুলাই-২০২৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধীনে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পিএইচ.ডি. গবেষক মোহাম্মদ আব্দুল জলিল কর্তৃক দাখিলকৃত 'আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি : আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে একটি পর্যালোচনা' (The National Social Safety Programme in the Socio-Economic Development : An Assessment in the light of Al-Quran and Hadith) শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রণীত হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম।

আমার জানা মতে, ইতোপূর্বে কোথাও এ শিরোনামে পিএইচ.ডি ডিগ্রীর উদ্দেশ্যে কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ অভিসন্দর্ভটি আদ্যন্ত পাঠ করেছি এবং পি-এইচ.ডি ডিগ্রীর লক্ষে পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণের জন্য অনুমোদন করছি।

(ড. মোঃ শামছুল আলম)

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ও

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ঘোষণাপত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, 'আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি : আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে একটি পর্যালোচনা' (The National Social Safety Programme in the Socio-Economic Development : An Assessment in the light of Al-Quran and Hadith) শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার একক মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমি এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ শামছুল আলম স্যারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, আমার এ গবেষণাকর্ম বা এর অংশ বিশেষ কোন প্রকার ডিগ্রী লাভ অথবা প্রকাশের জন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে জমা দেইনি।

(মোহাম্মদ আব্দুল জলিল)

পিএইচ.ডি গবেষক

রেজিস্ট্রেশন নম্বর- ২৫ শিক্ষাবর্ষ: ২০১৮-২০১৯

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আল-হামদুলিল্লাহ্! সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে যাঁর অসীম রহমতে 'আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি : আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে একটি পর্যালোচনা' (The National Social Safety Programme in the Socio-Economic Development : An Assessment in the light of Al-Quran and Hadith) শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পেরেছি। লক্ষ কোটি সালাত ও সালাম পেশ করছি বিশ্বমানবতার মুক্তির দিশারী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল রাহমাতাল্লিল 'আলামীন খাতামুন্নাবিয়্যিন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এঁর প্রতি, যার পথনির্দেশনায় বিভ্রান্ত বিশ্বমানবতা ইসলামের মহান মুক্তির পথ পেয়েছে।

অতঃপর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি– আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এবং আমার গবেষণাকর্মের সম্মানিত তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ শামছুল আলম-এঁর প্রতি, যিনি আমার এ অভিসন্দর্ভ সম্পন্ন করার প্রতিটি ক্ষেত্রে আন্তরিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন। তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ছাড়া এ গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করা সম্ভব হত না। গবেষণাকর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে তাঁর শ্রম, পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা আমাকে চিরঋণী করেছে। আল্লাহ্ তাঁকে দুনিয়া ও আখিরাতে সর্বোত্তম প্রতিফল দান করুন। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শ্রদ্ধেয় সকল শিক্ষকের প্রতি যারা এ গবেষণাকর্ম সম্পাদনের জন্য আমাকে সব সময় উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করেছেন।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি আমার পরম শ্রদ্ধেয় বড় ভাই এ.বি.এম সেকেন্দার আলী, ভাই জনাব মুহাম্মদ মূসা এবং আমার স্ত্রী ফিরোজা বেগম, কন্যা সাবরীনা তাবাস্‌সুম, শরণখোলা সরকারি ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ নূরুল আলম ফকির, সহকারী অধ্যাপক মোঃ আবদুস সালাম শেখসহ কলেজের সকল সহকর্মী শিক্ষক, কর্মচারী, বন্ধু, সতীর্থ, আত্মীয় ও শুভানুধ্যায়ীর প্রতি যারা এ কাজটি করার ক্ষেত্রে আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা, উৎসাহ ও পরামর্শ প্রদান করেছেন। আর প্রাণখুলে দু'আ করছি মৃত. পিতা ও মাতা মোঃ মোখতার আলী হাওলাদার এবং গোলবরু বিবির জন্য, আমার এ পর্যায়ে আসার ক্ষেত্রে যাদের অবদান সবচেয়ে বেশি, "আল্লাহ্ তাদেরকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন।"

পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করি, আল্লাহ্ যেন আমার এ গবেষণাকর্মটি দেশ, জাতি ও দ্বীনের খিদমাতে কবুল করেন এবং আখিরাতের মহাহিসাব দিবসে নাজাতের উসিলা হিসেবে গ্রহণ করেন। আমীন।।

মোহাম্মদ আব্দুল জলিল

প্রতিবর্ণায়ন

(আরবি বর্ণ সমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত)

হরফ	অক্ষর	হরফ	অক্ষর	হরফ	অক্ষর	হরফ	অক্ষর
ا	আ	ذ	য	ظ	য	ن	ন
ب	ব	ر	র	ع	‘আ	و	অ
ث	ছ	ز	য	غ	গ	ه	হ
ت	ত	س	স	ف	ফ	لا	ল
ج	জ	ش	শ	ق	ক্ব	ء	আ
ح	হ	ص	স	ك	ক	ي	য়
خ	খ	ض	দ্ব	ل	ল		
د	দ	ط	ত্ব	م	ম		

হরকাত ও তানবীনের ব্যবহার : নিয়ম অনুসারে– (َ) যবর কে (া)-কার, (ِ) যের-কে (ি)-কার, (ُ) পেশ-কে (ু)-কার ব্যবহার করা হবে। উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত পদ্ধতি অনুসৃত হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও হয়েছে। অধিক প্রচলিত বানানসমূহে উক্ত রীতিকে অনুসরণ সম্ভব হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত বিবরণী

(আ) : ‘আলাইহিস সালাম
আবু দাউদ : সুলাইমান ইব্‌ন আশ‘আছ আস্‌-সিজিস্তানী
আল-মুসনাদ : আল-মুসনাদ লি-ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল
ইব্‌ন কাসীর : আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসীর
ইমাম মালিক : মালিক ইব্‌ন আনাস
বুখারী : আবূ ‘আবদুল্লাহ্‌ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাইল আল-বুখারী আল-জুফী
মুসলিম : আবুল হুসাইন মুসলিম ইব্‌ন হাজ্জাজ
তিরমিযি : আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা
হাম্বল : ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল
মাজাহ্‌ : আবূ আবদুল্লাহ্‌ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ্‌
ই.ফা.বা. : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
খ্রি. : খ্রিস্টাব্দ
তাবারী : আবূ জা’ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর আত-তাবারী
তাফসীর : আল-কুর‘আনের ব্যাখ্যা
তিরমিযি : জামে’ আত-তিরমিযি
তা.বি. : তারিখ বিহীন
পৃ. : পৃষ্ঠা
প্রাগুক্ত : পূর্বে উল্লেখিত তথ্যসূত্র
মুয়াত্তা : মুয়াত্তা লি ইমাম মালিক
সহীহ মুসলিম : আস-সহীহ্‌ লি ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ
সহীহুল বুখারী : আল-জামি’আল-মুসনাদ আস-সহীহ্‌ আল-মুখতাসার মিন উমূরি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়্যামিহি
(র) : রাহমাতুল্লাহ্‌ আলাইহি/ রাহিমাহুল্লাহ্‌
(রা) : রাদ্বিয়াল্লাহু আন্‌হু
(সা) : সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম
সং : সংস্করণ
হি. : হিজরী সাল
P : Page

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
প্রত্যয়নপত্র	ii
ঘোষাপত্র	iii
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	iv
প্রতিবর্ণায়ন	v
সংকেত বিবরণী	vi
সারসংক্ষেপ (Abstract)	xi-xii
ভূমিকা	xiii-xvii
প্রথম অধ্যায় : জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি এবং তা বাস্তবায়নের অংশীদার	১-৫৮
প্রথম পরিচ্ছেদ : জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি	৩-২১
প্রথম অনুচ্ছেদ : জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি	
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি-এর ধরণ ও প্রকৃতি	
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি ও কৌশলসমূহ	
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী এবং জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি	২২-৩৮
প্রথম অনুচ্ছেদ : সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী	
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি	
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির তাত্ত্বিকতা	
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে অংশীদার (মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও বেসরকারি সংস্থাসমূহ)	৩৯-৫৮
প্রথম অনুচ্ছেদ : মন্ত্রণালয় ও দপ্তরসমূহ	
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : জাতিসংঘ	
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা	
দ্বিতীয় অধ্যায় : আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি	৫৯-১২৪
প্রথম পরিচ্ছেদ : আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন	৬১-৮২
প্রথম অনুচ্ছেদ : আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন	
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও তার সূচক	
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি	
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা	৮৩-৯১
প্রথম অনুচ্ছেদ : বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিবরণ	
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার সূচক	

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও জাতীয় সুরক্ষা কর্মসূচি

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির তাত্ত্বিকতা ৯২-১১১

প্রথম অনুচ্ছেদ : জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির মৌলিক দিক

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির অনস্বীকার্যতা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির প্রায়োগিক বিশ্লেষণ ১১২-১২৪

প্রথম অনুচ্ছেদ : অধিকার বঞ্চিতদের প্রাপ্তি

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : কর্মসৃজন

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : অকর্মণ্য জনগণকে জনশক্তিতে রূপান্তর

তৃতীয় অধ্যায় : আল-কুর‘আন ও হাদিসের দৃষ্টিতে সামাজিক সুরক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ১২৫-১৯১

প্রথম পরিচ্ছেদ: আল-কুর‘আন ও হাদিসে সামাজিক সুরক্ষার নির্দেশনা ১২৭-১৪২

প্রথম অনুচ্ছেদ : আল-কুর‘আন ও হাদিসে সামাজিক সুরক্ষার গুরুত্ব ও তাত্ত্বিকতা

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : আল-কুর‘আন ও হাদিসের আলোকে সামাজিক সুরক্ষার ধারণা

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : আল-কুর‘আন ও হাদিসের আলোকে সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: আল-কুর‘আন ও হাদিসের আলোকে সামাজিক সুরক্ষার ধরন ও প্রকৃতি ১৪৩-১৫৮

প্রথম অনুচ্ছেদ : আল-কুর‘আন ও হাদিসের দৃষ্টিতে সামাজিক সুরক্ষা

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : আল-কুর‘আন ও হাদিসের আলোকে সামাজিক সুরক্ষার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : আল-কুর‘আন ও হাদিসের আলোকে সামাজিক সুরক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: আল-কুর‘আন ও হাদিসে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের নির্দেশনা ১৫৯-১৬৭

প্রথম অনুচ্ছেদ : আল-কুর‘আন ও হাদিসের দৃষ্টিতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : আল-কুর‘আন ও হাদিসে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের নির্দেশনা

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : আল-কুর‘আন ও হাদিসের আলোকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের তাত্ত্বিকতা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : আল-কুর'আন ও হাদিসের দৃষ্টিতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন মডেল ১৬৮-১৯১

প্রথম অনুচ্ছেদ : আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন মডেল-এর রূপরেখা

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : আল-কুর'আন ও হাদিসের দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল ভিত্তি

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : আল-কুর'আন ও হাদিসের দৃষ্টিতে সামাজিক উন্নয়নের ভিত্তি বিনির্মাণ

চতুর্থ অধ্যায় :আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির উদ্দেশ্য ১৯২-২৫৮

প্রথম পরিচ্ছেদ : শিশু সুরক্ষা ১৯৪-২০৮

প্রথম অনুচ্ছেদ : শিশু সুরক্ষা

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি ও শিশু সুরক্ষা

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে শিশু সুরক্ষা পর্যালোচনা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা ২০৯-২৩৭

প্রথম অনুচ্ছেদ : প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি ও প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে প্রবীণ সুরক্ষা পর্যালোচনা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : নারীর অধিকার সুরক্ষা ২৩৮-২৪২

প্রথম অনুচ্ছেদ : নারীর অধিকার সুরক্ষা

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি ও নারীর অধিকার

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে নারীর সুরক্ষা পর্যালোচনা

চতূর্থ পরিচ্ছেদ : প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষা ২৪৩-২৪৯

প্রথম অনুচ্ছেদ : প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষা

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি ও প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষা

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষা পর্যালোচনা

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : সমাজের অনগ্রসর ও অসহয় জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা ২৫০-২৫৯

প্রথম অনুচ্ছেদ : সমাজের অনগ্রসর ও অসহায় জনগোষ্ঠী পরিচিতি

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি ও সমাজের অনগ্রসর ও অসহায়দের অধিকার সুরক্ষা

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে অনগ্রসর ও অসহায়দের সুরক্ষা পর্যালোচনা

পঞ্চম অধ্যায় : আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির উপাদান ২৬০-৩২২

প্রথম পরিচ্ছেদ : রাষ্ট্রীয় বিশেষ ভাতা ২৬২-২৭৫

প্রথম অনুচ্ছেদ : কুর'আন ও হাদিসের আলোকে রাষ্ট্রীয় বিশেষ ভাতা-এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : অধিকার বঞ্চিতদের রাষ্ট্রীয় বিশেষ ভাতা
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : বিশেষ ভাতা ও সাবলম্বীকরণ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: বিনামূল্যে ও স্বল্পমূল্যে খাদ্য সহায়তা ২৭৫-২৮৩
প্রথম অনুচ্ছেদ : বিনামূল্যে খাদ্যসহায়তা
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : স্বল্পমূল্যে খাদ্য সহায়তা
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : সবার জন্য খাদ্য নিশ্চিতকরণ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও প্রশিক্ষণ ২৮৪-২৯০
প্রথম অনুচ্ছেদ : আল-কুর'আন ও হাদিসের দৃষ্টিতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও 'শিক্ষা' প্রসঙ্গ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : আল-কুর'আন ও হাদিসের দৃষ্টিতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও 'স্বাস্থ্য' প্রসঙ্গ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : আল-কুর'আন ও হাদিসের দৃষ্টিতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ ২৯১-২৯৭
প্রথম অনুচ্ছেদ : সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সুদমুক্ত ঋণের ভূমিকা
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জাতীয় সুরক্ষা কর্মসূচিতে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সফলতা

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : দুস্থ, অসহায় ও এতিম প্রতিপালন ২৯৮-৩১৬
প্রথম অনুচ্ছেদ : দুস্থ, অসহায় ও এতিম প্রতিপালন-এর তাত্ত্বিকতা
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : অসহায় প্রতিবন্ধীদের লালন প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : অসহায় নারী ও দুস্থ বয়স্কদের পালন, আশ্রায়ণ ও নিরাপত্তা

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : অপরাধীদের সংশোধন ও পুনর্বাসন ৩১৭-৩২২
প্রথম অনুচ্ছেদ : সামাজিক অপরাধীদের সংশোধন ও পুনর্বাসন
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : কিশোর অপরাধীদের সংশোধন ও পুনর্বাসন
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে অপরাধীদের সংশোধন ও পুনর্বাসন

উপসংহার ৩২৩-৩২৪
ফলাফল ৩২৪
সুপারিশ/প্রস্তাবনা ৩২৫
গ্রন্থপঞ্জি ৩২৬-৩৩৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভের

সারসংক্ষেপ (Abstract)

পিএইচ.ডি গবেষণা শিরোনাম:

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি : আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে একটি পর্যালোচনা

আল-হামদুলিল্লাহ্! আল্লাহর একান্ত অনুগ্রহে ***'আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি : আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে একটি পর্যালোচনা'*** (The National Social Safety Programme in the Socio-Economic Development : An Assessment in the light of Al-Quran and Hadith) শিরোনামে পিএইচ.ডি গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন হল। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন ব্যতীত সম্ভব নয়। আর এ জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৬০ এবং ১৯৭০ এর দশককে পর্যায়ক্রমে উন্নয়নের প্রথম ও দ্বিতীয় দশক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। জাতিসংঘের দিক-নির্দেশনার আলোকে পৃথিবীর সকল দেশ তাদের সার্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিভুক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশও জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় 'জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আর এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের অংশীদার হিসেবে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর, অধিদপ্তর, বিভাগসহ বেসরকারীভাবে বিভিন্ন এনজিও নিজ নিজ বলয়ে ভূমিকা রাখছে। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির মূল কার্যক্রম হলো দুস্থ শিশু, এতিম, দুস্থ স্বামী পরিত্যক্তা নারী, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও পশ্চাৎপদ জাতিগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন। কারণ, সমাজের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অধিকার বঞ্চিত এসকল মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও যথাযথ অধিকার প্রতিষ্ঠা ব্যতীত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রকৃত রূপ পরিগ্রহ হয় না। এ গবেষণাকর্মে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির পরিচয়, জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি-এর ধরণ ও প্রকৃতি এবং জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি ও কৌশলসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। আর জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের অংশীদার সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থাসমূহের কার্যক্রমসমূহ আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে বেসরকারি ভাবে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের কার্যক্রমও উপস্থাপন করা হয়েছে। স্মার্তব্য যে, আল-কুর'আন ও হাদিসে সামাজিক সুরক্ষার প্রতিটি বিষয় সুবিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রায় দেড়

হাজার বছর পূর্বে নাযিলকৃত আল-কুর'আনে সামাজিক সুরক্ষা সম্পর্কিত সুবিস্তৃত বর্ণনা ও নির্দেশনা চিন্তাশীল ব্যক্তিদের বিস্মিত ও হতবাক করে দিয়েছে। পাশাপাশি বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ওহীর নির্দেশনায় নবগঠিত মাদীনা মুনাওয়ারাহ্ রাষ্ট্রের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক সুরক্ষামূলক যে কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করেছেন, তা সমাজবিজ্ঞানীদের রীতিমত অবাক করেছে। বর্তমান উন্নয়নশীল বিশ্বে আল-কুর'আন ও হাদিসের এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এ গবেষণাকর্মে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে আল-কুর'আন ও হাদিসের বর্ণনামূলক নির্দেশনাসমূহের প্রামাণ্য আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। নিম্নে এ গবেষণাকর্মের ফলাফল ও ফলাফলের ওপর কার্যকারিক প্রস্তাবনা ও সুপারিশ প্রদান করা হলো।

গবেষণাকর্মের সুপারিশ/প্রস্তাবনা

'আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি: আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে একটি পর্যালোচনা' (The National Social Safety programme in the Socio-Economic Development: An Assessment in the light of the Al-Quran and Hadith.) শিরোনামে পিএইচ.ডি গবেষণাকর্মটির ফলাফলের আলোকে মৌলিক সুপারিশ ও প্রস্তাবনা হলো:

১. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সরকারকে আরো আন্তরিক হতে হবে।
২. জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের সুফল সম্পর্কে সবার মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।
৩. জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানকে পরিকল্পিতভাবে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনার আলোকে কর্মসূচি বাস্তবায়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হবে।
৪. জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির মৌলিক কাজ– দুস্থ শিশু, এতিম, দুস্থ স্বামী পরিত্যক্তা নারী, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও পশ্চাৎপদ জাতিগোষ্ঠীর যথাযথ পরিসংখ্যানভুক্ত করার জন্য মাঠ জরিপ, তালিকাকরণ, ব্যবস্থাগ্রহণ করতে হবে।
৫. নির্মোহ গবেষণার মাধ্যমে আল-কুর'আনে ও হাদিসে সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের নির্দেশণাসমূহ অবগত হওয়া এবং দেশ ও জাতির বৃহৎ স্বার্থে সেগুলোর উপকারী বিষয়সমূহ গ্রহণ করা।
৬. পরবর্তিতে এ গবেষণাকর্মটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আরো বৃহত্তর গবেষণার ক্ষেত্রে সহায়ক তথ্যসূত্র হিসেবে সংরক্ষণ করা।

পরিশেষে বিশ্বজাহানের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে মুনাজাত করি, তিনি যেন এ গবেষণাকর্মটিকে দেশ, জাতি ও ইসলামের খিদমাতে কবুল করেন এবং আখিরাতে নাজাতের উসিলা হিসেবে গ্রহণ করেন। আমিন।

ভূমিকা

আল-হামদুলিল্লাহ্! আল্লাহর একান্ত অনুগ্রহে 'আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি : আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে একটি পর্যালোচনা' (The National Social Safety Programme in the Socio-Economic Development : An Assessment in the light of Al-Quran and Hadith) শিরোনামে পিএইচ.ডি গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন হল। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আল-কুর'আন ও হাদিসে মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগের যাবতীয় বিধিমালা বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র তথা আন্তর্জাতিক জীবনের এমন কোন বিষয় নেই যা আল-কুর'আন ও হাদিসে বর্ণনা করা হয়নি। বর্তমান উন্নয়নশীল বিশ্বে 'সামাজিক সুরক্ষা' একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রচলিত বিশ্বব্যবস্থায় এধারণার জন্ম হয় জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৬০ এবং ১৯৭০ এর দশককে পর্যায়ক্রমে উন্নয়নের প্রথম ও দ্বিতীয় দশক হিসেবে ঘোষণার পর থেকেই। বর্তমান পৃথিবীর উন্নত রাষ্ট্র, উন্নয়নশীল রাষ্ট্র এমনকি তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত সকল রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় এজেন্ডায় 'সামাজিক সুরক্ষা' বিষয়টি অগ্রগণ্য। কারণ, রাষ্ট্রের পশ্চাৎপদ জাতিগোষ্ঠীর উন্নয়নে ও তাদের জীবন-জীবিকার নিশ্চয়তা এবং তাদের সার্বিক মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য 'সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের 'জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও আলোচিত বিষয়। বিষয়টির গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রযন্ত্রসহ সেবামূলক সংস্থাসমূহের অংশীদারিত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও এটি একটি আপেক্ষিক বিষয়। স্মার্তব্য যে, আল-কুর'আন ও হাদিসে সামাজিক সুরক্ষার প্রতিটি বিষয় সুবিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে নাযিলকৃত আল-কুর'আনে সামাজিক সুরক্ষা সম্পর্কিত সুবিস্তৃত বর্ণনা ও নির্দেশনা চিন্তাশীল ব্যক্তিদের বিস্মিত ও হতবাক করে দিয়েছে। পাশাপাশি বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) অহীর নির্দেনায় নবগঠিত মাদীনা মুনাওয়ারাহ্ রাষ্ট্রের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক সুরক্ষামূলক যে কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করেছেন, তা সমাজবিজ্ঞানীদের রীতিমত অবাক করেছে। আলোচ্য বিষয়ে আল-কুর'আনে অসংখ্য আয়াত নাযিল হয়েছে এবং আয়াতসমূহের প্রাসঙ্গিক আলোচনায় অসংখ্য হাদিসও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি 'আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি : আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে একটি পর্যালোচনা' প্রাসঙ্গিক বিষয়ে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা

অন্য কোন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর গবেষণা সম্পাদিত হয়নি। বর্তমান উন্নয়নশীল বিশ্বে আল-কুর'আন ও হাদিসের এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

সুতরাং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে 'আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি : আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে একটি পর্যালোচনা' (The National Social Safety Programme in the Socio-Economic Development : An Assessment in the light of Al-Quran and Hadith) শিরোনামে নির্মোহ গবেষণা সম্পাদন করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

উপর্যুক্ত প্রেক্ষিতে সুনির্দিদিষ্ট কার্যপরিকল্পনার আলোকে পিএইচ.ডি গবেষণার স্বীকৃত পদ্ধতির আলোকে গবেষণাকর্মটি রচিত ও প্রণীত হয়েছে। সে আলোকে এ গবেষণাকর্মের প্রারম্ভিকায় একটি ভূমিকা প্রদান করা হয়েছে। এরপর গবেষণাকর্মের–

প্রথম অধ্যায়ে– জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি ও তা বাস্তবায়নের অংশীদার প্রসঙ্গে প্রামাণ্য আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম অনুচ্ছেদে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির পরিচয় উপস্থাপন করা হয়েছে। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি-এর ধরণ ও প্রকৃতি ও তৃতীয় অনুচ্ছেদে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি ও কৌশলসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী ও জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি প্রাসঙ্গিক আলোচনায়– প্রথম অনুচ্ছেদে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি ও তৃতীয় অনুচ্ছেদে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির তাত্ত্বিকতা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে অংশীদার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থাসমূহের কার্যক্রমসমূহ আলোচনা করা হয়েছে। এ পরিচ্ছেদের প্রথম অনুচ্ছেদে মন্ত্রণালয় ও দপ্তরসমূহ. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে জাতিসংঘ ও তৃতীয় অনুচ্ছেদে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের কার্যক্রমসমূহ পৃথক পৃথকভাবে প্রামাণ্য আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে– আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রথম পরিচ্ছেদে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এর প্রামাণ্য পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। এখানে প্রথম অনুচ্ছেদে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও তার সূচক ও তৃতীয় অনুচ্ছেদে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। এ পরিচ্ছেদের প্রথম অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিবরণ, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-

সামাজিক অবস্থার সূচক ও তৃতীয় অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও জাতীয় সুরক্ষা কর্মসূচিসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর তৃতীয় পরিচ্ছেদে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির তাত্ত্বিকতা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে– প্রথম অনুচ্ছেদে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির মৌলিক দিক; দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা ও তৃতীয় অনুচ্ছেদে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির অনস্বীকার্যতার বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির প্রায়োগিক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে। এর প্রথম অনুচ্ছেদে অধিকার বঞ্চিতদের প্রাপ্তি; দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে কর্মসৃজন এবং তৃতীয় অনুচ্ছেদে অকর্মণ্য জনগণকে জনশক্তিতে রূপান্তর প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়– আল-কুর'আন ও হাদিসের দৃষ্টিতে সামাজিক সুরক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কে প্রামাণ্য আলোচনা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে–

এ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে- আল-কুর'আন ও হাদিসে সামাজিক সুরক্ষার নির্দেশনা সম্পর্কে দালিলিক আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। প্রথম অনুচ্ছেদে আল-কুর'আন ও হাদিসে সামাজিক সুরক্ষার গুরুত্ব ও তাত্ত্বিকতা; দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আল-কুর'আন হাদিসের আলোকে সামাজিক সুরক্ষার ধারণা ও তৃতীয় অনুচ্ছেদে আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি দলিলভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে- আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে সামাজিক সুরক্ষার ধরন ও প্রকৃতি সম্পর্কে দালিলিক আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে প্রথম অনুচ্ছেদে আল-কুর'আন ও হাদিসের দৃষ্টিতে সামাজিক সুরক্ষা; দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে সামাজিক সুরক্ষার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও তৃতীয় অনুচ্ছেদে আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে সামাজিক সুরক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে- আল-কুর'আন ও হাদিসে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের নির্দেশনা সম্পর্কে দালিলিক আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে প্রথম অনুচ্ছেদে আল-কুর'আন ও হাদিসের দৃষ্টিতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন; দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ আল-কুর'আন ও হাদিসে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের নির্দেশনা এবং তৃতীয় অনুচ্ছেদ আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের তাত্ত্বিকতা প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে- আল-কুর'আন ও হাদিসের দৃষ্টিতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন মডেল তুলে ধরা হয়েছে। এর প্রথম অনুচ্ছেদে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন মডেল-এর রূপরেখা; দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ আল-কুর'আন ও হাদিসের দৃষ্টিতে

অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল ভিত্তি এবং তৃতীয় অনুচ্ছেদে আল-কুর'আন ও হাদিসের দৃষ্টিতে সামাজিক উন্নয়নের ভিত্তি বিনির্মাণ প্রসঙ্গে দালিলিক আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে– আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির উদ্দেশ্য প্রাসঙ্গিক দালিলিক আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদে– শিশু সুরক্ষা বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে প্রথম অনুচ্ছেদে শিশু সুরক্ষা; দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি ও শিশু সুরক্ষা ও তৃতীয় অনুচ্ছেদে আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে শিশু সুরক্ষা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে– প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা সম্পর্কে দালিলিক আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। প্রথম অনুচ্ছেদে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা; দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি ও প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা এবং তৃতীয় অনুচ্ছেদে আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে প্রবীণ সুরক্ষা পর্যালোচনা করা হবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে- নারীর অধিকার সুরক্ষা বিষয়ে দলীলভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে। এর প্রথম অনুচ্ছেদে নারীর অধিকার সুরক্ষা; দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি ও নারীর অধিকার এবং তৃতীয় অনুচ্ছেদে আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে নারীর সুরক্ষা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে- প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষা প্রাসঙ্গিক দালিলিক আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে প্রথম অনুচ্ছেদে প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষা; দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি ও প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষা ও তৃতীয় অনুচ্ছেদে আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে- সমাজের অনগ্রসর ও অসহায় জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা বিষয়ে দালিলিক আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে প্রথম অনুচ্ছেদে সমাজের অনগ্রসর ও অসহায় জনগোষ্ঠীর পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি ও সমাজের অনগ্রসর ও অসহায়দের অধিকার সুরক্ষা ও তৃতীয় অনুচ্ছেদে আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে অনগ্রসর ও অসহায়দের সুরক্ষা পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে- আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির উপাদান প্রাসঙ্গিক দালিলিক আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। এ অধ্যায়ের–

প্রথম পরিচ্ছেদে– রাষ্ট্রীয় বিশেষ ভাতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে প্রথম অনুচ্ছেদে আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে রাষ্ট্রীয় বিশেষ ভাতা-এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে অধিকার বঞ্চিতদের রাষ্ট্রীয় বিশেষ ভাতা এবং তৃতীয় অনুচ্ছেদে বিশেষ ভাতা ও সাবলম্বীকরণ প্রসঙ্গে দালিলিক আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে- বিনামূল্যে ও স্বল্পমূল্যে খাদ্য সহায়তা সম্পর্কে আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। এখানে প্রথম অনুচ্ছেদে বিনামূল্যে খাদ্যসহায়তা; দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে স্বল্পমূল্যে খাদ্য সহায়তা এবং তৃতীয় অনুচ্ছেদে সবার জন্য খাদ্য নিশ্চিতকরণ প্রাসঙ্গিক দালিলিক আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে- শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে প্রথম অনুচ্ছেদে আল-কুর'আন ও হাদিসের দৃষ্টিতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও 'শিক্ষা' প্রসঙ্গ; দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আল-কুর'আন ও হাদিসের দৃষ্টিতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও 'স্বাস্থ্য' প্রসঙ্গ এবং তৃতীয় অনুচ্ছেদে আল-কুর'আন ও হাদিসের দৃষ্টিতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কে দালিলিক আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে- সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে প্রথম অনুচ্ছেদে সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ; দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সুদমুক্ত ঋণের ভূমিকা ও তৃতীয় অনুচ্ছেদে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জাতীয় সুরক্ষা কর্মসূচিতে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সফলতা সম্পর্কে দালিলিক আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে- দুস্থ, অসহায় ও এতিম প্রতিপালন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে প্রথম অনুচ্ছেদে দুস্থ, অসহায় ও এতিম প্রতিপালন-এর তাত্ত্বিকতা; দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে অসহায় প্রতিবন্ধীদের লালন প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন এবং তৃতীয় অনুচ্ছেদে অসহায় নারী ও দুস্থ বয়স্কদের পালন, আশ্রায়ণ ও নিরাপত্তা সম্পর্কে প্রামাণ্য আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে- অপরাধীদের সংশোধন ও পুনর্বাসন প্রাসঙ্গিক দালিলিক আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে প্রথম অনুচ্ছেদে সামাজিক অপরাধীদের সংশোধন ও পুনর্বাসন; দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে কিশোর অপরাধীদের সংশোধন ও পুনর্বাসন এবং তৃতীয় অনুচ্ছেদে আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে অপরাধীদের সংশোধন ও পুনর্বাসন বিষয়ে দালিলিক আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

এ গবেষণাকর্ম রচনা ও প্রণয়নে বাংলা ভাষার চলিতরূপকে ব্যবহার করা হয়েছে। সাংবিধানিক ও কোটেশনমূলক কিছু জায়গায় সাধুরূপ ব্যবহার করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমীর প্রমিত বাংলা বানান রীতিকে অনুসরণ করা হয়েছে। তবে ইসলামি ও আরবি পরিভাষার অনেক বানান ইসলামিক ফাউন্ডেশনের রীতিকে অনুসরণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রচলিত ও বোধগম্য ভাষা রীতি ব্যবহারের প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

এ গবেষণাকর্মের পরিশেষে একটি বিশ্লেষণধর্মী উপসংহার প্রদান করা হয়েছে। উপসংহারে বিশেষত গবেষণা কর্মের ফলাফল ও ফলাফলের ওপর কার্যকারিক প্রস্তাবনাকারে সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

এ পর্যায়ে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর দরবারে মুনাজাত করি, আল্লাহ্ যেন এ গবেষণাকর্মটিকে দেশ, জাতি ও ইসলামের খিদমাতে কবুল করেন এবং আখিরাতে নাজাতের উসিলা হিসেবে গ্রহণ করেন। আমিন।

প্রথম অধ্যায়

জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি এবং তা বাস্তবায়নের অংশীদার

প্রথম অধ্যায়

জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি

এবং তা বাস্তবায়নের অংশীদার

প্রথম পরিচ্ছেদ

জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি

পরিচিতি, পরিধি ও বিকাশ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী এবং

জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি/প্রকল্প

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের অংশীদার

[মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থাসমূহ]

প্রথম পরিচ্ছেদ

জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি

প্রথম অনুচ্ছেদ

জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি: পরিচিতি ও পরিধি

জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষে সমাজের সর্বশ্রেণির দুস্থ ও পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন, কর্মসংস্থান ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষে সরকার কর্তৃক গৃহীত সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিই হলো 'জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি'।

'সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ (ঘ) অনুচ্ছেদে- সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া হয়েছে:

> "সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতৃ-পিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতি জনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্থতার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য লাভের অধিকার"।[১]

এছাড়া প্রস্তাবিত 'National Social Security Strategy (NSSS)' প্রেক্ষিত পরিকল্পনায়– 'সমাজের অবহেলিত অংশ, বিশেষ করে বৃদ্ধ, ক্ষুদ্র-জাতিগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং বিপদাপন্ন নারী ও শিশুর প্রয়োজনে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি জোরদার করার ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে।'[২]

---

[১] প্রিন্সিপাল ড. মিয়া মোঃ আনোয়ার হোসেন, ***বাংলাদেশের সংবিধান ও তৎসংশ্লিষ্ট আইনসমূহ,*** (ঢাকা: হীরা পাবলিকেশান্স, ২০০৭ খ্রি.) পৃ. ৭

[২] *জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি, জাতীয় নিরাপত্তা বেষ্টনী, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়,* (ঢাকা, বাংলাদেশ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০২১), পৃ. ৮৩

জ্ঞাতব্য যে, জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে বা জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতাধীন জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ও জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি অভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়।
সুতরাং জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ও জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি পরস্পরের পরিপূরক। কারণ জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতাভুক্ত।

জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির ক্ষেত্র ও পরিধি

বাংলাদেশ বিগত এক দশকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। তবে এটা সত্য যে, উন্নয়নশীল দেশসমূহে অর্থনৈতিক উন্নয়ন স্বাভাবিক নিয়মেই ধনী-গরীবের মাঝে একটা ব্যবধান সৃষ্টি করে। এ কারণে অর্থনৈতিক অগ্রগতির মূল স্রোতধারায় সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা বাংলাদেশের মত যে কোন বিকাশমান অর্থনীতির জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ উত্তরণের লক্ষে বর্তমান সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর ক্ষেত্র ও পরিধি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করেছে। বর্তমান সরকার মনে করে যে, অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি (Inclusive growth) দারিদ্র নিরসনের একটি কার্যকর উপায়। আর সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনের অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ।[৩]

সমস্যাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক সুরক্ষা

বাংলাদেশের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনে ‘সমস্যাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক সুরক্ষা’ শিরোনামের অভিভাষণে বলা হয়েছে :
‘স্বামী পরিত্যক্তা ও দুস্থ মহিলা ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে শতভাগ এবং বয়স্ক ভাতা ও প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে শতকরা ন্যূনতম ৫০ ভাগ নারীর অন্তর্ভুক্তি বাধ্যতামূলক থাকায় ২৫.৩২ লক্ষ নারীর সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। তাতে নারীর সামাজিক মর্যাদা ও ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাবে এবং দারিদ্র ঝুঁকি হ্রাস পাবে। বয়স্ক, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা ও দুস্থ মহিলা এবং প্রতিবন্ধী নারীদের বাসস্থান, পরিধেয়, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও চিকিৎসা প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সাথে নারী-পুরুষ উভয় সম্পর্কযুক্ত বিধায় সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের মাধ্যমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নারী উন্নয়ন

---

৩ *সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

কার্যক্রম জোরদারকরার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ নারীর ক্ষমতায়ন, বিভিন্ন ফোরামে নারীর অংশগ্রহণ, নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, নারীর আইনী সহায়তা, নারীর সরকারী সম্পদ ও সেবা লাভ, ন্যায়বিচার প্রাপ্তি, নারী নির্যাতনহ্রাস, বাল্যবিবাহ রোধ ও যৌতুক প্রথাহ্রাসে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।[৪]

জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলপত্র বিশ্লেষণ

জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলপত্রের বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এ বিষয়টি প্রতীয়মান যে, দারিদ্র ও প্রান্তিকীকরণের মতো সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি বিস্তৃত সামাজিক সুরক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। দারিদ্র দূরীকরণ, মানবিক উন্নয়ন এবং বৈষম্যহ্রাসে বাংলাদেশ সরকারের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি তার জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলপত্রের (এনএসএসএস ২০১৬-২০২১) মাধ্যমে স্পষ্টভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। একটি দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন 'দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা' তথা 'রূপকল্প ২০৪১' এবং আষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ২০২০-২৩২৫- এও তা প্রতিফলিত হয়েছে। তবুও কয়েক দশক ধরে এটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়নগত দূর্বলতার কারণে লক্ষিত জনগোষ্ঠীর জীবনে কাঙ্খিত প্রভাব তৈরী করতে পারছে না।[৫]

বিগত এক দশকে বাংলাদেশ প্রভূত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে এবং একই সঙ্গে উল্লেখযোগ্যভাবে দারিদ্র হ্রাস করতে পেরেছে। তবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সূচকের ক্ষেত্রে অনেক অগ্রগতি সত্ত্বেও দারিদ্রদূরীকরণ এখনও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশের জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলপত্রের (এনএসএসএস ২০১৬-২০২১) কর্মপরিকল্পনা[৬] বাস্তবায়নের কাজ এখনও চলমান।

সুতরাং এখনই জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলপত্রের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের উপযুক্ত সময়।

---

৪ *সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪-৮৫

৫ হাবিবুর রহমান চৌধুরী ও অসীম রায়, *জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলপত্রের বাস্তবায়ন বিশ্লেষণ*, ঢাকাঃ সমকাল, ২৭ মে ২০২১

৬ হাবিবুর রহমান চৌধুরী ও অসীম রায়, প্রাগুক্ত

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা কার্যক্রমের বিকাশ

সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা কার্যক্রমের ইতিবৃত্ত অতি প্রাচীন। দূর অতীত থেকে রাষ্ট্র বা কোন ভূ-খণ্ডের শাসক সেই ভূ-খণ্ডের দুস্থ, দূর্বল ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ণের জন্য নানা কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন।

বর্তমান বিশ্বে সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা কার্যক্রমের ধারণা

বর্তমান বিশ্বে সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা কার্যক্রমের ধারণা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। বিশ্বের প্রতিটি দেশের উন্নয়ন, বিশেষত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে সাধারণভাবে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। এ ধারণার জন্ম হয় বস্তুত জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৬০ এবং ১৯৭০-এর দশককে পর্যায়ক্রমে উন্নয়নের প্রথম ও দ্বিতীয় দশক হিসেবে ঘোষণার পর থেকেই। যা হোক, আধুনিক বিশ্ব গুরুত্বের সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের দুটি বিপরীতধর্মী তত্ত্বকে বিবেচনা করে এবং তা হলো পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র। এ দু'য়ের মধ্যে রয়েছে সমসাময়িক মুসলিম বিশ্ব, যাদের বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ইসলামি প্রকৃতির না হয়ে, হয়েছে মুক্তবাজার (৩৬টি দেশে বেসরকারি বা সরকারি সেক্টর বা কোন ক্ষেত্রে উভয় সেক্টরই প্রভাব বিস্তার করেছে) থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত বাজারব্যবস্থার (সরকারি সেক্টর, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র প্রভাব বিস্তার করেছে সাতটি দেশে) মধ্যে। একটি দেশে রয়েছে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী অর্থনীতি।[৭] এরপর থেকে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘ কর্মনীতিকে অনুসরণ করে আসছে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ নীতিকে অনুসরণ করছে। যার পরিমার্জিত রূপরেখা হলো জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি।

বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিকাশ

বিধিবদ্ধ ও সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিকাশ চারটি দশক পার করলেও এর প্রকৃত ইতিহাস অনেক পুরোনো। বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিক সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির সুদীর্ঘ

---

৭ মুহাম্মদ আল-ব্যুরে, *প্রশাসনিক উন্নয়ন ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি,* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ১৪১৪ ব./২০০৭ খ্রি./ ১৪২৮ হি., পৃ. ১৬৫

ইতিহাস রয়েছে। এসব নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি অংশত বর্তমান সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রকৃতি নির্ধারণে অন্যতম প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে।

স্বাধীনতা উত্তরকালে দেশের প্রধান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ছিল সরকারি কর্মচারীদের জন্য পেনশন বা অবসরকালীন ভাতা। এর পরিপূরক হিসেবে কাজ করেছে প্রভিডেন্ট ফান্ড যা ছিল সরকারি ও আনুষ্ঠানিক ব্যক্তিখাতের কর্মচারীদের জন্য সঞ্চয়ের একটি বাহন। এর মাধ্যমে কর্মচারীগণ অবসরে যাওয়ার সময় এককালীন ভাতা পেতেন। যাহোক, ১৯৭৪ সালের খাদ্য সংকট ও আশির দশকে সংঘটিত উপর্যুপরি বন্যা এবং এ ধরনের অন্যান্য সংকটের প্রভাব মোকাবেলায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র পরিবারগুলোর জন্য নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এসব কর্মসূচি ছিল মূলত বিদেশি সহায়তাপুষ্ট গণপূর্ত কর্মকাণ্ড ও খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি। আশির দশকে সরকার এমন সব কর্মসূচি গ্রহণ করে যেগুলো জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে সৃষ্ট ঝুঁকি মোকাবেলায় সহায়তা করেছে। বিদ্যালয়ে ছাত্র উপবৃত্তি কর্মসূচি এ ধরনের একটি কার্যক্রম। নব্বই দশকের শেষদিকে সরকার বিধবা ভাতা ও বয়স্ক ভাতার মতো জনপ্রিয় কর্মসূচিসমূহে ব্যাপক বিনিয়োগ শুরু করে। এছাড়া দাতাগোষ্ঠীও বিভিন্ন এনজিও পরিচালিত কর্মসূচিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিনিয়োগ করে। এসব কর্মসূচির মধ্যে সামাজসেবামূলক কর্মকাণ্ড ছাড়াও ছিল সামাজিক অনুদানমূলক (সোশ্যাল ট্রান্সফার) কর্মকাণ্ড। ক্রমান্বয়ে খাদ্য সহায়তার পরিবর্তে নগদ অর্থে প্রদত্ত সহায়তার হার বৃদ্ধি পায়। নগদ টাকা মূলত জীবনচক্রভিত্তিক কর্মসূচিগুলোর মাধ্যমে দেয়া হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মাঝামাঝি সময়ে বেশিরভাগ বিদেশি খাদ্যসহায়তা কার্যক্রম প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। এর পরিবর্তে সরকারি অর্থায়নে (কর রাজস্ব হতে) খাদ্যশস্য প্রদান শুরু হয়। এনজিও এবং সরকার কর্তৃক গৃহীত ক্ষুদ্র আকারের প্রকল্পের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।

এসব প্রকল্পে কিছু সামাজিক নিরাপত্তামূলক উপাদান যুক্ত হয়েছে। এ সমস্ত উদ্যোগের ফলে গত চার দশকে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির তালিকা দীর্ঘায়িত হয়েছে, যা দারিদ্রের তীব্রতা প্রশমনের পাশাপাশি দুর্যোগ পরিস্থিতি উত্তরণসহ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।’[৮]

নিম্নে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সংক্রান্ত উদ্ভাবনীসমূহের একটি সারণি উপস্থাপন করা হলো:

---

[৮] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, (ঢাকা: সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ৫-৭

সারণি ১.১: সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সংক্রান্ত উদ্ভাবনীসমূহ –একটি সময়চিত্র

সময়কাল	উদ্ভাবনীসমূহ	প্রাসঙ্গিক উপাদানসমূহ
সত্তর দশকের মাঝামাঝি থেকে শেষ পর্যন্ত	ভিজিএফ বর্ধিত কাজের বিনিময়ে খাদ্য ক্ষুদ্রঋণ	১৯৭৪ সালের খাদ্য সংকটের প্রতিক্রিয়া
মধ্য আশির দশক	‘ত্রাণ’ থেকে ‘ত্রাণ ও উন্নয়ন’ এর ওপর গুরুত্ব দেওয়ায় ভিজিএফ কর্মসূচি ভিজিডিতে রূপান্তরিত হয় (পরে আইজিভিজিডি-তে)	তীব্র ক্ষুধা কমাতে কেবল খাদ্যের সংস্থানই যথেষ্ট নয়। সুশীল সমাজের পক্ষ থেকে সমালোচনা করা হয় যে, এ ধরনের উদ্যোগ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অতিমাত্রায় নির্ভরশীল করে ফেলছে। সুশীল সমাজের পক্ষ থেকে এ ধরনের সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আয় বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত এবং এনজিওসমূহকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে এই নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।
আশির দশকের শেষ প্রান্ত	আরএমপি: কর্মসৃজনমূলক উদ্ভাবনী কর্মসূচি -সুরক্ষার সাথে উন্নয়ন লক্ষ্যও যুক্ত হয় -মাটি কাটার কাজ ছাড়াও সামাজিক বনায়ন, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার ইত্যাদি যুক্ত হয়।	১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালে উপর্যুপরি সংঘটিত ভয়াবহ ও ধ্বংসাত্মক বন্যার প্রতিক্রিয়ায় মৌসুমভিত্তিক মৃত্তিকানির্ভর অবকাঠামোর পরিবর্তে সকল মৌসুম উপযোগী অবকাঠামো নির্মাণের ওপর গুরুত্বারোপ পরিলক্ষিত হয়।
নব্বই দশকের প্রথম ভাগ	শর্তযুক্ত নগদ অর্থসহায়তা শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি	শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য ও মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় উপবৃত্তি কর্মসূচি প্রবর্তনের দুটি উপাদান হলো: (১) নব্বই দশকে সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তনের ফলে দেখা গেল, নির্বাচিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক সমর্থন লাভের উদ্দেশে নবতর উৎসের সন্ধানে রত; এবং (২) পল্লী রেশনিং কর্মসূচি বিলুপ্তির প্রেক্ষিতে খাদ্য-সহায়তার নবতর ব্যবহারের উপায় অনুসন্ধান।
নব্বই দশকের শেষ ভাগ	ভিজিএফ কার্ড বয়স্ক ভাতা বিধবা ভাতা	১৯৯৮ সালে সংঘটিত ধ্বংসাত্মক বন্যার প্রতি সাড়াদানের ফল হলো ভিজিএফ কার্ড প্রবর্তন। তখন খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচির দ্রুততম সংস্থান অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছিল। এ দুটি কর্মসূচি হলো

		প্রতিযোগিতাপূর্ণ জনপ্রিয়তানির্ভর রাজনীতি তাড়িত উদ্ভাবনী ।
একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের প্রথম ভাগ	উত্তরণ অভীষ্ট সুরক্ষা ও উন্নয়নমূলক লক্ষ্যসহ আরএমপি ও ভিজিডির ধারাবাহিকতায় নতুন নতুন কর্মসূচি গ্রহণ	কেবল সুরক্ষা বিধানের লক্ষ্য থেকে সুরক্ষা ও উন্নয়ন লক্ষে সরে আসা।
একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মাঝামাঝি	ভৌগোলিক নির্বাচন মঙ্গাপীড়িত এলাকা, চরাঞ্চল	দারিদ্র পকেটের উপস্থিতির ব্যাপকতর স্বীকৃতি।
একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের শেষ ভাগ	কর্মসসংস্থানের নিশ্চয়তা	২০০৭-০৮ সালের খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি নতুন উদ্যোগ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে যার ফল হলো কর্মসৃজনমূলক কর্মসূচিতে কর্মসংস্থান নিশ্চয়তার (কর্মহীন সময়ে ব্যাপক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা) অন্তর্ভুক্তি।[৯]

বিশ শতকের মধ্য আশির দশক থেকে একবিংশ শতকের প্রথম দশকের শেষ ভাগ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে দারিদ্রের হার কমতে থাকে। সেখানে তিনটি উপাদান প্রধান অনুঘটক হিসেবে কাজ করে–

১. মানবিক মূল্যবোধ

সামাজিক নিরাপত্তা বলয় সমষ্টির প্রসারে প্রথম অনুঘটক হলো মানবতাবাদী দর্শন বা মানবিক মূল্যবোধ যা বাংলাদেশের সমাজের গভীরে প্রোথিত এবং এ সমাজের একটি অনুপম বৈশিষ্ট্য। এ দর্শন দুর্যোগজনিত বা কর্মসংস্থানের অভাবজনিত কারণে সাময়িক খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ত্রাণ কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দেয়। এ মূল্যবোধ থেকে দুটি ভিত্তিমূলীয় কর্মসূচির উদ্ভব হয়। একটি হলো ভিজিএফ যা ১৯৭৪ সালে চালু হয়। এ কর্মসূচির মাধ্যমে অতিদরিদ্র পরিবারগুলোকে খাদ্য সহায়তা দেয়া হয়।[১০]

২. কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) কর্মসূচি

সামাজিক নিরাপত্তা বলয় সমষ্টির প্রসারে দ্বিতীয় অনুঘটক হলো কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) কর্মসূচি যা ১৯৭৫ সালে চালু হয়। এ কর্মসূচিতে মজুরি হিসেবে খাদ্যশস্য দেয়া হয়। সাময়িক খাদ্য

৯ *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

১০ *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত,পৃ. ৬

নিরাপত্তাহীনতা মোকাবেলায় যেসব কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে সেগুলোর ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে এই দুটি কর্মসূচি। নতুন দেশ হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার প্রায় দুই-দশক পর সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিতে নিরাপত্তা বলয় ছাড়াও ক্রমোন্নতির সোপান বা ক্ষমতায়নমূলক উপাদান প্রবর্তনের চিন্তাভাবনা করা হয়, যাতে সুবিধাভোগীরা সাময়িক ত্রাণের বাইরেও অধিকতর টেকসই সুবিধা লাভ করতে পারে। মানব উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ, শিক্ষাবৃত্তি, সচেতনতা সৃষ্টি), আর্থিক স্বাবলম্বন (সঞ্চয়, আয় পরিপূরক, ক্ষুদ্রঋণ প্রাপ্তি), কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা বা সম্পদ হস্তান্তরের মাধ্যমে এরূপ উন্নয়ন সোপানমূলক উপাদান প্রবর্তন করা হয়। ফলে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উদ্ভাবন ও পরীক্ষণ প্রক্রিয়ায় একটি নতুন ধারার প্রচলন ঘটে যা বর্তমান সময়েও অব্যাহত রয়েছে।[১১]

৩. অধিকতর সার্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা

সামাজিক নিরাপত্তা বলয় সমষ্টির প্রসারে তৃতীয় অনুঘটক হলো অধিকতর সার্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় বিপন্ন বিশেষ জনগোষ্ঠীর (যেমন বয়স্ক, প্রতিবন্ধী এবং দুস্থ ও ঝুঁকিগ্রস্ত মহিলা) প্রয়োজনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। নিরাপত্তা বলয় সমষ্টির এই অংশের যাত্রা শুরু হয় ১৯৯০ দশক থেকে যখন নির্বাচনী গণতন্ত্রের প্রবর্তন ঘটে। এছাড়া সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান প্রক্রিয়া বিষয়েও অনেক পরীক্ষণ ও উদ্ভাবন চলমান রয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো খাদ্যসহায়তার পরিবর্তে নগদ অর্থ প্রদান, এনটাইটেলমেন্ট কার্ড, ব্যাংকিং চ্যানেল ব্যবহার, কর্মসূচি বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকারের ব্যবহার, ভৌগোলিক নির্বাচন এবং পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়া।[১২]

৪. নিরাপত্তা কর্মসূচির বিকাশের চাহিদাতাড়িত উপাদান

বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিকাশের পেছনে উল্লেখযোগ্যভাবে চাহিদাতাড়িত উপাদানের উপস্থিতি রয়েছে। এগুলির উদ্ভব হয়েছে নতুন গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং একইসাথে সংকট উত্তরণ প্রচেষ্টা থেকে। বাংলাদেশ তার সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়নে বিমূর্ত অধিকারসমূহের আইনগত ধারার পরিবর্তে ক্রমবর্ধমান কর্মসূচি পরীক্ষণের (ইনক্রিমেন্টাল প্রোগ্রাম এক্সপেরিমেন্টেশন) একটি বাস্তবভিত্তিক পথ অনুসরণ করেছে। খাদ্য নিরাপত্তাভিত্তিক মূল ভিজিডি কর্মসূচি এবং গণপূর্তভিত্তিক পল্লী

---

[১১] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-৭

[১২] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচিসহ অনেক অনুবর্তী কর্মসূচি গ্রহণকে উৎসাহিত করেছে। যেমন আইজিভিজিডি, এফএসভিজিডি, সিএফপিআর-টিইউপি, রিওপা, আরইআরএমপি ইত্যাদি। এসব কর্মসূচির নকশায় ও প্রসারণের ক্ষেত্রে অধিকতর জটিল লক্ষ্যসমূহকে ক্রমান্বয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর যে অংশ বিদ্যমান কর্মসূচিসমূহের আওতার বাইরে থেকে যাচ্ছে তাদেরকে চিহ্নিত করার ওপর জোর দিয়ে ঝুঁকিমুখীতার সমান্তরালে নতুন কর্মসূচির বিকাশ ঘটেছে। এটি পরবর্তীতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী কেন্দ্রিকতার (যেমন চরবাসী, বা প্রাথমিকভাবে মঙ্গাপীড়িত এলাকার ওপর গুরুত্ব প্রদানকৃত ব্যাপকতর ভৌগোলিক নির্বাচন এবং বর্তমানে হাওর ও উপকূলীয় সম্প্রদায়ের ওপর গুরুত্ব প্রদান) ভিত্তিমূল হিসেবে কাজ করে।[১৩]

৫. সামাজিক নিরাপত্তা খাতে সরকারের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন

সামাজিক নিরাপত্তা খাতে সরকারের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন ঘটিয়ে এ খাতের বাজেট বরাদ্দ আর্থিক মূল্যে এবং জিডিপির অংশ হিসেবে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। জিডিপির অংশ হিসেবে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বরাদ্দ ১৯৯৮ সালের ১.৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১১ সালে ২.৩ শতাংশ হয়েছে। এরপর থেকে এটি জিডিপির প্রায় ২ শতাংশে স্থিতিশীল রয়েছে। আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী বরাদ্দের পরিমাণ মোটামুটি মনে হলেও সরকারের বাজেট সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করলে এটি সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার বহিঃপ্রকাশ (সরকারের মোট ব্যয়ের ১৩ শতাংশ) এবং সামাজিক উন্নয়ন নীতির এই ধারার প্রতি সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদানের নির্দেশক। বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বেশ জটিল যা বহু সংখ্যক কর্মসূচি নিয়ে গঠিত এবং অনেক মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত। অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক হিসেবমতে, বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার আওতায় বর্তমানে বাজেটের অর্থায়নে ১৪৫টি কর্মসূচি রয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এসব কর্মসূচিতে ৩০৬.৪ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়, যা জিডিপির ২.০২ শতাংশ। এসব কর্মসূচি ২৩টি বা তারও বেশি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থাগুলোর মধ্যে তথ্য বিনিময়ের কোনো আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা এখানে নেই।[১৪]

---

[১৩] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭

[১৪] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫-৭

৬. সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বিষয়ক আইনসমূহ

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির মৌলিক বিষয়সমূহের বাস্তবায়নের লক্ষে সরকার বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনীয় আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কার্যপ্রণালী নিম্নোক্ত আইন, অধ্যাদেশ ও নীতিমালার আলোকে পরিচালিত হয়। তা হলোঃ

১. সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG),

২. সার্বজনীন মানবাধিকার সনদ ১৯৪৮,

৩. শিশু অধিকার সনদ ১৯৮৯,

৪. সবার জন্য শিক্ষার সার্বজনীন ঘোষণা ১৯৯০,

৫. জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সনদ ২০০৬,

৬. ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা-২০২১,

৭. জাতীয় সমাজ কল্যাণ নীতি ২০০৫,

৮. প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা ১৯৯৫,

৯. জাতীয় শিশু নীতি ২০১১,

১০. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১,

১১. সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে ঘোষিত ‘হতদরিদ্রের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বিস্তৃত করা’, ‘প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩’,

১২. নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০০৬,

১৩. স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠান (রেজিস্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ ১৯৬১,

১৪. দ্যা প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অধ্যাদেশ ১৯৬০,

১৫. এতিমখানা ও বিধবা সনদ আইন ১৯৪৪।

এ সকল আইন ও নীতিমালায় নারীদের অধিকারের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৫]

সুতরাং উপর্যুক্ত আইন, অধ্যাদেশ ও নীতিমালাসমূহের আলোকে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতাভুক্ত জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ও জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কাজেই বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতাভুক্ত জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ও জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির ভিজিএফ প্রকল্প ১৯৭৪ সাল থেকে শুরু হলেও তৎপূর্বেও কর্মসূচিসমূহ ভিন্ন নামে বাস্তবায়িত হত। কার্যত উপরোক্ত ধারাবাহিকতা ও উপাদানসমূহের প্রায়োগিক চাহিদার প্রেক্ষিতে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বিকাশ লাভ করে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ
জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি ও কৌশলসমূহ

১. সামাজিক উন্নয়ন কাঠামোর প্রেক্ষিতে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ও উন্নয়ন কাঠামোর প্রেক্ষিতে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারের অন্যান্য যে সকল নীতি ও কর্মসূচির সমন্বয়ে বৃহত্তর সামাজিক উন্নয়ন কাঠামো (এসডিএফ) গঠিত হয়েছে সামাজিক নিরাপত্তা নীতিকে সেগুলোর একটি মূল উপাদান হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। সামাজিক উন্নয়ন কাঠামোর প্রধান উদ্দেশ্য হলো ব্যাপকভিত্তিক ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ নীতিমালা প্রণয়ণ করা যা বাংলাদেশকে তার উন্নয়ন প্রচেষ্টার পটভূমিকায় অধিকতর সমতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার অর্জনে সহায়তা করবে। এ লক্ষ্য অর্জন করতে হবে অনেকগুলো নীতি, কর্মসূচি ও এদের মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে। এসব নীতি ও কর্মসূচির অর্ন্তভুক্ত রয়েছে:

১. সরকারের দারিদ্র নিরসন কৌশল,

---

[১৫] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

২. শিক্ষা কৌশল,

৩. স্বাস্থ্য,

৪. পুষ্টি,

৫. জনসংখ্যা কৌশল,

৬. স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ কৌশল,

৭. অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন কৌশল,

৮. নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার কৌশল

৯. নৃগোষ্ঠী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল,

১০. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কৌশল এবং সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল।

এসব কর্মসূচি ও কৌশলের প্রায়োগিক ফলাফল:

ক. প্রকৃতিগত দিক দিয়ে পরস্পরের পরিপূরক

খ. দারিদ্র হ্রাসের ওপর কর্মসূচির প্রভাবকে জোরালো করে,

গ. দরিদ্রদের ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতার মাত্রা কমায়,

ঘ. দৃঢ় সামাজিক ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলে।[১৬]

২. জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের রূপকল্প

সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে নাগরিকদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সরকারের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। জাতীয় নিরাপত্তা কৌশলের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ হলো এমন একটি সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যা বাংলাদেশের সকল নাগরিকের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে, এবং যা অন্তত ন্যূনতম আয়ের নিশ্চয়তা বিধান করা ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের সংকট ও ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠিকে অধিকতর ব্যাপকভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করবে। সুতরাং সামাজিক নিরাপত্তার দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্প হলো–

---

[১৬] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. xix

"বাংলাদেশের সকল (সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা লাভের) যোগ্য নাগরিকের জন্য এমন একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা যা দারিদ্র ও অসমতা কার্যকরভাবে প্রতিরোধ ও মোকাবেলা করতে পারবে এবং ব্যাপকতর মানব উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে ভূমিকা রাখবে। এ দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্পকে সামনে রেখেই বর্তমান জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। সুতরাং আগামী পাঁচ বছর সরকার এই দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য অর্জনে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। তবে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হতে যে সময়ের প্রয়োজন সে বাস্তবতাকেও বিবেচনায় রাখা হবে। সরকার একটি ব্যাপকভিত্তিক ও 'অন্তর্ভুক্তিমূলক' ব্যবস্থার ভিত্তি গঠনের ওপর জোর দেবে।"[১৭]

সুতরাং আগামী পাঁচ বছরের জন্য জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের লক্ষ্য হবে:

১. সম্পদের অধিকতর দক্ষ ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা,

২. সেবাপ্রদান ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা,

৩. অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক নিরাপত্তার দিকে এগিয়ে যাওয়া।

৪. হতদরিদ্র ও সমাজের সর্বাধিক ঝুঁকিগ্রস্ত সদস্যদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করা,

৫. জীবনচক্রের বিভিন্ন ঝুঁকিসমূহ কার্যকরভাবে মোকাবেলা করা।[১৮]

জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের রূপকল্প

জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের রূপকল্প দুই প্রকার। যথা:

১. মধ্যমেয়াদি রূপকল্প

২. দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্প।

এ পর্যায়ে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মধ্যমেয়াদি অগ্রাধিকার চ্যালেঞ্জ ও দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্প এবং পরিকল্পনাসমূহ উপস্থাপন করা হলো–

---

১৭ *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. xix-xx

১৮ *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. xx

মধ্যমেয়াদি অগ্রাধিকার চ্যালেঞ্জসমূহ

সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিষয়ে অতীত অভিজ্ঞতা পর্যালোচনার ভিত্তিতে আগামী পাঁচ বছরে যেসব অগ্রাধিকার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে সেগুলো হলো–

১. অপেক্ষাকৃত কম কভারেজ ও অপচয়ের মতো সমস্যা পরিহার করতে ইচ্ছেমাফিক সুবিধাভোগী নির্বাচন পদ্ধতি থেকে সরে এসে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক সার্বজনীন পদ্ধতি গ্রহণ।

২. মা ও শিশু, কিশোর ও তরুণ, কর্মোপযোগী, বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধী লোকদের ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে হতদরিদ্র/অতিদরিদ্র, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও সর্বাধিক ঝুঁকিগ্রস্ত মানুষদের জন্য প্রধান কর্মসূচিসমূহের আওতা ও পরিধি সম্প্রসারিত করা। আগামী পাঁচ বছরের জন্য একটি মৌলিক লক্ষ্য হবে চরম দারিদ্র যতটুকু সম্ভব কমিয়ে আনা।

৩. এ ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে অতি দরিদ্রদের করুণ অবস্থা বিবেচনায় তাদের উত্তরণকল্পে যেসব কর্মসূচি রয়েছে সেগুলোর ধারাবাহিক কিন্তু ব্যাপক ক্রমবৃদ্ধির প্রয়োজন। এর মাধ্যমে অতিদরিদ্রদের জন্য প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ উপার্জনের সুযোগ প্রদানের পাশাপাশি আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক এবং পরিপূরক কাজের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। ফলে তাদের পক্ষে চরম দারিদ্র থেকে বের হয়ে আসার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৪. সর্বাধিক ঝুঁকিগ্রস্ত মহিলাদের জন্য আয়-নিরাপত্তার পাশাপাশি শ্রমবাজারের সাথে সম্পৃক্ত হবার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। নারীদের জন্য সবচেয়ে বেশি সামাজিক নিরাপত্তার প্রয়োজন হবে মাতৃত্বকালীন সময়ে।

৫. এমন একটি সামাজিক বিমা ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ নিতে হবে যা মানুষকে নিজের নিরাপত্তার জন্য বিনিয়োগ করতে সক্ষম করবে এবং বার্ধক্যকালীন ঝুঁকি, অক্ষমতা, বেকারত্ব/কর্মহীনতা ও মাতৃত্ব ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুরক্ষা প্রদান করবে।

৬. নগর এলাকার দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত নাগরিকদের এবং সমাজের অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের (স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষা) আওতা ও পরিধি বিস্তৃত করা।

৭. সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা যেন একটি কার্যকর দুর্যোগ সাড়াদান ব্যবস্থার সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন করে তা নিশ্চিত করা।

৮. আধুনিক তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং প্রশিক্ষিত ও পেশাদার কর্মী বাহিনী গড়ে তোলার মাধ্যমে অগ্রাধিকারভিত্তিক সহায়তা প্রদান ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা।

৯. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সম্পর্কে উপকারভোগীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং সম্ভাব্য দাতাশ্রেণিকে অনুপ্রাণিত করা।[১৯]

দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্প ও লক্ষ্যসমূহ

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্প ও লক্ষ্যসমূহ গ্রহণ করেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদে নাগরিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তাকে মৌলিক চাহিদা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিত করা সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব। বিশদভাবে বলতে গেলে, *"বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতৃ-পিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্যলাভের অধিকার সব নাগরিকের রয়েছে"*। সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ২৫ অনুচ্ছেদেও একই ধরনের অঙ্গীকার বিবৃত হয়েছে।

> "খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সামাজিক পরিসেবা লাভের সুযোগ এবং সেই সাথে বেকারত্ব, পীড়া, প্রতিবন্ধিতা, বৈধব্য, বার্ধক্য অথবা অন্য কোনো অনিবার্য কারণবশত জীবিকার অভাব হলে নিরাপত্তার অধিকারসহ নিজের ও পরিবারের সুস্বাস্থ্য এবং কল্যাণের জন্য মানসম্মত ও পর্যাপ্ত জীবনযাত্রার অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।"[২০]

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল হলো বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদি সংস্কার প্রক্রিয়ার প্রথম পদক্ষেপ। এক্ষেত্রে প্রত্যাশা হলো এমন একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যা সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য অর্জনের পাশাপাশি বিকাশমান মধ্যম আয়ের দেশের জন্য যথোপযুক্ত হবে। এছাড়াও

---

[১৯] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. xx

[২০] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

এটি বাংলাদেশের সংবিধানে বিধৃত সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার এবং বাংলাদেশ কর্তৃক স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহে বর্ণিত সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক অধিকার পূরণে সহায়তা করবে। এসব অধিকার অর্জনে কমবেশি দুই দশক লেগে যেতে পারে বলে অনুমান করা যায়। সুতরাং সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্প এবং এ রূপকল্প অর্জনে আগামী পাঁচ বছরের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ আরো বিশদভাবে ও সুস্পষ্টরূপে বিবৃত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি উদ্দেশ্য হলো ক্রমান্বয়ে এমন একটি সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যা সহায়তার প্রয়োজন রয়েছে এমন প্রত্যেক নাগরিকের জন্য সহজলভ্য হবে এবং তাদের জন্য একটি নূন্যতম উপার্জনের নিশ্চয়তা থাকবে । এছাড়াও, যারা বিভিন্ন ধরনের অভিঘাত ও সংকটের কারণে দারিদ্র সীমার নীচে চলে যেতে পারে তাদের জন্য আলোচ্য ব্যবস্থাটি ন্যূনতম আয়ের নিশ্চয়তা বিধান করবে এবং তাদেরকে অধিকতর ও ব্যাপকভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করবে। সুতরাং সামাজিক নিরাপত্তার দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্প হলো:

১. বাংলাদেশের সকল (সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা লাভের) যোগ্য নাগরিকের জন্য এমন একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

২. কার্যকরভাবে দারিদ্র ও অসমতা প্রতিরোধ ও মোকাবেলা করা।

৩. ব্যাপকতর মানব উন্নয়ন করা,

৪. কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ও

৫. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ভূমিকা রাখা।

এ দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্পকে সামনে রেখেই বর্তমান জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে।

সুতরাং আগামী পাঁচ বছর সরকার এই দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্প অর্জনে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। তবে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হতে যে বেশ কিছুটা সময় লেগে যেতে পারে সে বাস্তবতা সম্পর্কে সরকার ওয়াকিবহাল। তাছাড়া সরকার একটি প্রগতিশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার ভিত্তি গঠনের ওপর গুরুত্ব প্রদান করবে। সম্পদের অধিকতর দক্ষ ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে সেবাপ্রদান ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে ক্রমান্বয়ে একটি অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক নিরাপত্তা

ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা যা সমাজের দরিদ্র ও সর্বাধিক বিপদাপন্ন সদস্যদেরকে অগ্রাধিকার দিয়ে জীবনচক্রের বিভিন্ন ঝুঁকিসমূহ কার্যকরভাবে মোকাবেলা করতে সক্ষম।[২১]

বাংলাদেশের পটভূমিকায় একটি অধিকারভিত্তিক ধারণাপ্রসূত সামাজিক সুরক্ষা ফ্লোর (social protection floor) বিনির্মাণে অগ্রাধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে যেসব বিষয়কে বিবেচনায় নিতে হবে সেগুলো হলোঃ

১. প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা,

২. আর্থিক সামর্থ্য,

৩. বিদ্যমান ব্যবস্থা ও

৪. প্রশাসনিক কাঠামোর মন্থরতা এবং জরুরি সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাহিদা ইত্যাদি।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নের প্রাথমিক বছরগুলোতে অতি দরিদ্র ও সমাজের সর্বাধিক বিপদাপন্ন অংশের ওপর জোর দিতে হবে। সেক্ষেত্রে আগামী পাঁচ বছরে যেসব অগ্রাধিকার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে সেগুলো হলোঃ

১. সামাজিক নিরাপত্তা উদ্যোগের অপচয় ও প্রয়োজনের তুলনায় কম মানুষকে সেবার আওতায় আনার সম্ভাবনা পরিহার করতে বিদ্যমান ইচ্ছামাফিক নির্বাচন পদ্ধতি থেকে সরে এসে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক সার্বজনীন পদ্ধতিতে উত্তরণ।

২. মা ও শিশু, কিশোর ও তরুণ, কর্মক্ষম বয়সী, বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে হতদরিদ্র/ অতিদরিদ্র, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও সর্বাধিক বিপদাপন্ন মানুষদের জন্য প্রধান কর্মসূচিসমূহের আওতা ও পরিধি সম্প্রসারিত করা। আগামী পাঁচ বছরের জন্য একটি মৌলিক লক্ষ্য হবে চরম দারিদ্র যতটুকু সম্ভব কমিয়ে আনা।

৩. এ ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে অতি দরিদ্রদের করুণ অবস্থা বিবেচনায় তাদের উত্তরণকল্পে যেসব কর্মসূচি রয়েছে সেগুলোর ধারাবাহিকভাবে ব্যাপক ক্রমবৃদ্ধির প্রয়োজন। এর মাধ্যমে অতিদরিদ্রদেরকে চরম দারিদ্র থেকে বের হয়ে আসতে সাহায্য করে এমন পরিপূরক কর্মকাণ্ডের

---

[২১] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

পাশাপাশি তাদের জন্য প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ উপার্জনের সুযোগ প্রদান ও আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৪. সর্বাধিক বিপদাপন্ন নারীদের জন্য বিশেষ করে তাদের মাতৃত্বকালীন সময়ে ভরণ-পোষণ ও নিরাপত্তার পাশাপাশি শ্রমবাজারের সাথে সম্পৃক্ত হবার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

৫. এমন একটি সামাজিক বিমা ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ নিতে হবে যা মানুষকে নিজ নিরাপত্তার জন্য বিনিয়োগ করতে সক্ষম করবে এবং বার্ধক্যকালীন ঝুঁকি, অক্ষমতা, সামাজিক অবহেলাা, বেকারত্ব/কর্মহীনতা ও মাতৃত্বকালীন ঝুঁকির ক্ষেত্রে সুরক্ষা প্রদান করবে।[২২]

৬. নগর এলাকার দরিদ্র ও বিপদাপন্ন অধিবাসী এবং সমাজের অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের (স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষা) আওতা ও পরিধি বিস্তৃত করা।

৭. সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা যেন একটি কার্যকর দুর্যোগ পরিস্থিতিতে সাড়াদান ব্যবস্থার সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন করে তা নিশ্চিত করা।

৮. আধুনিক তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং প্রশিক্ষিত ও পেশাদার কর্মীবাহিনী গড়ে তোলার মাধ্যমে অগ্রাধিকারভিত্তিক সহায়তা প্রদান ব্যবস্থা শক্তিশালী করা।

৯. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সম্পর্কে উপকারভোগীদের সচেতনতা বাড়ানো এবং সম্ভাব্য দাতাশ্রেণিকে অনুপ্রাণিত করা।[২৩]

জীবনচক্র ঝুঁকিসমূহ বিবেচনায় কর্মসূচি সংহতকরা

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বিদ্যমান কর্মসূচিসমূহকে অল্প কয়েকটি অগ্রাধিকার স্কিমে একীভূত করার মাধ্যমে সেগুলোকে জীবনচক্র ব্যবস্থায় রূপান্তরে সহায়তা করবে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে উচ্চ অগ্রাধিকার স্কিম চিহ্নিত করা এবং বেশি সংখ্যক দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে একে অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক করা। এটি সম্ভব হবে অগ্রাধিকার স্কিমসমূহের পরিধি পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি

---

২২ *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

২৩ *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

করে এবং বাছাই প্রক্রিয়ায় দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত পরিবারগুলোর অগ্রাধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের সুবিধা প্রদান ব্যবস্থা বৈষম্যমূলক হবে না এবং ধর্ম, বর্ণ, পেশা ও অবস্থান নির্বিশেষে যারা আয় মানদণ্ড ও জীবনচক্র সম্পর্কিত অন্যান্য মানদণ্ড বা প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত অন্যান্য বাছাই মানদণ্ড পূরণ করে এরূপ সকল দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী এর সুবিধা পাবে।[২৪]

[২৪] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী ও জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি

প্রথম অনুচ্ছেদ

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী

সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী হলো সামাজিক সুরক্ষার এমন একটি নিরাপদ বেড়াজাল যার মাধ্যমে সমাজের অসহায় ও পিছিয়ে পড়া মানুষের যথার্থ অধিকার নিশ্চিত করা হয়। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। এ কর্মসূচির আওতায় সরকার ১৪৫টি প্রকল্প পরিচালনা করছে। প্রকল্পসমূহ উদ্দেশ্যগতভাবে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। তা হলো:

১. ‘সামাজিক নিরাপত্তা,

২. ‘সামাজিক ক্ষমতায়ন’ ও

৩. ‘সামাজিক সুরক্ষা’।[২৫]

সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের পরিধি

সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতায় এর ক্ষেত্র ও পরিধি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করেছে।[২৬] যার ফলে এ খাতে বিভিন্ন স্তরে ভাতার পরিমাণও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করেছে এবং প্রতি বছর পর্যায়ক্রমে তা বৃদ্ধি করা হচ্ছে।[২৭]

---

[২৫] মো. হারুনুর রশীদ, *বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি: কুরআন ও হাদিসের আলোকে একটি পর্যালোচনা*, *ইসলামি আইন ও বিচার*, বর্ষ-১৬, সংখ্যা ৬৪, অক্টোবর-ডিসেম্বর-২০২০ (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক ল’ রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার), পৃ. ১২

[২৬] *সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

[২৭] *সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীরস্তর বিন্যাস

বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীকে মূলত ৪টি স্তরে বিন্যস্ত করে দারিদ্র নিরসনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে:

ক) ভাতা প্রদান ব্যবস্থাপনা: বিশেষ বিশেষ ভাতা প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র মোকাবেলায় অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে সক্ষমতা সৃষ্টি

খ) ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প: ক্ষুদ্রঋণ বা তহবিল প্রদানের মাধ্যমে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্ম-কর্মসংস্থান বা কর্মসৃজন;

গ) বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে খাদ্য সহায়তা প্রদান: বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে খাদ্য সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে হতদরিদ্রদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

ঘ) শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও প্রশিক্ষণ প্রদান: শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র মোকাবেলায় অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামর্থ্য সৃষ্টি করা। এতে প্রত্যেকটিতে নারী প্রাধান্য পাবে। অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনের বিভিন্ন নীতি-কৌশলের কারণে উল্লেখযোগ্য হারে দারিদ্র হ্রাস পেয়েছে।[২৮] যা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় চলমান জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে নির্দেশিত পাঁচটি প্রধান জীবনচক্র কর্মসূচি নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

এক. শিশুদের জন্য কর্মসূচি

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে দুস্থ শিশুদের জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। শিশু অধিকার সম্পর্কে বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮ (৪) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, *"নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করবে না।"*[২৯]

---

[২৮] *সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

[২৯] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, তৃতীয় ভাগ, মৌলিক অধিকার, (ঢাকা : ১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ১৯

সংবিধানের মৌলিক নীতিসমূহ ও শিশু অধিকার সনদের বাস্তবায়ন এবং সরকারি কার্যকলাপ সঙ্গতিপূর্ণ করার লক্ষে "জাতীয় শিশুনীতি" প্রণয়ন করা হয়েছে।[৩০] শিশুর সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার বাংলাদেশের শিশু নীতিমালায় বিধৃত হয়েছে। সরকার এসব খাতে ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ অব্যাহত রাখবে এবং শিশুদেরকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ করবে। এ অনুচ্ছেদে যেসব কর্মসূচির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে সেগুলো হলো–

(ক) শিশু বা কম বয়সী ছেলেমেয়েদের জন্য অনুদান সহায়তা;

(খ) বিদ্যালয় উপবৃত্তি কর্মসূচির সম্প্রসারণ;

(গ) ভবঘুরে/অভিভাবকহীন শিশুদের জন্য শিশু পরিচর্যা সহায়তা নিশ্চিত করা;

(ঘ) কর্মজীবী মায়েদের জন্য মাতৃত্ব ভাতা;

(ঙ) একগুচ্ছ পরিপূরক কর্মসূচি যা প্রত্যক্ষভাবে শিশু কল্যাণ নিশ্চিত করা।

সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে শিশুদের জন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির প্রস্তাব করা হয়েছেঃ

১. দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত পরিবারের চার বছরের নীচের সব শিশুর জন্য অনুদানের ব্যবস্থা করা। এ অনুদান প্রতি পরিবারে অনধিক দুটি শিশুর জন্য সীমিত থাকবে, যাতে জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনা নীতির ওপরে কোনো ধরনের বিরূপ প্রভাব না পড়ে।

২. দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত পরিবারগুলোর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গামী সব শিশুদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা।

৩. শিশুদেরকে প্রতিবন্ধী সুবিধা, বিদ্যালয়ে খাদ্য সুবিধা, ও এতিমদের জন্য কর্মসূচি সুবিধা প্রদান করা হবে। এছাড়াও পরিত্যক্ত শিশুদের জন্য তাদের এই অবস্থার জন্য দায়ী অভিভাবকদের নিকট থেকে আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করে আইনী সুরক্ষা প্রদান করা হবে।

৪. শিশুদের টিকাদান, শিশু স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্টি, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন এবং পুষ্টি প্রসার সংক্রান্ত কার্যক্রম জোরদার করা হবে।[৩১]

---

[৩০] ড. মোঃ নূরুল ইসলাম, *মানবাধিকার সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমাজকর্ম*, (ঢাকা : তাসমিয়া পাবলিকেশান্স, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ১৫০

[৩১] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. xxi

দুই. কর্মোপযোগীদের জন্য কর্মসূচি

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে কর্মোপযোগীদের জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সরকার কর্মক্ষম অথচ বয়সী সদস্য আছে এমন পরিবারগুলোর জন্য দারিদ্র মোকাবেলায় তাদের জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। সুতরাং কর্মক্ষম বয়সী জনগোষ্ঠীর জন্য নেয়া বেশির ভাগ উদ্যোগই হলো শিক্ষা ও শ্রমবাজারকেন্দ্রিক কার্যক্রম। এটি সরকারের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নীতির একটি দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জ এবং এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকার উল্লেখযোগ্যভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সরকার দেশের তরুণ ও যুবকদের শ্রমবাজারে প্রবেশে সহায়তাকল্পে তাদেরকে দক্ষ করে গড়ে তোলতে চায়। এজন্য দাতাসংস্থা ও এনজিওদের সঙ্গে যৌথভাবে বিশেষায়িত (ফোকাসড) প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা হবে।[৩২]

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে কর্মক্ষম বয়সীদের জন্য কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে :

১. তরুণদের জন্য কর্মমুখী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

তরুণদের শিক্ষা সমাপ্তকরণে উৎসাহিত করতে এবং কর্মোপযোগী তরুণ ও বয়স্ক শ্রমশক্তিকে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে সক্ষম করতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি জোরদারকরণ।

২. বেকার দরিদ্রদের জন্য কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি

বেকার দরিদ্রদের জন্য কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা। সরকার খাদ্যভিত্তিক কর্মসূচিসমূহকে নগদ অর্থভিত্তিক কর্মসূচিতে রূপান্তরিত করবে এবং বিক্ষিপ্তভাবে গৃহীত কর্মসূচিগুলোকে একীভূত করা হবে।

৩. জাতীয় সামাজিক বিমা কর্মসূচি

জাতীয় সামাজিক বিমা কর্মসূচির অংশ হিসেবে বেকারত্ব, অসুস্থতা, মাতৃত্ব ও দুর্ঘটনাজনিত বিমা ব্যবস্থা চালুর সম্ভাব্যতা যাচাই করা হবে।

৪. ঝুঁকিগ্রস্ত নারীদের জন্য আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি

---

৩২ *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

ঝুঁকিগ্রস্ত নারীদের (বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা, দুস্থ, একাকী মাতা ও কিশোরী বালিকাসহ বেকার একাকী নারী) জন্য আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং শ্রমবাজারে তাদের অংশগ্রহণ সহজতর করা। মহিলারা বয়স্ক ভাতা পাবেন এবং যোগ্যতার শর্ত পূরণ করলে প্রতিবন্ধী সুবিধাও পাবেন। অধিকন্তু ঝুঁকিগ্রস্ত কর্মোপযোগী নারীরা কোনো বিশেষ জটিলতা বা সমস্যার সম্মুখীন হলে তাদেরকে দুস্থ নারী সুবিধা কর্মসূচির অধীনে আয় অনুদান সুবিধা প্রদান করা হবে।

৫. মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কিম সম্প্রসারণ কর্মসূচি

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কিম সম্প্রসারণ এবং শ্রমবাজারে মহিলাদের অংশগ্রহণে সহায়তা করতে বিভিন্ন নীতি পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে।[৩৩]

তিন. বয়স্কদের জন্য ব্যাপকভিত্তিক পেনশন ব্যবস্থা

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে বয়স্কদের জন্য ব্যাপকভিত্তিক পেনশন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বয়স্কদের জন্য ব্যাপকভিত্তিক পেনশন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কারণ বাংলাদেশে বয়স্ক লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১০ সালে দেশের মোট জনসংখ্যার ৬.৮ শতাংশ ছিল ষাটোর্ধ বয়সী এবং ২০২৬ সাল নাগাদ এ সংখ্যা ১০ শতাংশের প্রান্তসীমায় পৌঁছুবে। এই সীমায় অবস্থানকারী বা এ হার অতিক্রমকারী দেশসমূহ সাধারণভাবে বার্ধক্যে উপনীত দেশ হিসেবে পরিগণিত হয়। ২০৫০ সাল নাগাদ ষাটোর্ধ বয়সী মানুষের সংখ্যা হবে মোট জনগোষ্ঠীর ২৩ শতাংশ। তদুপরি, ২০৩০ সালে ৫০ উর্ধ ব্যক্তিরা হবেন মোট জনগোষ্ঠীর ৩২ শতাংশ এবং ২০৫০ সাল নাগাদ যা বেড়ে গিয়ে ৪৬ শতাংশে দাঁড়াবে।[৩৪]

বয়স্ক মানুষদের দেখভাল করার প্রথাগত ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে। এছাড়া বয়স্ক নাগরিকদের অনেককে অভিবাসীদের সন্তানদের দেখাশোনা করার মত বাড়তি দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোনো একটি খানায় একজন বয়স্ক ব্যক্তির উপস্থিতি দারিদ্র্যের একটি উত্তম নির্দেশক। বয়স্ক পুরুষদের তুলনায় বয়স্ক নারীরা বেশি দারিদ্র্যের ঝুঁকিতে থাকেন। নারীদের বেলায় দারিদ্র ঝুঁকির হার পুরুষদের চেয়ে ১৫ শতাংশ বেশি। এছাড়া অনেক কর্মজীবী পরিবার তাদের বয়স্ক

---

[৩৩] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. xxi

[৩৪] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

আত্মীয় স্বজনের দায়িত্বভার বহন করে, যার ফলে তাদেরকে সন্তানদের জন্য নির্ধারিত ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস করে বয়স্ক আত্মীয়দের জন্য খরচ করতে হয়। বিশেষ করে দরিদ্র পরিবারগুলোর জন্য এ সমস্যা প্রকট।

বিষয়টি মনে রেখেই বয়স্ক নাগরিকদের জন্য একটি জাতীয় নীতিমালা পাশ করা হয়েছে। ১৯৯৮ সালে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি চালু হয়। এ কর্মসূচির আওতায় ৬৩ বছর উর্ধ্ব নারী ও ৬৫ বছর উর্ধ্ব পুরুষদের মাসে ৩০০ টাকা করে প্রদান করা হয়। বর্তমানে প্রায় ২.৫ মিলিয়ন বয়স্ক নারী-পুরুষ এ ভাতা পাচ্ছেন, যদিও তাদের এক-তৃতীয়াংশের বয়স নির্ধারিত সীমার নীচে। এর মানে অনেক যোগ্য বয়স্ক নাগরিক বাদ পড়ে যাচ্ছে। সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ভাতা প্রদান করে। আবার বিধবা ভাতা গ্রহীতাদের অনেকেই বয়োবৃদ্ধ। এছাড়া সরকার প্রায় চার লাখ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীকে অবসরকালীন পেনশন প্রদান করে থাকে।[৩৫]

এসব কর্মসূচি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সংখ্যাগরিষ্ঠ বয়স্ক নাগরিক (প্রায় ৭০ শতাংশ) কোনো ধরনের আয় নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে যুক্ত নন। তাছাড়া মাসে মাত্র ৩০০ টাকা বরাদ্দ বয়স্কদের আয় নিরাপত্তা প্রদানে খুবই নগণ্য। বস্তুত বাংলাদেশে বয়স্ক ভাতা হিসেবে যে পরিমাণ অর্থ দেয়া হয়, তা মাথাপিছু জিডিপির শতাংশ হিসেবে বিশ্বে সর্বনিম্ন।

সুতরাং আলোচ্য কৌশলপত্রে একটি ব্যাপকভিত্তিক সমন্বিত পেনশন ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাব করা হয়েছে যা দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীভুক্ত বয়স্ক নাগরিকদের রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ন্যূনতম আয়ের নিশ্চয়তা প্রদান করবে এবং একই সঙ্গে কর্মোপযোগী পরিবারসমূহের জন্য অংশগ্রহণমূলক পেনশন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে যার ফলে তারা বৃদ্ধবয়সে অধিক পরিমাণে অবসরভাতা পেতে পারে। অংশগ্রহণমূলক পেনশন ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি বড় তহবিল গঠিত হবে যা ব্যবসা-উদ্যোগে বিনিয়োগের পাশাপাশি জাতি গঠনমূলক কাজেও লাগানো যেতে পারে।

বয়স্কদের জন্য প্রস্তাবিত তিন স্তরবিশিষ্ট পেনশন ব্যবস্থা

প্রথম স্তর: সরকার অর্থায়িত সুবিধা যা দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীভুক্ত বয়স্ক নাগরিকদের ন্যূনতম আয়ের নিশ্চয়তা প্রদান করবে।

---

[৩৫] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

দ্বিতীয় স্তর: বেসরকারি আনুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত কর্মীদের জন্য অংশগ্রহণমূলক পেনশন কর্মসূচি চালু করবে।

তৃতীয় স্তর: বেসরকারি খাত পরিচালিত স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণমূলক (ভলান্টারি) পেনশন কর্মসূচি (কখনো কখনো কর্মসংস্থানভিত্তিক স্কিম); কোন নাগরিক বার্ধক্যকালে অতিরিক্ত আয় সহায়তা পেতে ইচ্ছুক হলে এটি গ্রহণ করতে পারে।[৩৬]

প্রস্তাবিত পেনশন মডেল

প্রস্তাবিত পেনশন মডেল ব্যবস্থার প্রস্তাবনাসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

প্রথম স্তর: বয়স্ক ভাতা-

বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ হবে–

১. বাংলাদেশের ষাটোর্ধ বয়সী সকল নাগরিক যারা আয় মানদণ্ড পূরণ করে (উচ্চ দারিদ্র রেখার ১.২৫ গুণের কম আয়) তারা এ ভাতা পাবেন।

২. বয়স্ক ভাতার পরিমাণ কত হবে তা নির্ধারণ করবে সরকার। এটা প্রস্তাব করা হয়েছে যে বয়স্ক ভাতার বর্তমান পরিমাণ চলতি মূল্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো হবে, যা অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে প্রচলিত একই ধরনের পেনশন কর্মসূচিতে প্রদত্ত পরিমাণের তুলনায় মাঝারি।

৩. সরকারের সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করে বয়স ৯০ বছর হলে ভাতার পরিমাণ আবারও বাড়ানো যেতে পারে। এতে খরচের পরিমাণ ও উপকারভোগীর সংখ্যা কম হলেও বয়স্কদের যত্ন নিতে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া এতে স্বাস্থ্যগত খরচ কমানোর মাধ্যমে সরকার জাতীয় সঞ্চয় বাড়াতে পারে।

পেনশন মডেল-এর সংস্কারমূলক কর্মসূচি

পেনশন মডেল-এর সংস্কারমূলক কর্মসূচির চারটি অংশ রয়েছে :

---

৩৬ *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

১. দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ষাটোর্ধ বয়সী জ্যেষ্ঠ নাগরিকদের জন্য বয়স্ক ভাতার ব্যবস্থা করা। অর্থ বিভাগের আওতাধীন সরকারি পেনশনে এই মুহূর্তে কোনো পরিবর্তন করা হবে না, আগের মতোই তা অব্যাহত থাকবে।

২. জাতীয় সামাজিক বিমা কর্মসূচি চালুর সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হবে। এটি ২০১০ সালের বিমা আইনের অধীনে বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের আওতায় পরিচালিত হবে। মালিক ও কর্মী উভয় পক্ষের অবদানের ওপর ভিত্তি করে বিমা তহবিল গঠিত হবে। জাতীয় সামাজিক বিমা কর্মসূচি পেনশন ছাড়াও অন্যান্য সহায়তা (প্রতিবন্ধী, অসুস্থতা, বেকারত্ব ও মাতৃত্ব) ভাতা প্রদান করবে।

৩. বেসরকারি খাতে স্বেচ্ছাধীন পেনশন কর্মসূচি চালুর উপায়সমূহ পর্যালোচন করা হবে। পেশা ও কর্মসংস্থান নির্বিশেষে তা সকল নাগরিকের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

৪. বয়স্ক ভাতা ও সরকারি কর্মচারীদের পেনশন কর্মসূচির অর্থায়ন বাজেট থেকে করা হবে। জাতীয় সামাজিক বিমা কর্মসূচি ও 'বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী পেনশন' স্কিমে অর্থায়ন করা হবে নিয়োগকর্তা ও কর্মী উভয় কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা থেকে।[৩৭]

চার. প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মসূচি

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে প্রতিবন্ধী[৩৮]দের জন্য বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার বাংলাদেশের সংবিধানে বিধৃত হয়েছে। এছাড়া ২০০৭ সালের ৩০ নভেম্বর বাংলাদেশ সরকার "কনভেনশন অন দ্য রাইটস অব পারসনস উইথ ডিজঅ্যাবিলিটি" অনুসমর্থন করে, যা প্রতিবন্ধীদের সামাজিক নিরাপত্তার অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়। সুতরাং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য মধ্যম আয়ের দেশের উপযোগী সামাজিক নিরাপত্তা সহায়তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের পাঁচ বছর

---

৩৭ *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

৩৮ ***প্রতিবন্ধী:*** প্রতিবন্ধী বা অক্ষম বলতে কাজ করার সামর্থের অভাবকে বুঝায়। এছাড়া শারীরিক মানসিক, পঙ্গু ও সামাজিক পঙ্গুসহ যারা সমাজে ভূমিকা পালনে অপারগ অথবা নিজের সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করে সমাজ স্বীকৃত উপায়ে আয় করতে পারে না। ড. মোঃ নূরুল ইসলাম, *সামাজিক সমস্যা বিশ্লেষণ* (ঢাকা : তাসমিয়া পাবলিকেশান্স, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ২৫৮

মেয়াদকালে তা সম্পূর্ণভাবে অর্জন করা কঠিন। কাজেই এজন্য সরকার বড় কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করবে (প্রতিবন্ধী সহায়তার বিদ্যমান ব্যবস্থা জোরদার করার মাধ্যমে)।[৩৯]

প্রস্তাবিত ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত তিনটি মূল কর্মসূচি হলো:

১. ১৮ বছর বয়সী সকল প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য শিশু প্রতিবন্ধী সহায়তা;

২. ১৯-৫৯ বছর বয়সী মারাত্মক প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতিবন্ধী সহায়তা;

৩. ৬০ বছর বয়সে মারাত্মক প্রতিবন্ধীরা বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হবে।[৪০]

সুতরাং প্রতিবন্ধীদের জন্য নিম্নোক্ত কর্মসূচি থাকবে:

৫. শিশু প্রতিবন্ধীদের জন্য শিশু প্রতিবন্ধী সুবিধা।

৬. কর্মোপযোগী প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য প্রতিবন্ধী সুবিধা।[৪১]

প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রস্তাবিত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা

১. জীবন চক্রের বিভিন্ন পর্যায়

ক. প্রাক শৈশবকাল

খ. বিদ্যালয় গমনের বয়স

গ. তরুণ জনগোষ্ঠী

ঘ. কর্মক্ষম বয়স

ঙ. বৃদ্ধ বয়স।

২. কর অর্থায়িত কর্মসূচি

ক. নির্ভরশীল শিশু সহায়তা

খ. প্রতিবন্ধিতা সুবিধা

গ. বয়স্ক ভাতা।

৩. সামাজিক বিমা পরিকল্পনা

---

৩৯ *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

৪০ *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

৪১ *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

ক. প্রতিবন্ধী পেনশন

খ. জাতীয় সামাজিক বয়স্ক পেনশন[৪২]

বয়স্ক ভাতা ব্যতীত এ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত সরকার অর্থায়িত দুটি মূল কর্মসূচি নিম্নে উল্লেখ হলো:

ক. শিশু প্রতিবন্ধী সুবিধা

জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে শিশু প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। শিশু প্রতিবন্ধী হিসেবে শনাক্তকৃত শিশুদের প্রত্যেকেই যেন শিশু প্রতিবন্ধী সুবিধা নামে পরিচিত নিয়মিত সহায়তা পায় সরকার তা নিশ্চিত করেছে। এটি সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় পরিচালিত চলমান শিশু প্রতিবন্ধী অনুদান কর্মসূচি সম্প্রসারণের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে।[৪৩] দেশের ৩,৫০,০০০ শিশু প্রতিবন্ধী সহায়তা পাওয়ার যোগ্য। সরকার মারাত্মক প্রতিবন্ধী শিশু শনাক্ত করার পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করবে, যা কেবল শারীরিক প্রতিবন্ধিতার শিকার শিশুদের নয়, অন্যান্য ধরনের প্রতিবন্ধিতার শিকার (যেমন অটিজম, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধিতা, ইন্দ্রিয় বৈকল্য ইত্যাদি) শিশুদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করবে।[৪৪]

খ. কর্মক্ষম বয়সী প্রতিবন্ধীদের জন্য সুবিধা

জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে কর্মক্ষম বয়সী প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত চলমান প্রতিবন্ধী অনুদান কর্মসূচির সংস্কার সাধন করে এটি পুনর্গঠিত করা হয়েছে। এই পুনর্গঠিত কর্মসূচির মাধ্যমে মারাত্মক প্রতিবন্ধিতার শিকার দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত নাগরিকদেরকে নিয়মিত অনুদান সহায়তা প্রদান করা হবে। দেশের ২৯০,০০০ প্রতিবন্ধী বর্তমানে এ কর্মসূচির সুবিধা পাচ্ছে। এছাড়া দেশের ১.১৫ মিলিয়ন কর্মক্ষম বয়সী মানুষ রয়েছে যারা মারাত্মক প্রতিবন্ধিতার শিকার। আয় যোগ্যতার মানদণ্ড অনুযায়ী এদের প্রায় ৫০ শতাংশ প্রতিবন্ধী সুবিধা পেতে পারে। সুতরাং বর্তমান স্কিমের একটি উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্য রয়েছে এবং এ কর্মসূচি কেবল মারাত্মক প্রতিবন্ধিতার শিকার কর্মক্ষম বয়সীদেরকে লক্ষ্য করেই পরিচালিত হবে। মারাত্মক প্রতিবন্ধিতার শিকার এমন ১৯-৫৯ বছর বয়সী সকল দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী এ কর্মসূচির সুবিধা পাবে, এবং ৬০

---

৪২ *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

৪৩ *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

৪৪ *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

বছর বয়সে তাদেরকে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির আওতাভুক্ত করা হবে। এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধিতা ও আয় সীমা সম্পর্কিত শর্তাদি ও মানদণ্ড নির্ধারণ করবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।[৪৫]

পাঁচ. মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ কর্মসূচি

জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারকে সহায়তা প্রদানের জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারকে সহায়তা প্রদানের জন্য গৃহীত কর্মসূচিগুলো একীভূত মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ কর্মসূচির অধীনে অব্যাহত থাকবে।[৪৬]

অতিরিক্ত কর্মসূচি

উপরোল্লিখিত কর্মসূচির বাইরে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে আরো কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। তা হলোঃ

ক. জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ অবনয়ন, দুর্যোগ কবলিত, ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা জনগোষ্ঠী

জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ অবনয়ন, দুর্যোগ কবলিত, ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারের ব্যাপকতর উন্নয়ন প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ প্রতিরোধ মোকাবেলায় গৃহীত কর্মসূচিসমূহকে আরও জোরদার করা হবে। কৃষি গবেষণা, বাঁধ ও পুনঃবনায়ন কর্মসূচি, দুর্যোগ মোকাবেলা প্রস্তুতি ইত্যাদি জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে জনগণের বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকির মাত্রা কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি যেমন, পরিকল্পিত বদ্বীপ (ডেল্টা) এলাকা উন্নয়ন এক্ষেত্রে আরও বেশি উপকারে আসবে।[৪৭]

খ. নগর এলাকার জনগোষ্ঠী

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে নগর এলাকার দুস্থ জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সরকার নগর এলাকায় বসবাসরত দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে অধিক হারে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় নিয়ে আসার প্রয়োজন সম্পর্কে সজাগ। যেহেতু বয়স্ক, শিশু, দুস্থ মহিলা ও প্রতিবন্ধীদের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি

---

[৪৫] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলঃ বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

[৪৬] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলঃ বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. xxii

[৪৭] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলঃ বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. xxii

বিস্তৃত হচ্ছে, সেহেতু এটাও নিশ্চিত করতে হবে যে, অন্য সবার ন্যায় নগরের বাসিন্দাদেরও এসব কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সমান সুযোগ রয়েছে। সরকার আরও অনুধাবন করেছে যে, আনুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসমূহের অবস্থানগত কারণে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের নতুন প্রস্তাবসমূহ, যেমন: শিশু পরিচর্যা ও জাতীয় সামাজিক বিমা স্কিম, প্রাথমিকভাবে নগর এলাকার অধিবাসীদের সর্বাধিক উপকার সাধন করবে। সুতরাং গ্রাম এলাকার জনগোষ্ঠীর কাছেও এসব সুবিধা সম্প্রসারিত করতে বিশেষ প্রচেষ্টা প্রদান করা হবে।[৪৮]

গ. সামাজিকভাবে বঞ্চিত জনগোষ্ঠী

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে সামাজিকভাবে বঞ্চিত দুস্থ জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সমাজের অবহেলিত, সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া বিভিন্ন জনগোষ্ঠী জেন্ডার, ধর্ম, জাতি, পেশা বা অসুস্থতা ইত্যাদির ভিত্তিতে নানা ধরনের সামাজিক বঞ্চনার শিকার হয়। সরকার আইনি ও অন্যান্য ইতিবাচক পদক্ষেপের মাধ্যমে এসব জনগোষ্ঠীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য ও বঞ্চনার বিলোপ সাধনে অত্যন্ত সজাগ। এটি সরকারের ব্যাপকভিত্তিক সামাজিক উন্নয়ন কাঠামোর একটি বড় এজেন্ডা। সরকার আরও নিশ্চিত করবে যে, অন্য সবার ন্যায় এসব জনগোষ্ঠীরও সকল ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধা প্রাপ্তির পাশাপাশি সরকার প্রদত্ত সকল মৌলিক সেবা (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন) প্রাপ্তির সমান সুযোগ রয়েছে। এসব জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সহায়তাকরণে দুই স্তরবিশিষ্ট সরকারি নীতি হচ্ছে সর্বোত্তম উপায়। এসব জনগোষ্ঠীর অনেক সদস্যের কাছে পৌঁছাতে যে বিশেষ ধরনের উদ্যোগ বা পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন হবে সে বিষয়েও সরকার যথেষ্ট সজাগ। এক্ষেত্রে গৃহীত উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত হবে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের কর্মীদের সংবেদনশীল করার পাশাপাশি সম্ভাব্য উপকারভোগীদের চিহ্নিতকরণে স্থানীয় সরকার ও এনজিওদের ওপর নির্ভর করা। এসব প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মূলধারায় নিয়ে আসতে একটি কার্যকর নালিশ ও অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।[৪৯] উপরোক্ত জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ও বিভাগের অধীনে কার্যকরি কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন চলমান রেখেছে। তা হলো:

---

[৪৮] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. xxii

[৪৯] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. xxii-xxiii

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় কর্মসূচি/প্রকল্পসমূহ

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় কর্মসূচি/প্রকল্পসমূহের ২০১৯-২০২০ অর্থবছর, উপকারভোগীর সংখ্যা ও বরাদ্দকৃত বাজেটের সারনী নিম্নরূপঃ

ক্রম	কর্মসূচি/কার্যক্রম/প্রকল্পের নাম	কভারেজ/ লক্ষজন	বাজেট (কোটি টাকায়)
১	বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম	৪৪.০০	২৬৪০.০০
২	বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের ভাতা	১৭.০০	১০২০.০০
৩	অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা	১৫.৪৫	১৩৯০.৫০
৪	ক্যান্সার, কিডনী ও লিভার সিরোসিস এবং অন্যান্য রোগীদের আর্থিক সহায়তাদান	০.৩০	১৫০.০০
৫	চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন	০.৫০	২৫.০০
৬	সরকারি শিশু পরিবার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহে নিবাসীদের খোরাকী ভাতা	০.২১	৬৩.৬৩
৭	বেসরকারি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন মঞ্জুরী	১.০০	১২০.০০
৮	দরিদ্র মায়ের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা	৭.৭০	৭৬৩.২৭
৯	কর্মজীবী ল্যাকটেটিং ভাতা	২.৭৫	২৭৩.১১
১০	মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা	২.০০	৩৩৮৫.০৫
১১	শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সম্মানী ভাতা	০./১৫	৪৮০.১৫
১২	শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রেশন	০.৩০	৫১.০০
১৩	বিভিন্ন ত্রাণসামগ্রী (পরিধেয় বস্ত্র, কম্বল, বিস্কুট, ঢেউটিন ইত্যাদি)	১৪.৭৩	২৪২.৯৫
১৪	দুর্যোগ অনুদান (থোক)	০.০০	৩৬৯.৬৪
১৫	অবাঙালি পুনর্বাসন	০.১৫	১০.০০
১৬	বিবিধ ত্রাণকার্য (বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় অন্যান্য)	০.০০	৮১.০০
১৭	সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবসর ও পারিবারিক অবসর ভাতা	৬.৩০	২৩০১০.০০
	উপমোট : লক্ষজন ও টাকা =	১১২.৫৩	৩৪০৭৫.৩০[৫০]

[৫০] MSW, Ministry of Social Welfare, Government of People's Republic of Bangladesh, 2021, https://msw.gov.bd. 13.01.2021

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় উপর্যুক্ত কর্মসূচি/প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নের কাজ চলমান।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় চলমান প্রকল্প

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষে চলমান কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি ও প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সরকার দারিদ্র বিমোচনে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে নানা ধরনের ভাতা ও খাদ্য সহায়তা বাস্তবায়ন করছে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে দারিদ্র বিমোচন তথা সামাজিক ক্ষমতায়ন খাতে মোট ৭৩ টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে ৬০ টি চলমান প্রকল্প এবং ১৩ টি প্রকল্প নতুন করে সংযোজন করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটির বিবরণ নিম্নরূপ:

আশ্রায়ণ-২ দারিদ্র বিমোচন ও পুনর্বাসন প্রকল্প

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষে "আশ্রায়ণ-২ দারিদ্র বিমোচন ও পুনর্বাসন প্রকল্প" গ্রহণ করা হয়েছে। ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবারগুলোর পুনর্বাসনের লক্ষে ১৯৯৭ সালে গ্রহণ করা হয় আশ্রায়ণ প্রকল্প। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশে এ পর্যন্ত ১,৯১৭ টি প্রকল্প গ্রাম তৈরীপূর্বক ১,৫৪,২৩৮টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে এবং নিজ জমিতে গৃহ নির্মাণের মাধ্যমে ১,৪৩,৭৭৭টি পরিবারকে গৃহ নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে। এপ্রকল্পের মাধ্যমে এ পর্যন্ত সর্বমোট ২,৯৮,২৪৯টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।[৫১]

গৃহায়ন তহবিল

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষে "গৃহায়ন তহবিল প্রকল্প" গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের বাসস্থান নিশ্চিতকরণ তথা দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষে ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে গৃহায়ন তহবিল গঠন করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক গৃহায়ন তহবিলের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। তহবিল থেকে গৃহ প্রতি ১,৩০,০০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। গৃহায়ন ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সংস্থা অর্থাৎ এনজিওগুলো এ তহবিল থেকে মাত্র ১.৫০ শতাংশ সরল সুদে সর্বোচ্চ ৩ থেকে ১০ বছর মেয়াদে সুবিধাভোগীদের মধ্যেও গৃহ নির্মাণ ঋণ বিতরণ করে

[৫১] *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০২০ (অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অক্টোবর ২০২০), পৃ. ১৯৮

থাকে। ৬১৬ টি এনজিও ৬৪ টি জেলার ৪০৪টি উপজেলায় গৃহায়ন ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ৩৪৭.৯৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ৮২,৪৯৬ টি গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে এবং মোট ৪,১২,৪৮০ জন দরিদ্র মানুষ উপকৃত হয়েছে।[৫২]

আমার বাড়ি আমার খামার

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষে "আমার বাড়ি আমার খামার" প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এটি একটি স্থায়ী দারিদ্র বিমোচন মডেল। প্রতিটি বাড়িকেই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ভূমিহীন অর্থাৎ শূন্য থেকে ৫০ শতক জমির মালিক, চরাঞ্চল/অনগ্রসর এলাকায় এক একর জমির মালিক, সর্বোপরি দরিদ্র বলে সর্বজন স্বীকৃত মানুষই এ প্রকল্পের আওতাভুক্ত হবে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অভীষ্ট-১ এবং অভীষ্ট-২ এ 'সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান' "ক্ষুধার অবসান, খাদ্যনিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন, টেকসই কৃষির প্রসার' এবং অভীষ্ট-৫ এ 'নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন' নিশ্চিত করার লক্ষে প্রকল্পটি সকল জেলার সকল ইউনিয়নের প্রত্যেক ওয়ার্ডে বাস্তবায়িত হচ্ছে।[৫৩]

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি– তৃতীয় পর্যায়)

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষে "সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি– তৃতীয় পর্যায়)" প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের দারিদ্রপীড়িত এলাকার দারিদ্র হ্রাস ও গ্রামীণ মানুষের জীবন মান উন্নয়ন এবং গ্রামকে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের মেয়াদকালীন সময়ের মধ্যে (০১ জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত) মোট ১৪,৩০,১৬৩ জন সমবায়ীকে (নারী-পুরুষ উভয়) বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রকল্পটির সাংগঠনিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে: সমিতি গঠন ১০,০৩৫টি ও সদস্য অন্তর্ভুক্তি ১৪,৫০,০০০ জন। ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ৭,৮৪৫ টি সমিতি গঠন এবং ৭,০৮,৪৯৭ জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করে ১,৪৯,৪১২ জনকে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।[৫৪]

---

৫২ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০২০, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮

৫৩ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০২০ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮-১৯৯

৫৪ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০২০, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির তাত্ত্বিকতা

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির তাত্ত্বিকতা হলো, দেশের দুস্থ, বিধবা, প্রতিবন্ধী, বয়স্ক, পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ শিশু, হিজড়া, হরিজনসহ পিছিয়ে পড়া দরিদ্র শ্রেণির সর্ব পর্যায়ের জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের জীবন মানের উন্নয়ন করার জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সুপরিকল্পিত কার্যক্রমের সমষ্টি। এ প্রাসঙ্গিক আলোচনায় *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০২০-তে উল্লেখ করা হয়েছে, 'বাংলাদেশ সরকার দেশের দারিদ্র ও বৈষম্য হ্রাসে এবং জনসাধারণের জীবনমানের উন্নয়নে দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ। সরকারের এ অঙ্গীকার বিধৃত হয়েছে রূপকল্প ২০২১, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) এবং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) দলিলে। এ প্রতিশ্রুতির অভীষ্ট লক্ষ্য হলো দারিদ্র হ্রাসে অর্জিত বিগত অগ্রগতিকে ভিত্তি করে এগিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি দারিদ্র্যের প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটন ও তার টেকসই সমাধান। পাশাপাশি, দরিদ্র জনগণ যে ধরনের ঝুঁকিতে রয়েছে তার প্রভাব কমানোর মাধ্যমে এ অগ্রযাত্রাকে দৃঢ়তর ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করাও এর লক্ষ্যভুক্ত। এটি অনস্বীকার্য যে দারিদ্র দূরীকরণে সরকারের অতীত সাফল্য প্রশংসনীয় হলেও জনগণের এক বিরাট অংশ নানাবিধ কারণে এখনো দারিদ্রঝুঁকিতে রয়ে গেছে যাদের মধ্যে দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থানকারী জনগোষ্ঠী ছাড়াও রয়েছে দারিদ্রসীমার কিছুটা উপরে অবস্থানকারী কিন্তু নানা কারণে দারিদ্র সীমার নীচে চলে যাওয়ার ঝুঁকিতে থাকা মানুষজন। দেখা গেছে, দরিদ্র ও প্রায়-দরিদ্র মানুষেরা তাদের নিজস্ব সম্পদ দিয়ে এসব ঝুঁকি ও বিপর্যয় মোকাবেলা করতে সক্ষম হয় না। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) পরিচালিত খানা আয়-ব্যয় জরিপে দেখা গেছে, দরিদ্র ও দারিদ্রঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর জন্য গৃহীত এসব কর্মসূচির আওতা ও পরিধি সময়ের সাথে সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে । কিন্তু তথ্য প্রমাণে এটাও দেখা যায় যে, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ এখনো এসব কর্মসূচির আওতায় আসেনি।

এছাড়া নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহ থেকে প্রাপ্ত গড় সুবিধার পরিমাণ খুবই কম এবং এর প্রকৃত মূল্য ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। এর ফলে একটি কার্যকর সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অধীনে গৃহীত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচিতে ব্যয়িত অর্থের যে প্রভাব থাকে সে তুলনায় এসব কর্মসুচিতে ব্যয়িত অর্থের প্রভাব অনেক কম। দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচিসমূহের প্রভাব কম হওয়ার নানাবিধ কারণ রয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের উদ্ভব হয়েছে কিছুটা এডহকভিত্তিতে মূলত বিশেষ বিশেষ সময়ের বহিস্থ অভিঘাত (যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ) হতে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকট নিরসনের জন্য। ঝুঁকিতে

থাকা জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা প্রদানে দাতাগোষ্ঠীর উদ্যোগের প্রতি সাড়া দিতে গিয়েও বেশ কিছু কর্মসূচির আবির্ভাব ঘটেছে। ফলে এসব কর্মসূচি সংখ্যার বিবেচনায় অসংখ্য, প্রায়শই দ্বৈততাযুক্ত, একক কর্মসূচি ভিত্তিক, স্বল্প বাজেট বরাদ্দপ্রাপ্ত এবং একাধিক সংস্থার আওতায় বাস্তবায়নাধীন।

এছাড়া এসব কর্মসূচির পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় বেশ অপ্রতুল এবং এগুলোর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিমাপের প্রধান সূচক হচ্ছে অবমুক্ত অর্থের পরিমাণ, অর্জিত ফলাফল নয়। প্রচলিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোর জন্ম হয়েছে বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতি ও সময়ের প্রয়োজনে। ফলে এগুলো কোনো কৌশলগত পরিকাঠামোর (যেমন আন্তর্জাতিকভাবে বহুল ব্যবহৃত জীবনচক্রভিত্তিক কাঠামো) সঙ্গে সুসমন্বিত নয়। জনমিতিক পরিবর্তনের কারণে ভবিষ্যতে যেসব চাহিদা বা প্রয়োজনের উদ্ভব হতে পারে সেগুলোও বিবেচনায় নেয়া হয়নি এসব কর্মসূচির নকশাতে।

কৃষিপ্রধান অর্থনীতি থেকে নগরভিত্তিক ম্যানুফ্যাকচারিং ও আধুনিক সেবাভিত্তিক অর্থনীতিতে বাংলাদেশের উত্তরণের সাথে সাথে দরিদ্র ও প্রায়-দরিদ্র মানুষজন যেসব সামাজিক ও অর্থনৈতিক ঝুঁকির সম্মুখীন হয় সেগুলোতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটবে। জনমিতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের কারণে ইতোমধ্যেই সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বর্তমান বিন্যাসে অনেক গুরুতর ত্রুটি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এসব পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হলে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কৌশলের ব্যাপকতর সম্প্রসারণের প্রয়োজন। প্রয়োজন একে অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল ধারণায় রূপান্তরিত করা যা শ্রমবাজারে অংশগ্রহণে ও সামাজিক বিমা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তিতে সুফলভোগীদের সহায়তা করবে।

সামাজিক নিরাপত্তার এই জাতীয় কৌশল কেবল বাংলাদেশের বাস্তবতাকেই প্রতিফলিত করেনি, বরং অধিগ্রহণ করেছে প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক দৃষ্টান্তলব্ধ জ্ঞান ও ধারণাকেও। কৌশল প্রণয়নে সহায়তাকল্পে জিইডি একটি কাঠামোপত্র তৈরি করে যা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটির আওতায় গঠিত **১১** সদস্যবিশিষ্ট উপকমিটি কর্তৃক গৃহীত হয় এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এছাড়া সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা ১০টি পটভূমিপত্র রচনার উদ্যোগ গৃহীত হয়।'[৫৫]

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাইলফলক হিসেবে কাজ করছে। সর্বশ্রেণির পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে এ কর্মসূচি অভাবনীয় অবদান রেখে যাচ্ছে।

---

[৫৫] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১-২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে অংশীদার

[মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও বেসরকারি সংস্থাসমূহ]

প্রথম অনুচ্ছেদ

জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ

জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

ছক: ০১. বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের বিবরণ

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়	কর্মসূচির সংখ্যা
১	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	৩১
২	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	২৬
৩	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	১১
৪	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১৩
৫	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	১১
৬	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৪
৭	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৬
৮	অর্থ মন্ত্রণালয়	৭
৯	কৃষি মন্ত্রণালয়	৬
১০	মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয়	৭
১১	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	৪
১২	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	৪
১৩	খাদ্য মন্ত্রণালয়	১

১৪	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১
১৫	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২
১৬	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১
১৭	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	১
১৮	ভূমি মন্ত্রণালয়	১
১৯	শিল্প মন্ত্রণালয়	১
২০	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	২
২১	গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৩
২২	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১
২৩	প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়	১
	মোট মন্ত্রণালয়=২৩	১৪৫ টি[৫৬]

জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহ

১. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (বিএফআইডি),

২. অর্থ বিভাগ

৩. এলজিডি, অর্থ বিভাগ

৪. জিইডি

৫. মন্ত্রিসভা

৬. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

৭. পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

৮. বাংলাদেশ ব্যাংক

---

[৫৬] *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২-৭৩

৯. আইএমইডি - দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

১০. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ - জিইডি, এলজিডি

১১. মন্ত্রিপরিষদ - জিইডি - জিইডি, আইএমইডি

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নে সার্বিক সমন্বয়সাধন

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নে আগামী দিনগুলোতে বেশ সময় নিয়ে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার আরো সংস্কারের দাবি রাখে। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি সংস্কার কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন এবং কর্মসম্পাদন পর্যালোচনা করবে। বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে এ কমিটি নিয়মিতভাবে মন্ত্রিসভায় প্রতিবেদন দাখিল করবে।

প্রস্তাবিত সংস্কারের সারসংক্ষেপ

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষে সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবিত সংস্কারের সারসংক্ষেপ এক নজরে তুলে ধরা হলো:

ছক: ০২. প্রস্তাবিত সংস্কারের সারসংক্ষেপ

প্রস্তাবিত সংস্কার	**কর্মপরিকল্পনা**	**মন্ত্রণালয়/বিভাগ**
ক. কর্মসূচি সংস্কার		
১. শিশুদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা জোরদারকরণ (বয়স ০১-১৮) -শিশু সহায়তা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বৃত্তি -এতিমদের জন্য কর্মসূচি এবং বিদ্যালয়ে খাদ্য কর্মসূচি অব্যাহত রাখা -পরিত্যক্ত শিশুদের জন্য শিশু লালন-পালন ব্যয় নিশ্চিতকরণ -টীকাদান, শিশু স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি এবং পানি ও স্যানিটেশন কর্মসূচি শক্তিশালিকরণ	-শিশু সহায়তা কর্মসূচির বিস্তারিত বাস্তবায়ন পরিকল্পনা মন্ত্রিপরিষদে পেশ করা -বৃত্তি কর্মসূচি সম্প্রসারণের বিস্তারিত বাস্তবায়ন পরিকল্পনা মন্ত্রিপরিষদে পেশ করা -কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা -চলমান কর্মসূচিসমূহ অব্যাহত রাখা -নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন শুরু করা, জুলাই ২০১৬ -চলমান কর্মসূচিসমূহের সরবরাহ ও সুবিধাভোগীদের নিকট সেবা পৌছানো ও	-মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় - প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় -সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়/প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় -মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় - সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়

	জোরদারকরণে পদক্ষেপ নেয়া	
২.ক কর্মোপযোগীদের (১৯-৫৯ বছর) জন্য কর্মসূচি শক্তিশালিকরণ -শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ জোরদারকরণ -কর্মসৃজন কর্মসূচিসমূহ জোরদারকরণ -জাতীয় সামাজিক বিমা স্কিমের আওতায় বেকার, দুর্ঘটনা, অসুস্থতা ও মাতৃত্ব বিমা প্রবর্তন করা	- শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মান উন্নতকরণ -সকল কর্মসৃজন কর্মসূচি সংহত করা -সংগঠিত বেসরকারি খাতের কর্মীদের জন্য বেকারত্ব বিমা চালুর নিমিত্তে সমীক্ষা পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ -পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদে পেশ করা ও বাস্তবায়ন শুরু করা	-প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়/শিক্ষা মন্ত্রণালয় -দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ -শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
২.খ দুস্থ মহিলাদের জন্য কর্মসূচিসমূহ শক্তিশালীকরণ (১৯-৫৯ বছর) -নারীদের জন্য সকল নগদ ভাতাভিত্তিক কর্মসূচিকে দুস্থ নারী ভাতা কর্মসূচিতে একীভূত করা -সকল প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে শিশু পরিচর্যার ব্যবস্থা থাকা -মাতৃস্বাস্থ্য সেবা -প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	-দুস্থ নারী ভাতার জন্য বিস্তারিত বাস্তবায়ন পরিকল্পনা মন্ত্রিপরিষদে পেশ করা -কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা -সকল সরকারি অফিসে ও সংগঠিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শিশু পরিচর্যার ব্যবস্থা থাকবে -সম্প্রসারণ পরিকল্পনা তৈরি করা -ভিজিডির অধীনে প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখা	-মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় -মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় -স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় -মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩. বয়স্কদের জন্য ব্যাপকভিত্তিক পেনশন ব্যবস্থা -বয়স্ক ভাতা (ষাটোর্ধ্ব) -সরকারি কর্মচারীদের পেনশন -জাতীয় সামাজিক বিমা কর্মসূচি (এনএসআইএস) -বেসরকারি খাতে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণমূলক পেনশন	-বিস্তারিত বাস্তবায়ন পরিকল্পনা মন্ত্রিপরিষদে পেশ করা -বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা এনএসআইএস- এর প্রয়োগযোগ্যতা নির্ধারণে সমীক্ষা পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ -এনএসআইএস এর জন্য বিকল্প সুপারিশ করা -পেনশন রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষের	-সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় -ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (বিএফআইডি), অর্থ বিভাগ[৫৭]

[৫৭] *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. xxvi-xxvii.

	প্রয়োগসাধ্যতা নিরূপণে সমীক্ষা শুরু করা	

প্রস্তাবিত সংস্কারের সারসংক্ষেপ

প্রস্তাবিত সংস্কার	কর্মপরিকল্পনা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৪. প্রতিবন্ধীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালিকরণ	-শিশু পোষ্য ভাতা সুবিধা (চাইল্ড ডিপেনডেন্সী বেনিফিট) ও কর্মোপযোগী প্রতিবন্ধী কর্মসূচির বাস্তবায়ন পরিকল্পনা মন্ত্রিপরিষদে পেশ করা -কর্মসূচি বাস্তবায়ন	- সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
৫. শহুরে দরিদ্রদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালিকরণ	- গ্রাম এলাকার দরিদ্রদের ন্যায় নগর এলাকার দরিদ্র খানাগুলির জন্যও কর্মসূচির সুবিধালাভের সমান সুযোগ নিশ্চিত করা	- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, এলজিডি, অর্থ বিভাগ
৬. খাদ্য নিরাপত্তাভিত্তিক কর্মসূচিসমূহকে একীভূতকরণ ও সংস্কার সাধন	- খাদ্য মজুদকরণ নীতির সাথে সমন্বয় করে খাদ্য হস্তান্তরমূলক কর্মসূচিসমূহকে সংহত করা; -দুর্যোগ ত্রাণ কর্মসূচি হিসেবে দুর্যোগ ত্রাণের জন্য খাদ্য বিতরণ অব্যাহত রাখা	- খাদ্য/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় -দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
৭. ক্ষুদ্র ও বিশেষ কর্মসূচিসমূহকে একীভূতকরণ	- উদ্ভাবনীমূলক এবং উন্নীত করা যায় এমন কর্মসূচিসমূহকে অব্যাহত রাখা	-সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ/ জিইডি
খ. প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার		
১. দুটি পর্যায়ে সংস্কার: (১) বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়গুলির ক্লাস্টার সমন্বয় পদ্ধতিতে সিএমসি নেতৃত্ব দেবে (২০২৫) পর্যন্ত (২) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় জীবনচক্রভিত্তিক কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন করবে এবং এসএসপি সমূহের সমন্বয়সাধন করবে	- সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের ক্লাস্টার পদ্ধতি প্রবর্তন করা - ক্লাস্টার পদ্ধতির দক্ষতা ও কার্যকারিতা পর্যালোচনা করা এবং কর্মসূচিসমূহের সমন্বয়সাধন ও তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করবে সিএমসি (২০২৫ সাল পর্যন্ত) - সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদপ্তরকে শক্তিশালীকরণ ও সংস্কার সাধন (২০২৬ থেকে)	- মন্ত্রিসভা - মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ - জিইডি -সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় - সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ
২. একক রেজিস্ট্রিভিত্তিক তথ্য	- সকল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের	- পরিসংখ্যান ও তথ্য

ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা	এমআইএস পর্যালোচনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা - পাইলট ভিত্তিতে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এর অধীনে একক রেজিস্ট্রি প্রতিষ্ঠা করা - দেশব্যাপী একক রেজিস্ট্রি প্রতিষ্ঠা	ব্যবস্থাপনা বিভাগ
৩. আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রসার ঘটাতে সরাসরি সরকার থেকে সুবিধাভোগী পেমেন্ট ব্যবস্থা জোরদারকরণ	- বর্তমান জি২পি ব্যবস্থার ব্যাপকভিত্তিক পর্যালোচনার ব্যবস্থা নেয়া - পর্যালোচনা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহের বাস্তবায়ন শুরু করা	-অথ বিভার্গ, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ -বাংলাদেশ ব্যাংক -অর্থ বিভাগ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়
৪. সামাজিক নিরাপত্তা স্কিমের উপকারভোগী বাছাই প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণ	- সকল কর্মসূচির বাছাই মানদণ্ড পর্যালোচনা করা - সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন - স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও এনজিওদের ব্যবহার করে পিএমটি পদ্ধতিতে উপকারভোগী চিহ্নিতকরণ	- পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ - জিইডি - আইএমইডি - দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় - সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ
৫. অভিযোগ ও বিবাদ নিস্পত্তি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা	- অভিযোগ ও বিবাদ নিস্পত্তি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সমীক্ষা পরিচালনা করা - বাস্তবায়ন শুরু করা	- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ - জিইডি - এলজিডি
৬. ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা	- পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত দায়িত্ব নির্ধারণ করা - পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো তৈরি করতে টাস্কফোর্স গঠন - টাস্কফোর্সের সুপারিশ বাস্তবায়ন	- মন্ত্রিপরিষদ - জিইডি - জিইডি, আইএমইডি[৫৮]

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়ন ব্যবস্থা

যে কোনো সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের কার্যকারিতা নিশ্চিতকরণের জন্য যথাযথ বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাস্তবায়ন ব্যবস্থা যথাযথ না হলে সুষ্ঠুভাবে প্রণীত এবং যথাযথ ও পর্যাপ্তভাবে অর্থায়িত সামাজিক নিরাপত্তা পদ্ধতি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল প্রদানে ব্যর্থ হতে পারে। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও সুশাসন সংক্রান্ত নানা সমস্যার সম্মুখীন বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য একটি বিশেষ

[৫৮] *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. xxvi-xxvii.

চ্যালেঞ্জ। বাস্তবায়ন ব্যবস্থা নিজেই কিছু সুনির্দিষ্ট সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। সুতরাং যে কৌশল অধিক সংখ্যক কর্মসূচী পরিহার করবে এবং স্বয়ংক্রিয় অর্থ লেনদেন ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে পরিচালনা করা সহজ হবে সেই কৌশল ও ব্যবস্থা অধিকতর কার্যকর ও দক্ষ হবে বলে প্রতীয়মান হয়।

উল্লিখিত পটভূমিতে, প্রস্তাবিত জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের পরিকল্পনা ও প্রশাসনিক দিক ও অর্থায়ন সংক্রান্ত বিষয়সমূহের ওপর এ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এদুটি বিষয় সম্পর্কে ইতোমধ্যে চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে ধারণা প্রদান করা হয়েছে। কর্মসূচি বাস্তবায়ন ব্যবস্থার যে কোনো সংস্কার অবশ্যই বিদ্যমান পদ্ধতি ও তৎসম্পর্কিত সমস্যাসমূহের পর্যালোচনার ওপর ভিত্তি করে করতে হবে। এ অধ্যায়ে বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে বিদ্যমান ঘাটতি ও চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তার পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বাস্তবায়ন জোরদারকরণে সংস্কার ব্যবস্থার একটি রূপরেখা প্রদান করা হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের বর্তমান বাস্তবায়ন পদ্ধতি

বর্তমান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন পদ্ধতির কতিপয় উল্লেখযোগ্য দিক হলো:

- প্রথমত, ২৩টি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ১৪৫টি কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে (সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহও এতে অন্তর্ভুক্ত)।

- দ্বিতীয়ত, বেশির ভাগ মন্ত্রণালয়/সংস্থা ছোট আকারের কর্মসূচি পরিচালনা করছে, যেগুলোর সামষ্টিক বরাদ্দ মোট সামাজিক নিরাপত্তা বাজেটের ১ শতাংশেরও কম।

- তৃতীয়ত, প্রায় সাতটি মন্ত্রণালয় (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়) মোট বরাদ্দের ৭৫ শতাংশেরও বেশি ব্যয় পরিচালনা করে থাকে।

- চতুর্থত, বাজেট বরাদ্দের দিক দিয়ে সর্ববৃহৎ একক কর্মসূচি হচ্ছে সরকারি কর্মচারীদের জন্য পেনশন কর্মসূচি, যা একটি মন্ত্রণালয় (অর্থ মন্ত্রণালয়) এককভাবে পরিচালনা করে।[৫৯]

---

[৫৯] *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০২০, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে অংশীদার সরকারের বিভিন্ন দপ্তর এবং অন্যান্য সংস্থার ভূমিকা

ক. সমবায় অধিদপ্তর

জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নকল্পে সমবায় অধিদপ্তরের ভূমিকা অপরিসীম। দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী একটি পরীক্ষিত মাধ্যম হচ্ছে সমবায়। বর্তমানে সারা দেশে মোট নিবন্ধিত সমবায় সমিতির সংখ্যা ১,৭৭,৯৩০ টি। তন্মধ্যে প্রাথমিক সমবায় সমিতির সংখ্যা ১,৭৬,৭১৭ টি, কেন্দ্রীয় সমিতির সংখ্যা ১১৯১টি এবং জাতীয় সমিতির সংখ্যা ২২টি। সমবায় সমিতিগুলোর সর্বমোট ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১,১২,৪৩, ১০০ জন।[৬০]

খ. বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রশংসনীয় অবদান রেখে যাচেছ। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০-এ বলা হয়েছে, 'গ্রামীণ অর্থনীতি উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্রদূরীকরণ বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এ লক্ষ্য অর্জনে পল্লী অঞ্চলের উন্নয়ন কার্যক্রমে সরকারি পর্যায়ে অন্যতম বৃহৎ অংশীদার বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) কাজ করে যাচ্ছে। বিআরডিবি এ পর্যন্ত ১১৮টি প্রকল্প/কর্মসূচি সারাদেশে সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করেছে। বর্তমানে দারিদ্র বিমোচনমূলক ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডভিত্তিক এডিবিভুক্ত ৫টি প্রকল্প/কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বিআরডিবির বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচিগুলো হলো:

১. অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (৩)।
২. উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি;
৩. সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি;
৪. দারিদ্রবিমোচনের লক্ষে পুষ্টিসমৃদ্ধ উচ্চমূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি

[৬০] *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯

৫. গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্প।এছাড়া বিআরডিবির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় দারিদ্র বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, ঋণকার্যক্রমসহ ১৫টি কর্মসূচি চলমান রয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত বিআরডিবি ক্রমপুঞ্জিতভাবে মোট ১৮৪৫৭.০৪ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করেছে। বর্ণিত সময় পর্যন্ত ১৫৯৫৮.০৪ কোটি টাকা ঋণ আদায় করেছে।'[৬১]

গ. বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)কুমিল্লা

জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বার্ড-এর ভূমিকা অপরিসীম। বার্ড পল্লী অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধি, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা ও উন্নয়ন কর্মীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদানসহ গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করছে। সাম্প্রতিক সময়ে বার্ড জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, পরিবার পরিকল্পনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় মহিলা উদ্যোক্তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়নসহ নানা বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করছে। ১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত বার্ড ৭০১টি গবেষণা পরিচালনা করেছে। সংস্থাটি বর্তমানে দারিদ্র বিমোচন, ক্ষুদ্রঋণ, নারীশিক্ষা, পুষ্টি উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর বিষয়ে ১২টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।[৬২] কাজেই সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি'র বাস্তবায়নে অংশীদার হিসেবে বার্ড আপন মহিমায় উদ্ভাসিত।

ঘ. পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ) বগুড়া

১৯৭৪ সালে পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা এবং পরামর্শ সেবা প্রদান প্রতিষ্ঠানটির মূল কাজ।[৬৩]

ঙ. দারিদ্র বিমোচনে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রম

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র, টেকশই উন্নয়ন অভীষ্ট ও জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতি ২০০১- এর দিকনির্দেশনা অনুযায়ী একটি স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।[৬৪]

---

৬১ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* **২০২০**, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯

৬২ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* **২০২০**, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০

৬৩ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* **২০২০**, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০

৬৪ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* **২০২০**, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০

চ. পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) পল্লীর সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি করছে এবং প্রয়োজনীয় ঋণ ও অন্যান্য সহযোগিতা দ্বারা টেকসই দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করছে।[৬৫]

ছ. ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএসডিএফ)

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএসডিএফ) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন ১৯৯৪ সালের কোম্পানী আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত একটি সরকারী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান। দেশের পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র কৃষক ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র বিমোচনই এর প্রধান লক্ষ্য।[৬৬]

জ. বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের দারিদ্র বিমোচন ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষে ১৯৯৭ সালে গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়ায় বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২০১২ সালে এর নামকরণ করা হয় বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)।[৬৭]

ঝ. কর্মসংস্থান ব্যাংক

দেশের ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা দূরীকরণের জন্য ১৯৯৮ সালে কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এই ব্যাংক সারা দেশে ২৪৮টি শাখার মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করছে।[৬৮]

ঞ. কর্মসংস্থান ব্যাংকের নিজস্ব ঋণ কর্মসূচি

ব্যাংকের নিজস্ব কর্মসূচির আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ৫,৮২,৯৬৫ জন উদ্যোক্তার মধ্যে মোট ৫,৮৯৮.১৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। একই সময় পর্যন্ত ৫,৩৬৯.৩৭ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে।[৬৯]

---

৬৫ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* **২০২০**, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০

৬৬ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* **২০২০**, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০

৬৭ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* **২০২০**, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১

৬৮ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* **২০২০**, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১

শিল্প কারখানার স্বেচ্ছা অবসরপ্রাপ্ত /কর্মচ্যুত শ্রমিক কর্মচারীদের কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা (শিকাশ্র)

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী ব্যাংক কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করছে। শিল্প কারখানা/ প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছা অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক/কর্মচারীদেরও পুনরায় আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষে এই কর্মসূচির আওতায় ১৯,৮৮৯ জন শ্রমিক/ কর্মচারীকে ১১০.৩৭ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। একই সময়ে ১০০.৯৯ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে।[৭০]

কৃষিভিত্তিক শিল্পে ঋণ সহায়তা কর্মসূচি (কৃভিশি)

অর্থ বিভাগের সহযোগিতায় কর্মসংস্থান ব্যাংক কর্তৃক ঘূর্ণায়মান ২০২০ পর্যন্ত ৬৮.৮০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এতে কৃষিভিত্তিক শিল্পে নিয়োজিত ২,৩৮৭ জন উদ্যোক্তা সরাসরি উপকৃত হয়েছেন।[৭১] তহবিলের মাধ্যমে এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচেছ।[৭২]

বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ কর্মসূচি

বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ সহায়তায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছর থেকে কর্মসংস্থান ব্যাংক মৎস্য ও প্রণিসম্পদ খাতে ঋণদান কর্মসূচি শুরু করে। তাছাড়া ২০১৭-১৮ অর্থ বছর থেকে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে জাত উন্নয়নপূর্বক দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম কর্মসূচিটি চালু করে।[৭৩]

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) দারিদ্র বিমোচন সামাজিক নিরাপত্তা ও নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করছে। সারা দেশে ২৭৮টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে সংস্থাটি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সহযোগী সংস্থাসমূহের সদস্যদের প্রায় ৯১ শতাংশই মহিলা।[৭৪]

---

৬৯ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* **২০২০**, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১

৭০ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* **২০২০**, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১

৭১ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* **২০২০**, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১

৭২ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* **২০২০**, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১

৭৩ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* **২০২০**, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১

৭৪ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* **২০২০**, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২

মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ

দেশের অবহেলিত ও বঞ্চিত মহিলা জনগোষ্ঠীর আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি, তাদের অধিকার সংরক্ষণ ও উৎপাদনশীলতার দিক উম্মোচন করে তাদেরকে আত্ম-নির্ভরশীল করে গড়ে তোলাই এ কার্যক্রমের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।[৭৫]

মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ)-এর মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ পরিবীক্ষণ

মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ)-এর মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ পরিবীক্ষণ ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাংলাদেশে কর্মরত ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং এসব প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করাই হলো এর কাজ।[৭৬]

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে জাতিসংঘ

জাতিসংঘ বিশ্বের উন্নত দেশ, উন্নয়নশীল দেশসহ ও তৃতীয় বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখছে। পূর্বেই বলা হয়েছে, বিশ্বের প্রতিটি দেশের উন্নয়ন, বিশেষত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে সাধারণভাবে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। এ ধারণার জন্ম হয় বস্তুত জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৬০ এবং ১৯৭০ এর দশককে পর্যায়ক্রমে উন্নয়নের প্রথম ও দ্বিতীয় দশক হিসেবে ঘোষণার পর থেকেই। যাহোক, আধুনিক বিশ্ব গুরুত্বের সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের দুটি বিপরীতধর্মী তত্ত্বকে বিবেচনা করে এবং তা হলো পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র। এ দুয়ের মধ্যে রয়েছে সমসাময়িক মুসলিম বিশ্ব, যাদের বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ইসলামি প্রকৃতির না হয়ে, হয়েছে মুক্তবাজার (৩৬টি দেশে বেসরকারি বা সরকারি সেক্টর বা কোন ক্ষেত্রে উভয় সেক্টরই প্রভাব

---

৭৫ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* **২০২০**, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩

৭৬ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* **২০২০**, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩

বিস্তার করেছে) থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত বাজার ব্যবস্থার (সরকারী সেক্টর, কোন কোন ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র প্রভাব বিস্তার করেছে সাতটি দেশে) মধ্যে। একটি দেশে রয়েছে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী অর্থনীতি।[৭৭] জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি প্রাসঙ্গিক কার্যক্রমে জাতিসংঘের মৌলিক পদক্ষেপ সমূহ নিম্নরূপ:

১. জাতি সংঘের শিশু অধিকার সনদ, ১৯৮৯

জাতি সংঘ ১৯৮৯ সালে শিশু অধিকার সনদ ঘোষণা করে। এ সনদে শিশুর মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। ১৯২৪ সালের চিন্তা ভাবনা লালন করে ১৯৫৯ সালে জাতি সংঘের সাধারণ পরিষদে শিশুদের জন্য ১০টি অধিকার ও চারটি মূলনীতির ওপর ভিত্তি ১৯৯০ সালে ৫৪ ধারা সম্বলিত শিশু অধিকার সনদ প্রনয়ন করে।[৭৮]

২. প্রবীণদের জন্য জাতিসংঘ নীতিমালা

প্রবীণদের জন্য জাতিসংঘের যে নীতিমালা রয়েছে তা প্রবীণদের নিরপত্তায় সহায়ক। এতে প্রবীণদের স্বাধীনতা, যত্ন, মর্যাদা ও আত্মসন্তুষ্টির বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।[৭৯]

৩. বিশ্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা ১৯৪৮

মানবাধিকার কমিশন একটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিল প্রণয়ন করে যা ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর সাধারণ পরিষদে অনুমোদিত হয়।[৮০] এ নীতিমালায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী নির্বিশেষে সবার সার্বিক অধিকার নিশ্চিত করা হয়। এ মানবাধিকার ঘোষণার অনুচ্ছেদ:১-এ বলা হয়েছে, সকল মানুষ স্বাধীনভাবে এবং সমমর্যাদা ও সমান অধিকার নিয়ে জন্মায়। তাদের উচিত বিচারবুদ্ধি ও বিবেকের অধিকার এবং ভ্রাতৃত্বের মনোভাব নিয়ে পরস্পরের সাথে আচরণ করা।[৮১]

নারীদের অধিকার: নারীদের প্রসঙ্গে ধারা-১৫-এ বলা হয়েছে, রাষ্ট্রসমূহ আইনের দৃষ্টিতে নারী পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করবে।[৮২]

---

[৭৭] মুহাম্মদ আল-ব্যুরে, *প্রশাসনিক উন্নয়ন ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ১৪১৪ ব./২০০৭ খ্রি./ ১৪২৮ হি., পৃ. ১৬৫

[৭৮] ড. মোঃ নূরুল ইসলাম, *মানবাধিকার সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমাজকর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩

[৭৯] ড. মোঃ নূরুল ইসলাম, *মানবাধিকার সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমাজকর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩

[৮০] ড. মোঃ নূরুল ইসলাম, *মানবাধিকার সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমাজকর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৯

[৮১] ড. মোঃ নূরুল ইসলাম, *মানবাধিকার সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমাজকর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯-২৫০

[৮২] ড. মোঃ নূরুল ইসলাম, *মানবাধিকার সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমাজকর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১

সুতরাং জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক ঘোষণা, নীতিমালা ও সনদসমূহ কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বেসরকারী সংস্থা (এনজিও)সমূহের ভূমিকা

জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বেসরকারী সংস্থাসমূহের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কারণ বেসরকারী সংস্থাসমূহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে নানাবিধ কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে এবং চলমান রেখেছে। নিম্নে বেসরকারী সংস্থাসমূহের অবদান তুলে ধরা হলো:

ব্রাক

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশ্বের সর্ববৃহৎ এনজিও ব্রাকের অবদান অপরিসীম। এটি দেশের সবচেয়ে বড় ক্ষুদ্রঋণ দানকারী সংস্থা। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি ছাড়াও দারিদ্র বিমোচন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নে ব্রাক কাজ করছে। ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত সংস্থাটি মোট ২,৪৮,৪৫৩.৫২ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে। এর ফলে ৭, ৪৯, ৬,৩৮৩ জন উপকারভোগী প্রত্যক্ষভাবে লাভবান হয়েছেন। যাদের ৮২ শতাংশই মহিলা।[৮৩]

আশা

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষত জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বেসরকারী পর্যায়ে যেসব সংস্থা অবদান রেখেছে তন্মধ্যে আশা'র অবদান অনস্বীকার্য। জাতীয় সামাজিক সুরক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য দারিদ্র বিমোচন ও জীবনমানের উন্নয়নকল্পে আশা'র বিভিন্নমুখী কর্মসূচি অভূতপূর্ব ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৯১ সালে বিশেষায়িত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে আশা কার্যক্রম শুরু করে। স্বল্প ব্যয় ও টেকসই ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি দারিদ্রবিমোচনে বিশেষ মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি পরিচিতি পেয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের শুরু থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত আশা ক্রমপুঞ্জিভূতভাবে ২,১৫,৫৯৭.৩৮ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে। বর্ণিত সময়ে সংস্থাটি থেকে মোট ৬৮,২৭,৩৭৯ জন সদস্য ঋণ নিয়ে উপকৃত হয়েছেন, যাদের প্রায় শতকরা ৯০ জন মহিলা।[৮৪]

ব্যুরো বাংলাদেশ

---

[৮৩] *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩

[৮৪] *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষত জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে ব্যুরো বাংলাদেশ গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত সংস্থাটি দেশের ৬৪টি জেলার ৪৮২টি উপজেলায় দারিদ্র বিমোচনে কাজ করছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১৯,৯৭,৯৯৯ জন উপকার ভোগীর মাঝে ৭৫৬১.২ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে। উপকারভোগীদের প্রায় ৯১ শতাংশই মহিলা।[৮৫]

কারিতাস

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে, বিশেষত জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বেসরকারী পর্যায়ে যেসব সংস্থা অবদান রেখেছে তন্মধ্যে কারিতাস একটি। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষার মান উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে কারিতাস নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ২,৫৭,১৭০ জন উপকারভোগীর মাঝে কারিতাস মোট ৪,৫২৬.২৩ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে।[৮৬]

এসএসএস

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষত জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বেসরকারী পর্যায়ে যেসব সংস্থা অবদান রেখেছে তন্মধ্যে এসএসএস-এর অবদান অনস্বীকার্য। সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সোসাইটি ফর স্যোসাল সার্ভিস (এসএসএস) কাজ করছে। দেশের ৩২টি জেলার ১৯৬টি উপজেলায় সংস্থাটি কাজ করছে। ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত সংস্থার মোট উপকারভোগী পরিবারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭.৫০ লক্ষ। এর মধ্যে আর্থিক পরিসেবা কর্মসূচির সদস্য ৭.২৩ লক্ষ পরিবার। ২৩.৫০ হাজার পরিবার সংস্থার অন্যান্য কার্যক্রম এবং ৩.৫০ হাজার সুবিধাবঞ্চিত শিশু শিক্ষা ও শিশু উন্নয়নসহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছে। এ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ২২,৪৭৫.৮০ কোটি টাকা।[৮৭]

শক্তি ফাউন্ডেশন

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষত জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে শক্তি ফাউন্ডেশন-এর অবদান অনস্বীকার্য। সুবিধা বঞ্চিত মহিলাদের স্বাবলম্বী করার জন্য শক্তি ফাউন্ডেশন ক্ষুদ্রঋণ সুবিধা প্রদান করে আসছে। ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাটির মূল কার্যক্রম। এছাড়া, দরিদ্র মহিলাদের স্বাস্থ্য সেবাসহ নানা ধরনের

---

[৮৫] *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩

[৮৬] *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩

[৮৭] *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩-২০৪

সমাজ উন্নয়নে শক্তি ফাউন্ডেশন কাজ করছে। ফাউন্ডেশনটি ফেব্রুয়ারী ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিতভাবে ১০,৩৬৮.৩৪ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে। একই সময়ে ৯,৩২৯.১৬ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে।[৮৮]

টিএমএসএস

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষত জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বেসরকারী পর্যায়ে যেসব সংস্থা অবদান রেখেছে তম্মধ্যে টিএমএসএস-এর অবদান অনস্বীকার্য। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তোলতে টিএমএসএস ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। দেশের ৫৮টি জেলার ৩৪৬টি উপজেলায় সংস্থাটি ঋণদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত ৭০,৭১,৭৮৫ জন উপকারভোগীর মাঝে টিএমএসএস মোট ২৬,৭৩১.৭১ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে।[৮৯]

প্রশিকা

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা রাখার প্রত্যয়ে ১৯৭৫ সালে মানিকগঞ্জ থেকে প্রশিকার যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে দেশের ৫৭টি জেলায় এর কার্যক্রম বিস্তৃত। ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত সংস্থাটি মোট ৬৭৩০.২০ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে। একই সময় পর্যন্ত প্রশিকা থেকে ঋণ নিয়ে উপকৃত হয়েছেন ২,৮০৭, ৪৯৭ জন দরিদ্র মানুষ।[৯০]

গ্রামীণ ব্যাংক

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষত জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বেসরকারী পর্যায়ে যেসব সংস্থা অবদান রেখেছে তন্মধ্যে গ্রামীণ ব্যাংকের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ১৯৮৩ সালে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাংকটি মূলত গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের মাঝে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের মাধ্যমে তাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দারিদ্র বিমোচনে কাজ করে আসছে। ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ২,৫৬৮টি শাখার মাধ্যমে ৬৪ জেলার ৪৭৯ উপজেলার ৮১,৬৭৮টি গ্রামে ৯২.৬০ লক্ষ সদস্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সদস্যদের প্রায় ৯৭ শতাংশই মহিলা। ব্যাংকটি

---

[৮৮] *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০২০, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪।

[৮৯] *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০২০, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪।

[৯০] *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০২০, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫

ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিতভাবে মোট ২২,০০০৯.৫৪ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে এবং একই সময়ে ২০৪১২৩.৭৩ কোটি টাকা ঋণ আদায় করেছে।[৯১]

উপর্যুক্ত বেসরকারী সংস্থা সমূহ (এনজিও) ছাড়াও বাংলাদেশের অধিকাংশ এনজিও নিজস্ব বলয়ে ও গণ্ডীতে এবং বিদেশী অনেক এনজিও'র বাংলাদেশ অফিস এদেশে দারিদ্রবিমোচন ও দুস্থ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের বিভিন্নমুখী কর্মসূচি এবং প্রকল্প পরিচালনা করছে, যা জাতীয় সমাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তরায়নের সহায়ক অংশীদার হিসেবে ভূমিকা রাখছে।

তফসিলি ব্যাংকসমূহ

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকল্পে তফসিলি ব্যাংকগুলো ইতোমধ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করেছে।[৯২]

১. সোনালী ব্যাংক

২. অগ্রণী ব্যাংক

৩. জনতা ব্যাংক

৪. রূপালী ব্যাংক

৫. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

৬. রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক[৯৩]

এসকল ব্যাংক জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা ও জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের অংশীদার হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

মন্ত্রণালয়/বিভাগের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি

দারিদ্র বিমোচনে সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক নানা ধরনের প্রকল্প/কর্মসূচির পাশাপাশি সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করছে। দারিদ্র বিমোচনের এ

---

[৯১] *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫

[৯২] *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫

[৯৩] *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬

মডেলকে টেকসই করতে সরকার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরির প্রতি গুরুত্বারোপ করছে। এ লক্ষে অর্থবিভাগসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসমূহ কাজ করে যাচ্ছে।[৯৪]

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারের মন্ত্রণালয়, দপ্তর, অধিদপ্তর, বিভিন্ন বিভাগসহ সকল বেসরকারী সংস্থাসমূহ ছাড়াও অসংখ্য সেচ্ছাসেবী অলাভজনক প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও মনিটরিং না থাকায় তাদের কার্যক্রমের রিপোর্ট সমন্বয় করা হয় না। এর ফলে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের মোট কার্যকারিক ফলাফল একত্রিত করে সমন্বিত রিপোর্ট উপস্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে না।

সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে উন্নয়ন অংশীদারদের সাথে সম্পৃক্ততা

সামাজিক নিরাপত্তার সাথে উন্নয়ন অংশীদারগণ নানাভাবে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। গত দশকে দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন অংশীদারগণ সামাজিক নিরাপত্তা খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিনিয়োগ করেছে প্রধানত বেসরকারি খাতের মাধ্যমে। ব্র্যাকের কর্মসূচিতে অর্থায়নের ক্ষেত্রে ডিএফআইডি একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস এবং চর জীবিকায়ন কর্মসূচির (সিএলপি) অর্থায়নের উৎস ডিএফএটি-এর সহায়তায় একই সময়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন যেসব কর্মসূচিতে অর্থায়ন করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ‘ফুড এন্ড লাইভলিহুড সিকিউরিটি প্রোগ্রাম (এফএলএসপি)’ এবং ‘ফুড এন্ড সিকিউরটি ফর দ্যা আলট্রাপুওর প্রোগ্রাম (এফএসইউপি)’। ইউএনডিপি অর্থায়িত প্রকল্পগুলি হলো ‘রুরাল এমপ্লয়মেন্ট অপারচুনিটিস ফর পাবলিক এসেটস (আরইওপিএ) এবং ‘স্ট্রেংদেনিং উইমেন’স এবিলিটি ফর প্রোডাকটিভ নিউ অপারচুনিটিস (এসডাব্লিইএপিএনও)’। এসব কর্মসূচি মূলত আয় বর্ধনমূলক বা সম্পদ হস্তান্তরমূলক কর্মসূচি যেগুলি বহু সংখ্যক অতিদরিদ্রকে চরম দারিদ্র থেকে মুক্ত করতে লক্ষণীয় মাত্রায় সহায়তা করেছে।

সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আরেকটি অন্যতম উন্নয়ন অংশীদার হলো বিশ্বব্যাংক। বিশ্বব্যাংকের আগ্রহের প্রধান ক্ষেত্র হলো দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ জোরদারকরণ, পিএমটি পদ্ধতি ব্যবহার করে একটি জাতীয় একক সুবিধাভোগী নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তন এবং শর্তযুক্ত একটি নতুন নগদ অর্থ হস্তান্তরমূলক (সিসিটি) কর্মসূচি প্রবর্তন। বিশ্বব্যাংক দরিদ্রদের জন্য পরিচালিত সামাজিক

---

[৯৪] *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭

নিরাপত্তা প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, এসআইডি এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সাথে তারা ঘনিষ্টভাবে কাজ করে থাকে। গত তিন বছর ধরে উন্নয়ন সহযোগিবৃন্দ একটি ব্যাপকভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা পদ্ধতির প্রয়োজন বিষয়ে সরকারের সাথে একটি নীতি-সংলাপ আয়োজনে সচেষ্ট রয়েছে। এর ফলে এনএসএসএস-এর উন্নয়নে সামাজিক নিরাপত্তা ও কারিগরি সহায়তা শীর্ষক একটি কার্যকরি কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়েছে। এনএসএসএস প্রণয়নের ফলে সামাজিক নিরাপত্তা ক্ষেত্রে সরকার ও উন্নয়ন অংশীদারদের মধ্যে ব্যাপকতর অংশীদারিত্ব বিষয়ে একটি কাঠামো গঠিত হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে উন্নয়ন অংশীদারদের সম্পৃক্ত হওয়ার আগ্রহকে সরকার স্বাগত জানায় এবং স্বতন্ত্র্য কর্মসূচিতে তাদের সহায়তার জন্য সরকার এনএসএসএসকে কাজে লাগাবে। এনএসএসএস বাস্তবায়নে সরকার কারিগরি সহায়তার ক্ষেত্র অনুসন্ধান করবে এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতির কাঠামোর বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।[৯৫]

এনজিওদের সাথে সম্পৃক্ততা

সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সেবা প্রদানসহ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সেবাপ্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বিশ্বমানের বেশকিছু এনজিও গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের এনজিওদের উদ্ভাবিত 'গ্র্যাজুয়েশন' এপ্রোচ বর্তমানে অনেক দেশে প্রয়োগ করা হচ্ছে এবং সফলভাবে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হচ্ছে। এনজিও ও কমিউনিটির মাঝে অংশীদারিত্ব বিষয়ে সরকার গর্ববোধ করে থাকে। দারিদ্র নিরসন ও মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই অংশীদারিত্ব ইতিবাচক ফল দিচ্ছে। সরকার এনএসএসএস- এর ওপর ভিত্তি করে সামাজিক নিরাপত্তামূলক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এই অংশীদারিত্বকে অব্যাহত রাখবে এবং প্রয়োজনে এই অংশীদারিত্বকে আরো গভীরতর ও বিস্তৃত করবে। যেসব সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এনজিওসমূহ উপকারী হতে পারে সেগুলি হলোঃ উদ্ভাবনীমূলক ধ্যানধারণা পাইলটিং করা, বিশেষ করে দুর্গম এলাকায় বসবাসের কারণে বা জনসংখ্যার প্রান্তিক বা অরক্ষিত সামাজিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে যাদের কাছে পৌঁছানো কঠিন তাদের মধ্য থেকে সম্ভাব্য উপকারভোগীদের চিহ্নিতকরণ, এবং এনএসএসএস-এর বাস্তবায়ন সম্পর্কিত নালিশ ও অভিযোগ নিষ্পত্তিতে সহায়তা করা।[৯৬]

পরিশেষে বলা যায়, জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষে সমাজের সর্বশ্রেণির দুস্থ ও পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক জাতিগোষ্ঠীর পুনর্বাসন, কর্মসংস্থান ও জীবনমান

---

[৯৫] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলঃ বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

[৯৬] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলঃ বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

উন্নয়নের লক্ষে সরকার কর্তৃক গৃহীত সার্বিক সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি-ই হলো 'জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি'। আর এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে একযোগে কাজ করছে বাংলাদেশ সরকারের ২৩টি মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের বিভাগ, দপ্তর ও অধিদপ্তর। এ মহাকার্যক্রমে রয়েছে প্রায় ১৪৫ টি কর্মসূচি ও প্রকল্প মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা। এছাড়া নিজস্ব গণ্ডিতে ও সক্ষমতায় সকল বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) গুলোও কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২০৫০ সাল নাগাদ এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত স্বনির্ভর বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হবে বলে সংশ্লিষ্ট সকলের আশাবাদ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি

দ্বিতীয় অধ্যায়

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও

জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি

প্রথম পরিচ্ছেদ

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে

জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির তাত্ত্বিকতা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাতীয়

সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির প্রায়োগিক বিশ্লেষণ

প্রথম পরিচ্ছেদ
আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

প্রথম অনুচ্ছেদ
আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নঃ পরিচিতি ও পরিধি

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন' সমাজ বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখানে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন এ দুটি পরিভাষাই প্রণিধানযোগ্য। এ পর্যায়ে উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন এর পরিচয় ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা পেশ করা হবে।

উন্নয়ন-এর প্রামাণ্য সংজ্ঞা

সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে নিম্নে প্রখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানীদের প্রদত্ত উন্নয়নের কতিপয় সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো :

- কে. সি. আলেকজান্ডার বলেন,

Development is fundamentally a process of change that involves the whole society-its economic. socio-cultural, political and physical structures as well as the value system and way of life of the people.[৯৭]

- মিশেল পি. ট্যুডারো বলেন,

---

৯৭ K. C Alexander, 'Dimensions and Indicators of Development', Jurnal of Rural Development, Vol. 12 (3), NIRD, (Hydrabad: 1993, P. 257

Development must, therefore, be conceived of as a multidimensional process involving major change in social structures, popular attitudes, and national institutions as well as the acceleration of absolute poverty.[৯৮]

- সামাজিক উন্নয়ন কৌশল গ্রন্থে উন্নয়নের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,

উন্নয়ন বলতে কোন কিছুর ইতিবাচক বিকাশ বা বিস্তারকে বুঝায়।[৯৯]

- জঁ দ্রেজ ও অমর্ত্য সেনের মতে,

উন্নয়ন হলো শুধু জিডিপির বৃদ্ধি নয়, শিল্পায়ন, প্রযুক্তিগত উন্নতি বা সামাজিক প্রগতির মত কিছু পরিবর্তন দিয়েও তাকে সম্যকভাবে ধরা যাবে না। শেষ বিচারে, মানুষ যে ধরণের জীবনযাত্রাকে যথার্থ মূল্য দেয়, তেমন জীবন যাপনের স্বাধীনতা ও সক্ষমতার প্রসারই হল প্রকৃত উন্নয়ন।[১০০]

- অমর্ত্য সেনের মতে,

জনগণের সক্ষমতা বিকাশই গোটা জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে না। মানুষের সক্ষমতা নির্ভর করে ব্যাক্তি মানুষের স্বত্বাধিকারের ওপর। ব্যক্তি কি পরিমাণ দ্রব্য বা সেবা সামগ্রির ওপর তার স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে, তার ওপর সক্ষমতা নির্ভর করে। মাথাপিছু কি পরিমাণ খাদ্য পাবে তার ওপর উন্নয়ন নির্ভর করে না, বরং মাথাপিছু কি পরিমাণ খাদ্য ক্রয়ের ক্ষমতা মানুষ অর্জন করেছে, তার ওপর উন্নয়ন নির্ভর করে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেই দরিদ্রদের উন্নয়ন হবে না, যদি দরিদ্র জনগোষ্ঠী উৎপাদিত খাদ্যের ওপর স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করার ক্ষমতা অর্জন না করে। উন্নয়ন বলতে একটা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনকে নির্দেশ করে না, বরং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের সুফল স্থায়ী ও ন্যায় সঙ্গতভাবে বণ্টনের নিশ্চয়তা বিধান হলো উন্নয়ন।[১০১]

উন্নয়নের ইসলামি দৃষ্টিকোণ

যদিও বিভিন্ন লোকের কাছে উন্নয়নের বিভিন্ন অর্থ রয়েছে, তবুও একটি অর্থ সাধারণভাবে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়, তা হলো উন্নয়ন অর্থ পরিবর্তন। কিন্তু, ইসলামের দৃষ্টিতে সব ক্ষেত্রে পরিবর্তন গ্রহণযোগ্য নয়, অন্তত বিশ্বজগত এবং বস্তুগত ও নৈতিক আইনগুলোর ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য, যা বছরের পর

---

৯৮ মিয়া মুহম্মদ সেলিম, ***সামাজিক উন্নয়ন কৌশল***, (ঢাকাঃ বা এ, ১ম সং, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ১৫৪

৯৯ মিয়া মুহম্মদ সেলিম, ***সামাজিক উন্নয়ন কৌশল***, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪

১০০ জঁ দ্রেজ ও অমর্ত্য সেন, ***ভারত উন্নয়ন ও বঞ্চনা***, (কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ৪৭

১০১ মিয়া মুহম্মদ সেলিম, ***সামাজিক উন্নয়ন কৌশল***, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪

বছর কখনোও পরিবর্তন হয় না। মুসলিমগণ বিশ্বাস করেন যে, তাদের সম্পূর্ণ জীবনব্যবস্থায় এমন কিছু বিষয় আছে, যা অপরিবর্তনীয় এবং তা আধুনিকায়নের সাথে জড়িত নয়। তবে অন্য বিষয়গুলো অবশ্য পরিবর্তনযোগ্য এবং তা উন্নয়ন ও আধুনিকায়নকে উৎসাহিত করে।

তাই, ইসলামের দৃষ্টিতে কোনটি পরিবর্তনযোগ্য আর কোনটি পরিবর্তনযোগ্য নয়, তা ব্যাপকভাবে জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ স্বাতন্ত্রই হলো উন্নয়নের ইসলামি ও অনৈসলামিক মডেল ও আদর্শের চূড়ান্ত পার্থক্য।[১০২]

ইসলামি উন্নয়ন প্রচেষ্টা, তা আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক কিংবা সাংস্কৃতিক যে বলয়েই হোক না কেন, একটি সমন্বিত এবং অখণ্ড পদ্ধতি হিসেবে চিহ্নিত, যা মানুষের অস্তিত্বের সব বিষয়ে ব্যবহৃত হতে পারে দৈহিক কিংবা আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রেই। ইসলাম এ দুটির মধ্যে একটি সমতা ও সাদৃশ্য আনার চেষ্টা করে।[১০৩] এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে,

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

'আর আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন তাতে তুমি আখিরাতের নিবাস অনুসন্ধান কর। তবে তুমি দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না। তোমার প্রতি আল্লাহ যেরূপ অনুগ্রহ করেছেন তুমিও সেরূপ অনুগ্রহ কর। আর যমীনে ফাসাদ করতে চেয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ ফাসাদকারীদের ভালবাসেন না'।[১০৪]

এ আয়াতে বৈষয়িক উন্নয়নের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

ইসলামি উন্নয়ন মডেলের উপকরণ

ইসলামি উন্নয়ন মডেলের উপকরণ দুই প্রকার। যথা:

১. অপরিবর্তনশীল উপকরণসমূহ

২. পরিবর্তনশীল উপকরণসমূহ

---

[১০২] মুহাম্মদ আল-ব্যুরে, ***প্রশাসনিক উন্নয়ন ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি***, প্রাগুক্ত, পৃ. ১

[১০৩] মুহাম্মদ আল-ব্যুরে, ***প্রশাসনিক উন্নয়ন ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি***, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

[১০৪] ***আল-কুর'আন***, সূরা আল-কাসাস (২৮) : ৭৭

১. অপরিবর্তনশীল উপকরণসমূহ

প্রথমত, ঐসব উপাদান, যা ইসলামি মতবাদ, মূলনীতি, বিশ্বাস এবং বিশ্বাসের নীতিমালা ও আদর্শের সাথে সম্পৃক্ত, যা ইসলামি ব্যবস্থাকে একটি আকৃতি প্রদান করে এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ঠায়িত করে- তা পরিবর্তন যোগ্য নয়।[১০৫]

অপরিবর্তনশীল উপকরণসমূহের প্রামাণ্য দলীল:

ক. ইসলামি ব্যবস্থার অপরিবর্তনশীল উপকরণ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী–

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا

'ইতঃপূর্বে যারা অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে এটাই ছিল আল্লাহর রীতি, আর তুমি আল্লাহর রীতিতে কখনই কোন পরিবর্তন পাবে না।'[১০৬]

খ. ইসলামি ব্যবস্থার অপরিবর্তনশীল উপকরণ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন–

اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا

'তারা যমীনে উদ্ধত আচরণ ও কূটচক্রান্তে লিপ্ত হলো। কিন্তু কূটচক্রান্ত কেবল তার ধারককেই পরিবেষ্টন করবে। তবে কি তারা পূর্ববর্তীদের (ওপর আল্লাহর) বিধানের অপেক্ষা করছে? কিন্তু তুমি আল্লাহর বিধানের কখনই কোন পরিবর্তন পাবে না এবং তুমি আল্লাহর বিধানের কখনই কোন ব্যতিক্রমও দেখতে পাবে না।'[১০৭]

গ. অপরিবর্তনশীল উপকরণ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন–

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا

'তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদের ব্যাপারে এটি আল্লাহর নিয়ম; আর তুমি আল্লাহর নিয়মে কোন পরিবর্তন পাবে না।'[১০৮] উপর্যুক্ত আয়াতে কারীমাসমূহ ইসলামি উন্নয়ন মডেলের অনুপম দৃষ্টান্ত।

---

১০৫ মুহাম্মদ আল-ব্যুরে, ***প্রশাসনিক উন্নয়ন ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি***, প্রাগুক্ত, পৃ.১

১০৬ *আল-কুর'আন*, সূরা আল-আহযাব (৩৩) : ৬২

১০৭ *আল-কুর'আন*, সূরা আল-ফাতির (৩৫) : ৪৩

১০৮ *আল-কুর'আন*, সূরা আল-ফাতাহ্ (৪৮) : ২৩

খ. পরিবর্তনশীল উপকরণসমূহ

ইসলামি আকীদা ও ইবাদতের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয় এমন বৈষয়িক উন্নয়নের অনুমোদন ইসলাম প্রদান করেছে। ইসলামের মূল নিয়ম হলো অনুমতি প্রদান, যদি না হয় এটি ইবাদাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত, যদি এটি কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা (মুসলিম সমাজের ঐক্যমত) এবং কিয়াস (যুক্তি দ্বারা বুদ্ধিভিত্তিক সিদ্ধান্ত) দ্বারা নিষিদ্ধ না হয়।[১০৯]

পরিবর্তনশীল উপকরণসমূহের দৃষ্টান্ত হলো– বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার উন্নয়ন বা আবিস্কার যা মানুষের বস্তুগত কল্যাণে ব্যবহৃত বা উপযোগী তা শুধু উৎসাহিত করতে হবে তা নয় বরং তা আবশ্যিক।[১১০]

সুপ্রাচীনকাল থেকে উন্নয়ন বলতে ব্যক্তির, সমাজের বা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বুঝানো হতো। কিন্তু আধুনিক পরিবর্তনশীল উন্নত বিশ্বে উন্নয়ন বলতে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, মূল্যবোধ, কাঠামো, নাগরিকের জীবনমানের উন্নয়নসহ সার্বিক উন্নয়নকে অন্তর্ভুক্ত করে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন

অর্থনৈতিক উন্নয়ন কথাটিকে এক কথায় সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব নয়। কারণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে সঠিক কি বুঝায় সে সম্বন্ধে অর্থনীতিবিদদের মাঝে যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিভিন্নভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংজ্ঞা দিয়েছেন। কারো মতে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাওয়াকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে। কিন্তু জাতীয় আয় বেড়ে যাওয়ায় সবসময় জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটে না বলে এতে অনেকের আপত্তি রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ দেখানো হয়, অনেক দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেলেও অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয় না। যেমন মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ। আবার কারো মতে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাওয়াকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে। কিন্তু জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেলে বা লোকসংখ্যা হ্রাস পেলেও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায়। সুতরাং মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেলেও যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে তা অনেকে মানতে রাজি নন। অন্যভাবে বলা যায় যে, যদি কোন দেশের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে উৎপাদন, বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং যদি দেশটি দীর্ঘকাল ধরে স্বধারায় পুষ্ট হয়ে অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে একটি ঊর্ধ্বমুখী গতিময়তা অর্জন করে তাহলে দেশটির অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে বলে ধরা হয়।

---

১০৯ মুহাম্মদ আল-ব্যুরে, ***প্রশাসনিক উন্নয়ন ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি***, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

১১০ এম. এ. ফাদিল, ***আল-নাফত্ ওয়াল মুসাক্বিলত আল-মুয়াসসিরাহ্ লিত-তানমিয়্যাহ্ আল-আরাবিয়্যাহ্***, (কুওয়াত আল-আলাম আল-মা'আরিফাহ্, ১৯৭৯ খ্রি.) পৃ. ৪৩

অনেকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং প্রবৃদ্ধিকে এক করে ফেলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ দু'টি পরিভাষার মধ্যে মৌলিক কিছু পার্থক্য রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞগণ মত প্রকাশ করেন। অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন। অপরদিকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হলো কোন দেশের অর্থনীতির মানোন্নয়নের পরিমাপক বা হার। অর্থনীতিবিদ কিন্ডলবার্গ বলেন,'Economic growth means more output; while economic development implies both more output and changes in the technical and institutional arrangements by which it is produced and distributed.'[১১১]

অর্থনৈতিক উন্নয়ন-এর প্রামাণ্য সংজ্ঞা

অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিভিন্নভাবে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিম্নে কতিপয় সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো :

- বাট্রিক ও উইলিয়ামস বলেন,

Economic developmet refers to the process where by the people of a country or region comes to utilise the resources available to bring about sustaines increase in per-capital production of goods and services.[১১২]

- সি. ই. ব্ল্যাক বলেন,

Economic development may be defined as the attainment of a number of ideas of modernization such as the rise productivity, social and economic equalization, modern knowledge improved institutions and attitude and a national coordinated system of policy measures that can removed the host of undesirable condition in the social system that have perpetual a state of underdeveloped or undeveloped.[১১৩]

- জুনার ম্যাড্রাল বলেন,

---

[১১১] মোঃ নূরুল ইসলাম, ***সামাজিক উন্নয়ন নীতি ও পরিকল্পনা*** (ঢাকা: ইসলাম পাবলিকেশন্স, ১ম সং, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৯৩

[১১২] মিয়া মুহম্মদ সেলিম, ***সামাজিক উন্নয়ন কৌশল***, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫

[১১৩] C. E. Black, ***The Dynamics of Modernization***, New York, 1966, PP. 55-56

Economic development may be defined as nothing less than the upward movement in the entire social syatem.[১১৪]

- ➢ স্নাইডার বলেন,

Economic development refers to the longrun or secular increase in per-capital productivity.[১১৫]

- ➢ মায়ার ও বলডুইন বলেন,

Economic development is a process where by an economy's real national income increase over a long period of time.[১১৬]

- ➢ সুইডার বলেন,

দীর্ঘকালব্যাপী মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা হয়।[১১৭]

- ➢ বুকানন ও এলসি বলেন,

বিনিয়োগের সাহায্যে অনুন্নত এলাকায় জনগণের মাথাপিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধিই অর্থনৈতিক উন্নয়ন।[১১৮]

- ➢ লুইস বলেন,

প্রতি ঘণ্টা কাজের ভিত্তিতে যদি উৎপাদন বৃদ্ধি পায় তবেই বুঝতে হবে যে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে।[১১৯]

- ➢ রস্টো বলেন,

মানুষের কতগুলো প্রবণতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। সেগুলো হলো :

ক. মৌলিক বিজ্ঞানসমূহের উন্নতির প্রবণতা।

খ. অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিজ্ঞানের ব্যবহারের প্রবণতা।

---

১১৪ মিয়া মুহম্মদ সেলিম, ***সামাজিক উন্নয়ন কৌশল***, প্রাগুক্ত, ১২৫

১১৫ মিয়া মুহম্মদ সেলিম, ***সামাজিক উন্নয়ন কৌশল***, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬

১১৬ Gerald M. Meier, ***Leading Issues in Economic Development*** (New Delhi: Oxford), p. *67*

১১৭ মোঃ নূরুল ইসলাম, ***সামাজিক উন্নয়ন নীতি ও পরিকল্পনা***, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

১১৮ মোঃ নূরুল ইসলাম, ***সামাজিক উন্নয়ন নীতি ও পরিকল্পনা***, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

১১৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

গ. নতুন কলাকৌশল ও যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের প্রবণতা।

ঘ. বস্তুগত অগ্রগতি সাধনের প্রবণতা।

ঙ. ভোগ ও সঞ্চয়ের প্রবণতা।

চ. সন্তান লাভের প্রবণতা।[১২০]

সাধারণত অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে কোন দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নকে বুঝায়।[১২১] কিন্তু ব্যাপকার্থে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে এমন এক প্রক্রিয়াকে বুঝায়, যার মাধ্যমে কোন দেশের বস্তুগত দ্রব্যাদি বৃদ্ধি পায় ও দীর্ঘকাল মেয়াদে পর্যায়ক্রমে জনগণের জীবনমান উন্নত হয়। এটি সমাজের সকল স্তরের মানুষের জীবনযাত্রার মানের উর্ধ্বগতি নির্দেশ করে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন- এর পরিধি হচ্ছে: কোন দেশের সার্বিক উন্নয়ন। এটি উৎপাদন বৃদ্ধি, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তির প্রসার, মূলধন ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নতি, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের ইতিবাচক প্রসার, জনগণের নৈপুণ্য ও শ্রমশক্তি বৃদ্ধি, নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত করে।

সামাজিক উন্নয়ন-এর প্রামাণ্য সংজ্ঞা

সমাজবিজ্ঞানীদের ভাষ্য অনুযায়ী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন-এর কয়েকটি প্রামাণ্য সংজ্ঞা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

১. ‘সামাজিক উন্নয়ন’ (Social Development) বলতে সমাজ সংক্রান্ত বা সামাজিক খাতের ইতিবাচক উর্ধ্বমুখী অবস্থাকে বুঝায়।[১২২]

২. মানুষের জীবনযাত্রা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আয়ুষ্কাল, সমাজকল্যাণ, পরিবেশ, মানবীয় স্বাধীনতা ও কার্যক্রম প্রভৃতি পূর্বাপেক্ষা উন্নত হওয়া এবং সমাজকাঠামোর আশানুরূপ বাঞ্ছিত পরিবর্তনকে সামাজিক উন্নয়ন বলা হয়। অন্য কথায় সামাজিক উন্নয়নের অর্থ হলো- অর্থনৈতিক, কারিগরি এবং সামাজিক দিকের উন্নয়ন।[১২৩]

---

[১২০] মিয়া মুহাম্মদ সেলিম, ***সামাজিক উন্নয়ন কৌশল,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬

[১২১] মিয়া মুহাম্মদ সেলিম, ***সামাজিক উন্নয়ন কৌশল,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫

[১২২] এস. আমিনুল ইসলাম, ***উন্নয়ন চিন্তার পালাবদল*** (ঢাকা : দিব্য প্রকাশ, ১ম সং, ২০০৪), পৃ. ৩৬

[১২৩] মিয়া মুহাম্মদ সেলিম, ***সামাজিক উন্নয়ন কৌশল,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬

৩. সামাজিক উন্নয়নের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সমাজবিজ্ঞানী James Midgley বলেন : Social development is a process of planned social change designed to promote the well-being of the population as a whole in con‡jvunction with a dynamic process of economic development.[১২৪]

৪. সমাজ বিশেষজ্ঞ M. S. Gore এর ভাষায় : Social Development emphasises the development of the totality of society in its economic, political, social and cultural aspects.[125]

৫. J. F. K. Paiva এর মতে : Social Development is concerned with the creation or alteration of institutions in order to meet human needs.[১২৬]

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাসমূহের আলোকে বলা যায় সামাজিক উন্নয়ন হলো একটি পরিকল্পিত লক্ষ্য অর্জন প্রক্রিয়া, যাতে মানব সম্পদের সার্বিক উন্নয়ন সাধিত হয়।

আর্থ-সামজিক উন্নয়ন

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বলতে বুঝায়, চাহিদা অনুযায়ী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধরাবাহিকতা চলমান থাকা এবং দেশের সর্বপ্রয়োজনীয় বস্তুগত উপাদানের অভাব পূরণ এবং সার্বিক অবকাঠামোগত উন্নয়ন। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন রাষ্ট্রের শুধুমাত্র তাত্ত্বিক বিষয় নয়, বরং এটি সার্বিকঅর্থে ব্যবহারিক বিষয়ে রূপ পরিগ্রহ করেছে। তাই আধুনিক সমাজ বিজ্ঞান, সমাজকর্ম ও সমাজকল্যাণ গবেষণায় বিষয়টি ভৌতিক বিষয়ে পরিচিতি লাভ করেছে। আদিকাল থেকে এ বিষয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা ও অধ্যয়ন এবং ব্যাপক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ লক্ষ্য করা যায়। এমনকি উন্নয়ন ধারণাটির বিকাশে পঞ্চদশ শতকে বাণিজ্যতন্ত্রী থেকে শুরু ফিজিওক্রাট্স, ক্লাসিক্যাল, নয়া ক্লাসিক্যাল ও বর্তমান সময়ে আধুনিক অর্থনীতিবিদদের মধ্যে বিভিন্ন মতবাদ গড়ে উঠতে দেখা যায়। শুধু তাই নয়, এ থেকে উন্নয়ন অর্থনীতি নামে অর্থনীতির একটি বিশেষ শাখাও বিকশিত হয়েছে। এ বিষয়ে অর্থনীতিবিদগন ব্যাপক অবদান রেখে চলেছেন। পল এন

---

১২৪ James Midgley, Social development, London : Sage publications, 1995, p. 25.

১২৫ মোঃ নূরুল ইসলাম, ***সামাজিক উন্নয়ন নীতি ও পরিকল্পনা,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

১২৬ J F K Paiva, '***A Concept of Social Development', Social Service Review***, (The University of Chicago, Vol. 51, No.2, 1977), p. 329.

রোজেস্টাইন রোডান সর্বপ্রথম উন্নয়ন অর্থনীতিতে তাত্ত্বিক অবদান রাখেন।[১২৭] তবে সামাজিক উন্নয়ন ধারণাটি একেবারেই নতুন। অতীতে এটিকে পরিবার ও পরিবেশের প্রবৃদ্ধির মনো-সামাজিক প্রক্রিয়ার দিকরূপে দেখা হতো। বর্তমানে এটি উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সকল পর্যায়ে দেশের ভেতরে ও বাইরে অর্থনৈতিক কল্যাণের সাথে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত একটি উন্নয়ন প্রক্রিয়া। অপরদিকে সমাজকল্যাণ ও সমাজকর্মে সামাজিক উন্নয়নের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে নতুন। তবে সমাজকল্যাণেই এর মূল নিহিত রয়েছে।[১২৮]

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন-এর পরিধি

কোনো রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বলতে সেই রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভৃতি সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এর অন্তর্ভুক্ত। এটি বৈষয়িক-অবৈষয়িক উভয় উন্নয়নে ব্যাপৃত।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও তার সূচক

উন্নয়ন ধারণার বিবর্তনের সাথে উন্নয়ন সূচকেরও বিকাশ সাধিত হয়। পঞ্চাশ ও ষাটের দশক পর্যন্ত উন্নয়ন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সমার্থক মনে করা হত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাজনৈতিক স্বাধীনতার সাথে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রসঙ্গ, সম্পদ বন্টন উপেক্ষা, দরিদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি (দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী অনাপেক্ষিক দরিদ্র) ও দরিদ্রের আরো দরিদ্র হওয়া (আপেক্ষিক দারিদ্র) ইত্যাদি সমস্যা সৃষ্টি হয়। সার্বজনীন মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ, দারিদ্র পরিস্থিতি, দারিদ্রের গভীরতার সাথে প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন পরিমাপে উন্নয়ন সূচক প্রবর্তিত হয়।[১২৯] নিম্নে অর্থনৈতিক সূচক ও সামাজিক সূচক উপস্থাপন করা হল:

এক. অর্থনৈতিক সূচক

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণার প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক সূচকসমূহ গড়ে উঠেছে। যেমন–

ক. মোট জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product)

---

১২৭ মোঃ নূরুল ইসলাম, *সামাজিক উন্নয়ন নীতি ও পরিকল্পনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

১২৮ মোঃ নূরুল ইসলাম, *সামাজিক উন্নয়ন নীতি ও পরিকল্পনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

১২৯ মোঃ নূরুল ইসলাম, *সামাজিক উন্নয়ন নীতি ও পরিকল্পনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম নির্দেশক হচ্ছে মোট জাতীয় উৎপাদন বা আয়। একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছরে) একটি অর্থনীতিতে যে সব চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদিত হয় সেগুলোর সমষ্টিকে বর্তমান বাজার দরে মূল্যায়ন করে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিডিপি) পাওয়া যায়। জিডিপি'র সাথে নিট উপকরণ আয় যোগ দিলে মোট জাতীয় উৎপাদন (জিএনপি) বের হয়।[১৩০] মাথাপিছু জিএনপি নিন্মোক্তভাবে বের করা হয় ঃ

মাথাপিছু জিএনপি (আর্থিক) = জিএনপি÷ মোট জনসংখ্যা।

১৯৯২ সালের বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদন অনুসারে মাথাপিছু জিএনপি সূচকের ভিত্তিতে পৃথিবীর দেশসমূহকে ৩ ভাগে ভাগ করা হয়; যথা :

১. নিম্ন আয় বিশিষ্ট অর্থনীতি: মাথাপিছু জিএনপি ৬১০ ডলার বা কম

২. মধ্য আয় বিশিষ্ট অর্থনীতি : মাথাপিছু জিএনপি ৬১০ ডলার এর অধিক কিন্তু ৭৬২০-এর কম।

৩. উচ্চ আয় বিশিষ্ট অর্থনীতি : মাথাপিছু জিএনপি ৭৬২০ ডলার এর অধিক ।[১৩১]

খ. মাথাপিছু আয় (Per Capital Income)

প্রকৃত মাথাপিছু আয় দ্বারা অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্দেশ করা হয়। দীর্ঘ মেয়াদে একটি দেশের প্রকৃত মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিই অর্থনৈতিক উন্নয়ন। জাতীয় আয় ও উন্নয়ন হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির চেয়ে বেশি হলে প্রকৃত মাথাপিছু আয়ও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এ পদ্ধতিও ত্রুটিমুক্ত নয়। কারণ ধনী-দরিদ্র বৈষম্য, মাথাপিছু ভোগ প্রভৃতি বিষয় ঠিক থাকে না।[১৩২]

গ. আর্থিক কল্যাণ (Financial Well-being)

বস্তুগত কল্যানের অব্যহত উন্নতি হচ্ছে মানব কল্যাণ। মানব কল্যাণ দ্রব্য ও সেবা ভোগের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এজন্য অর্থনৈতিক কল্যাণকে উন্নয়নের সূচক হিসেবে গণ্য করা হয়।[১৩৩]

দুই. সামাজিক সূচক (Social Indexes)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে উন্নয়নে সামাজিক ও কল্যাণগত দিক অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মোট জাতীয় উৎপাদন ও মাথাপিছু জাতীয় আয়ের মাধ্যমে প্রকৃত উন্নয়ন পরিমাপনে সীমাবদ্ধতা দেখা দেয়। কারণ

---

১৩০ মোঃ নূরুল ইসলাম, *সামাজিক উন্নয়ন নীতি ও পরিকল্পনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

১৩১ মোঃ নূরুল ইসলাম, *সামাজিক উন্নয়ন নীতি ও পরিকল্পনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

১৩২ মোঃ নূরুল ইসলাম, *সামাজিক উন্নয়ন নীতি ও পরিকল্পনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

১৩৩ মোঃ নূরুল ইসলাম, *সামাজিক উন্নয়ন নীতি ও পরিকল্পনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

মাথাপিছু জাতীয় আয় দ্রুত বাড়লেও সকল জনগণের সব প্রয়োজন পূরণ নাও হতে পারে। সামাজিক নির্ধারকসমূহ হচ্ছে–ভৌগলিক অবস্থাসহ স্বাস্থ্য, খাদ্য ও পুষ্টি, সাক্ষরতা এবং দক্ষতাসহ শিক্ষা, কাজের অবস্থা, কর্মসংস্থান পরিস্থিতি, গড়ভোগ ও সঞ্চয়, পরিবহন, গৃহ সামগ্রী সুবিধাসহ আবাসন, বস্ত্র, বিনোদন ও আপ্যায়ন, সামাজিক নিরাপত্তা ও মানবীয় স্বাধীনতা।[১৩৪]

উন্নয়নে সামাজিক সূচকসমূহ

১. জীবনের ভৌত মান সূচক

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ মরিস ডি মরিস উন্নয়নে কল্যাণকর কিকে জোর দিয়ে একটি নির্দেশকমালা নির্ধারণ করেন। তিনি উন্নয়নে তিনটি বিশ্বজনীন ও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান গ্রহণ করেন এবং এদের ভিত্তিতে উন্নয়নের যৌগিক নির্দেশকমালার বিকাশ ঘটান।[১৩৫] যথা–

ক. জীবন প্রত্যাশা (Life expectancy)

খ. শিশু মুত্যু হার (Infant mortality)

গ. সাক্ষরতা (Literacy)

মোট জাতীয় উৎপাদন (জিএনপি) বৃদ্ধি পেলেও সমাজের দরিদ্রতম জনগোষ্ঠী যথেষ্ট অথবা মোটেও উপকৃত নাও হতে পারে। সুতরাং জীবন সম্ভাবনা (আয়ুষ্কাল) ও শিশু মৃত্যুহার সমগ্র সমাজ প্রক্রিয়ায় ফলাফলের উত্তম নির্দেশক। সাক্ষরতার হার উন্নয়নের সম্ভাবনা নির্দেশ করে এবং এর সম্প্রসারণে দরিদ্র জনগোষ্ঠীরা উন্নয়ন কর্মকান্ডের সম্ভাব্যতা ও সুবিধা ভোগ করে নিতে পারে।[১৩৬]

২. সামাজিক উন্নয়ন গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রদত্ত নির্দেশকমালা

জাতিসংঘের সামাজিক উন্নয়ন গবেষণা উনস্টিটিউট উন্নয়নের ১৮টি মূল নির্দেশকের একটি সেট শনাক্ত করে। নির্দেশকসমূহ হল:

১. জীবন প্রত্যাশ্যা

২. জনসংখ্যার হার

৩. মাথাপিছু প্রাণিজ আমিষগ্রহণ

৪. বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি

---

১৩৪ মোঃ নূরুল ইসলাম, ***সামাজিক উন্নয়ন নীতি ও পরিকল্পনা***, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

১৩৫ মোঃ নূরুল ইসলাম, ***সামাজিক উন্নয়ন নীতি ও পরিকল্পনা***, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

১৩৬ মোঃ নূরুল ইসলাম, ***সামাজিক উন্নয়ন নীতি ও পরিকল্পনা***, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

৫. কারিগরি শিক্ষার্থী ভর্তির অনুপাত

৬. কক্ষপ্রতি মানুষ

৭. সংবাদপত্র প্রচার (১০০০ জনে)

৮. টেলিফোন সংখ্যা

৯. বেতার গ্রাহক

১০. বিদ্যুত, গ্যাস, পানি প্রভৃতির মধ্যে সক্ষম জনসংখ্যার হার

১১. কৃষকের কৃষি উৎপাদন

১২. কৃষিক্ষেত্রে শ্রমিকের শতকরা হার

১৩. জন প্রতি বিদ্যুৎ ভোগ (কিলোওয়াট)

১৪. জন প্রতি ইস্পাত ভোগ (কেজি)

১৫. জন প্রতি শক্তি ভোগ (কেজি)

১৬. উৎপাদন থেকে প্রাপ্ত জিডিপির শতকরা হার

১৭. জন প্রতি বহির্বাণিজ্য ১৯৬০ সাল

১৮. মজুরি ও বেতনভোগীর হার।[১৩৭]

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি: সরকারি অর্থায়ন

'জাতীয় সামজিক সুরক্ষা কর্মসূচি' বাংলাদেশ সরকারের একটি কর্মপরিকল্পনা। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ কর্মসূচির গুরুত্ব অপরিসীম। সে আলোকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। জ্ঞাতব্য যে, এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগেও বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি' বাস্তবায়নে সরকার কর্তৃক অর্থায়িত বিষয়সমূহ সুনির্দিষ্ট পরিবীক্ষণের আলোকে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

---

[১৩৭] মোঃ নূরুল ইসলাম, *সামাজিক উন্নয়ন নীতি ও পরিকল্পনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

কৌশলপত্র বাস্তবায়নে অর্থায়নের আবশ্যকতা

একটি কৌশলপত্র বাস্তবায়নযোগ্য হতে হলে তা অবশ্যই অর্থায়নযোগ্য হওয়া প্রয়োজন। প্রথম অধ্যায়ের তথ্য হতে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ সরকার সামাজিক নিরাপত্তায় উচ্চতর অগ্রাধিকার দিয়েছে, যা এখাতের জিডিপি ও মোট বাজেটের শতকরা অংশ হিসাবে অর্থায়নের পরিমাণ বৃদ্ধির হার থেকে প্রতীয়মান হয়। বর্তমানে সামাজিক নিরাপত্তায় সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ জিডিপির প্রায় ২.০ শতাংশ। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সামাজিক নিরাপত্তা খাতের ব্যয় পরিকল্পনার শেষ নাগাদ জিডিপির শতকরা ৩.০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম তিন বছরে বাজেট সীমাবদ্ধতার প্রেক্ষাপটে সামাজিক নিরাপত্তায় প্রকৃত ব্যয় বৃদ্ধি করা না গেলেও এমন উচ্চ ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এ খাতে সরকারের আন্তরিক অঙ্গীকারেরই প্রতিফলন। বাজেট সীমাবদ্ধতার বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে অদূর ভবিষ্যতে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের সম্ভাব্য অর্থায়নের ক্ষেত্রে যৌক্তিক অনুমান করা প্রয়োজন।

দীর্ঘমেয়াদে সরকারের বাজেট বরাদ্দ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উল্লিখিত মধ্যমেয়াদি রাজস্ব আহরণ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতির ওপর নির্ভর করবে। রাজস্ব আহরণের অর্জিত সাফল্য উৎসাহব্যঞ্জক হলেও লক্ষ্য পূরণে আরো অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের উপযোগী অর্থনৈতিক পরিবেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের কর্মসূচিসমূহ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কারণে কিছু কর্মসূচি সরকারি রাজস্ব খাতের অর্থায়ন ছাড়াও বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্যয় বণ্টনের ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে। ফলে ক্রমবর্ধমান সরকারি সম্পদ ছাড়াও এ কৌশলের বাস্তবায়ন বেসরকারি অর্থায়নের ওপরেও নির্ভরশীল। চূড়ান্ত বিবেচনায় অর্থায়নের ক্ষেত্রে সরকারের অগ্রাধিকার বাস্তবতা ও রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের ওপর নির্ভর করবে। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, সামাজিক নিরাপত্তায় ক্রমবর্ধমান অর্থায়ন ও কর্মসূচি বিস্তারের মাধ্যমে ভালো ফল প্রাপ্তির কারণে এ খাতের বিষয়ে রাজনৈতিক সমর্থন বৃদ্ধি পায়। তখন সরকারের দায়িত্ব হয়ে পড়ে সামাজিক নিরাপত্তা খাতের অর্থায়ন নিশ্চিত করা। দেশের সকল সরকারের কাছেই সামাজিক নিরাপত্তা অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের বাস্তবতার বিবেচনায় দারিদ্র্যহ্রাস এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচির পরিধির বিস্তারের ইতিবাচক প্রভাবের

প্রেক্ষাপটে এটাই স্বাভাবিক যে সরকারি সম্পদের একটি বড় অংশ সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে বরাদ্দ দেয়া হবে।[১৩৮]

কর্মসূচির ব্যয় প্রাক্কলন এবং বাজেট

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে প্রস্তাবিত সংস্কারের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে বিরাজমান দ্বৈততা পরিহার করে জীবনচক্রভিত্তিক সমন্বিত কয়েকটি প্রধান কর্মসূচি প্রণয়ন করা। কৌশলে বর্ণিত চারটি প্রধান সংস্কার প্রস্তাব নিম্নরূপ:

১. সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত মূলত দারিদ্র ও জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ের ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলা করে এমন বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহকে জীবনচক্রভিত্তিক ৫টি কর্মসূচিতে সমন্বিত করা প্রয়োজন। এছাড়া, প্রচলিত নিয়মের আধুনিকায়নের মাধ্যমে বেসরকারি খাতের কর্মসংস্থানকে একটি ব্যাপক সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসার লক্ষে এ কৌশলে নতুন আইন প্রণয়নের প্রস্তাব করা হয়েছে, যেখানে নিয়োগকারী এবং নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে যথাযথ অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যয়ভার বহনের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।[১৩৯]

২. প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা ও খাদ্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা সংক্রান্ত বিদ্যমান কর্মসূচিসমূহকে দুইটি প্রধান কর্মসূচিতে একীভূত করা দরকার। এর উদ্দেশ্য হলো কর্মসূচিসমূহের দ্বৈততা দূরীকরণ ও দক্ষতার উন্নয়ন করে যৌথ ঝুঁকিসমূহের দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ। একটি কর্মসূচি সবধরনের কর্মসৃজনমূলক কর্মসূচিকে এবং অন্যটি খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কিত কর্মসূচিসমূহকে সমন্বিত করবে।

৩. উচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিশেষ কর্মসূচি সমূহ, যথা-

    ক.মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কর্মসূচি,

    খ.মাতৃস্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচি (এমএইচভিএস),

    গ.এতিমদের জন্য কর্মসূচি এবং

    ঘ.প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুপুরের খাবার সরবরাহ কর্মসূচি ও অন্যান্য কর্মসূচি পূর্বের ন্যায় পরিচালিত হতে থাকবে।

---

১৩৮ *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

১৩৯ *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২-৬৩

৪. যথাযথ পর্যালোচনার ওপর ভিত্তি করে উদ্ভাবনীমূলক এবং বিস্তৃতির সুযোগ রয়েছে এরূপ ক্ষুদ্র আকারের পরীক্ষামূলক কর্মসূচিসমূহ সমন্বিত করা প্রয়োজন।

বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিশেষ করে শিশু, বিদ্যালয়গামী শিশু, দরিদ্র ও দুস্থ মহিলা এবং বয়স্কদের জন্য পরিচালিত কর্মসূচিসমূহে দুটি প্রধান সমস্যা রয়েছে। সমস্যা দুটি হলো:

ক. অধিকাংশ কর্মসূচির বিস্তৃতি আদতেই অপ্রতুল এবং এগুলি থেকে গড় সুবিধা প্রাপ্তি বাস্তবে স্বল্প।

খ. কর্মক্ষম বয়সীদের জন্য গৃহীত কর্মসূচিসমূহ আপাতদৃষ্টিতে পর্যাপ্ত বলে প্রতিভাত হলেও জীবনচক্রের এ পর্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মসূচিসমূহের ক্ষেত্রে দ্বৈততা ও কর্মসূচিসমূহের প্রকৃতি নিয়ে উৎকণ্ঠা রয়েছে।[১৪০]

সরকারি ব্যয়ে পরিচালিত কর্মসূচিসমূহের অর্থায়ন হলো কৌশলের সার্বিক অর্থায়নের একটি অংশমাত্র; আর অন্য অংশটির অর্থায়ন মূলত বেসরকারি খাতের সামাজিক বিমা ও কর্মসংস্থান সংক্রান্ত বিধিবিধানের ওপর নির্ভরশীল।[১৪১]

সরকারের অর্থায়ন কৌশল

এক. বয়স্কদের জন্য ভাতা

এ কর্মসূচি সংস্কারের ৪টি অংশ নিম্নরূপ:

১. ষাট ও তদূর্ধ্ব বয়সী সকল (বয়সভিত্তিক এ দলের ৫০%) দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত নাগরিককে বয়স্ক ভাতা প্রদান করা হবে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের অর্থমূল্যে মাসিক পেনশনের পরিমাণ হবে ৫০০ টাকা। মুদ্রাস্ফীতির সাথে ভাতার পরিমাণ সঙ্গতিপূর্ণ করা হবে। যাদের বয়স ৯০ ছাড়িয়ে যাবে তাদের ক্ষেত্রে মাসিক ভাতার পরিমাণ হবে ৩,০০০ টাকা।

২. সরকারি কর্মচারীদের পেনশন ব্যবস্থা আগের মতোই চলমান থাকবে।

৩. নিয়োগকারী এবং কর্মী উভয়ের অংশিদারিত্বের ওপর ভিত্তি করে জাতীয় সামাজিক বিমা স্কিম (এনএসআইএস) চালুর সম্ভাবনা ও সুযোগ অনুসন্ধান করা হবে।

৪. পেশা বা কর্মসংস্থান নির্বিশেষে সবার জন্য উন্মুক্ত অংশগ্রহণমূলক পেনশন (পিভিপি) ব্যবস্থা প্রণয়নের বিভিন্ন সম্ভাবনা পর্যালোচনা করা হবে।

---

১৪০ *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

১৪১ *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

ক. প্রথম অংশটি, অর্থাৎ বয়স্ক ভাতা সম্পূর্ণভাবে সরকারের বাজেট বরাদ্দ হতে অর্থায়িত হবে।

খ. দ্বিতীয় অংশটি, অর্থাৎ সরকারি চাকুরিজীবী পেনশনের অর্থায়নও বাজেট থেকে করা হবে। অন্য দুটি অংশ, যেমনঃ

ক. সামাজিক বিমা ও

খ. স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণমূলক পেনশন বেসরকারি সম্পদের মাধ্যমে অর্থায়িত হবে।[১৪২]

বর্তমান জনমিতিক বিন্যাসের ভিত্তিতে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের আওতায় পুনর্গঠিত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের প্রথম বছর, অর্থাৎ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ষাটোর্ধ বয়সীদের সংখ্যা হবে প্রায় ১১.৪ মিলিয়ন। প্রায় ০.৬ মিলিয়ন সরকারি পেনশনপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বিবেচনায় নিয়ে প্রকৃত বয়স্ক ভাতা পেতে পারে এমন ব্যক্তিবর্গের সংখ্যা হবে ১০.৮ মিলিয়ন। প্রতি মাসে ৫০০ টাকা নির্ধারিত ভাতা/সুবিধা, আয় মানদণ্ডের ভিত্তিতে (দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত সংজ্ঞায়িত হয়েছে এভাবে ১.২৫x উচ্চ দারিদ্র রেখা) ৫০% সুবিধাভোগী নির্ধারণ এবং প্রথম বছরে ৬০ শতাংশ বাস্তবায়ন বিবেচনা করে ভিত্তি বছরে (২০১৫-১৬ অর্থবছর) মোট ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ১৯.৮ বিলিয়ন টাকা। নব্বই বছর ও তদুর্ধ্ব বয়সীদের ক্ষেত্রে লক্ষ্যভুক্ত জনসংখ্যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১৬,০০০ জন হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। আয় বিবেচনায় ৫০% সুবিধাভোগী বাবদ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এ অংশের প্রাক্কলিত ব্যয় ০.৩ বিলিয়ন টাকা। এভাবে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির মোট ব্যয় এই অর্থবছরের জন্য প্রাক্কলন করা হয়েছে ২০.১ বিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশের জনসংখ্যার বয়োবৃদ্ধির প্রবণতা, ২০১৭-১৮ অর্থবছর নাগাদ সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের ১০০% বাস্তবায়ন এবং মুদ্রাস্ফীতির (বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমিত বার্ষিক গড় ৬ শতাংশ মুদ্রাস্ফীতি) ওপর ভিত্তি করে এ কর্মসূচির ভবিষ্যত ব্যয় প্রক্ষেপণ (চলতি অর্থমূল্যে) করা হয়েছে। সরকারি কর্মচারিদের পেনশনের ব্যয় নির্ধারণঃ এক্ষেত্রে কোনো ধরনের পরিবর্তন প্রস্তাব করা হয়নি।[১৪৩]

দুই. প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মসূচি

প্রতিবন্ধীদেরকে নিম্নরূপ সুবিধা প্রদান করা হবেঃ

---

১৪২ *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলঃ বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

১৪৩ *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলঃ বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

ক. দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত পরিবারভুক্ত প্রতিটি প্রতিবন্ধী শিশুকে মাসিক ১,৫০০ টাকা হারে প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান করা হবে।

খ. কর্মক্ষম বয়সী প্রতিবন্ধীদের প্রত্যেককে প্রতি মাসে ১,৫০০ টাকা করে প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান করা হবে। অন্যান্য কর্মসূচির ন্যায় বয়স্ক প্রতিবন্ধীদের জন্য একই আয় মানদণ্ডের ভিত্তিতে কর্মসূচির ব্যয় হিসেব করা হয়েছে। অর্থাৎ বয়স্ক প্রতিবন্ধীদের ৫০ শতাংশ এ কর্মসূচির জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে। কর্মসূচিটি ৩ বছরে ক্রমান্বয়ে পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়ন করা হবে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে অর্থাৎ জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নের প্রথম বছরে এ কর্মসূচিতে ব্যয় হবে প্রায় ১০.৮ বিলিয়ন টাকা।[১৪৪]

তিন. শিশুদের জন্য কর্মসূচি

সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে শিশুদের জন্য প্রতিবন্ধী সুবিধা ছাড়াও দুই ধরনের মৌলিক কর্মসূচির প্রস্তাব করা হয়েছে–

১. দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত পরিবারের শূন্য থেকে চার বছর বয়সী সকল শিশুকে মাসিক ৫০০ টাকা করে শিশু অনুদান দেয়া যেতে পারে।

২. দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত পরিবারের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গামী সকল শিশুকে মাসে ৩০০ টাকা করে বিদ্যালয়-উপবৃত্তি দেয়া যেতে পারে।

শিশুদের জন্য প্রদেয় অনুদান ও উপবৃত্তির টাকা শিশুদের মায়েদের ব্যাংক হিসাবে জমা হবে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দেশে ৪ বছরের কম বয়সী শিশুর সংখ্যা হবে প্রায় ১৫ মিলিয়ন। তন্মধ্যে ৫০ শতাংশ আলোচ্য কর্মসূচির আওতাভুক্ত হলে এবং প্রথম বছরে কর্মসূচিটির ৬০ শতাংশের বাস্তবায়ন বিবেচনা করলে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে কর্মসূচিটির মোট ব্যয় দাঁড়াবে ২৭ বিলিয়ন টাকা । প্রক্ষেপিত জনমিতিক বিন্যাস, ২০১৭-১৮ অর্থবছর নাগাদ কর্মসূচির শতকরা ১০০ ভাগ বাস্তবায়ন এবং মুদ্রাস্ফীতির হার বিবেচনায় নিয়ে প্রস্তাবিত কর্মসূচির মোট ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে। এভাবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রস্তাবিত কর্মসূচির সম্ভাব্য ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গামী শিশুর সংখ্যা হবে প্রায় ৩৬ মিলিয়ন। আয় মানদণ্ডের হিসেব অনুযায়ী বয়সভিত্তিক এই দলভুক্ত শিশুদের মধ্যে ৫০ শতাংশ সুবিধাভোগী হবে এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এ কর্মসূচির ৬০ শতাংশ বাস্তবায়িত হবে এই

---

[১৪৪] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬; *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৬; জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি, জাতীয় নিরাপত্তা বেষ্টনী, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, পৃ. ৮৬-৮৭

বিবেচনায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে কর্মসূচির মোট ব্যয় হবে ৩৮.৭ বিলিয়ন টাকা। প্রক্ষেপিত জনমিতিক বিন্যাস, ২০১৭-১৮ অর্থবছর নাগাদ কর্মসূচিটির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন এবং অনুমিত গড় মুদ্রাস্ফীতির ওপর ভিত্তি করে ভবিষ্যত ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে।[১৪৫]

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে শিশুর অধিকার সুরক্ষার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখা হয়েছে। বিশেষ করে দুস্থ শিশুর অপুষ্টিজনিত সমস্যা নিরসনে কর্মসূচি বাস্তবায়নে গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

চার. নারীদের জন্য কর্মসূচি

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের অধীনে নারীরা বয়স্ক ভাতা পাবে এবং প্রাসঙ্গিক হলে প্রতিবন্ধী সুবিধাও পাবে। এছাড়াও এ কৌশলে দুস্থ ও কর্মক্ষম বয়সী নারীদের (দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত বিধবা, দলিত, স্বামী পরিত্যক্তা মহিলা, নারী-প্রধান খানা) বিশেষ সমস্যার কথা বিবেচনায় নিয়ে তাদেরকে পুনর্গঠিত দুস্থ/ঝুঁকিগ্রস্ত মহিলা সুবিধা (ভিডব্লিউবি)-এর আওতায় একটি সার্বিক আয় হস্তান্তর কার্যক্রম বাবদ মাথাপিছু মাসিক ৫০০ টাকা প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে। মোট ৩.২ মিলিয়ন মহিলা এ সুবিধা পাবে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে কর্মসূচিটির ৬০ শতাংশ বাস্তবায়িত হলে পুনর্গঠিত এ কর্মসূচিতে প্রথম বছর মোট ব্যয় হবে ১১.৫ বিলিয়ন টাকা। কর্মসূচির ভবিষ্যত ব্যয় প্রক্ষেপণের ক্ষেত্রে অনুমান করা হয়েছে যে, ভিডব্লিউবি সুবিধাভোগীর সংখ্যা মোট নারী জনসংখ্যার অংশ হিসেবে অপরিবর্তিত থাকবে। ২০১৭-১৮ অর্থবছর নাগাদ কর্মসূচিটির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন সম্ভব হবে এবং মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাব্য প্রভাব বলবৎ থাকবে। আয়যোগ্যতার মানদণ্ড ও অন্যান্য যোগ্যতার মানদণ্ড প্রয়োগ করে জীবনচক্রভিত্তিক বিভিন্ন কর্মসূচি থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর নাগাদ (যখন জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন শুরু হবে) মোট ৩৫.৭ মিলিয়ন দরিদ্র ও দারিদ্রঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী উপকৃত হবে। উপকারভোগীর সর্বমোট সংখ্যা হবে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের মোট জনসংখ্যার ২২ শতাংশ।[১৪৬]

অর্থায়ন ও অর্থের প্রাপ্যতা পুনর্গঠিত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যয়

জীবনচক্রভিত্তিক কর্মসূচিসমুহ জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের আওতায় সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত হবে। নতুন কৌশল বাস্তবায়নের প্রথম বছর অর্থাৎ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট ব্যয় হিসেব

---

[১৪৫] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

[১৪৬] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

করা হয়েছে ১৮৪.১ বিলিয়ন টাকা যা জিডিপির প্রায় ১.০৭ শতাংশ। এখানে কতিপয় বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন।

- ✓ প্রথমত, সরকারি চাকুরিজীবী পেনশন হচ্ছে সবচেয়ে ব্যয়বহুল কর্মসূচি। এটি দারিদ্র নিরসনমূলক কোনো কর্মসূচি নয়। এ কর্মসূচি বাবদ খরচ বাদ দেয়া হলে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মূল জীবনচক্রভিত্তিক কর্মসূচিসমূহের মোট ব্যয় দাঁড়াবে জিডিপির ০.৬৩ শতাংশে। ২০১৭-১৮ অর্থবছর নাগাদ জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন শুরু হলে সরকারি পেনশন বাদে সকল জীবনচক্রভিত্তিক কর্মসূচির ব্যয় বেড়ে গিয়ে দাঁড়াবে জিডিপির ০.৯১ শতাংশে।
- ✓ দ্বিতীয়ত, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংক্রান্ত ব্যয় নির্ধারণের প্রস্তাব বিভিন্ন সুবিধাভোগীর কথা বিবেচনায় রেখে প্রস্তুত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, মূল জীবনচক্রভিত্তিক কর্মসূচিসমূহ (সরকারি চাকুরিজীবীদের জন্য পরিচালিত পেনশন ব্যতীত) বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রদত্ত সুবিধার প্রায় ৬০ শতাংশই দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত পরিবারগুলির শিশুরা পাবে।

এই সামাজিক ব্যয় বাংলাদেশের উন্নয়নে ব্যাপক প্রভাব ফেলবে বলে অনুমান করা হয়েছে। একইভাবে, সকল সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান বাবদ ব্যয়কে দেশের ব্যাপকতর উন্নয়নে সরকারের বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করা হবে। দেশের উন্নয়নের জন্য তাই জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের গুরুত্ব অপরিসীম।

পুনর্গঠিত সামাজিক নিরাপত্তার ব্যয়যৌথ ঝুঁকি প্রশমন, বিশেষায়িত ও ক্ষুদ্র কর্মসূচিসমূহ

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে কর্মসৃজন ও খাদ্য নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিসমূহের মোট প্রকৃত ব্যয় অপরিবর্তিত থাকবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষায়িত কর্মসূচিসমূহের মধ্যে দুটি প্রধান কর্মসূচি চলমান রয়েছে: ভূমিহীন ও দরিদ্র মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য গৃহ/আবাসন নির্মাণ এবং অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সম্মানী প্রদান।[১৪৭]

এ দুটি কর্মসূচি বাবদ ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৫.৮ বিলিয়ন টাকা ব্যয় হয়। এছাড়া, বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে এমন জনগোষ্ঠী, যেমন:

১. এইচআইভি আক্রান্ত মানুষ,
২. উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা শিশু,
৩. হিজড়া,

---

[১৪৭] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

৪. দলিত,

৫. চা বাগানের শ্রমিক প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের আওতায় বিশেষায়িত কর্মসূচি চলমান থাকবে।

ধারণা করা হচ্ছে যে, এসব কর্মসূচির মোট ব্যয় অপরিবর্তিত থাকবে। এছাড়াও তিনটি বিশেষ কর্মসূচির জন্য (মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কিম, এতিমদের জন্য কর্মসূচি এবং বিদ্যালয়ে খাবার সরবরাহ কর্মসূচি) ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৬.৩ বিলিয়ন টাকা খরচ হয়। প্রাক্কলনের সুবিধার্থে এসব কর্মসূচির প্রকৃত ব্যয় স্থির ধরা হয়েছে।

দারিদ্র্যহ্রাসে প্রস্তাবিত পুনর্গঠিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ভূমিকা

সমন্বিত ও পুনর্গঠিত নতুন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের ফলে দারিদ্র ও দারিদ্র গভীরতা হ্রাসে ভালো ফলাফল অর্জিত হলেই কেবলমাত্র বিদ্যমান কর্মসূচিসমূহের প্রস্তাবিত পুনর্গঠন সফল বা অর্থপূর্ণ হবে। পুনর্গঠিত কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন এবং পরবর্তী খানা জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমেই কেবল কর্মসূচিসমূহের প্রকৃত ফলাফল/কার্যকারিতা নির্ধারণ করা সম্ভবপর হবে। সর্বশেষ খানা আয়-ব্যয় জরিপ থেকে প্রাপ্ত উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে সিমিউলেশনের মাধ্যমে পরিচালিত অনুশীলন থেকে কর্মসূচিসমূহের প্রকৃত ফলাফল ও কার্যকরিতা সম্পর্কে কিছু ধারণা পাওয়া সম্ভব। তবে সিমিউলেশনভিত্তিক এ ফলাফলকে সতর্কতার সাথে বিবেচনা করতে হবে কারণ এগুলো নির্দেশনামূলক ও শতভাগ নির্ভুল নয়। সিমিউলেশনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক অনুমানের বাস্তব যৌক্তিকতা সুস্পষ্ট করা জরুরি। প্রথমত, টার্গেটকৃত সুবিধাভোগী নির্ধারণে ব্যবহৃত পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি (প্রক্সি মিন্স টেস্ট) ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট বর্জনজনিত ত্রুটি অনুশীলনে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণের ফলে উৎসারিত এই বর্জনজনিত ত্রুটি সিমিউলেশন অনুশীলনের অন্তর্নিহিত অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে। দ্বিতীয়ত, সরকারের পেনশন কর্মসূচির সুবিধা সাধারণভাবে অ-দরিদ্রদের জন্য প্রসারিত হতে পারে। এ কারণে কল্পিত অনুশীলনে ব্যবহৃত ৫টি পুনর্গঠিত বা নতুন কর্মসূচি হলো:

ক. বয়স্ক ভাতা,

খ. শিশু সুবিধা,

গ. বিদ্যালয় বৃত্তি কর্মসূচি,

ঘ. প্রতিবন্ধী সুবিধা এবং

ঙ. দুস্থ মহিলা সুবিধা কর্মসূচি।

খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০-এ অন্তর্ভুক্ত কর্মসূচির চেয়ে এখানে কম সংখ্যক কর্মসূচি ব্যবহৃত হয়েছে। বিশেষ করে কর্মসৃজনমূলক এবং খোলা বাজারে বিক্রয় কর্মসূচির সুবিধাসমূহ এখানে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তৃতীয়ত, কল্পিত অনুশীলনে খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০-এ উল্লেখিত কর্মসূচিগুলির সুবিধার সাথে তুলনা করার সুবিধার্থে প্রস্তাবিত কর্মসূচিতে প্রদেয় ভাতা সুবিধাকে ২০১০ সালের অর্থমূল্যে পরিবর্তন করা হয়েছে।

উপরিউক্ত অনুমানসমূহ ব্যবহার করে কল্পিত অনুশীলনে প্রাপ্ত ফলাফল পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, চলমান কর্মসূচিসমূহের তুলনায় পুনর্গঠিত কর্মসূচিগুলি দারিদ্র্যহ্রাসের পরিমাণকে বেশি প্রভাবিত করতে পারে। এর কারণ হলো, একটি সুসংজ্ঞায়িত ও সমন্বিত এবং গড়ে উচ্চতর সুবিধা প্রদানকারী সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নে বেশি সংখ্যক দরিদ্র পরিবার উপকৃত হয় বলেই দেখা যায়। প্রাপ্ত ফলাফল নির্দেশনামূলক হওয়ায় এর স্পষ্টীকরণে অতিরিক্ত পরীক্ষার প্রয়োজন নেই, তবে প্রাপ্ত ফলাফল নির্দেশ করে যে সামাজিক নিরাপত্তার প্রস্তাবিত সংস্কার কর্মসূচি দরিদ্রদেরকে বেশি হারে সুবিধা প্রদান করতে সমর্থ হবে। অন্যান্য কর্মসূচির (বিশেষ করে কর্মসৃজন ও খোলা বাজারে বিক্রয়) প্রভাব অন্তর্ভুক্ত করা হলে দারিদ্র্যহ্রাসের পরিমাণ আরও বেশি ও ব্যাপক হবে বলে ধারণা করা যায়। বর্জনজনিত ত্রুটি কমানোর লক্ষে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ, স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণ এবং এনজিও'র মাধ্যমে আরও সুচারুভাবে সুবিধাভোগী নির্ধারণ পদ্ধতি পরিচালিত হলে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে ভবিষ্যতে দারিদ্র্যহ্রাসের হার আরো বৃদ্ধি পাবে।[১৪৮]

---

[১৪৮] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা

প্রথম অনুচ্ছেদ

বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিবরণ

বিগত পঞ্চাশ বছর পূর্বের বাংলা জনপদ ও আজকের বাংলাদেশ সম্পূর্ণ আলাদা। বাংলাদেশ সার্বিকভাবে প্রতিনিয়ত উন্নয়নের সড়কে চলমান। আর উন্নয়নের মূল প্রতিপাদ্য হলো আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও তার চলমান রূপ। বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সাথে একটি দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কিছু কিছু বিষয়ে সহযাত্রা হয়। এজন্য বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিবরণ প্রদানের প্রেক্ষিতে বর্তমান বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতিসহ বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিম্নে প্রদান করা হলো:

বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

বর্তমান বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি একটি চ্যালেঞ্জিং ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। বৈশ্বিক মহামারী হিসেবে আবির্ভূত করোনা ভাইরাস কোভিড-১৯ বিশ্ব অর্থনীতিতে বড় ধরনের ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে। ভাইরাস সংক্রমণ রোধে গৃহীত ব্যবস্থা, যেমন কোয়ারেন্টিন, আইসোলেশন, লকডাউন প্রভৃতি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে ব্যাপকভাবে সীমিত করেছে। এর প্রভাবে বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দিয়েছে। অর্থনীতি বিশেষজ্ঞগণ ধারণা করছেন, এ মন্দা ২০০৮-২০০৯ সালের অর্থনৈতিক মন্দাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে।[১৪৯] আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)- এর সর্বশেষ প্রকাশিত World Economic Outclook (WEO) অনুযায়ী বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ২০২০ সালে ৪.৪ শতাংশ সংকুচিত হতে পারে, যেখানে এপ্রিল ২০২০-এর Outclook- এ উক্ত সংকোচন ৩.০ শতাংশ হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছিল। বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রক্ষেপণে আইএমএফ বেইজলাইন (Baserline scenario) দৃশ্যকল্পে

---

[১৪৯] *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. xix

সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার বিধান ২০২১ সালেও অব্যাহত রয়েছে এবং ২০২২ সালের মধ্যে সর্বত্র টিকা সরবরাহের ফলে মহামারির প্রকোপ কেটে যাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। একইসাথে রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ আর্থিক প্রণোদনাসহ বিভিন্ন নীতি সহায়তা প্রদানের ফলে অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াবে এবং বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ২০২১ সালে ৫.২ শতাংশে উপনীত হতে পারে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। উন্নত দেশসমূহে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ২০২০ সালে সংকুচিত হয়ে ৬.১ শতাংশে নেমে যেতে পারে। কোভিড ১৯-এর দ্রুত ও ব্যাপক বিস্তারের কারনে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়া প্রবৃদ্ধি হ্রাসের কারণ। বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহকে স্বাস্থ্য সংকট মোকাবেলায় বহি- খাত চাহিদার অভিঘাত, বৈশ্বিক আর্থিক বাজার পরিস্থিতি অভিঘাত এবং পণ্যমূল্য হ্রাস প্রভৃতি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে চরম ঝুঁকির মুখে ফেলেছে। এছাড়া, জ্বালানী তেলসহ পণ্যমূল্য নিম্নমুখী হওয়ায় রপ্তানীকারক দেশসমূহ সমস্যায় পতিত হবে। সামগ্রিকভাবে বিকাশমান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের প্রবৃদ্ধি ২০২০ সালে ৩.৩ শতাংশ সংকুচিত হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। ২০২১ সালে বিশ্ব অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়ানো নির্ভর করছে কত দ্রুত এ মহামারিকে নিয়ন্ত্রণে এনে ভোক্তা ও বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরিয়ে আনা যায়। এ লক্ষে জনসাধারণকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে বিশ্ব অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের লক্ষে রাষ্ট্রসমূহ বিভিন্ন আর্থিক ও প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ইতিমধ্যে বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি উন্নতির দিকে যাবার কারণে সার্বিক বিধিনিষেধ শিথিল হয়েছে এবং সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আবার ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে।

বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও প্রবৃদ্ধি

বিগত এক দশকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশ থেকে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ৮ শতাংশে উন্নীত হয়। বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) মহামারি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সাময়িক হিসেব অনুযায়ী ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৫.২৪ শতাংশ যা ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরের পর সর্বনিম্ন। পূর্ববর্তী ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল ৮.১৫ শতাংশ।[১৫০]

[১৫০] *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. xix

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার খাত ভিত্তিক পরিস্থিতি

কৃষি খাত

কোভিড-১৯ বাংলাদেশের কৃষি ক্ষেত্রকেও প্রভাবিত করেছে। করোনার প্রভাব মোকাবেলায় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষে কৃষি উপকরণে ভর্তুকি বৃদ্ধি এবং প্রাপ্তির পদ্ধতি সহজ করা হয়। কৃষি কার্যক্রমের ভর্তুকি বাবদ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেটে ৯,০০০ কোটি টাকা এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৯,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়।[১৫১]

শিল্প খাত

কোভিড-১৯ বাংলাদেশের শিল্প ক্ষেত্রকেও প্রভাবিত করে। বাংলাদেশের শিল্পায়নের গতিকে বেগবান করতে 'শিল্পনীতি ২০১৬' ঘোষণা করা হয়।[১৫২] সাময়িক হিসাবে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বৃহৎ শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প খাতের অন্তর্গত বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী বছর থেকে ৯.৩৭ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৫.৪৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।[১৫৩]

রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান

কোভিড-১৯ বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্রকেও প্রভাবিত করে। সকল অআর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাসমূহে মোট পরিচালন রাজস্ব ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ১,৭৯,৬৩০.৬৪ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।[১৫৪]

বিদ্যুৎ জালানি

কোভিট-১৯ বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ক্ষেত্রকেও প্রভাবিত করেছে। বর্তমানে দেশের ৯৬% জনগণ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়িয়েছে ১৯,৬৩০ মেগাওয়াট।[১৫৫]

পরিবহন ও যোগাযোগ

কোভিড-১৯ বিগত দুই বছরে বাংলাদেশের পরিবহণ ও যোগাযোগ ক্ষেত্রকেও প্রভাবিত করেছে।

---

১৫১ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. xxii

১৫২ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. xxii

১৫৩ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

১৫৪ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. xxii

১৫৫ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. xxiii

আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিবহন এবং তথ্য ও অন্যান্য যোগাযোগ নেটওয়ার্কের সাথে বাংলাদেশকে সংযুক্ত করার উপযোগী উন্নত এবং সুসমন্বিত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দেশে ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণির মোট প্রায় ২২,০৯৬ কিলোমিটার মহাসড়ক আছে।[১৫৬] বাংলাদেশে মোট রেল পথের দৈর্ঘ্য ২,৯৫৫.৫৩ কিমি। আকাশ পথে বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্স ৭টি অভ্যন্তরীণ ও ১৫টি আন্তর্জাতিক রুটে সার্ভিস পরিচালনা করছে।[১৫৭]

মানব সম্পদ উন্নয়ন

কোভিড-১৯-এর কারণে বিগত দুই বছরে বাংলাদেশের মানব সম্পদ উন্নয়ন ক্ষেত্রকেও প্রভাবিত করেছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষে সরকার মানব সম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত খাতসমূহ যেমন শিক্ষা ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, নারী ও শিশু, সমাজ কল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন, সংস্কৃতি, শ্রম ও কর্মসংস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ২৩.৬৭ শতাংশ বাজেট বরাদ্দ ব্যয় করেছে।[১৫৮]

দারিদ্র বিমোচন

কোভিড-১৯ বাংলাদেশের দারিদ্র ক্ষেত্রকেও প্রভাবিত করেছে। বিগত এক দশকে সরকারি ও বেসরকারি নানা কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ দারিদ্র বিমোচনে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছে। খানা আয় ও ব্যয় জরিপ অনুযায়ী ২০০5 সালের ৪০.০ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২৩.৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বিবিএস এর সর্বশেষ প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দারিদ্রের হার দাঁড়িয়েছে ২০.৫ শতাংশ। সরকার জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ও প্রকল্প চলমান থাকায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ৭৪,৩৬৭ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্রের হার ৯.৭ শতাংশে এবং অপুষ্টির হার ১০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।[১৫৯]

বেসরকারি খাত উন্নয়ন

---

[১৫৬] *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. xxiii

[১৫৭] *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. xxiii

[১৫৮] *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. xxiv

[১৫৯] *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. xxiv

কোভিড-১৯ বাংলাদেশের বেসরকারি ক্ষেত্রকেও প্রভাবিত করেছে। অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি বেসরকারি খাত। শিল্পের প্রসার রপ্তানী খাত সম্প্রসারণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বেসরকারি খাত সরকারের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।[১৬০]

পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও উন্নয়ন

কোভিড-১৯ বাংলাদেশের পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও উন্নয়ন ক্ষেত্রকেও প্রভাবিত করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা ও অভিযোজন কর্মসূচি ত্বরান্বিত করতে Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP), 2009' বাস্তবায়নে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ চালু রয়েছে। এছাড়া সরকার ওজন স্তর সুরক্ষা, দূষণমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণ ও জলবায়ু পরিবর্তন কেন্দ্রিক গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।[১৬১]

সুতরাং উপরোক্ত বিবরণ থেকে স্পষ্ট যে, বর্তমান বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিগত সময়ের চেয়ে অনেক গতিশীল ও উন্নয়নমুখী। যদিও করোনাকালীন বিগত দুই বছর বিশ্ব মহামারীর কারণে বিশ্ব অর্থনীতির মন্দার সূচকে বাংলাদেশের অর্থনীতিও প্রভাবিত তেমনি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা একই সূচক পরিগ্রহ করছে। তবে সার্বিকভাবে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা যথেষ্ট গতিশীল ও উন্নয়নমুখী।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার সূচক

একটি রাষ্ট্রের সামাজিক অবস্থা সেই রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থার নিরীক্ষে প্রতিফলিত হয়। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থাও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার সূচক তদ্রুপ অর্থনৈতিক সূচকের ওপরই নির্ভরশীল। নিম্নে বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক সূচকের 'মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচক' তুলে ধরা হলো:

---

[১৬০] *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. xxiv-xxv

[১৬১] *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. xxv

মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকসমূহ:

সূচক	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
	প্রকৃত			বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রক্ষেপণ		
প্রকৃত খাত								
জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	৭.৩	৭.৯	৮.২	৮.২	৫.২	৮.২	৮.৩	৮.৪
মূল্য স্ফীতি (%)	৫.৪	৫.৮	৫.৫	৫.৫	৫.৫	৫.৪	৫.৩	৫.২
বিনিয়োগ (% জিডিপি)	৩০.৫	৩১.২	৩১.৬	৩২.৮	২০.৮	৩৩.৫	৩৪.৫	৩৫.৬
বেসরকারি	২৩.১	২৩.৩	২৩.৫	২৪.২	১২.৭	২৫.৩	২৬.৬	২৭.৭
সরকারি	৭.৪	৮.০	৮.০	৮.৬	৮.১	৮.১	৭.৯	৭.৯
রাজস্ব খাত (% জিডিপি)								
মোট রাজস্ব আয়	১০.২	৯.৬	৯.৯	১৩.১	১২.৪	১১.৯	১২.১	১২.২
কর রাজস্ব	৯.০	৮.৬	৮.৯	১১.৮	১১.২	১০.৯	১১.০	১১.১
তন্মধ্যে এনবিআর কর রাজস্ব	৮.৭	৮.৩	৮.৬	১১.৩	১০.৭	১০.৪	১০.৫	১০.৬
কর বহির্ভূত রাজস্ব	১.২	১.০	১.০	১.৩	১.২	১.০	১.১	১.১
সরকারি ব্যয়	১৩.৬	১৪.৩	১৫.৪	১৮.১	১৭.৯	১৭.৯	১৭.১	১৭.২
তন্মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৪.৩	৫.৩	৫.৮	৭.০	৬.৯	৬.৫	৬.৫	৬.৫
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য	-৩.৪	-৪.৭	-৫.৫	-৫.০	-৫.৫	-৬.০	-৫.০	-৫.০
অর্থায়ন	৩.৪	৪.৭	৫.৫	৫.০	৫.৫	৬.০	৫.০	৫.০
বৈদেশিক অর্থায়ন (নীট)	০.৭	১.২	১.৩	২.৪	২.০	২.৫	২.১	২.১
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	২.৮	৩.৫	৩.৯	২.৭	৩.৫	৩.৫	২.৯	২.৯
মুদ্রা ও ঋণ (% পরিবর্তন, বছর শেষে)								
অভ্যন্তরীণ ঋণ	১১.২	১৪.৭	১২.৩	১৪.৫	১৮.৩	১৭.২	১৮.৫	১৮.৩
বেসরকারি খাতে ঋণ	১৫.৭	১৬.৯	১১.৩	১৬.৬	১৪.৮	১৬.৭	১৬.৮	১৬.৮

প্রবাহ								
ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ	১০.৯	৯.২	৯.৯	১২.৫	১৩.০	১২.৫	১২.৫	১২.৫
বৈদেশিক খাত								
রপ্তানি আয়, এফওবি (%)	১.২	৫.৮	১০.৫	১২.০	-১০.০	১৫.০	১০.৮	১১.০
আমদানি ব্যয় এফওবি (%)	৯.০	২৫.২	১.৮	১০.০	-১০.০	১০.০	৮.০	৭.০
রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধি (%)	-১৪.৫	১৭.৩	৯.৬	১৩.০	৫.০	১৫.০	১০.০	১০.০
চলতি হিসাবে ভারসাম্য (% জিডিপি)	-০.৩	-৩.৪	-২.২	-১.৩	-০.৬	০.১	০.৪	০.৮
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৩৩.৪	৩২.৯	৩২.৭	৩৮.৪	৩৫.০	৪০.২	৪৫.০	৫০.০
আমদানির মাস হিসেবে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	৮.০	৬.২	৬.০	৬.২	৮.৪	৮.৮	৯.১	৯.৫
মেমোরেন্ডাম আইটেম								
চলতি হিসাবে জিডিপি (বিলিয়ন টাকা)	১৯৭৫৮	২২৫০৫	২৫৪২৫	২৮৮৫৯	২৮০৫৭	৩১৭১৮	৩৫৮৩৪	৪০৪৫৬[১৬২]

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

উপরোক্ত মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকসমূহ যা ২০১৬-১৭ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত সময়কালের অর্থনৈতিক সূচকের বিবরণ দেখানো হয়েছে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও জাতীয় সুরক্ষা কর্মসূচি

বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে জাতীয় সুরক্ষা কর্মসূচি'র বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরী। কারণ গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক চলমান অবস্থা উন্নয়নের পথে গতিশীল হলেও

[১৬২] *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২; [উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়]

এবং সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা অবলম্বন করা হলেও ২০৫০ সাল নাগাদ এর পরিপূর্ণতা লাভ হবে বলে বিশেষজ্ঞ সমাজ বিজ্ঞানীগণ মনে করেন। জাতিসংঘের নির্দেশনা অনুযায়ী বিশ্বের প্রতিটি দেশে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাংলাদেশের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিও ঐসব বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করেছে, যে বিষয়গুলো বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথে অন্তরায়। তন্মধ্যে কয়েকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। তা হলো:

ক. দুস্থ বয়স্ক ব্যক্তিগণ

খ. দুস্থ অপুষ্ট শিশু

গ. দুস্থ বালক বালিকা যারা বিদ্যালয়ে ভর্তি উপযোগী

ঘ. দুস্থ প্রতিবন্ধী সমস্যা সুবিধা এবং

ঙ. দুস্থ মহিলা/স্বামী পরিত্যক্তা মহিলা

চ. দুস্থ মুক্তিযোদ্ধা[১৬৩]

ছ. দুস্থ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যবৃন্দ

জ. দলিত শ্রেণি

ঝ. পশ্চাৎপদ জাতি-গোষ্ঠী

ঞ. এতিম

ট. পিছিয়ে পড়া জাতি-গোষ্ঠী

ঠ. নৃ-জাতি-গোষ্ঠী[১৬৪]

ড. প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার নিম্নবিত্ত জনগোষ্ঠী

ঢ. সাময়িকভাবে অভাবগ্রস্তগণ

ণ. মৌসুমি দরিদ্র[১৬৫]

ত. বেঁদে

থ. হিজড়া

---

[১৬৩] *জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি*, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৩-৮৬; *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪-৯৬; *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৬

[১৬৪] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৬

[১৬৫] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫-২৬

দ. হরিজন

ধ. এসিডদগ্ধ

ন. গৃহহীন

প. ভিক্ষুক[১৬৬]

উপর্যুক্ত সার্বিক অধিকার বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ব্যতীত জাতীয় আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ কারণে বাংলাদেশের জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে উপরোক্ত শ্রেণির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও তাদের সার্বিক জীবন মান উন্নয়নের লক্ষে সরকার এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য মধ্য মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদি রূপকল্প ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। প্রাসঙ্গিক বিষয়ে গবেষণা অভিসন্দর্ভের প্রাসঙ্গিক সেকশনে ও বিভাগে পৃথক পৃথক প্রামাণ্য আলোচনা করা হয়েছে। তবে একথা সুবিদিত যে, জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে নারীদের বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয়েছে।

---

১৬৬ জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬; *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির তাত্ত্বিকতা

প্রথম অনুচ্ছেদ

জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির মৌলিক দিক

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কমূসূচির মৌলিক দিকগুলো মূলত ৪টি স্তরে বিন্যস্ত করে দারিদ্র নিরসনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে:

ক) সামাজিক ভাতা প্রদান

খ) দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প

গ) দুস্থদের মাঝে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে খাদ্য সহায়তা প্রদান ব্যবস্থা

ঘ) দুস্থ, অধিকার বঞ্চিত ও পশ্চাৎপদ জাতিগোষ্ঠীকে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও প্রশিক্ষণ প্রদান।[১৬৭]

উপর্যুক্ত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির ৪টি মৌলিক দিকের বাস্তবায়নে সামাজিক উন্নয়ন কাঠামোর প্রধান উদ্দেশ্য হলো ব্যাপকভিত্তিক ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ নীতিমালা প্রণয়ণ করা। যা বাংলাদেশকে তার উন্নয়ন প্রচেষ্টার পটভূমিকায় অধিকতর সমতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার অর্জনে সহায়তা করবে। এই লক্ষ্য অর্জন করতে হবে অনেকগুলো নীতি ও কর্মসূচি এবং সেগুলোর মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে। এসব নীতি ও কর্মসূচির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

১. সরকারের দারিদ্র নিরসন কৌশল,

২. শিক্ষা কৌশল,

৩. স্বাস্থ্য,

৪. পুষ্টি,

---

১৬৭ *জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি*, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

৫. জনসংখ্যা কৌশল

৬. স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ কৌশল,

৭. অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন কৌশল,

৮. নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার কৌশল,

৯. নৃগোষ্ঠী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সামাজিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কৌশল,

১০. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কৌশল এবং

১১. সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল ইত্যাদি।[১৬৮]

এসব কর্মসূচি ও কৌশল প্রকৃতিগত দিক দিয়ে পরস্পরের পরিপূরক এবং এগুলো দারিদ্র হ্রাসের ওপর কর্মসূচির প্রভাবকে জোরালো করে। দরিদ্রদের ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতার অবস্থার মাত্রা কমায় এবং দৃঢ় সামাজিক ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করে।[১৬৯] দারিদ্র বিমোচন ও মানব উন্নয়নের সাথে সামাজিক নিরাপত্তা নীতির সুস্পষ্ট সম্পর্ক থাকলেও এটি ব্যাপকভিত্তিক দারিদ্র নিরসন ও মানব উন্নয়ন কৌশলের বিকল্প নয়। একইভাবে সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলসমূহ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ঝুঁকির মাত্রা কমানোর একটি প্রধান হাতিয়ার হলেও এটি একমাত্র উপায় নয়। কর্মবঞ্চিত ও সমাজবহির্ভূত হয়ে সমাজের যেসব মানুষ বৈষম্যের শিকার ও ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে তাদের জন্য সরকারের বেশকিছু সংশোধনমূলক ও ইতিবাচক নীতিমালা রয়েছে যা সমাজে সংহতি আনয়ন করবে।

বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রেক্ষাপটের আরেকটি দিক হলো, ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘন ঘন সংঘটন। জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঠিক ব্যবস্থাপনা সরকারের সামাজিক উন্নয়ন কাঠামোর অন্যতম অগ্রাধিকার। উন্নত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দুর্যোগের প্রভাব, বিশেষত জীবনহানি ও জখমের হার হ্রাসে বাংলাদেশ ব্যাপক ও প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। তবে ঝুঁকির পরিমাণ এখনও উল্লেখযোগ্য। সরকার তার উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সামাজিক উন্নয়ন কাঠামোর প্রতিনিয়ত পরিমার্জন ও উৎকর্ষ সাধনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

---

[১৬৮] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. XIX

[১৬৯] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. XIX

উপর্যুক্ত পটভূমিতে বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য হলো, সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত নীতি ও কর্মসূচিগুলোর কৌশলগত পর্যালোচনা ও সংস্কার সাধনের ওপর ভিত্তি করে একটি জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়ন করা। এই কৌশলকে অবশ্য সামাজিক উন্নয়ন কাঠামোর সাথে এক করে দেখা ঠিক হবে না। উক্ত কাঠামোর আওতা ও পরিসর আরো ব্যাপক। এ কৌশলটিকে দেখতে হবে সামাজিক উন্নয়ন কাঠামোর আওতাভুক্ত সামাজিক উন্নয়ন কৌশল ও নীতিসমূহের পরিপূরক হিসেবে। সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের অগ্রাধিকার ও আওতার বিষয়ে বিভ্রান্তি নিরসনে এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মসূচির সাথে অধিক্রমণ (ওভারল্যাপ) ও দ্বৈততা (ডুপ্লিকেশন) পরিহার করতে কী করা উচিত ও কী উচিত নয় তা পরিষ্কারভাবে বুঝতে একটি সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের প্রয়োজন হবে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা

জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা হলো, সর্বপর্যায়ের দুস্থ ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জীবনমান উন্নয়ন করা। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রেক্ষিত জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা নিম্নরূপ:

দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্প ও লক্ষ্যসমূহ

জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা হলো, বাংলাদেশ সরকারের একটি দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা। এই কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে রাষ্ট্রের দুস্থ ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী তাদের জীবনমান উন্নয়নে সাংবিধানিক অধিকার লাভ করবে। আর সে প্রেক্ষিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদে নাগরিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তাকে মৌলিক চাহিদা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিত করা সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব। বিশদভাবে বলতে গেলে, "*বেকারত্ব, ব্যাধি, বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতৃ-পিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্যলাভের অধিকার সব নাগরিকের রয়েছে*"। সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ২৫ অনুচ্ছেদেও একই ধরনের অঙ্গীকার বিবৃত হয়েছে।

"খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সামাজিক পরিষেবা লাভের সুযোগ এবং সেই সাথে বেকারত্ব, পীড়া, প্রতিবন্ধিতা, বৈধব্য, বার্ধক্য অথবা অন্য কোনো অনিবার্য কারণবশত জীবিকার অভাব হলে নিরাপত্তার অধিকারসহ নিজের ও পরিবারের সুস্বাস্থ্য এবং কল্যাণের জন্য মানসম্মত ও পর্যাপ্ত জীবনযাত্রার অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।"[১৭০]

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল হলো বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদি সংস্কার প্রক্রিয়ার প্রথম পদক্ষেপ। এক্ষেত্রে প্রত্যাশা হলো এমন একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যা সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য অর্জনের পাশাপাশি বিকাশমান মধ্যম আয়ের দেশের জন্য যথোপযুক্ত হবে। এছাড়াও এটি বাংলাদেশের জাতীয় সংবিধানে বিধৃত সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার এবং বাংলাদেশ কর্তৃক স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহে বর্ণিত সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক অধিকার পূরণে সহায়তা করবে। এসব অধিকার অর্জনে কমবেশি দুই দশক লেগে যেতে পারে বলে অনুমিত। সুতরাং সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্প এবং এ রূপকল্প অর্জনে আগামী পাঁচ বছরের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ আরো বিশদভাবে ও সুস্পষ্টরূপে বিবৃত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি উদ্দেশ্য হলো, ক্রমান্বয়ে এমন একটি সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যা সহায়তার প্রয়োজন রয়েছে এমন প্রত্যেক নাগরিকের জন্য সহজলভ্য হবে এতে তাদের জন্য একটি ন্যূনতম উপার্জনের নিশ্চয়তা থাকবে । এছাড়াও যারা বিভিন্ন ধরনের অভিঘাত ও সংকটের কারণে দারিদ্রসীমার নীচে চলে যেতে পারে তাদের জন্য আলোচ্য ব্যবস্থাটি ন্যূনতম আয়ের নিশ্চয়তা বিধান করবে এবং তাদেরকে অধিকতর ও ব্যাপকভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করবে। সুতরাং সামাজিক নিরাপত্তার দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্প হলোঃ বাংলাদেশের সকল (সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা লাভের) যোগ্য নাগরিকের জন্য এমন একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যা কার্যকরভাবে দারিদ্র ও অসমতা প্রতিরোধ ও মোকাবেলা করতে পারে এবং ব্যাপকতর মানব উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে ভূমিকা রাখতে পারে। এ দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্পকে সামনে রেখেই বর্তমান জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে।

সুতরাং আগামী পাঁচ বছর সরকার এই দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্প অর্জনে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। তবে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হতে যে বেশ কিছুটা সময় লেগে যেতে পারে সে বাস্তবতা সম্পর্কে সরকার ওয়াকিবহাল। তাছাড়া সরকার একটি উন্নয়নকামী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার ভিত্তি

[১৭০] *জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি*, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

গঠনের ওপর গুরুত্ব প্রদান করবে। সম্পদের অধিকতর দক্ষ ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে সেবাপ্রদান ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে ক্রমান্বয়ে একটি অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা যা সমাজের দরিদ্র ও সর্বাধিক বিপদাপন্ন সদস্যদেরকে অগ্রাধিকার দিয়ে জীবনচক্রের বিভিন্ন ঝুঁকিসমূহ কার্যকরভাবে মোকাবেলা করতে সক্ষম।[১৭১]

বাংলাদেশের পটভূমিকায় একটি অধিকারভিত্তিক ধারণা প্রসূত সামাজিক সুরক্ষা ফ্লোর (social protection floor) বিনির্মাণে অগ্রাধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে যেসব বিষয়কে বিবেচনায় নিতে হবে সেগুলি হলোঃ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, আর্থিক সামর্থ্য, বিদ্যমান ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক কাঠামোর মন্থরতা এবং জরুরি সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাহিদা ইত্যাদি। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নের প্রাথমিক বছরগুলিতে অতি দরিদ্র ও সমাজের সর্বাধিক বিপদাপন্ন অংশের ওপর জোর দিতে হবে। সেক্ষেত্রে আগামী ৫ বছরে যেসব অগ্রাধিকার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে সেগুলো হলোঃ

১. সামাজিক নিরাপত্তা উদ্যোগের অপচয় ও প্রয়োজনের তুলনায় কম মানুষকে সেবার আওতায় আনার সম্ভাবনা পরিহার করতে বিদ্যমান ইচ্ছামাফিক নির্বাচন পদ্ধতি থেকে সরে এসে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক সর্বজনীন পদ্ধতিতে উত্তরণ।

২. মা ও শিশু, কিশোর ও তরুণ, কর্মক্ষম বয়সী, বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে হতদরিদ্র/ অতিদরিদ্র, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও সর্বাধিক বিপদাপন্ন মানুষদের জন্য প্রধান কর্মসূচিসমূহের আওতা ও পরিধি সম্প্রসারিত করা। আগামী ৫ বছরের জন্য একটি মৌলিক লক্ষ্য হবে চরম দারিদ্র যতটুকু সম্ভব কমিয়ে আনা।

৩. এ ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে অতি দরিদ্রদের করুণ অবস্থা বিবেচনায় তাদের উত্তরণকল্পে যেসব কর্মসূচি রয়েছে সেগুলোর ধারাবাহিক কিন্তু ব্যাপক ক্রমবৃদ্ধির প্রয়োজন। এর মাধ্যমে অতিদরিদ্রদেরকে চরম দারিদ্র থেকে বের হয়ে আসতে সাহায্য করে এমন পরিপূরক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি তাদের জন্য প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ উপার্জনের সুযোগ প্রদান ও আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

---

১৭১ *জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি*, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

৪. সর্বাধিক বিপদাপন্ন নারীদের জন্য বিশেষ করে তাদের মাতৃত্বকালীন সময়ে আয়-নিরাপত্তার পাশাপাশি শ্রমবাজারের সাথে সম্পৃক্ত হবার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

৫. এমন একটি সামাজিক বিমা ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ নিতে হবে যা মানুষকে নিজের নিরাপত্তার জন্য বিনিয়োগ করতে সক্ষম করবে এবং বার্ধক্যকালীন ঝুঁকি, অক্ষমতা, সামাজিক অবহেলা, বেকারত্ব/কর্মহীনতা ও মাতৃত্বকালীন ঝুঁকির ক্ষেত্রে সুরক্ষা প্রদান করবে।[১৭২]ৎ

৬. নগর এলাকার দরিদ্র ও বিপদাপন্ন অধিবাসী এবং সমাজের অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের (স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষা) আওতা ও পরিধি বিস্তৃত করা।

৭. সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা যেন একটি কার্যকর দুর্যোগে সাড়াদান ব্যবস্থার সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন করে তা নিশ্চিত করা।

৮. আধুনিক তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং প্রশিক্ষিত ও পেশাদার কর্মীবাহিনী গড়ে তোলার মাধ্যমে অগ্রাধিকারভিত্তিক সহায়তা প্রদান ব্যবস্থা শক্তিশালী করা।

৯. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সম্পর্কে উপকারভোগীদের সচেতনতা বাড়ানো এবং সম্ভাব্য দাতাশ্রেণিকে অনুপ্রাণিত করা।[১৭৩]

জীবনচক্র ঝুঁকিসমূহ বিবেচনায় কর্মসূচি সংহত করা

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বিদ্যমান কর্মসূচিসমূহকে অল্প কয়েকটি অগ্রাধিকার স্কিমে একীভবনের মাধ্যমে সেগুলিকে জীবনচক্র ব্যবস্থায় রূপান্তরে সহায়তা করবে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে উচ্চ অগ্রাধিকার স্কিম চিহ্নিত করা এবং বেশিসংখ্যক দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে একে অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক করা। এটি সম্ভব হবে অগ্রাধিকার স্কিমসমূহের পরিধি পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করে এবং বাছাই প্রক্রিয়ায় দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত পরিবারগুলোর অগ্রাধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের সুবিধা প্রদান ব্যবস্থা বৈষম্যমূলক হবে না এবং ধর্ম, বর্ণ, পেশা ও অবস্থান নির্বিশেষে যারা আয়

---

১৭২ *জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি*, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

১৭৩ *জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি*, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

মানদণ্ড ও জীবনচক্র সম্পর্কিত অন্যান্য মানদণ্ড বা প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত অন্যান্য বাছাই মানদণ্ড পূরণ করে এরূপ সকল দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী এর সুবিধা পাবে।[১৭৪]

উপরোক্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সকল নাগরিককে সমভাবে সমঅধিকার প্রাপ্তির মাধ্যমে শ্রেণিবৈষম্য দূর করা।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির অনস্বীকার্যতা

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির অনস্বীকার্যতা দিবালোকের ন্যায় সমুজ্জ্বল। কারণ জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন ছাড়া দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কোনভাবেই সম্ভব নয়। এজন্য সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় কর্মসূচি/প্রকল্প প্রাক্কলন, পরিবেক্ষণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দারিদ্র পরিস্থিতি, ঝুঁকি এবং বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তামূলক উদ্যোগসমূহের যথার্থতা বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করেছে। গবেষণার এ পর্বে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির অনস্বীকার্যতার প্রেক্ষাপটসহ জীবনচক্রভিত্তিক পৃথক পৃথকভাবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির অনস্বীকার্যতা উপস্থাপন করা হবে।

জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির অনস্বীকার্যতা

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জীবনচক্র কাঠামোর আলোকে বাংলাদেশের জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির অনস্বীকার্যতা অপরিসীম। জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তার যৌক্তিকতা বিষয়ভিত্তিক আলোচনা উপস্থাপন করা হলো:

এক. দুস্থ শিশুর অধিকার

ক. গর্ভস্থ শিশু এবং শৈশবকাল

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে জীবনচক্র কাঠামোর আলোকে প্রথম পদক্ষেপ হলো– সর্বপর্যায়ের দুস্থ মায়েদের গর্ভধারণ ও তার শিশুর শৈশবকালের যথার্থ নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বিধান করা। এ প্রেক্ষিতে ২০১০ সালের হিসেব অনুযায়ী যেসব পরিবারে ০-৪ বছর

---

[১৭৪] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. XX

বয়সী শিশু সন্তান রয়েছে সেসব পরিবারে দারিদ্র্যের হার জাতীয় দারিদ্র হারের চেয়ে অনেক বেশি (৪১.৭ শতাংশ)। এ থেকে বোঝা যায়, বিশেষ করে মায়েরা কোনো উপার্জনশীল কাজে নিয়োজিত থাকতে সক্ষম না হলে পরিবারে কম বয়সী সন্তান থাকলে তা অতিরিক্ত ব্যয় ও চ্যালেঞ্জের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুত অনেক নারীকেই (বস্ত্রশিল্পে নিয়োজিত নারীরাসহ) সন্তান জন্ম দেয়ার পর কাজ ছেড়ে দিতে হয়। যখন প্রায় দরিদ্র পরিবারগুলোকে এই হিসেবের ভেতরে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তখন ০-৪ বছর বয়সী শিশু সন্তানবিশিষ্ট প্রায় ৫৭ শতাংশ পরিবারকে হয় দরিদ্র অথবা দারিদ্রের ঝুঁকিতে পতিত পরিবার হিসেবে গণ্য করা যায়।'[১৭৫] তখন তারা স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির দ্বারস্থ হয়।

খ. শিশুদের অপুষ্টিজনিত সমস্যা

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে দুস্থ শিশুদের অপুষ্টিজনিত সমস্যা গুরুতর বিষয়। যেহেতু শৈশবে শিশুরা অপুষ্টিজনিত কারণে যেসব ঝুঁকির সম্মুখীন হয় সেগুলির মধ্যে প্রধানতম হলো, বয়সের তুলনায় উচ্চতা ও ওজন কম হওয়া। অপুষ্টি শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ব্যাহত করে, যার প্রভাব হয় জীবনব্যাপী। খর্বকায় শিশুর হার ২০১৪ সালে কমে ৩৬ শতাংশ হয়েছে, যা ১৯৯০ সালে ছিল ৬৮ শতাংশ। শিশুর খর্বকায় হবার হার কমলেও এক্ষেত্রে এখনও অনেক চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে; বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে যেখানে খর্বাকৃতি শিশুর হার (৩৮ শতাংশ) শহর এলাকার (৩১ শতাংশ) তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।[১৭৬] অপুষ্টি বা অন্য যে কোন কারণে অপূর্ণাঙ্গ শিশু বা খর্বাকৃতি শিশু জন্মগ্রহণ করে। শিশুর খর্বকায় হওয়ার কারণ নানাবিধ ও জটিল ধরনের। তবে দারিদ্র হ্রাস ও অধিকতর পুষ্টি যোগানের মধ্যে জোরালো আন্ত-সম্পর্ক রয়েছে; উচ্চতর আয় অপুষ্টি হ্রাসে সহায়তা করে। দরিদ্র পরিবারগুলিতেই খর্বাকৃতি শিশু জন্মের হার বেশি হয়ে থাকে। আয়স্বল্পতা পুষ্টির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। কারণ তা খাদ্যবৈচিত্র কমিয়ে দিয়ে একে শুধু ভাত নির্ভর করে ফেলে। আয়বৃদ্ধি ও দারিদ্র হ্রাসের সাথে সাথে দেশে শিশু ও কম বয়সী ছেলেমেয়েদের উন্নত পুষ্টিগুণসম্পন্ন খাদ্য যোগানে অগ্রগতির ধারা অব্যাহত থাকবে।[১৭৭]

সুতরাং শিশুদের অপুষ্টিজনিত সমস্যা দূর করার জন্য জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন আবশ্যক।

---

[১৭৫] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

[১৭৬] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

[১৭৭] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

গ. শিশুর বিদ্যালয় গমনকাল

শিশুদের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে যে বড় চ্যালেঞ্জ হলো স্কুলে ভর্তি হওয়া। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির হার বেড়েছে। ২০০৫ সালে ৬-১০ বছর বয়সী দরিদ্র শিক্ষার্থী ভর্তির হার ছিল ৭২ শতাংশ যা ২০১০ সালে বেড়ে ৭৮ শতাংশ হয়েছে এবং ১১-১৫ বছর বয়সীদের ক্ষেত্রে এ হার ৫৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ৭০ শতাংশ হয়েছে। এই উভয় বয়স-গ্রুপে ছেলে শিক্ষার্থীর চেয়ে মেয়ে শিক্ষার্থীর ভর্তির হার বেশি। ভর্তির হার বৃদ্ধি পাওয়া একটি উৎসাহব্যঞ্জক প্রবণতা। তবে বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বিদ্যালয়ে গমনের ক্ষেত্রে এখনও আরও অনেক কিছু করার বাকি আছে।

ছেলেমেয়েদের স্কুল-ব্যবস্থার বাইরে থেকে যাওয়ার নানাবিধ কারণ রয়েছে। এগুলির মধ্যে দারিদ্র নিঃসন্দেহে একটি প্রধান কারণ। উচ্চতর বয়স শ্রেণিভুক্ত ছেলেমেয়েদের মধ্যে দারিদ্রহার কম হয়ে থাকে তার কারণ হলো, এদের মধ্যে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া। ৫-১৭ বছর বয়সীদের প্রায় ১৭.৫ শতাংশ শিশু শ্রমিক। তবে ছেলে শিশুদের ক্ষেত্রে এই হার ২৪ শতাংশ এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ। বয়স্ক ছেলেমেয়েদের মধ্যে এ হার আরও বেশি হয়ে থাকে।

শিশু শ্রমিকদের বেশিরভাগই দরিদ্র পরিবার থেকে আসে। নব্বই দশকের মাঝামাঝি থেকে মেয়েদের মধ্যে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং তা হয়েছে মেয়েদের জন্য মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তি কর্মসূচি প্রবর্তনের কারণে। এ থেকে বোঝা যায় যে, শিশুশ্রম ও বাল্য বিবাহের প্রধান কারণ দারিদ্র। কিছু কিশোরী মেয়ের ওপর তাদের ছোট ভাইবোনদের দেখাশোনার দায়িত্ব এসে পড়ে বিধায় তাদের বিদ্যালয় ত্যাগ করতে হয় এবং লেখাপড়া ছেড়ে দিতে হয়। শিশু পরিচর্যার অভাব এটাই নির্দেশ করে যে, নারীরা যদি সন্তান জন্ম দেয়ার পর কাজে ফিরে আসতে চায় তাহলে তাদেরকে সন্তানের দেখাশোনা করার জন্য অন্য কাউকে খুঁজে নিতে হবে।[১৭৮]

দুই. তরুণ জনগোষ্ঠী

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে জীবনচক্র কাঠামোর আলোকে ‘কিশোর-কিশোরী ও তরুণদেরকে যে প্রধান চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয় তা হলো তাদের দক্ষতার অভাব। তাদের অনেকেই মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারে না এবং তা পরিপূরণের জন্য পর্যাপ্ত কারিগরি প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা নেই। আরও সুনির্দিষ্ট করে বললে, একদিকে যেমন বুনিয়াদি শিক্ষা সম্পূর্ণ করার জন্য সমতুল্য কোনও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচিতে প্রবেশের সুযোগ নেই;

---

[১৭৮] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

অন্যদিকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক এবং উত্তরণসহায়ক কোন কর্মসূচিরও প্রচলন নেই। বস্তুত ব্যবসায়ী সম্প্রদায় থেকে প্রায়শই এ অভিযোগ করা হয় যে, দক্ষ শ্রমিকের অপ্রতুলতা একটি বড় প্রতিবন্ধক এবং একই কারণে তৈরি-পোশাক কারখানাগুলিকে ঢাকার বাইরে স্থাপন করা সম্ভব হয় না। অবশ্য কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করাই একমাত্র সমাধান নয়। দীর্ঘমেয়াদে এটি নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ যে, শ্রম বাজারের জন্য উপযোগী হয়ে গড়ে উঠতে অল্প বয়সী ছেলেমেয়ে এবং কিশোর-কিশোরীরা মাধ্যমিক শিক্ষা লাভের পর্যাপ্ত সুযোগ পায়। দরিদ্র পরিবারের অধিকাংশ তরুণের ক্ষেত্রে বাস্তবতা হলো যে, তারা গ্রামীণ বেকারত্বের ঘেরাটোপে আটকে থাকে। যদি কিশোর-কিশোরী ও তরুণেরা প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন না করে তাহলে ক্রমবর্ধমান শ্রমশক্তি ও নিভর্রতার নিম্ন অনুপাতজাত জনমিতিক লভ্যাংশের সুবিধাকে পুরোপুরিভাবে কাজে লাগাতে না পারার আশংকা রয়ে যায়।[১৭৯]

তিন. কর্মক্ষম বয়সের জনগোষ্ঠী

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে জীবনচক্র কাঠামোতে দেশের তরুণ জনগোষ্ঠী যে বেকারত্বের সম্মুখীন তা কর্মক্ষম বয়সী জনগোষ্ঠীর মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। শ্রমশক্তি জরিপ ২০১০ থেকে দেখা গেছে, যেখানে উন্মুক্ত বেকারত্বের হার ৪.১ শতাংশ, সেখানে কর্মে নিয়োজিতদের প্রায় ৯ শতাংশ সপ্তাহে ২০ ঘণ্টার কম সময় কাজ করে। বাংলাদেশের বড় প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা হলো তার বিরাট শ্রমশক্তি, যদিও এই শ্রমশক্তিকে পুরোপুরিভাবে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। কর্মোপযোগী বয়সের জনগোষ্ঠী বিবিধ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। তারা অনেকে মারাত্মক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকটে ভুগে থাকেন যা থেকে উত্তরণ অত্যন্ত কঠিন। এগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বিশেষ বিশেষ এলাকায়, বিশেষত দেশের পশ্চিমাঞ্চল ও চর এলাকায়, সম্পদ বা বাজার ঘাটতিজনিত জমি বা আবাসন সঙ্কট। শিক্ষার নিম্নমান ও নিম্ন সাক্ষরতার হার তাদের সংকটকে আরও বাড়িয়ে দেয়। অনেকে (প্রকৃতপক্ষে শ্রমশক্তির এক-তৃতীয়াংশ) অনন্যোপায় হয়ে স্বল্প পারিশ্রমিকে দিনমজুরির কাজে (প্রধানত কৃষি খাতে) নিয়োজিত হয় এবং চরম দারিদ্র্যে দিনাতিপাত করে। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা থেকে সহায়তা পাওয়া ছাড়া এসব পরিবার বংশ পরম্পরায় প্রবাহিত দারিদ্র্যের এই দুষ্টচক্র ভাঙতে সক্ষম হবে না। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, ৯০ শতাংশ পরিবার দুর্বল স্বাস্থ্যকে

[১৭৯] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

অর্থনৈতিক সংকট ও সমস্যার প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তাদেরকে চিকিৎসা খরচের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ নিজেদের উপার্জন থেকে নির্বাহ করতে হয়।[১৮০]

চার. প্রতিবন্ধিতা

প্রতিবন্ধিতা জীবনের যে কোনো স্তরেই হতে পারে। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮.৯ শতাংশ (৮ শতাংশ পুরুষ ও ৯.৩ শতাংশ নারী) প্রতিবন্ধী, অর্থাৎ তারা কোনো না কোনো ধরনের প্রতিবন্ধিতার শিকার। তবে মারাত্মক প্রতিবন্ধিতার হার মাত্র ১.৫ শতাংশ। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়সে প্রতিবন্ধিতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। বয়স্কদের মধ্যেই প্রতিবন্ধিতার হার সবচেয়ে বেশি। আবার পুরুষদের চেয়ে নারীদের মধ্যে প্রতিবন্ধিতার হার বেশি হয়ে থাকে। দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পরিবারে (৩১ শতাংশ) অন্তত একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি রয়েছে এবং ৬.৩ শতাংশ পরিবারে কেউ না কেউ আছে যে মারাত্মক প্রতিবন্ধী। দেখা গেছে, ৪০ থেকে ৬৫ বছর বয়সীদের মধ্যে প্রতিবন্ধিতার শিকার ব্যক্তির সংখ্যা সর্বোচ্চ। অথচ এ বয়সে তাদের শ্রমবাজারে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত থাকার কথা। বস্তুত ২০-২৫ বয়স গ্রুপ থেকে ৫০-৫৪ বয়স গ্রুপে প্রতিবন্ধী মানুষের সংখ্যা ৩০০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়; মহিলাদের মধ্যে এই হার পুরুষের চেয়ে বেশি। মারাত্মক প্রতিবন্ধীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ৬০ থেকে ৭৫ বছর বয়সীদের মধ্যে। প্রতিবন্ধী রয়েছে এমন খানায় দারিদ্র হার জাতীয় পর্যায়ের দারিদ্র হারের সমান অর্থাৎ ৩১.৫ শতাংশ, তবে মারাত্মক প্রতিবন্ধী রয়েছে এমন পরিবারে দারিদ্র হার আরো বেশি, ৩৪.৭%, যা নির্দেশ করে যে, প্রতিবন্ধিতা পরিবারসমূহের ওপর বাড়তি বোঝা চাপিয়ে দেয়। অধিকন্তু মারাত্মক প্রতিবন্ধীদের মধ্যে বিভিন্ন বয়স গ্রুপে দারিদ্র হার ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। দেখা গেছে যে, পরিবারের কোনো কর্মক্ষম সদস্য অক্ষম হলে বা প্রতিবন্ধিতার শিকার হলে পরিবারের ওপর উল্লেখযোগ্য মাত্রায় তার প্রভাব পড়ে। বস্তুত এই ধরনের পরিবারের ক্ষেত্রে দারিদ্র্যের হার প্রায় ৪০ শতাংশ।[১৮১]

কর্মক্ষম বয়সে প্রতিবন্ধী হয়ে পড়লে তা পরিবারের জন্য মারাত্মক পরিণতি বয়ে আনে। প্রতিবন্ধিতার শিকার হয়েছে এমন লোকদের ৮৭ শতাংশ অক্ষম হয়ে পড়ার এক বছরের মধ্যে চাকরিচ্যুত হয়েছে। চাকুরি হারানোর সাথে সাথে তাদের আয়ের পথও বন্ধ হয়ে যায়। অধিকন্তু বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী পুরুষদের ৯০ শতাংশ পরিচর্যাকারীকে (প্রধানত তাদের স্ত্রী) সেবাযত্নের কাজে একটি উল্লেখযোগ্য সময় ব্যয়

---

১৮০ *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

১৮১ *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০; *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০২০, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬; জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি, জাতীয় নিরাপত্তা বেষ্টনী, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬-৮৭

করতে হয়, যা তাদের আয়-রোজগারের সুযোগ কমিয়ে দেয়। প্রায় ২৬ শতাংশ মহিলাকে সপ্তাহে ১৫ ঘণ্টা সময় এবং ২৮ শতাংশকে ২৬ ঘণ্টা সময় স্বামীর যত্ন নেয়ার জন্য দিতে হয়। এতে পরিচর্যাকারী মহিলাদের আয়ের ক্ষতি যেমন উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হতে পারে তেমনি তাদেরকে স্বাস্থ্যগত কারণে বাড়তি ব্যয় করতে হয়।[১৮২]

পাঁচ. বার্ধক্য

বাংলাদেশের জনসংখ্যার বয়স কাঠামোতে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে; বাড়ছে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা। বর্তমানে ষাটোর্ধ বয়সী মানুষের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৭ শতাংশ এবং আগত দশকগুলিতে তা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। মোট জনসংখ্যায় বয়স্ক লোকের অংশ ২০৩০ সাল নাগাদ প্রায় ১২ শতাংশে এবং ২০৫০ সাল নাগাদ তা ২৩ শতাংশে পৌঁছাবে বলে অনুমিত হচ্ছে। খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০ অনুযায়ী ষাটোর্ধ বয়সীদের প্রায় ২৮.২ শতাংশ দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থান করে। তবে যখন দেশের জনগোষ্ঠীর দারিদ্র ঝুঁকিগ্রস্ত অংশকে (১.২৫ উচ্চ দারিদ্রসীমা) বিবেচনায় নেয়া হয়, তখন দরিদ্র ও দারিদ্র ঝুকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী হিসেবে গণ্য বয়স্ক লোকের অনুপাত ব্যাপক বৃদ্ধি পায়।[১৮৩]

বয়োবৃদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে দারিদ্র হার বৃদ্ধি পায়। কার্যকর বয়স্ক পেনশন ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশের অনেক বয়স্ক ব্যক্তিকে কাজ চালিয়ে যেতে হয়। বয়স্ক মানুষেরা শ্রমবাজারে বৈষম্যের শিকার হতে পারে। বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষুদ্রঋণ প্রাপ্তির সুযোগও খুব কম থাকে। একটি জরিপে দেখা গেছে, বয়স্ক ব্যক্তিদের মাত্র ১৯ শতাংশ ঋণ সুবিধা পায়। বয়স্ক ব্যক্তিরা যেহেতু ক্রমশ দুর্বল ও অক্ষম হয়ে পড়ে, সেহেতু কাজ করাটা তখন একটি অনাকাঙ্ক্ষিত বাধ্যবাধকতা হয়ে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে বয়স বাড়ার সাথে সাথে জীবনযাত্রার ব্যয়, বিশেষ করে স্বাস্থ্যসেবা ব্যয় বেড়ে যেতে পারে। কাজেই বয়স্ক ব্যক্তিদের, বিশেষ করে যাদের বয়স আশির উপরে তাদের, বয়স বাড়ার সাথে সাথে দারিদ্রহার বেড়ে যাবার কারণ হলো তাদের জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাওয়া। তারা সাহায্য-সহায়তার জন্য ছেলে মেয়েদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং যদি তা না পায় তাহলে তাদেরকে অত্যন্ত অসুবিধাজনক অবস্থায় পড়তে হয়। জনসংখ্যার পরিবর্তনশীল বয়স কাঠামো এবং বয়স্ক লোকদের সাথে বাস করবে এমন জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান

---

১৮২ *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০; *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬; *জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি, জাতীয় নিরাপত্তা বেষ্টনী*, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬-৮৭

১৮৩ *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১; *জাতীয় নিরাপত্তা কর্মসূচি*, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬; *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫;

অনুপাত বিবেচনায় নিলে দেখা যায় যে, এটি দারিদ্রহ্রাসে ভবিষ্যত অর্জনকে ব্যাহত করতে পারে।[১৮৪] যেহেতু বার্ধক্যজনিত সমস্যা একটি সামাজিক সমস্যা সেহেতু জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বার্ধক্যে উপনীত হওয়া ব্যক্তির সুরক্ষা অতীব জরুরী একটি বিষয়।

ছয়. সুনির্দিষ্ট গোষ্ঠীর দারিদ্র পরিস্থিতি

ধর্ম, বর্ণ, অসুস্থতা ও পেশা থেকে উৎসারিত স্থান বা সুনির্দিষ্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিশেষ বিশেষ গ্রুপের দারিদ্র পরিস্থিতির পর্যালোচনা থেকে সামাজিক নিরাপত্তার চাহিদা বিষয়ে কিছু অতিরিক্ত ধারণা লাভ করা যেতে পারে। এটি প্রধানত দুটি অংশে বিভক্ত। তা হলোঃ

ক. নগর দরিদ্র

খ. অবহেলিত ও সামাজিক সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী

ক. নগর দরিদ্র

নগর জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি এখন একটি বৈশ্বিক ঘটনা। জাতিসংঘের প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০৫০ সাল নাগাদ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মোট জনসংখ্যার ৫৭ শতাংশ শহর এলাকায় বাস করবে। এসব দেশের মধ্যে নগরায়নের সর্বোচ্চ হারে বাংলাদেশ অন্যতম। ১৯৯০ সালে বাংলাদেশের নগর জনসংখ্যা ছিল ২১ মিলিয়ন যা ২০১০ সালে দ্বিগুণ হয়ে ৪৩ মিলিয়নে দাঁড়ায়। নগর দারিদ্র প্রবণতা ও তার ধরনের উপরে দ্রুত নগরায়নের মারাত্মক প্রভাব রয়েছে।[১৮৫] বাংলাদেশে গত ২০ বছরে মাথাগুনতি অনুপাতে গ্রামীণ দারিদ্র অব্যাহতভাবে কমেছে, যদিও তা বিভিন্ন সময়ে কিছুটা বিভিন্ন হারে। তবে নগর দারিদ্র্যের ক্ষেত্রে ভিন্ন প্রবণতা লক্ষ করা যায়। নগর দারিদ্র হার ১৯৯১-৯২ থেকে ১৯৯৫- ৯৬ সময়কালে দ্রুত হ্রাস পেলেও ২০০০ সালে পুনরায় বৃদ্ধি পায়। এরপর থেকে নগর দারিদ্র অব্যাহতভাবে কমেছে।

সার্বিকভাবে বলতে গেলে, ১৯৯১-৯২ ও ২০১০ সালের মধ্যে নগর দারিদ্রহার ৪২.৭ শতাংশ থেকে কমে ২১.৩ শতাংশ হয়েছে। তথাপি দারিদ্রহারের ওঠানামা নগর দরিদ্রদের বিপদাপন্নতারই লক্ষণ। গবেষণায় দেখা গেছে, গ্রামীণ দরিদ্রদের চেয়ে নগর দরিদ্রদের জীবন পরিস্থিতি সাধারণত খারাপ হয়ে থাকে। নগর দারিদ্র প্রায়শই বিশেষ কিছু উপাদানের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন দিনমজুর বা কম মজুরির অনানুষ্ঠানিক খাতের কর্মী হওয়া, বাসস্থান, মৌলিক ইউটিলিটি সেবা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির সুযোগের অভাব, নির্যাতনের শিকার হওয়া, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ও অপুষ্টির শিকার হওয়া, দাবি-দাওয়া তুলে ধরতে না

---

১৮৪ *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলঃ বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

১৮৫ *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলঃ বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

পারা ও ক্ষমতাহীন হওয়া, দুর্বল সামাজিক বন্ধন থাকা ইত্যাদি। পর্যাপ্ত জীবিকায়ন ও বসবাসের পরিবেশ ছাড়াও নগর দরিদ্রদের সামাজিক সম্পদ সুরক্ষায় ভৌত ও মনো-সামাজিক নিরাপত্তাও গুরুত্বপূর্ণ।[১৮৬]

খ. অবহেলিত ও সামাজিক সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী

সামাজিক বহির্ভূতি বা বঞ্চনার বিবিধ রূপ রয়েছে। যেমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হওয়া, কর্মসংস্থান ও বস্তুগত সম্পদ প্রাপ্তির সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং মূল ধারার সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ না পাওয়া। এগুলো একত্রে প্রকট আকারের সমাজ বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে যা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে স্থানিক মাত্রা লাভ করে (অর্থাৎ নির্দিষ্ট বা বিশেষ এলাকায় আলাদা ধরনের প্রকাশ খুঁজে পায়) এবং এক বা একাধিক সামাজিক বৈশিষ্ট্য বা সামাজিক সত্তার উপাদানসমূহের ওপর ভিত্তি করে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগত বৈষম্য সৃষ্টি করে। রাষ্ট্র বা ব্যক্তি খাতের প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের (পরিবার, গ্রাম ও কমিউনিটি এসোসিয়েশনসহ) আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডের ফলে এরূপ বৈষম্য ঘটতে পারে। সামাজিক বহির্ভূতি বা বঞ্চনা এমন একটি অবস্থা যেখানে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীসমূহ তাদের সমাজে পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয় না। এর কারণসমূহ হলো:

(ক) সামাজিক পরিচয় বা সত্তা, যেমন নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, জাতি, গোষ্ঠী, ধর্ম, বর্ণ, জেন্ডার ও বয়স;

(খ) সামাজিক (বসবাসের) অবস্থান, যেমন দুর্গম এলাকা, কুখ্যাত এলাকা, যুদ্ধপীড়িত বা সংঘাতপূর্ণ এলাকা;

(গ) সামাজিক মর্যাদা, এর অন্তর্ভুক্ত স্বাস্থ্য পরিস্থিতি (প্রতিবন্ধিতা, এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত ও অন্যান্য ঘৃণিত রোগ-ব্যাধি),

(ঘ) অভিবাসী অবস্থা (যেমন শরণার্থী), পেশা এবং শিক্ষার স্তর।

সমাজের অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে–

১. দলিত সম্প্রদায়
২. চা শ্রমিক
৩. বেদে জনগোষ্ঠী
৪. প্রতিবন্ধিতার শিকার লোকজন
৫. হিজড়া,
৬. গৃহহীন ও

---

[১৮৬] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

৭. ভিক্ষুক ইত্যাদি।

এসব গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে বহির্ভূতির একটি সাধারণ ঘটনা হলো; যেসব এলাকাতে রাষ্ট্রের সেবাসমূহের অভাব রয়েছে বিধায় সামাজিক পরিষেবা অপরিহার্য সেসব এলাকাতে তারা সামাজিক সেবা-সহায়তা বলয়ের বাইরে থেকে যায়। এই বহির্ভূতির প্রভাব অনুভূত হয় অর্থনৈতিক দুর্দশা এবং নৈতিক সমর্থন হারানো এই উভয় অর্থে। বহির্ভূতির অন্যান্য সাধারণ প্রকাশসমূহ হলো: কর্মসংস্থানের সুযোগে অসমতা, আনুষ্ঠানিক সেবাসমূহ, যেমন স্বাস্থ্য, পানি ও স্যানিটেশন এবং ভূমি প্রাপ্তিতে অসমতা যেগুলোকে প্রায়শই ক্ষতিকর বৈষম্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়।[১৮৭]

সাত. নৃগোষ্ঠী

দেশের মোট জনসংখ্যার অনুপাতে বাংলাদেশে নৃগোষ্ঠীর সংখ্যা অনেক কম। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে দেশের বিভিন্ন জেলায় ১.৫ মিলিয়নের বেশি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বাস, যারা দেশের মোট জনসংখ্যার ১.১ শতাংশ। পাহাড়ি ও সমতল এলাকা মিলিয়ে প্রায় ৪৫টি নৃগোষ্ঠী বাস করে। প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পার্বত্য চট্টগ্রামে বাস করে এবং অবশিষ্টরা বাস করে চট্টগ্রাম, বৃহত্তর ময়মনসিংহ, বৃহত্তর রাজশাহী, বৃহত্তর সিলেট, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলায়।[১৮৮]

বাংলাদেশের নৃ-জাতি-গোষ্ঠী

বাংলাদেশের সুপরিচিত নৃগোষ্ঠী হলো:

১. চাকমা
২. গারো
৩. মনিপুরি
৪. মার্মা
৫. মুণ্ডা
৬. ওঁরাও
৭. সাঁওতাল
৮. খাসিয়া
৯. কুকি

---

১৮৭ *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

১৮৮ *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

১০. ত্রিপুরা

১১. মুরং

১২. হাজং ও

১৩. রাখাইন।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনসংখ্যা তিনটি প্রধান ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। যথা:

১. বৌদ্ধ (৪৩.৭ শতাংশ),

২. হিন্দু (২৪.১ শতাংশ) এবং

৩. খ্রিস্টান (১৩.২ শতাংশ)।

এছাড়াও, অন্যান্য ধর্মের অন্তর্ভুক্ত ১৯ শতাংশ।

পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠী ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা

পার্বত্য চট্টগ্রাম দেশের অন্যতম পশ্চাদপদ ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা। সকল পার্বত্যবাসীর মাত্র ৭.৮ শতাংশ প্রাথমিক এবং ২.৪ শতাংশ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সম্পন্ন করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে খাদ্য দারিদ্র ব্যাপক ও বিস্তৃত। এখানে বসবাসরত নৃগোষ্ঠীর অধিকাংশই বছরের বেশিরভাগ সময় খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে থাকে। আষাঢ় (জুন-জুলাই) ও শ্রাবণ (জুলাই-আগস্ট) মাসে এ অবস্থার আরো অবনতি ঘটে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মোট জনসংখ্যার ৬৫ শতাংশ চরম দরিদ্র (absolute poor) এবং ৪৪ শতাংশ হতদরিদ্র (hardcore poor) । এছাড়া নিম্ন দারিদ্রেরেখা ও উচ্চ দারিদ্রেরেখার নীচে বাস করে যথাক্রমে ৭৮ ও ৮৯ শতাংশ লোক। লুসাইদের ১০০ শতাংশ ও চাকমাদের ৭১ শতাংশ খানা নিম্ন দারিদ্রেরেখার নীচে এবং লুসাইদের ১০০ শতাংশ ও চাকমাদের ৮৪ শতাংশ খানা উচ্চ দারিদ্রেরেখার নীচে বাস করে।

দলিত সম্প্রদায়

দলিতদের মর্যাদা ঐতিহাসিকভাবে পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট। তারা সাধারণত অচ্ছুৎ ও অপয়া হিসেবে বিবেচিত হয়। তারা হলো–

(১) সুইপার

(২) ডোম,

(৩) মুচি প্রমুখ লোকদের নিয়েই দলিত শ্রেণী গঠিত।

বাংলাদেশে দলিত বলতে সেসব পেশার লোককে বিবেচনা করা হয় যেগুলিকে অশুচি হিসেবে গণ্য করা হয়। যেমন–

ক. ঝাড়ু দেয়া

খ. ড্রেন ও নর্দমা পরিষ্কার করা

গ. চা বাগানের শ্রমিকের কাজ

ঘ. মৃতদেহ কবর দেয়া

ঙ. জুতা ও চামড়ার কাজ

চ. বাদ্য বাজানো ও

ছ. ধোপার কাজ ইত্যাদি।

দলিতদের শ্রমকে নিয়ন্ত্রণ ও শোষণ করার উপায় হিসেবে সামাজিক বয়কট ও জবরদস্তিমূলক শ্রম তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়। দেশের দলিত সম্প্রদায়ের ওপর জরিপভিত্তিক কোনো তথ্য-উপাত্ত নেই। তবে কিছু অনুমিতি থেকে জানা যায় যে, বাংলাদেশে প্রায় ৪.৫-৫.৫ মিলিয়ন দলিত বাস করে।[১৮৯] এসব প্রান্তিক জনগোষ্ঠী কেবল অর্থনৈতিক বৈষম্যের মতো সমস্যাই মোকাবেলা করে না, উপরন্তু চ্যালেঞ্জেরও সম্মুখীন হয়ে থাকে:

(১) অস্পৃশ্যতা ও ঘৃণা

(২) সামাজিক বহির্ভূতি

(৩) মর্যাদার অভাব

(৪) জীবিকাহীনতা

(৫) জমি থেকে বলপূর্বক উচ্ছেদ

(৬) সমাজে ও পরিবারে নিরাপত্তাহীনতা

(৭) অজ্ঞতা ও তথ্যের অভাব

(৮) পরিবেশগত বিপর্যয়

(৯) আইনি সহায়তা প্রাপ্তির অভাব এবং

---

[১৮৯] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪; জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি, জাতীয় নিরাপত্তা বেষ্টনী, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

(১০) সরকারি সেবা-সহায়তা প্রাপ্তির অভাব।[১৯০]

কাজেই দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষে তাদেরকে মূলধারায় আনার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির বাস্তবায়নের বিকল্প নেই।

আট. এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত জনগোষ্ঠী

ক. এইচআইভি আক্রান্তদের সংখ্যা ও এইডস রোগে মৃত্যুর পরিসংখ্যান

বাংলাদেশে এইচআইভি ভাইরাসে আক্রান্তদের সংখ্যা ও এইডস রোগে মৃত্যুর হার ধীরে ধীরে বাড়ছে। ২০১১ সালে নতুন শনাক্তকৃত ৪৪৫ জনসহ ইতোমধ্যে দেশে ২,৫৩৩ জন লোক এইচআইভি আক্রান্ত বলে শনাক্ত হয়েছে। এছাড়া ২০১১ সালে ২৫১ জন এইডস-এ আক্রান্ত হয় ও ৮৪ জনের মৃত্যু হয়। তাতে মোট এইডস আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ায় ১১০১ ও মৃত্যুবরণকারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৩২৫। দেশে এইচআইভি'র প্রকোপ এখনো অনেক কম। সাধারণ জনগণের মধ্যে এইডস সংক্রমণের হার ০.১ শতাংশের নীচে, তবে সংক্রমিত (রিপোর্টেড) হওয়ার সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে।[১৯১]

খ. এইচআইভি থেকে সতর্কতা

উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ যৌনকর্মে কনডম ব্যবহারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে; ১৯৯০ সালে কনডম ব্যবহারের হার ছিল ৬.৩ শতাংশ যা ২০১০ সালে বেড়ে গিয়ে ৪৪-৬৭ শতাংশ হয়েছে। এইচআইভির ক্ষেত্রে দারিদ্র একটি ব্যাপক ও ভয়াবহ সমস্যা। এইচআইভি নিয়ে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর এক বড় অংশ বিদেশ ফেরত। এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তিরা সাধারণত সামাজিকভাবে বঞ্চিত হয়। কারণ এ ধরনের অসুস্থতা বা রোগব্যাধি সামাজিক লজ্জার কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়। অধিকন্তু আক্রান্ত মহিলা ও শিশু-কিশোররা স্বামী বা বাবা-মা মারা যাওয়ার পর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়। তারা সুবিচার প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়, যা তাদের বিপদাপন্নতা বা ঝুঁকির মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয়।[১৯২]

গ. এইচআইভি আক্রান্তদের পারিবারিক সংকট

পিতা/মাতার এইচআইভিতে আক্রান্ত হওয়ার রেকর্ড থাকার কারণে এতিম সন্তানেরাও নানা ধরনের বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার হয়। অভিযোগ বা নালিশ দায়েরের ক্ষেত্রে এইচআইভি আক্রান্তরা যেসব প্রধান

---

[১৯০] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

[১৯১] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

[১৯২] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

বাধা বা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় তা হলো: সংক্রমিত হওয়ার কথা প্রকাশ করে দেয়া বা বৈষম্য/বঞ্চনার ভয়, যৌন ও জেন্ডারভিত্তিক নির্যাতন, আর্থিক সংকট এবং বিনামূল্যে আইনি সহায়তা প্রাপ্তির অভাব ইত্যাদি।[১৯৩]

সুতরাং বাংলাদেশে এইচআইভি ভাইরাসে আক্রান্তদের সংখ্যা ও এইডস রোগে মৃত্যুর হার ধীরে ধীরে বৃদ্ধ পাবার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সমাজের অন্যদের নিকট থেকে নিগৃহীত হয়। তাই সার্বিক উন্নয়নের পথে এ ধরনের শ্রেণিবিদ্বেষ একটি অন্তরায়। তাই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে তাদের প্রাপ্য অধিকারের বাস্তবায়ন আবশ্যক।

নয়. বিধবা ও দুস্থ মহিলা

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলারা দেশের মোট বিবাহিত নারীর ১১.৩ শতাংশ। সমাজের চোখে একজন বিধবা প্রায়ই বোঝা হিসেবে গণ্য হয় এবং সেজন্য উপেক্ষিতও বটে। পরিবার ও সমাজে একজন বিধবার কোনো সম্মান থাকে না, বিশেষ করে দরিদ্র সমাজে একজন বিধবার নিজস্ব কোনো পছন্দ থাকে না এবং সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতাও থাকে না। অথচ পরিবারে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা নারীর ক্ষমতায়নের অন্যতম মৌলিক শর্ত। বিশেষত গ্রামীণ নারীদের বেশিরভাগই গৃহিণী এবং তাদের স্বামীরাই তাদের পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি।

বিধবা হওয়ার বিরূপ অর্থনৈতিক পরিণতি ছাড়াও এর সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবও রয়েছে। দুস্থ মহিলাদের মধ্যে যারা তালাকপ্রাপ্তা বা বয়োবৃদ্ধ এবং যাদের অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ে আছে তারা সর্বাধিক অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে। বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় দারিদ্র পীড়িত পরিবারগুলোতে বৃদ্ধদের বিশেষত বৃদ্ধ মহিলারা বোঝা হিসেবে গণ্য হয় এবং তাদের অনেককে বাড়ি বা ঘর থেকে বের করে দেয়ার কারণে তারা ভিক্ষাবৃত্তি করতে বাধ্য হয়। তাদের ছেলেমেয়েরা জীবনধারণের জন্য পর্যাপ্ত আয় বা উপার্জন করতে পারে না বিধায় তারা পরিবার থেকে প্রায়শই সাহায্য-সহায়তা পায় না।[১৯৪]

দশ. মৌসুমী দারিদ্র

গ্রামীণ বাংলাদেশে ফসল উৎপাদনের তিন ধরনের ধান: ফসল উৎপাদনের তিনটি প্রধান শস্যপর্যায়ের ওপর ভিত্তি করে আয়, ভোগ ও দারিদ্র্যের মৌসুমভিত্তিক পার্থক্য একটি পৌনঃপুনিক বিষয়। বোরো ধান উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি, অশস্য কৃষির প্রসার, গ্রামীণ অকৃষিজ কর্মকাণ্ডের প্রসার এবং কৃষি শ্রমিকদের মৌসুমী

---

১৯৩ *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

১৯৪ *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

অভিগমন দেশের অনেক এলাকায় আয় ও ভোগ বাড়াতে সহায়তা করছে। তথাপি এখনও অনেক এলাকা, বিশেষ করে রংপুর বিভাগে, মৌসুমভিত্তিক দারিদ্র বিদ্যমান রয়েছে।[১৯৫]

আমন ফসল ওঠার আগের তিন মাস অর্থাৎ সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর এই মৌসুমী দারিদ্র্যের ঘটনা ঘটে থাকে। ঋতুনির্ভর কৃষি ব্যবস্থার কারণে সৃষ্ট মৌসুমী খাদ্যাভাব বা দুর্ভিক্ষাবস্থা প্রায়শই তীব্রতর হয় বিশেষত বিরূপ আবহাওয়া ইত্যাদি কারণে শস্য উৎপাদন ব্যাহত হলে অর্থাৎ ভাল ফলন না হলে। কৃষির ঋতু নির্ভরতা ছাড়াও কৃষি-জলবায়ু ও প্রতিবেশগত বৈশিষ্ট্যের অন্তর্নিহিত পার্থক্য এবং স্থানীয় অর্থনীতির বৈচিত্র্য (রংপুর এলাকায় দেখতে পাওয়া যায়) আয় ও ভোগের মৌসুম নির্ভরতাকে প্রভাবিত করে। মাছ আহরণের ক্ষেত্রে মৌসুমী পার্থক্য, মন্দা/দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া এবং ইলিশ মাছ আহরণে দুই মাসের জন্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ ইত্যাদি কারণে জেলে সম্প্রদায় মৌসুমী বেকারত্বের শিকার হয়ে থাকে।[১৯৬]

এগারো. অর্থনৈতিক মন্দা

বাণিজ্যচক্রের অংশ হিসেবে অর্থনৈতিক মন্দা সম্পর্কে পাঠ্য বইয়ে যা লেখা আছে অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যাদির কারণে বাংলাদেশে তার দৃষ্টান্ত বিরল। যেহেতু বাংলাদেশ ক্রমান্বয়ে শিল্পায়িত হচ্ছে এবং বিশ্ব অর্থনীতির সাথে অধিকতর সম্পৃক্ত হচ্ছে, সেহেতু বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর বৈশ্বিক উত্থান-পতনের প্রভাব মারাত্মক হতে পারে এবং দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ওপর এর প্রভাব হতে পারে গভীর। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ১৯৯৭-৯৮ সালে পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে সংঘটিত আর্থিক ও অর্থনৈতিক সংকট এবং ২০০৮-০৯ সালের বৈশ্বিক আর্থিক সংকট থেকে শিক্ষা নিতে পারে। এ ধরনের সংকটকালে সাধারণত বেকারত্ব বেড়ে যায় এবং প্রকৃত মজুরি কমে যায়।[১৯৭]

সুতরাং জাতীয় নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সুরক্ষা কর্মসূচির উপর্যুক্ত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন করলে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গতিধারা ত্বরান্বিত হবে।

---

১৯৫ *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

১৯৬ *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

১৯৭ *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির প্রায়োগিক বিশ্লেষণ

প্রথম অনুচ্ছেদ

অধিকার বঞ্চিতদের প্রাপ্তি

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির অন্যতম প্রধান কর্মসূচি হলো, অধিকার বঞ্চিতদের প্রাপ্তি। দুস্থ ও অধিকার বঞ্চিতদের জন্য এটা তাদের সাংবিধানিক অধিকার। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গ্রহণকৃত জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে অধিকার বঞ্চিতদের প্রাপ্তির বিষয়টি মুখ্য। কারণ, দুস্থ, অধিকার বঞ্চিত ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে জাতীয় উন্নয়নের মূল ধারায় না আনা পর্যন্ত রাষ্ট্রের প্রকৃত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। গবেষণার এ পর্যায়ে রাষ্ট্রের দুস্থ ও অধিকার বঞ্চিতদের প্রাপ্তি প্রসঙ্গে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে তাদের সাংবিধানিক অধিকার ও প্রাপ্তি রাষ্ট্রীয় বাজেট ও বাজেট বাস্তবায়নের আলোকে আলোচনা করা হলো:

১. বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি

সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছর হতে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করা হয়। এ কর্মসূচির শুরুতে প্রতি ওয়ার্ডে ৫ জন পুরুষ ও ৫ জন মহিলাকে প্রতি মাসে ১০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়। পর্যায়ক্রমে ভাতাভোগীর সংখ্যা ও ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়। সমাজের দুস্থ দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি যাদের বয়স পুরুষের ক্ষেত্রে ৬৫ বা তদুর্ধ এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ৬২ বছর বা তদুর্ধ, তারা এ কর্মসূচির আওতায় আসবেন। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভাতাভোগীর সংখ্যা ৪০ লক্ষ জন

থেকে বৃদ্ধি করে ৪৪ লক্ষ জনে উন্নীত করা হয়েছে, যাদেরকে মাসিক ৫০০ টাকা প্রদান করা হয়। এ কর্মসূচির সুবিধাভোগীর প্রায় অর্ধেক অর্থাৎ ২১ লক্ষ জন বয়োজ্যেষ্ঠ নারী।[১৯৮]

২. বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রম

দুস্থ, দরিদ্র, ঝুঁকিপূর্ণ ও অনগ্রসর নারীর সামাজিক সুরক্ষা ও তাদের ক্ষমতায়নের লক্ষে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে 'বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা' কর্মসূচি চালু করে। কর্মসূচির শুরুতে ৪.০৩ লক্ষ জন নারীকে প্রতি মাসে ১০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হতো। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভাতাভোগীর সংখ্যা ১৪ লক্ষ জন থেকে বৃদ্ধি করে ১৭ লক্ষ জনে উন্নীত করা হয়েছে, যাদেরকে মাসিক ৫০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়।[১৯৯]

৩. দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতা

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে প্রথম বারের মত মাতৃত্বকালীন ভাতা কর্মসূচি চালু করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় মূলত পল্লী এলাকার দরিদ্র মায়েদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। এ কার্যক্রমের আওতায় দরিদ্র গর্ভবতী মায়েদের ভাতা প্রদানের পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। পূর্বে তাদেরকে মাসিক ৫০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হতো। চলতি অর্থ বছর থেকে ৮০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়। এছাড়া ভাতা প্রদানের মেয়াদে ২৪ মাস থেকে ৩৬ মাসে উন্নীত করা হয়েছে।[২০০]

৪. কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল

২০১০-১১ অর্থবছর থেকে এ কর্মসূচি শুরু হয়। শহরাঞ্চলের কর্মজীবী দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য ও গর্ভস্থ সন্তান ও নবজাতক শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তার উদ্দেশ্যে এ ভাতা কর্মসূচি চালু করা হয়। ঢাকা, নারায়নগঞ্জ ও গাজীপুর গার্মেন্টস এলাকা এবং দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা এ

---

[১৯৮] *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫; *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১, ৩০, ৬৬; জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি, জাতীয় নিরাপত্তা বেষ্টনী, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬-৮৭

[১৯৯] *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫; জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি, জাতীয় নিরাপত্তা বেষ্টনী, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬-৮৭

[২০০] *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫; *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

কর্মসূচির আওতাভুক্ত। ইতোপূর্বে তাদেরকে মাসিক ৫০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হতো। চলতি অর্থ বছর থেকে ৮০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়। এছাড়া ভাতা প্রদানের মেয়াদে ২৪ মাস থেকে ৩৬ মাসে উন্নীত করা হয়েছে।[২০১] এছাড়া ভাতাভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে ২.৭৫ লক্ষ জন করা হয়েছে।[২০২]

৫. মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা

বাংলাদেশ সরকার স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদান রাখায় জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক জীবনযাত্রার মান উন্নীত করার লক্ষে তাদেরকে মাসিক ১২,০০০ টাকা হারে সম্মানী ভাতা প্রদান করে আসছে। এছাড়া একই হারে উৎসব ভাতাও প্রদান করা হয়। খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানীও বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে বীরশ্রেষ্ঠদের ৩৫ হাজার টাকা, বীর উত্তমদের ২৫ হাজার টাকা, বীর বিক্রমদের ২০,০০০ টাকা ও বীর প্রতীকদের ১৫,০০০ টাকা হারে সম্মানী প্রদান করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছর হতে জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের জনপ্রতি ৫,০০০ টাকা হারে মহান বিজয় দিবস ভাতা এবং সকল মুক্তিযোদ্ধাদের অনুকূলে মূল ভাতার ২০ শতাংশ হারে বাংলা নববর্ষ ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ খাতে ৩,৩০৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বর্তমানে দেশের ৩৭ টি জেলার ৮৪,১০৬ জন মুক্তিযোদ্ধাকে G2P পদ্ধতিতে সম্মানী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। কর্মসূচিটি মুক্তিযোদ্ধাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।[২০৩]

৬. শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সম্মানী ভাতা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখায় শহীদদের পরিবারবর্গ ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণেও সরকার কাজ করছে। শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সম্মানী ভাতার জন্য পৃথক কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪৫৬.৯৯ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কর্মসূচিটি মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং সুস্বাস্থ্য রক্ষায় ভূমিকা রাখছে।[২০৪]

---

২০১ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫

২০২ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬

২০৩ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬

২০৪ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯৬

৭. মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি

মুক্তিযেদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের আত্মনির্ভশীল করার লক্ষে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশে এ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশিক্ষিতদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়। ২০০৩-০৪ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে ৩৮.২৫ কোটি টাকা এ কর্মসূচির অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এ কর্মসূচির জন্য ৭৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এছাড়া ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ এবং ১০ কোটি টাকা ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।[২০৫]

৮. অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত অঙ্গীকার বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।[২০৬]

ক. অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কর্মসূচি

এ কর্মসূচির আওতায় শুরুতে ১,৪৪,১৬৬ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে মাসিক ২০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভাতাভোগীর সংখ্যা ১০ লক্ষ জন থেকে বৃদ্ধি করে ১৫ লক্ষ ৫৪ হাজার জনে উন্নীত করা হয়। তাদের মাথাপিছু মাসিক ৭৫০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়।[২০৭]

খ. প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি

প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েরা যাতে লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহী হয় এবং উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে জাতীয় উন্নয়নে অংশ গ্রহণ করতে পারে সেদিকে লক্ষ রেখে সরকার সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য 'শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচি' চালু করে। শুরুতে এ কর্মসূচির আওতায় উপকার ভোগীর সংখ্যা ছিল ১২,২০৯ জন। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক,

---

[২০৫] *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬

[২০৬] *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬; *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলঃ বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০, ৬৬; *জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি, জাতীয় নিরাপত্তা বেষ্টনী, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

[২০৭] *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬

মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চতর স্তরে যথাক্রমে মাসিক ৭৫০ টাকা, ৮০০ টাকা, ৯০০ টাকা ও ১২০০ টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে উপবৃত্তি গ্রহণকারীর সংখ্যা ৯০,০০০ জন হতে বৃদ্ধি করে ১ লাখ জনে উন্নীত করা হয়েছে।[২০৮]

৯. বেসরকারি এতিমখানার ক্যাপিটেশন গ্রান্ট

সরকার দেশের সরকারি এতিমখানার পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এতিমখানায় বসবাসরত এতিম শিশুদের কল্যাণে সহায়তা করছে। ক্যাপিটেশন গ্রান্ট হিসেবে এ অনুদান প্রদান করা হয়। সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধীকৃত বেসরকারি এতিমখানায় ন্যূনতম ১০ জন এতিম অবস্থানকৃত প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ এতিমের লালন পালনের জন্য ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রদান করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে দেশের ৩,৮৮৬টি বেসরকারি এতিমখানায় মোট ৯৬,২৫০ জন এতিমকে ২০০০ টাকা হারে (জুলাই ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত) ২৩২.৫০ কোটি টাকা অনুদান (ক্যাপিটেশন গ্রান্ট) প্রদান করা হয়।[২০৯]

১০ বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

বেদে, দলিত ও হরিজন সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। পাইলট কর্মসূচি হিসেবে দেশের সাতটি জেলা: যথাক্রমে: ঢাকা, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, পটুয়াখালী, যশোর, নওগাঁ ও হবিগঞ্জ জেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু হয়। এ কর্মসূচি বর্তমানে ৬৪টি জেলায় সম্প্রসারিত হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ হয় ৯.২৩ কোটি টাকা এবং মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ১০,০০০ জন।[২১০]

১১ অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন তথা এ জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করতে সরকার কাজ করছে। ২০১২-১৩ হতে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত বেদে

---

২০৮ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* **২০২০**, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬

২০৯ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* **২০২০**, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬

২১০ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* **২০২০**, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭; জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি, জাতীয় নিরাপত্তা বেষ্টনী, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, পৃ. ৮৬

ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি দুটি একত্রে ছিল। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ কর্মসূচি পৃথক হয়ে 'অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি' নামে স্বতন্ত্র কর্মসূচি হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে এ কর্মসূচির আওতায় ৫৭.৮৭ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।[২১১]

১২ হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে হিজড়াদের সমাজের মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসতে সরকার কাজ করছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে দেশের ৭টি জেলায় এ কার্যক্রম চালু করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে এ কর্মসূচির আওতায় ৭,৬৫০ জন হিজড়াকে সহায়তার লক্ষে ৫.৫৬ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।[২১২]

খাদ্য সহায়তা কর্মসূচির আওতায় চলমান বিভিন্ন কর্মসূচির অগ্রগতি

১. ওএমএস কর্মসূচি

নিম্ন আয়ের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার খোলা বাজারে বিক্রয় (ওএমএস) কর্মসূচি চালু করেছে। এ কর্মসূচির আওতায় বাজার মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে চাল ও ডাল বিক্রি করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি-২০০০ পর্যন্ত) এ কর্মসূচিতে ০.০৮ লাখ মেট্রিক টন চাল ও ২.০৩ লাখ মে.টন গমের ফলিত আটা বিতরণ করা হয়েছে।[২১৩]

২. কাবিখা

গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কারের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়াধীন কাজের বিনিময় খাদ্য (কাবিখা) ও কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা) কর্মসূচির আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাজেটে ১,৪৯৮.৬৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।[২১৪]

৩. ভিজিএফ

---

২১১ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

২১২ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭; *জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি, জাতীয় নিরাপত্তা বেষ্টনী, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

২১৩ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

২১৪ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

সাধারণত দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে দরিদ্র মানুষের জীবিকা পুনর্বহাল না হওয়া পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে এ সহায়তা প্রদান করা হয়। প্রতি পরিবারকে মাসিক ২০ থেকে ৪০ কেজি করে চাল/আটা দুই থেকে পাঁচ মাস পর্যন্ত এ সহায়তা প্রদান করা হয়। এছাড়া মা ইলিশ ও জাটকা আহরণে বিরত থাকা জেলেরাও ভিজিএফ সহায়তা পেয়ে থাকেন। বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে দরিদ্র জনগণও ভিজিএফ সহায়তা পান। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে এ কর্মসূচির আওতায় ১,৪৯,৯৮০.৯০ মে. টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে।[২১৫]

৪. টি আর

২০১৯-২০ অর্থ বছরে এ কর্মসূচির আওতায় বাজেটে ১,৫৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এর মধ্যে হতে ১ম পর্যায়ে মোট ৮৮১.৫৭ কোটি টাকা এবং ২য় পর্যায়ে ৫১৮.০৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।[২১৬]

৫. জি আর

দুর্যোগকালে দরিদ্র মানুষকে জরুরী নগদ অর্থ হিসেবে জি আর সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে এ কর্মসূচির আওতায় বাজেটে ৯৮.৯৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে।[২১৭]

উপরোক্ত সুনির্দিষ্ট খাদ্য সহায়তা প্রকল্প ব্যতীত সব ধরনের দুর্যোগে সরকার তাৎক্ষণিক খাদ্য সহায়তা প্রদান করে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

কর্মসৃজন কার্যক্রম

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির বাস্তবায়নে সরকার কর্মসৃজনমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। গ্রাম এলাকায় উন্মুক্ত ও মৌসুমী বেকারত্ব মোকাবেলায়

---

[২১৫] *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০২০, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

[২১৬] *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০২০, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

[২১৭] *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০২০, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

বেশ কয়েকটি সাময়িক কর্মসৃজনমূলক কর্মসূচি চালু রয়েছে। এছাড়াও বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচির (ইজিপিপি) আওতায় বেশ কিছু সংস্কার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষণের ওপর ভিত্তি করে এ ধরনের সংস্কার প্রক্রিয়াকে আরও সংহত করা হবে। যেহেতু দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রধান প্রতিষ্ঠান। তারা স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে এ সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনা করবে। জুলাই ২০১৮ সাল নাগাদ এ সংস্কার সম্পন্ন করা হয়।[২১৮] এছাড়া সরকার অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

১. অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি

পল্লী অঞ্চলে অতিদরিদ্র ও কর্মক্ষম বেকার জনগোষ্ঠীকে প্রাধান্য দিয়ে ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে সারাদেশে এ কার্যক্রম আরম্ভ হয়। এ কর্মসূচির উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

ক. বাংলাদেশের অতি দরিদ্র বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান ও ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি।

খ. সার্বিকভাবে জনগোষ্ঠী ও দেশের জন্য সম্পদ সৃষ্টি করা।

গ. গ্রামীণ এলাকায় ক্ষুদ্র পরিসরে অবকাঠামো ও যোগাযোগ উন্নয়ন, যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়ন।

২০১৯-২০ অর্থবছরে অতি দরিদ্র শ্রেণির মানুষের কর্মসংস্থানের জন্য ৮২১.৩৮ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।[২১৯]

২. কাজের বিনিময় খাদ্য (কাবিখা)

গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কারের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়াধীন কাজের বিনিময় খাদ্য (কাবিখা) ও কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা) কর্মসূচির আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাজেটে ১,৪৯৮.৬৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।[২২০]

---

[২১৮] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

[২১৯] *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

[২২০] *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

৩. কাজের বিনিময় টাকা (কাবিটা)

গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কারের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়াধীন কাজের বিনিময় টাকা (কাবিটা) একটি অন্যতম কর্মসূচি।[২২১]

৪. একটি বাড়ি একটি খামার

একটি বাড়ি একটি খামার ও আমার বাড়ি আমার খামার সরকারের কর্মসৃজনমূলক কার্যক্রম। এ কার্যক্রমে সরকার উদ্যোক্তাকে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে থাকে।[২২২]

৫. বিদেশে দক্ষ জনশক্তি প্রেরণ

সরকার জনশক্তি ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করে বিদেশে দক্ষ জনশক্তি প্রেরণ করে বৈদেশিক রেমিট্যান্স লাভ করে।

উপর্যুক্ত কর্মসূচি ছাড়াও সরকার পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য নানা ধরণের কর্মসৃজন ও আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে থাকে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

অকর্মণ্য জনগণকে জনশক্তিতে রূপান্তর

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনের কার্যক্রমের আওতায় সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি, আত্মকর্মসংস্থান, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি, আয়বর্ধক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, নিজস্ব পুঁজি এবং সরকারি সম্পদ ও সেবা লাভের সুযোগ সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখবে।[২২৩]

সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ও বিভাগের উদ্যোগে বহুমুখী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অকর্মণ্য জনগণকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করে আত্মনির্ভর হয়ে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। যেমনঃ

---

[২২১] *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০২০, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

[২২২] *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০২০, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

[২২৩] জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি, জাতীয় নিরাপত্তা বেষ্টনী, *সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

১. কম্পিউটার প্রশিক্ষণ

২. অন-লাইন আউটসোর্সিং

৩. সেলাই প্রশিক্ষণ

৪. গবাদি পশুপালন

৫. কৃষি, মৎস চাষ

৬. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণ

৭. ক্ষুদ্রঋণ প্রদান ইত্যাদি।

ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য কৌশল

সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য সাধন করবে:

- কৌশলগত উদ্দেশ্য - জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল কি দারিদ্র ও বৈষম্য হ্রাস, মানব উন্নয়ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন প্রভৃতি লক্ষ্য অর্জন করছে?
- প্রায়োগিক উদ্দেশ্য - ব্যবস্থাপকগণ কিভাবে নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বাড়াতে পারে?
- শিক্ষণীয় উদ্দেশ্য - সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের বাস্তবায়ন থেকে কি শিক্ষা লাভ করা যেতে পারে? এনএসএসএস এর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত তথ্যভাণ্ডারগুলো নিম্নোক্ত তিনটি স্তরের জন্য প্রয়োজন হবে:

  ক. কর্মসূচিওয়ারি পরিবীক্ষণ

  খ. সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রক্রিয়ার পরিবীক্ষণ

  গ. সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রভাব মূল্যায়ন

ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ কাঠামোর অধীনে সাধারণত এ তিনটি স্তরের প্রতিটির জন্য অনেকগুলি নির্দেশক চিহ্নিত করা হয়, প্রতিটি স্তরের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় এবং প্রতিটি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ফলাফল অর্জন চিহ্নিত করতে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া পরিচালনা করা হয়।[২২৪]

কৌশলের অধীনে স্বতন্ত্র কর্মসূচিসমূহের পরিবীক্ষণ

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে অন্তর্ভুক্ত কর্মসূচিওয়ারি পরিবীক্ষণের লক্ষ্য হবে কর্মসম্পাদন

---

[২২৪] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

নির্দেশকসমূহের (Performance indicators) বিপরীতে তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন। এসব নির্দেশকের মধ্যে রয়েছে:

- সেবাগ্রহীতার সংখ্যা
- প্রদত্ত সুবিধার সংখ্যা
- সুবিধাভোগী প্রতি গড় সুবিধা
- খানার মোট আয় বা মাথাপিছু আয়ের শতাংশ হিসেবে সুবিধার প্রকৃত মূল্যমান
- একক প্রতি মূল্য হস্তান্তরের (ভ্যালু ট্রান্সফার) ব্যয় (যেমন ১০০ টাকা) বিভিন্ন সাধারণ শিরোনামের অধীনে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া কর্মসূচির তাৎক্ষণিক প্রভাব, যেমন অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব চিহ্নিত করবে। এছাড়া কিছু ক্ষেত্রে অধিকতর সুনির্দিষ্ট শিরোনামের অধীনে, যেমন শিক্ষাগত প্রভাব (শিক্ষামূলক কর্মসূচি) বা পুষ্টিগত প্রভাব (স্বাস্থ্য বা পুষ্টিগত কর্মসূচি) চিহ্নিত করবে। প্রতিটি শিরোনামের অধীনে আলোচ্য ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণে ব্যবহৃত হতে পারে এমন নির্দেশকের কিছু উদাহরণ নিম্নে প্রদান করা হলো।

অর্থনৈতিক প্রভাব

- খানা/পরিবারের বিনিয়োগ বৃদ্ধি
- শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ সংশ্লিষ্ট অবস্থার পরিবর্তন-গৃহস্থালি ও মজুরিভিত্তিক কাজ
- অর্থনৈতিক সুযোগের উন্নয়ন
- আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, যেমন ব্যাংক হিসেব খুলতে পারা

সামাজিক প্রভাব

- সুবিধাভোগীদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ,আত্মবিশ্বাস ও মত প্রকাশের সক্ষমতা বৃদ্ধি নারীর ক্ষমতায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর ভূমিকা বৃদ্ধি
- সনাতনী সামাজিক জেন্ডার নীতি ও মনোভাব পরিবর্তন
- শিশু শিক্ষায় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে জেন্ডার গ্যাপ কমানো

শিক্ষাগত প্রভাব

- স্কুলে ভর্তি ও শিক্ষার্থী ধরে রাখার হার বৃদ্ধি
- শ্রেণীকক্ষে উপস্থিতির হার বৃদ্ধি

- পরবর্তী ধাপে এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উত্তীর্ণ হবার হার বৃদ্ধি

পুষ্টিগত প্রভাব

- স্তন্যপানের হার বৃদ্ধি (১-১২ মাস)
- খাদ্য তালিকায় বৈচিত্র্য বৃদ্ধি (৬-২৩ মাস)
- স্তন্যপান ও ভোজনের হারসহ উন্নত বা মানসম্মত খাদ্যের প্রাপ্যতা (৬-২৩ মাস)
- খাদ্য তালিকায় বৈচিত্র্য বৃদ্ধি (প্রজনন বয়সী মহিলাদের) [২২৫]

কর্মসূচিওয়ারি পরিবীক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের অধিকাংশ আসবে কর্মসূচির নিজস্ব তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি থেকে। সঠিকভাবে পরিচালিত তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির পারস্পরিক সমন্বয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাতে সহজেই তথ্য বিনিময়, সংকলন এবং তুলনা করা যায়। তবে একটিমাত্র সমন্বিত তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি থাকতে হবে এমন নয়। বিভিন্ন কর্মসূচির প্রাতিষ্ঠানিক জটিলতা ও প্রশাসনিক ব্যবধানের কারণে একক তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি কার্যকর নাও হতে পারে। একইভাবে সমন্বিত সুবিধাভোগী তথ্যভাণ্ডারও অপরিহার্য নয়। প্রায়শ এটি বাস্তবসম্মত নয় এবং এক্ষেত্রে কিছু সংখ্যক ব্যক্তির সবগুলি কর্মসূচি থেকে বাদ পড়ে যাবার ঝুঁকি থাকে। এর পরিবর্তে বরং সকল কর্মসূচির জন্য অভিন্ন নির্দেশক ব্যবহার করা যায়, যার ফলে বিভিন্ন কর্মসূচির তথ্যের তুলনা ও সংকলন সহজ হবে। পাশাপাশি সব কর্মসূচিভিত্তিক প্রতিটি তথ্যভাণ্ডারের ক্ষেত্রে সকল সুবিধাভোগীর জন্য অভিন্ন শনাক্তকরণ ব্যবস্থা থাকতে হবে যা জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত থাকবে।[২২৬]

সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রক্রিয়ার পরিবীক্ষণ

দ্বিতীয় যে ক্ষেত্রটির পরিবীক্ষণ প্রয়োজন হবে তা হলো জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের সার্বিক বাস্তবায়ন। এক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত প্রশ্নসমূহের উত্তর খুঁজতে হবে:

- কৌশলটি কি কাঙ্ক্ষিত সুবিধাভোগীদের নিকট পৌঁছে?
- কৌশলটি কি কাঙ্ক্ষিত সুবিধাভোগীদেরকে বাদ দেয়?
- কৌশলটি কি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনে সক্ষম?

---

২২৫ *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪-৮৫

২২৬ *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩-৮৪

- অবশিষ্ট জনগোষ্ঠীর ওপর এর প্রভাব কী?
- কৌশলের উপাদানগুলোর নকশা প্রণয়নের আরো ভালো কোনো উপায় আছে কি?
- কৌশলটিকে আরও অধিক দক্ষভাবে পরিচালনা করা যেতে পারে কি?
- বরাদ্দকৃত সম্পদ/অর্থ কি দক্ষতার সাথে ব্যয়িত হয়?
- আর্থিক বিষয়ে কর্মসম্পাদন কি কৌশলের নকশা অনুযায়ী হয়?

এজন্য সেইসব নির্দেশকের প্রয়োজন হবে যা কৌশলটির আর্থিক, প্রায়োগিক ও প্রাতিষ্ঠানিক দিক পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করবে।[২২৭]

সুতরাং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির জন্য ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা অনুসরণ করলে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। কারণ আন্ত-মন্ত্রণালয়ের ২৩টি মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও বিভাগ এ কার্যক্রমে আঞ্জাম দেয়। কিন্তু কার্যক্রমসমূহের ফলাফল সমন্বিত রিপোর্ট আকারে প্রকাশ না করার কারণে সরকারের জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির বাস্তবায়িত ফলাফল পূর্ণাঙ্গ অবগত হওয়া সম্ভব নয়।

পরিশেষে বলা যায়, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় গৃহীত 'জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি' অনন্য ভূমিকা পালন করছে। কারণ জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির সকল প্রোগ্রামই দেশের দুস্থ, অধিকার বঞ্চিত, পিছিয়ে পড়া, দলিত, পশ্চাৎপদ ক্ষুদ্র নৃ-জাতি-গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা, সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, জীবনমান উন্নয়ন কল্পে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ কথা সুবিদিত যে, কোন রাষ্ট্রের একটি সার্বিক অধিকার বঞ্চিত গোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে সেই রাষ্ট্রের উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব নয়। সুতরাং আন্তর্জাতিক পরিবীক্ষণের আলোকে গৃহীত বাংলাদেশের 'জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি যথাথভার্বে বাস্তবায়ন করতে পারলে ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত বিশ্বের গর্বিত সদস্য হতে পারবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।।

---

[২২৭] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

তৃতীয় অধ্যায়

আল-কুর'আন ও হাদিসের দৃষ্টিতে

সামাজিক সুরক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

তৃতীয় অধ্যায়

আল-কুর'আন ও হাদিসের দৃষ্টিতে

সামাজিক সুরক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল-কুর'আন ও হাদিসে

সামাজিক সুরক্ষার নির্দেশনা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে

সামাজিক সুরক্ষার ধরন ও প্রকৃতি

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল-কুর'আন ও হাদিসে

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের নির্দেশনা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আল-কুর'আন ও হাদিসের দৃষ্টিতে

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন মডেল

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল-কুর‘আন ও হাদিসে সামাজিক সুরক্ষার নির্দেশনা

প্রথম অনুচ্ছেদ

আল-কুর‘আন ও হাদিসে সামাজিক সুরক্ষার গুরুত্ব ও তাত্ত্বিকতা

আল-কুর‘আন ও আল-হাদিসে সামাজিক সুরক্ষা প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কারণ সমাজবদ্ধভাবে জীবন যাপন করা মানবজাতির সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য। দৈনন্দিন জীবন যাপনে মানুষ একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। একজন ব্যক্তি তার পরিবারের ওপর যেমন নির্ভরশীল, তেমনি পরিবারও সমাজের ওপর নির্ভরশীল। তাই সমাজবদ্ধ জীবন ব্যতীত পারস্পরিক অধিকার প্রাপ্তি সম্পূর্ণ অসম্ভব। সমাজের প্রত্যেক মানুষের অধিকার সুরক্ষায় পারস্পরিক দায়বদ্ধতা ও দায়িত্বশীলতা প্রসঙ্গে আল-কুর‘আন ও হাদিসে সুবিস্তৃত আলোচনা স্থান পেয়েছে। প্রতিটি বক্তব্যে ব্যক্তির নিজের প্রতি, তার পরিবারের প্রতি তার সমাজের মানুষের প্রতি অধিকারের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে।

সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে রাষ্ট্রের দায়িত্ব

সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে রাষ্ট্রের দায়িত্ব সর্বাগ্রে। তারপরও আল-কুর‘আন ও হাদিসে এ দায়িত্ব মুসলিম উম্মাহর প্রত্যেকের ওপর অর্পণ করেছে। সামাজিক সুরক্ষা বাস্তবায়নের অংশীদার ব্যক্তি তার নিজের জন্য, পবিবারের কর্তা তার পরিবারের জন্য, সমাজপতি তার সমাজের জন্য এমনকি রাষ্ট্রপতি তাঁর রাষ্ট্রের জন্য নাগরিকের সার্বিক সুরক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে যথাযথ দায়িত্ব পালনের লক্ষে আল-কুর‘আন ও হাদিসে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সামাজিক সুরক্ষার গুরুত্ব প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ‘নিশ্চয়

আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারকে প্রর্ত্যপণ করতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে বিচার করবে।'[২২৮]

এ আয়াতটি আন্তর্জাতিক সামাজিক সুরক্ষা ও বিশ্বমানবাধিকারের সবচেয়ে বড় ভাষ্য। এ আয়াতের আবেদন স্থানকাল পাত্র জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মানবজাতিকে সামাজিক সুবিচার, সামাজিক সুরক্ষা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করে চলেছে। এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন,

اختلف أهل التأويل فيمن عُني بهذه الآية.فقال بعضهم: عني بها ولاة أمور المسلمين.

"তাফসীরকারগণ উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, 'এ আয়াতের ঘোষণা মুসলিম শাসকদের উদ্দেশ্যে।"[২২৯] এ প্রসঙ্গে কয়েকটি ভাষ্য নিম্নরূপ:

১. যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (র.) বলেন,

نزلت هذه الآية:"إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها"، في ولاة الأمر

'এ আয়াতখানি বিশেষভাবে শাসনকর্তাদের সর্ম্পকে নাযিল হয়েছে।[২৩০]

২. লাইছ (র.) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

نزلت في الأمراء خاصة"إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل".

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারকে প্রর্ত্যপণ করতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়নতার সঙ্গে বিচার করবে।' এ আয়াতখানি বিশেষভাবে শাসনকর্তাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।'[২৩১]

৩. 'আলী (রা.)-এর উপদেশসমূহের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত।

---

২২৮ *আল-কুর'আন*, সূরা আন-নিসা (৪) : ৫৮

২২৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর আত-তাবারী, *আল-জামিউ'ল বায়ান ফী তা'বীলি আয়িল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, খণ্ড-৮, পৃ. ৪৯০

২৩০ মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর আত-তাবারী, *আল-জামিউ'ল বায়ান ফী তা'বীলি আয়িল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ৯৮৩৯

২৩১ মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর আত-তাবারী, *আল-জামিউ'ল বায়ান ফী তা'বীলি আয়িল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ৯৮৪০

حقٌّ على الإمام أن يحكم بما أنزل الله، وأن يؤدِّيَ الأمانة، وإذا فعل ذلك، فحقّ على الناس أن يسمعوا، وأن يُطيعوا، وأن يجيبوا إذا دُعوا

'শাসকের ওপর দায়িত্ব হল, আল্লাহ্ তা'আলার অবতীর্ণ আইন মুতাবিক শাসনকার্য পরিচালনা করা। শাসকের আরো কর্তব্য হচ্ছে, জনগণের আমানত আদায় করা। 'আর ঐ কার্যসমূহ যখন তিনি সম্পাদন করবেন, তখন জনগণের কর্তব্য হয়ে পড়ে তার হুকুম পালন করা, আনুগত্য করা। আর যখন তিনি আহ্বান করেন তখন সাড়া দেয়া।'[২৩২]

৪. ইউনুছ ইব্ন ওয়াহাব থেকে তিনি ইব্ন যায়িদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার পিতা বলেছেন, 'هم الوُلاة، أمرهم أن يؤدّوا الأمانات إلى أهلها এ আয়াতে শাসকবর্গকে বুঝানো হয়েছে। যাতে তারা আমানত তার হকদারকে প্রত্যর্পণ করে।[২৩৩]

উপর্যুক্ত ভাষ্যসমূহের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের সামগ্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক সুরক্ষা প্রদান রাষ্ট্রপ্রধানের সর্বপ্রধান দায়িত্ব ।

সামাজিক সুরক্ষায় রাষ্ট্রের সহযোগী দায়িত্বশীলতা প্রসঙ্গ

সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে রাষ্ট্রের সহযোগী দায়িত্বশীলতা প্রসঙ্গে আল-কুর'আন ও হাদিসে গুরুত্বসহকারে দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সমাজে বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও জবাবদিহির বিষয়ে হাদিসে এসেছে, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমার (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছি,

(كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته) . قال وحسبت أن قد قال (والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته)

---

২৩২ মুহাম্মদ ইবন জারীর আত-তাবারী, *আল-জামিউ'ল বায়ান ফী তা'বীলি আয়িল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ৯৮৪১।

২৩৩ মুহাম্মদ ইবন জারীর আত-তাবারী, *আল-জামিউ'ল বায়ান ফী তা'বীলি আয়িল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ৯৮৪৪।

‘তোমরা সকলেই রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং তোমাদের প্রত্যেককেই অধীনস্তদের (দায়িত্ব) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। ইমাম একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি, তাকে তার অধীনস্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। পুরুষ তার পরিবার বর্গের অভিভাবক, তাকে তার অধীনস্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। নারী তার স্বামীর সংসারের তত্ত্বাবধায়ক তাকে তার অধীনস্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। খাদিম তার মনিবের ধন-সম্পদের রক্ষক তাকেও তার মনিবের ধন-সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। ইব্ন ‘উমার (রা.) বলেন, আমার মনে হয়, রাসূলুলুল্লাহ্ (সা.) আরো বলেছেন, পুত্র তার পিতার ধন-সম্পদের রক্ষক এবং এগুলো সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। তোমরা সবাই রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং তাদের অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।[২৩৪]

সুতরাং ইসলাম সামাজিক জীবনের পারস্পরিক দায়িত্বশীলতার নীতিমালাকে পূর্ণবিবরণসহ নিজের সামনে বর্তমান রেখেছে। ব্যক্তি এবং তার সত্ত্বা, ব্যক্তি ও তার নিকটতম পরিবার, ব্যক্তি ও সমাজ এক জাতির সাথে অপর জাতি এবং একটি বংশ ও ভবিষ্যতে আগত বংশের সকলের মধ্যে সামাজিক জীবনের পারস্পরিক দায়িত্বশীলতার নীতিমালাই পথ প্রদর্শণ রূপে ভূমিকা গ্রহণ করে। দায়িত্বশীলতার এহেন মিলিত সামাজিক নীতিমালা ব্যক্তি ও তার সত্ত্বার মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার এবং তার উন্নতি ও সমৃদ্ধির নিমিত্ত ভূমিকা পালন করে।[২৩৫] এজন্য মুসলিম উম্মাহর প্রত্যেকেই সমাজ উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষা বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বশীলের ভূমিকা পালন করবে।

আল-কুর‘আনে সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের নির্দেশনা

আল-কুর‘আনে বিভিন্ন আয়াতে সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনার প্রতি নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সমাজে বসবাসরত অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন, ইয়াতিম, মিসকীন, পরিব্রাজকসহ সকল দুস্থ মানুষের অধিকার সুরক্ষা বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে আল-কুর‘আনে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে । এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

---

[২৩৪] আবূ ‘আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, ***আল-জামি‘আল-মুসনাদ আস-সহীহ্ আল-মুখতাসার মিন উমূরি রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি*** (সহীহ্ আল-বুখারী), সাউদি আরব: বাইতুল আফকার, ১৯৯৮ খ্রি.), খণ্ড-১, পরিচ্ছেদ: باب الجمعة في القرى والمدن, হাদিস নং ৮৩৫, পৃ. ৩০৪

[২৩৫] সাইয়েদ কুতুব শহীদ, ***ইসলামে সামাজিক সুবিচার*** (ঢাকা : ইসলামিয়া কুরআন মহল, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ১৩৮

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ

‘আর স্মরণ কর, যখন আমি বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত করবে না এবং সদাচার করবে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকীনদের সাথে। আর মানুষের সাথে উত্তম কথা বল, সালাত কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর। অতঃপর তোমাদের মধ্য থেকে স্বল্প সংখ্যক ছাড়া তোমরা ফিরে গেলে। আর তোমরা (স্বীকার করে অতঃপর তা থেকে) বিমুখ হও।[২৩৬]

এ আয়াতে সামাজিক সুরক্ষার মৌলিক বিষয়সমূহ একীভূত করা হয়েছে। এখানে কয়েকটি অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

১. তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত করবে না;

২. সদাচার করবে পিতা-মাতার সঙ্গে;

৩. সদাচার করবে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে;

৪. সদাচার করবে ইয়াতীমদের সঙ্গে;

৫. সদাচার করবে মিসকীনদের সঙ্গে;

৬. আর মানুষকে উত্তম কথা বল;

৭. সালাত কায়েম কর (যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় এবং সামাজিক সৌভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি হয়)।

৮. যাকাত প্রদান কর।[২৩৭]

অন্য আয়াতে নিঃস্ব ও বঞ্চিতদের অধিকারের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ‘আর তাদের ধনসম্পদে রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক।’[২৩৮] অর্থাৎ রাষ্ট্রীয়ভাবে

---

২৩৬ *আল-কুর’আন*, আল-বাকারা (২): ৮৩

২৩৭ *আল-কুর’আন*, আল-বাকারা (২): ৮৩

২৩৮ *আল-কুর’আন*, আয-যারিয়াত (৫১) : ১৯

যাকাত, উশর, খারাজসহ বায়তুলমালে জমাকৃত অর্থে নিঃস্ব দরিদ্র ও অধিকার বঞ্চিতদের সুনির্দিষ্ট ভাতার ব্যবস্থা করা। ইসলামের প্রথম যুগে মদীনা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সুবিধাবঞ্চিতদের সহযোহিতা করা হতো।[২৩৯] কারণ দরিদ্রতা মনোস্বাস্থ্যের উপরও কুপ্রভাব ফেলে। এর প্রতিক্রিয়ায় উদ্বেগ, অসন্তোষ প্রভৃতি স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়। এতে উৎপাদন ব্যাহত হয় ও অর্থনীতির উপর মারাত্মক প্রভাব পড়ে। এছাড়া আরো বিপর্যয় ও ক্ষতি রয়েছে।[২৪০] এজন্য আল-কুর'আনে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত প্রতিবন্ধীদের অবজ্ঞা না করার নির্দেশনা পেশ করা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

عَبَسَ وَتَوَلَّى (1) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (2) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (3) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (4)

তিনি [২৪১] ভ্রূকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কারণ তার কাছে অন্ধ লোকটি[২৪২] আগমন করেছিল। আর কিসে আপনাকে জানাবে যে, সে হয়ত পরিশুদ্ধ হতো। অথবা উপদেশ গ্রহণ করতো, ফলে সে উপদেশ তার উপকারে আসত।[২৪৩]

কাজেই সামাজিক অবস্থান ও গুরুত্বের দিক দিয়ে সামাজিক কর্মসূচি মূলত পাঁচটি বিষয়ে আবর্তিত। তা হলোঃ

১. রাষ্ট্রীয় ভাতা;

২. দারিদ্র বিমোচন;

৩. খাদ্য নিরাপত্তা;

৪. প্রতিবন্ধীদের অধিকার সুরক্ষা; এবং

৫. পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলস্রোতে অংশগ্রহণ করানো।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, আল-কুর'আন ও হাদিসে সামাজিক সুরক্ষার বিষয়ে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আর সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার বাস্তবায়ন করার জন্য সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার

---

২৩৯ জুরযী যাইদান, ***তারিখ আত-তামাদ্দুন আল-ইসলামি*** (কায়রোঃ হিনদায়ী ফাউন্ডেশন, ২০১২ খ্রি.), খণ্ড-১, পৃ. ১৮০

২৪০ ডক্টর ইউসূফ আল-কারদাভী, ***ইসলামে দারিদ্র বিমোচন*** (ঢাকাঃ সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ৩৩

২৪১ বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

২৪২ আবদুল্লাহ ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা.)। তিনি ছিলেন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী সাহাবী।

২৪৩ ***আল-কুর'আন***, সূরা আল-আবাসা (৮০): ১-৪

পাশাপাশি সমাজে জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ দায়িত্ব পালন না করলে এ ব্যাপারে আখিরাতে জবাবদিহি করতে হবে। সুতরাং সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর অর্পিত একটি দায়িত্ব।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

কুরআন হাদিসের আলোকে সামাজিক সুরক্ষার ধারণা

আল-কুর'আন ও হাদিসে সামাজিক সুরক্ষা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করা হয়েছে। এবং এ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। নিম্নে আল-কুর'আন ও হাদিসের দৃষ্টিতে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

মানবজাতির আদি পিতামাতাকে সৃষ্টি করে সুরক্ষা প্রদান

মানবজাতি সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই সামাজিক ও সুরক্ষিত। কারণ, মানব জাতির আদি পিতা আদম (আ.)-কে সৃষ্টির পর তার একাকিত্ব দূর করার জন্য ও মানব জাতির বংশ বৃদ্ধি ও বিকাশের লক্ষে তাঁর স্ত্রী হাওয়া (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়।[২৪৪] এরপর আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নিজস্ব অভিপ্রায় অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত জান্নাতে তাঁদেরকে সুরক্ষিত রাখেন। এ প্রসঙ্গে আল-কুর'আনে এসেছে,

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

''আর আমি বললাম, 'হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং তা থেকে আহার কর স্বাচ্ছন্দ্যে, তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী এবং এই গাছটির নিকটবর্তী হয়ো না, তাহলে তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।'[২৪৫]

এ আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত, আল্লাহ্ তাআলা প্রথম মানব ও মানবী আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.)-কে সৃষ্টি করার পর জান্নাতে মৌলিক তিনটি সুরক্ষা প্রদান করেছিলেন, তা হলো:

১. জান্নাতে বসবাস করার সুযোগ প্রদান ;

---

২৪৪ ইমদাদুল হক, আল-কুর'আনে বর্ণিত বিভিন্ন জাতির ধর্মবিশ্বাস: একটি ধর্মতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, **জার্ণাল অব দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ**, ভলিউম ২০, নং ২, (কুষ্টিয়া: ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ, জুন-২০১৮ খ্রি.), পৃ. ১২৮

২৪৫ *আল-কুর'আন*, আল-বাকারা (২) : ৩৫

২. স্বাচ্ছন্দ্যে ইচ্ছানুযায়ী খাদ্য গ্রহণ করার সুযোগ প্রদান ;

৩. নিষিদ্ধ জিনিস বর্জন করে সুরক্ষার নির্দেশনা কার্যকর রাখা ;

আল্লাহ্ তা'আলা একটি সুনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাঁদেরকে জান্নাতে বসবাস করার সুযোগ প্রদান করে পৃথিবীতে সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের সূচনা করেন।

পৃথিবীতে প্রথম সামাজিক সুরক্ষার ধারণা ও এর বিকাশ

পৃথিবীতে মানবজাতির সূচনা পর্ব শুরু হয়েছিল জান্নাতে সব ধরণের সুযোগ সুবিধা ভোগের আদেশের মাধ্যমে। আদি পিতা হযরত আদম (আ.) ও আদি মাতা হযরত হাওয়া (আ.)-কে পৃথিবীতে প্রেরণ করার পর তাদের উভয়ের মাধ্যমে মানবজাতির বংশ বিস্তার শুরু হয়। এ প্রসঙ্গে আল-কুর'আনে এসেছে,

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

"হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক নফ্স (ব্যক্তি)[২৪৬] থেকে। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী।"[২৪৭]

অত্র আয়াত প্রসঙ্গে ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তিনিই তোমাদের রব যিনি সকল প্রাণীকে একটি থেকেই সৃষ্টি করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি তাঁর বান্দাদের অবগত করেন যে, কিভাবে তিনি একটি মাত্র জীবন থেকে সৃষ্টির সূচনা করেছেন।[২৪৮] সুদ্দী, সাঈদ ও কাতাদার মতে, আয়াতে نفس واحدة দ্বারা হযরত আদম 'আলাইহিস সালামকে বোঝানো হয়েছে।[২৪৯] এ প্রসঙ্গে আল-কুর'আনে অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

---

২৪৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর আত-তাবারী, *আল-জামিউ'ল বায়ান ফী তা'বীলি আয়িল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৫১৪

২৪৭ *আল-কুর'আন*, আন-নিসা (৪) : ১

২৪৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর আত-তাবারী, *আল-জামিউ'ল বায়ান ফী তা'বীলি আয়িল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৫১২

২৪৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর আত-তাবারী, *আল-জামিউ'ল বায়ান ফী তা'বীলি আয়িল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১২

‘হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে এক নারী ও এক পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার।’[২৫০]

এ আয়াতে একজন পুরুষ ও একজন নারী বলতে হযরত আদম (আ.) ও হযরত হাওয়া (আ.) কে বুঝানো হয়েছে। এরপরও এ দ্বারা ‘ويجوز أن يكون المراد هنا أنا خلقنا كل واحد منكم من أب وأم’ এ উদ্দেশ্য করাও বৈধ যে, আমি তোমাদের প্রত্যেককে তোমাদের পিতা ও মাতা থেকে সৃষ্টি করেছি।[২৫১] এরপর বিভিন্ন গোত্রে ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়েছে। সুতরাং গোটা মানবজাতি এক উম্মাহ্‌ভুক্ত, যাদের আদি পিতা ও আদি মাতা আদম ও হাওয়া (আ.)। কাজেই মানবজাতির একে অপরের ওপর অধিকার রয়েছে। যেখান থেকে মানব জাতির সূচনা, সামাজিক জীবনবোধের সূচনাও সেখান থেকে। এরপর মানবজাতির বিস্তৃতি ও সম্প্রসারণ হয়েছে এবং তারা বিভিন্ন সামাজিক জাতি-গোষ্ঠীতে বিভক্ত ও পরিচিত হয়েছে।[২৫২]

এছাড়াও পৃথিবীতে মানব ইতিহাসের সূচনালগ্ন থেকে আল-কুর‘আন নাযিলের সমসাময়িক পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে আরো কত জাতি-গোষ্ঠী ছিল, যারা কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে এর কোন সঠিক তথ্য আমাদের নিকট নেই।[২৫৩] উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত জাতি-গোষ্ঠীরা নিজ নিজ অবস্থানে স্বতন্ত্র আচার-আচরণ, নিয়ম-নীতি, লেন-দেন, সমাজ-সামাজিকতা, সভ্যতা, সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এভাবে অঞ্চল ও এলাকা ভেদে পৃথক পৃথক সামাজিক আচার রূপ পরিগ্রহ করে। আর এভাবেই সৃষ্টির আদি হতে মানব জাতির মধ্যে সমাজবদ্ধতা ও সামাজিক মানসিকতা প্রতিষ্ঠা পায়। আর এ সামাজিকতার জন্যেই তারা একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। আর তখনই যে দায়িত্ববোধ তাদের মাঝে বিকাশ লাভ করে সেটির বাস্তবরূপই হল সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করা বা সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম। পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পেয়েছে ততই মানুষের সামাজিক সুরক্ষার বিষয়টি আরো বেশী প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

---

২৫০ *আল-কুর‘আন*, আল-হুজুরাত (৪৯) : ১৩।

২৫১ শিহাবুদ্দীন মাহমুদ ইব্‌ন ‘আবদুল্লাহ্‌ আল-হুসাইনী আল-আলুসী, ***রূহুল মা‘আনী ফী তাফসীরিল কুরআন ওয়া সাবয়িল মাছানী***, (মাকতাবাতুশ-শামিলাহ্‌, প্রাগুক্ত), ১৯ তম খণ্ড, পৃ. ২৮৯

২৫২ ড. মোঃ ছামিউল হক ফারুকী, ***ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ সেবা ও সংস্কার***, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ২০২০ খ্রি.), পৃ. ৯

২৫৩ ইমদাদুল হক, ***আল-কুর‘আনে বর্ণিত বিভিন্ন জাতির ধর্মবিশ্বাস: একটি ধর্মতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, প্রাগুক্ত***, পৃ. ১২৮-১২৯

সুতরাং আল-কুর‘আনে ও হাদিসে সামাজিক সুরক্ষার সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনাও প্রদান করা হয়েছে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

আল-কুর’আন ও হাদিসের আলোকে সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি

সামাজিক সুরক্ষা হল সমাজের প্রত্যেক মানুষের যথাযথ অধিকার প্রদান করা। আর এটিই হল, সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আল-কুর‘আন ও হাদিসে সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে।

আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করা

আল-কুর’আন ও হাদিসের আলোকে সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করা। কারণ,আল্লাহর বিধান সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হলেই কেবলমাত্র সামাজিক সুরক্ষার বাস্তবায়ন করা যায়। এ জন্য আল-কুর‘আনে একাধিক আয়াত নাযিল হয়েছে। সামাজিক সুরক্ষা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

‘‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারকে প্রর্ত্যপণ করতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে বিচার করবে।’’[২৫৪]

এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা‘আলা শাসককে তার রাষ্ট্রের অধিকার বঞ্চিত নাগরিকদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য যথাযথ দায়িত্ব পালন করার নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

বঞ্চিত নাগরিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা

সামাজিক সুরক্ষার মূল প্রতিপাদ্য হল সমাজের বঞ্চিত নাগরিকের অধিকার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। এ জন্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নকল্পে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে তার যথাযথ অধিকার প্রদান করতে হবে। অধিকার বঞ্চিতদের সামাজিক সুরক্ষা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ

[২৫৪] *আল-কুর‘আন*, নিসা (৪) : ৫৮

وَالْمَحْرُومِ ''আর তাদের ধনসম্পদে রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক।''[২৫৫] এ আয়াতে অধিকার বঞ্চিত নাগরিকের প্রাপ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা

সমাজের সকল জাতি গোষ্ঠীর যথাযথ অধিকার প্রদান করার জন্য সামাজিক ঐক্য গড়ে তোলতে হবে। কারণ সামাজিক ঐক্য ছাড়া অনগ্রসর পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলস্রোতে আনা সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

''আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পরের শত্রু ছিলে। তারপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালবাসার সঞ্চার করেছেন। অতঃপর তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই-ভাই হয়ে গেলে। আর তোমরা ছিলে আগুনের গর্তের কিনারায়, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বয়ান করেন, যাতে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হও।''[২৫৬]

এ আয়াতের দ্বারা সমাজের সকলকে নিয়ে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, যাতে সমাজে সবার মাঝে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি সামাজিক সুরক্ষা প্রতিষ্ঠার জন্য একটি মাইল ফলক।

সমাজ সংস্কারমূলক কার্যক্রম পরিচালনা

ভবঘুরে, কিশোর অপরাধী ও সামাজিক অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের উন্নয়ন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির অন্যতম দিক। সমাজ সংস্কার, সমাজসেবা, সমাজ উন্নয়ন, সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সমাজের সর্বশ্রেণির জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য প্রয়োজন সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

---

[২৫৫] *আল-কুর'আন*, আয-যারিয়াত (৫১) : ১৯

[২৫৬] *আল-কুর'আন*, আলি-ইমরান (৩) : ১০৩

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

''আর যেন তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে, ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম।''[২৫৭]

এ আয়াতে কারীমার দ্বারা কল্যাণমূলক কার্যক্রমের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের প্রতি গুরুত্বারোপ করে অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

''তোমরা হলে সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানুষের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। আর যদি আহলে কিতাব ঈমান আনত, তবে অবশ্যই তা তাদের জন্য কল্যাণকর হত। তাদের কতক ঈমানদার। আর তাদের অধিকাংশই ফাসিক।''[২৫৮]

সমাজে অসৎ কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ প্রদান প্রসঙ্গে আবূ সাঈদ আল খুদুরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন অন্যায় সংঘটিত হওয়া প্রত্যক্ষ করবে, সে তার হাত (ক্ষমতা) দ্বারা তা প্রতিহত করবে সে যেন অবশ্যই তা তার হাত দ্বারা প্রতিহত করে । অতঃপর যদি তাতে সে সক্ষম না হয় তবে যেন তার কথা (বক্তব্য, ভাষ্য, বিবৃতি) দিয়ে পরিবর্তনের চেষ্টা করে, অতঃপর যদি এতেও সে সামর্থ্য না হয়, তবে সে যেন তার অন্তর দিয়ে পরিবর্তনের চেষ্টা করে (ঘৃণা করে বা পরিকল্পনা করে)। এটি সর্বাধিক দুর্বল ঈমান-এর পরিচয়।"[২৫৯] এ হাদিসে উল্লেখিত অপরাধ দমনের নীতিমালা অনুসরণ

---

[২৫৭] *আল-কুর'আন*, আলি-ইমরান (৩) : ১০৪

[২৫৮] *আল-কুর'আন*, আলি-ইমরান (৩) : ১১০

[২৫৯] আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, আস-সহীহ, (বৈরূত: দারুল জীল, তা.বি.), খণ্ড-১, বাব: باب بَيَانِ كَوْنِ النَّهْىِ عَنِ الْمُنْكَرِ مِنَ الإِيمَانِ وَأَنَّ الإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ وَأَنَّ الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْىَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاجِبَانِ , হাদিস নং ১৭২, পৃ. ৫০

করলে সমাজ সংস্কারে অভাবনীয় পরিবর্তন সাধিত হবে এবং সমাজে কল্যাণের ধারা প্রবাহিত হতে পারে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা

সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি/কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজন সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা ব্যতিত সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম যথার্থভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। সমাজ ও রাষ্ট্রের সকলস্তরে সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

''নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন ন্যায় বিচার, সদাচার ও নিকট আত্মীয়দের দান করার প্রতি এবং তিনি নিষেধ করছেন অশ্লীলতা, পাপাচার এবং অবাধ্যতা থেকে। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, আশা করা যায়, তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে।''[২৬০]

সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য মাদীনা মুনাওয়ারাহ্ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রতিষ্ঠা করেন একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থা যা ছিল ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী নির্বিশেষে ইনসাফপূর্ণ। সেই ইনসাফপূর্ণ ব্যবস্থাপনা সর্বপর্যায়ের নাগরিকের যথাযথ অধিকার সুরক্ষায় অসামান্য অবদান রেখেছিল।

সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত

সামাজিক সুবিচার প্রাপ্তি সমাজের সর্বশ্রেণির মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। বিশেষ করে দুস্থ, পশ্চাৎপদ, অবহেলিত, দলিত, অধিকার বঞ্চিত ও ক্ষুদ্র-নৃ-গোষ্ঠীভুক্ত নাগরিকদের বিষয়টি উল্লেখযোগ্য। কারণ এদের মধ্যে কেউই শক্তিশালী কোন কমিউনিটি লাভ করতে পারেনি। সেজন্য তারা তাদের যথাযথ অধিকার থেকে অতি স্বাভাবিকভাবে বঞ্চিত হয়। নিম্নে বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার কয়েকটি দষ্টান্ত উপস্থাপন করা হলোঃ আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত,

أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّتْهُمْ الْمَرْأَةُ الْمَخْزُومِيَّةُ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ

---

[২৬০] *আল-কুর'আন*, সুরা আন-নাহাল (১৬) : ৯০

قَامَ فَخَطَبَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا

''মাখযুমী গোত্রের জনৈকা মহিলার অপরাধ কর্মের ব্যাপারে কুরাইশ বংশের লোকদের খুব দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল। সে চুরি করেছিল। সাহাবীগণ বললেন রাসূল (সা.)-এর সঙ্গে কে এবিষয়ে কথা বলতে পারবে? আর রাসূল (সা.)-এর প্রিয়পাত্র উসামা (রা.) ছাড়া কেউ এই সাহস পাবে না। অতএব উসামা (রা.) রাসূল (সা.)-এর সাথে কথা বললেন। এতে তিনি বললেন, তুমি আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত শাস্তি বিধানের ক্ষেত্রে সুপারিশ করছ? এরপর তিনি দাঁড়িয়ে খুত্বা (ভাষণ) দিলেন এবং বললেন, হে মানবমণ্ডলী! নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের লোকেরা এজন্য পথভ্রষ্ট হয়েছে। কেননা, কোন সম্মানিত লোক চুরি করলে তারা তাকে রেহাই দিতো। আর কোন দুর্বল লোক চুরি করলে তার ওপর শরীয়তের শাস্তি কার্যকর করতো । আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করে তবে অবশ্যই মুহাম্মাদ (সা.) তার হাত কেটে দেবে।''[২৬১]

অন্য হাদীসে এসেছে, সাফওয়ান ইব্ন 'আবদুল্লাহ ইব্ন সাফওয়ান (র) হতে বর্ণিত–

أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ قِيلَ لَهُ إِنَّهُ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ هَلَكَ فَقَدِمَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ الْمَدِينَةَ فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ فَجَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَخَذَ صَفْوَانُ السَّارِقَ فَجَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ إِنِّي لَمْ أُرِدْ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ

"সাফওয়ান ইব্ন 'উমায়্যা (রা)-কে বলা হলো, যে ব্যক্তি হিজরত করেনি সে ধ্বংস হোক। অতএব সাফওয়ান ইব্ন উমায়্যা (রা) মদীনায় এসে তার চাদর তার মাথার নিচে রেখে মসজিদে নববীতে শুয়ে পড়লেন। ইত্যবসরে এক চোর এসে তার চাদর চুরি করলো। সাফওয়ান (রা) চোরকে ধরে ফেলে তাকে রাসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবারে হাজির করেন । রাসূলুল্লাহ্ (সা.) চোরকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সাফওয়ানের চাদর চুরি করেছ ? সে বললো, হ্যাঁ। অতঃপর রাসুলুল্লাহ্ (সা.) তার হস্ত কর্তনের আদেশ

[২৬১] ***সহীহুল বুখারী,*** প্রাগুক্ত, হাদিস নং- ৬৭৮৮, পৃ. ৭৬২

দিলেন। সাফওয়ান বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ্ ! (সা.) আমার এই উদ্দেশ্য ছিল না। আমি এই শাস্তি কামনা করিনি । আমি তাকে চাদরখানা দান করলাম। রাসুলুল্লাহ্ (সা.)বললেন, আমার নিকট তাকে আনার পূর্বে তুমি তা করোনি কেনো" ।[২৬২]

উপর্যুক্ত হাদিসসমূহে বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কর্তৃক সামাজিক সুবিচারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর নিকট সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ছোট-বড়, সাদা-কালো, ধনী-গরিব, রাজা-প্রজা কোন ভেদাভেদ ছিল না। সমাজের সকলে সুবিচার লাভ করত এবং দরিদ্র ও দুস্থসহ সর্বপর্যায়ের মানুষেরা যথাযথ অধিকার লাভ করতো। এ দৃষ্টান্তগুলো থেকে আরো প্রমানিত হয় যে,সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে রাসূলুল্লাহ (সা) সামান্য পরিমাণ অবহেলাও করেননি।

---

[২৬২] ইমাম মালিক ইব্ন আনাস, *মুয়াত্তা*, মাকতাবাতুশ-শামিলাহ্, ৫ম খণ্ড, কিতাব : আল-হুদুদ, হাদিস নং ১৩১৬, পৃ. ২১৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল-কুর‘আন ও হাদিসের আলোকে সামাজিক সুরক্ষার ধরণ ও প্রকৃতি

প্রথম অনুচ্ছেদ

আল-কুর‘আন ও হাদিসের আলোকে সামাজিক সুরক্ষা

আল-কুর‘আন ও হাদিসে সামাজিক সুরক্ষা প্রসঙ্গে গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয়েছে। সামাজিক সুরক্ষা সকলের জন্য বিশেষত তাদের জন্য যারা সমাজে অবহেলিত, বঞ্চিত ও নিগৃহীত। যেমন, দুস্থ বয়স্ক নারী-পুরুষ, ইয়াতিম ও দুস্থ শিশু, দুস্থ বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তা নারী, সব বয়সের দুস্থ প্রতিবন্ধী। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ‘‘সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা কর। মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো না।’’[২৬৩]

এ আয়াতে সামাজিক সকল কর্মকাণ্ডে যাবতীয় কল্যাণমূলক কার্যক্রমে সহযোগিতা করা ও যাবতীয় ক্ষতিকর কার্যক্রমে সহযোগিতা না করার আদেশ প্রদান করা হয়েছে। আর আল-কুর‘আনের এ ভাষ্যটি সামাজিক সুরক্ষার অন্যতম দলীল। সামাজিক সুরক্ষার নির্দেশনা পেশ করে হাদিসে এসেছে: আবূ মূসা (রা) নবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه ‘‘এক মু‘মিন অপর মু‘মিনের জন্য ‘ইমারাততুল্য যার এক অংশ অপর অংশকে সুদৃঢ় করে। এরপর তাঁর আঙুলগুলো একটি অন্যটির মধ্যে প্রবেশ করান।’’[২৬৪] মানুষের সামাজিক বৈশিষ্ট্য প্রাসঙ্গিক অপর এক হাদিসে এসেছে, নু‘মান ইব্ন বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى

---

[২৬৩] *আল-কুর‘আন*, আল-মায়িদা (৫) : ২

[২৬৪] আবূ ‘আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সহীহ্*, প্রাগুক্ত, খণ্ড- ৫, হাদিস নং ৫৬৮০, পৃ. ২২৪২

''স্নেহ-মমতা, ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে মু'মিনগন একটি দেহ তুল্য যার কোনো একটি অঙ্গ অসুস্থ হয়ে পড়লে গোটা দেহ নিদ্রাহীনতা ও জ্বরে ভোগতে থাকে।''[২৬৫]

এ হাদিসে উল্লেখিত تراحمهم অর্থ رحمة بعضهم بعضا (একে অপরের প্রতি রহমত বা অনুগ্রহ করা)। توادهم এর অর্থ تحابهم (তারা পরস্পরকে ভালবাসে)। تعاطفهم অর্থ تعاونهم (তারা পরস্পরে সহযোগিতা করে)। الجسد অর্থ الجسم الواحد بالنسبة إلى جميع أعضائه (একটি দেহসত্তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা অনেকগুলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমষ্টি)। اشتكى عضوا অর্থ لمرض أصابه এখানে উদ্দেশ্য একটি আঙ্গুলেরও অসুস্থতা। تداعىঅর্থ شاركه فيما هو فيه অর্থাৎ شاركه فيما هو فيه(সে যার মধ্যে যে অসুস্থতায় রয়েছে তাতে অংশীদার করায়)। السهر অর্থাৎ عدم النوم بسبب الألم (অসুস্থতার কারণে নিদ্রাহীনতা) । الحمى অর্থ حرارة البدن وألمه (শরীরে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং ক্লান্ত হয়)।[২৬৬]

উপর্যুক্ত হাদিসে ব্যবহৃত মৌলিক পরিভাষাগুলোর বর্ণনা থেকে অনুধাবন করা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) একটি সমাজকে একটি দেহসত্তার সাথে তুলনা করেছেন। এখানে এ হাদিসের মৌলিক উদ্দেশ্য হলো সমাজের সকল মানুষই একটি দেহসত্তার ন্যায়। সমাজের যে কেউ ব্যথিত হলে আরেক জনও ব্যথিত হবে। এর দ্বারা সমাজে একে অপরের পারস্পরিক সম্পর্ক ও দায়িত্বশীল হওয়ার দিকে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, যা আধুনিক পরিভাষায় সামাজিক সুরক্ষা নামে পরিচিত।

সামাজিক সুরক্ষার মৌলিক বিষয়সমূহ

১. জীবনের সুরক্ষা

২. রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা

৩. সম্পদের সুরক্ষা

৪. সুবিচার প্রাপ্তির অধিকারের সুরক্ষা

৫. জীবনমান উন্নয়নের সুরক্ষা

---

২৬৫ আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সহীহ্*, প্রাগুক্ত, খণ্ড- ৫, হাদিস নং ৫৬৬৫, পৃ. ২২৩৮

২৬৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩৮

৬. খাদ্য নিরাপত্তা ও সাস্থ্য সুরক্ষা

৭. শিক্ষার অধিকারের সুরক্ষা

৮. প্রতিবন্ধিতা ও অসুস্থতার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পাবার অধিকারের সুরক্ষা।

উপরোক্ত অধিকারসমূহ সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত যার প্রতি আল-কুর'আনে ও হাদিসে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে সামাজিক সুরক্ষার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম মূলত সমাজের দারিদ্রপীড়িত দুস্থ, প্রতিবন্ধী, অধিকার বঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য পরিচালিত হয়। আল-কুর'আন ও হাদিসে সমাজের এসকল সুবিধা বঞ্চিতদের অধিকার সুরক্ষা প্রসঙ্গে নির্দেশনা রয়েছে। নিম্নে আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে সামাজিক সুরক্ষার উল্লেখযোগ্য কতিপয় কার্যক্রম উল্লেখ করা হলো:

❖ জীবনচক্র কাঠামোর ভিত্তিতে সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম

জীবনচক্র কাঠামোর ভিত্তিতে সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রথম সোপান। আল-কুর'আন ও হাদিসে জীবনচক্র কাঠামোর ভিত্তিতে সামাজিক সুরক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। রাষ্ট্রের সর্বপর্যায়ের দুস্থ, অনগ্রসর জাতিগোষ্ঠীর সার্বিক জীবন মান উন্নয়ন কল্পে আল-কুর'আনের আলোকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মদীনা মুনাওয়ারাহ রাষ্ট্রে বাস্তবায়ন করেছিলেন সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম। নিম্নে আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে জীবনচক্র কাঠামোর ভিত্তিতে সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম-এর একটি চিত্র সারণী আকারে তুলে ধরা হলো:

সারণী-১।

জীবনচক্র কাঠামোর ভিত্তিতে সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম:

ক্রম	সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম	আল-কুর‘আনের নির্দেশনা
১	শিশুদের অধিকার সুরক্ষা	আল-কুর‘আন, ২:২৩৩
২	ইয়াতিম শিশুদের অধিকার সুরক্ষা	আল-কুর‘আন, ২:৮৩, ১৭৭, ২১৫, ২২০; ৪:২, ৩, ৬, ৮, ১০, ৩৬, ১২৭; ৮:৪১; ৫৯:৭
৩	দুস্থ শিশুদের অধিকার সুরক্ষা	আল-কুর‘আন, ৪:৫,৬
৪	বালক বালিকাদের অধিকার সুরক্ষা	আল-কুর‘আন, ৪:৫,৬
৫	শিক্ষালাভের উপযোগী শিশুদের অধিকার সুরক্ষা	আল-কুর‘আন, ৫৫: ১-৪; ৯৬:১-৪
৬	তরুণ/যুবকদের অধিকার সুরক্ষা	আল-কুর‘আন, ৬১:১০
৭	কর্মোপযোগীদের অধিকার সুরক্ষা	আল-কুর‘আন, ৬২:১০
৮	বয়স্কদের অধিকার সুরক্ষা	আল-কুর‘আন, ১৭: ২৩
৯	দুস্থ বয়স্কদের অধিকার সুরক্ষা	আল-কুর‘আন, ১৭: ২৩; ২:২১৫
১০	অসুস্থদের অধিকার সুরক্ষা	আল-কুর‘আন, ১, ১৩, ১৪

প্রতিবন্ধীদের অধিকার সুরক্ষা

অন্ধ, বিকলাঙ্গ মুসাফিরের অধিকার সুরক্ষা

আল-কুর‘আন ও হাদিসে সামাজিক সুরক্ষার মৌলিক প্রসঙ্গ

জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির মৌলিক বিষয়গুলোকে আল-কুর’আন ও হাদিসের আলোকে উপস্থাপন করা হলো:

শিশুদের অধিকার সংরক্ষণ

আল-কুর‘আন ও হাদিসে শিশুদের যথাযথ অধিকার ও সামাজিক সুরক্ষা প্রদান করেছে। শিশুর মৌলিক অধিকার হলো,অন্ততপক্ষে দুই বছর মাতৃদুগ্ধ পান করা। যদিও বর্তমানে দেশে দেশে অনেক উচ্চাভিলাষী মাতা নিজের শারীরিক কাঠামো বজায় রাখার অজুহাতে শিশুদের মাতৃদুগ্ধ পান করানো থেকে বঞ্চিত রাখেন, এটা শিশুর ক্ষেত্রে সম্পুর্ণ মানবাধিকার লংঘন। আল-কুর‘আনে সুস্পষ্টভাবে শিশুদের মাতৃদুগ্ধ

পান করানোর জন্য কমপক্ষে দুই বছর সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

‘‘আর মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু’বছর দুধ পান করাবে, (এটা) তার জন্য যে দুধ পান করাবার সময় পূর্ণ করতে চায়। আর পিতার ওপর কর্তব্য, বিধি মোতাবেক মায়েদেরকে খাবার ও পোশাক প্রদান করা। সাধ্যের অতিরিক্ত কোন ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদান করা হয় না। কষ্ট দেয়া যাবে না কোন মাকে তার সন্তানের জন্য, কিংবা কোন বাবাকে তার সন্তানের জন্য। আর ওয়ারিশের ওপর রয়েছে অনুরূপ দায়িত্ব। অতঃপর তারা যদি পরস্পর সম্মতি ও পরামর্শের মাধ্যমে দুধ ছাড়াতে চায়, তাহলে তাদের কোন পাপ হবে না। আর যদি তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে অন্য কারো থেকে দুধ পান করাতে চাও, তাহলেও তোমাদের ওপর কোন পাপ নেই, যদি তোমরা বিধি মোতাবেক তাদেরকে যা দেবার তা দিয়ে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।’’[২৬৭]

এ আয়াতে উল্লেখিত শিশুর দুগ্ধ পানের সময়সীমা প্রসঙ্গে ইমাম তাবারী (র) বলেন, আয়াতে উল্লেখিত "حولين"، فإنه يعني به سنتين، ‘ এখানে "حولين" দ্বারা পূর্ণ দু‘বছর বোঝানো হয়েছে।[২৬৮]

শিশুর মাতৃ-দুগ্ধপানের সময়সীমা প্রসঙ্গে তাফসীর মা‘আলিমুত-তানযীলে উল্লেখ করা হয়েছে, سنتين ‘দুই বছর’।[২৬৯] এ জন্য পূর্ণ দুই বছর মাতৃদুগ্ধপান না করালে শিশুর অধিকার লঙ্ঘিত হবে।

---

২৬৭ ***আল-কুর’আন***, সূরা আল-বাকারা (২) : ২৩৩

২৬৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর আত-তাবারী, ***আল-জামিউ’ল বায়ান ফী তা’বীলি আয়িল কুর’আন***, প্রাগুক্ত, ৫/৩১

২৬৯ আবূ মুহাম্মদ হুসাইন ইব্‌ন মাসউদ আল-বাগভী, ***মা’আলিমুত-তানযীল*** (মাকতাবাতুশ শামিলাহ), ১৯৯৭ খ্রি. ১/২৭৭, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৭

ইয়াতিম শিশুদের অধিকার সুরক্ষা

পিতৃ-মাতৃহারা মূল অভিভাবকশুন্য ইয়াতিমের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার নিদের্শ প্রদান করে আল-কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে,

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

''আর তোমরা উত্তম পন্থা অবলম্বন ব্যতীত ইয়াতীমের সম্পদের কাছে যেয়ো না [২৭০] ছাড়া, যতক্ষণ না সে বয়সের পূর্ণতায় উপনীত হয়। আর অঙ্গীকার পূর্ণ করো,নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।''[২৭১] এ আয়াতে ইয়াতিমের সম্পদের ও জীবনের সুরক্ষার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

বয়স্কদের অধিকার সুরক্ষা

আল-কুর'আন ও হাদিসে বয়স্কদের সামাজিক সুরক্ষা প্রদান করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। বয়স্কদের মধ্যে যারা পিতামাতা বা নিকট আত্মীয় তাদের প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বয়স্কদের অধিকার বর্ণনায় পিতা মাতার অধিকার প্রসঙ্গে আল-কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে,

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

''আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উফ' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। আর তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো।'[২৭২]

পরবর্তী আয়াতে পুনরায় বলা হয়েছে, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

'আর তাদের উভয়ের জন্য দয়াপরবশ হয়ে বিনয়ের ডানা নত করে দাও এবং বলো, 'হে আমার রব! তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন'।[২৭৩] হাদিসেও পিতামাতা ও পিতৃ-মাতৃ বয়স্ক সমতুল্য ব্যক্তিসহ সকল বয়স্ক ব্যক্তিদের সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশনা এসেছে, আনাস ইব্ন মালিক (রা.) বলেন, একজন বয়স্ক লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে সাক্ষাত করার উদ্দেশ্যে আসে লোকেরা তার জন্য

---

২৭০ অর্থাৎ তার সম্পদ বৃদ্ধি, তার নিজের খরচ এবং দরিদ্র হলে বেতন গ্রহণ বৈধ।

২৭১ *আল-কুর'আন*, সূরা আল-ইসরা (১৭) : ৩৪

২৭২ *আল-কুর'আন*, সূরা আল-ইসরা (১৭) : ২৩

২৭৩ *আল-কুর'আন*, সূরা আল-ইসরা (১৭) : ২৪

পথ ছাড়তে বিলম্ব করে। তা দেখে তিনি বললেন, যে আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং বয়স্কদের সম্মান করে না, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।[২৭৪]

সুতরাং আল-কুর'আনে ও হাদিসে বয়স্কদের অধিকার সুরক্ষার প্রতি গুরুত্ববহ নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধীর অধিকার সুরক্ষা

আল-কুর'আনে ও হাদিসে প্রতিবন্ধীদের সামাজিক সুরক্ষার নির্দেশও প্রদান করা হয়েছে। সমাজে অন্যান্য মানুষের মতই তাদের সম্মান ও গুরুত্ব পাবার অধিকার রয়েছে। তাদেরকে অবজ্ঞা ও অবহেলা না করারও নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইব্ন উম্মে মাকতুম (রা.) প্রসঙ্গে আল-কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে,

عَبَسَ وَتَوَلَّ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى – وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى – أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى

"তিনি ভ্রকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কারণ তাঁর কাছে অন্ধ লোকটি আগমন করেছিল। আর কিসে আপনাকে জানাবে যে, সে হয়ত পরিশুদ্ধ হত। অথবা উপদেশ গ্রহণ করত, ফলে সে উপদেশ তার উপকারে আসত।"[২৭৫]

উপরোক্ত আয়াতে কারীমায় দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী আবদুল্লাহ্ ইব্ন উম্মে মাকতুম (রা.)-এর মতো একজন সাহাবীকেও মূল্যায়ন করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। প্রতিবন্ধীদের ওপর কোন কঠিন কাজ বা কোন অপরাধের কঠিন বিধানও জারি করা সমীচিন নয়। এ প্রসঙ্গে সা'দ ইব্ন 'উবাদা (রা) বলেন,

كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا رَجُلٌ مُخْدَجٌ ضَعِيفٌ فَلَمْ يُرَعْ إِلَّا وَهُوَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَاءِ الدَّارِ يَخْبُثُ بِهَا فَرَفَعَ شَأْنَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اجْلِدُوهُ ضَرْبَ مِائَةِ سَوْطٍ قَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ هُوَ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ لَوْ ضَرَبْنَاهُ مِائَةَ سَوْطٍ مَاتَ قَالَ فَخُذُوا لَهُ عِثْكَالًا فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً

'আমাদের বাড়ি ঘরে খাটো হাতবিশিষ্ট এক দুর্বল থাকত। লোকজন তার ব্যাপারে কোনো (ক্ষতির) আশংকা করতো না। কিন্তু সে বাড়ির এক বাঁদীর সাথে যিনায় লিপ্ত হলো। সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে উত্থাপন করলেন। তিনি (রাসূল) বললেন তাকে একশত বেত্রাঘাত করো । সাহাবায়ে কিরাম বললেন, ইয়া নবীআল্লাহ! সে এই শাস্তি সহ্য করতে (অক্ষম) খুবই দুর্বল।

---

২৭৪ আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযি, *আল-জামি' আত-তিরমিযি*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ২০৩১

২৭৫ *আল-কুরআন*, সূরা আবাসা (৮০) : ১-৪

তাকে আমরা একশত বেত্রাঘাত করলে সে প্রাণ হারাতে পারে। তিনি বলেন তাহলে একশত শাখা বিশিষ্ট একটি খেজুরের কাঁদি লও । অতঃপর তাকে তা দিয়ে একবার প্রহার করো।'[২৭৬]

এ হাদিসের মাধ্যমে অবগত হওয়া যায়, সংশ্লিষ্ট অপরাধী একজন প্রতিবন্ধী হবার কারণে তাকে লঘু শাস্তি প্রদান করা হয়েছে।

বিধবা মহিলাদের অধিকার সুরক্ষা

আল-কুর'আনে ও হাদিসে যাদেরকে সামাজিক সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে তাদের মধ্যে বিধবা মহিলাও অর্ন্তভুক্ত। স্বামীহারা এসকল নারীকে সুরক্ষা প্রদান করা সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। বিধবা নারীর অধিকার প্রসঙ্গে নিম্নে আলোচনা করা হলঃ

স্বামীর সম্পদে উত্তরাধিকার

আল-কুর'আনে বিধবা নারীর জন্য মৃত স্বামীর সম্পদে তার উত্তারাধিকার স্বত্ব সাব্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

''আর স্ত্রীদের জন্য তোমরা যা রেখে গিয়েছ তা থেকে চার ভাগের একভাগ, যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে তাহলে তাদের জন্য আট ভাগের এক ভাগ, তোমরা যা রেখে গিয়েছ তা থেকে। তোমরা যে অসিয়ত করেছ তা পালন অথবা ঋণ পরিশোধের পর।'[২৭৭]

উক্ত আয়াতে বিধবা নারীকে তার স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পদে উত্তরাধিকার সাব্যস্ত করে আইন প্রণয়ন করেছে। এছাড়া বিধবা নারীকে সামাজিক সুরক্ষা প্রদান করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজেও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। মহানবী (সা.) বিধবা নারীদেরকে সম্মান প্রদান করেছেন। এ প্রসঙ্গে হাদিসে এসেছে, 'তিনি শুভ্র, তার চেহারার অসিলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করা হত, তিনি এতিমদের খাবার পরিবেশনকারী আর বিধবাদের তত্ত্বাবধায়ক।[২৭৮]

---

২৭৬ ***সুনানু ইব্ন মাজাহ,*** প্রাগুক্ত, কিতাবুল-হুদূদ বাবুল কাবিরী ওয়াল মারিদি ইয়াজিবু 'আলাইহিল-হাদ্দ, হাদিস নং ২৫৭৪; পৃ. ৫০৩; ***আবূ দাউদ;***, হাদিস নং ৪৪৭২; ***আহমাদ***, হাদিস নং ২১৪২৮

২৭৭ ***আল-কুর'আন***, সূরা আন-নিসা (৪) : ১২

২৭৮ আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, ***আস-সহীহ্***, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ১০০৮

তালাকপ্রাপ্তা নারীর অধিকার সুরক্ষা

আল-কুর‘আন ও হাদিসে তালাকপ্রাপ্তা নারীদের সামাজিক সুরক্ষা প্রদানের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আল-কুর‘আনে একাধিক স্থানে তালাকপ্রাপ্তা নারীর অধিকার প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে, এমনকি আত-তালাক নামে আল-কুর‘আনে একটি সূরাও নাযিল করা হয়েছে। সেখানেও তালাকপ্রাপ্তা নারীর নিরাপত্তা ও সুরক্ষামূলক নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

‘‘হে নবী, (বল), তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দেবে, তখন তাদের ইদ্দত অনুসারে তাদের তালাক দাও এবং ‘ইদ্দত হিসাব করে রাখবে এবং তোমাদের রব আল্লাহকে ভয় করবে। তোমরা তাদেরকে তোমাদের বাড়ী–ঘর থেকে বের করে দিয়ো না এবং তারাও বের হবে না। যদি না তারা কোন স্পষ্ট অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়। আর এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। আর যে আল্লাহর (নির্ধারিত) সীমারেখাসমূহ অতিক্রম করে সে অবশ্যই তার নিজের ওপর যুলম করে। তুমি জান না, হয়তো এর পর আল্লাহ, (ফিরে আসার) কোন পথ তৈরি করে দিবেন।’’[২৭৯]

এ আয়াতে কারীমায় তালাকপ্রাপ্তা নারীর অধিকার প্রসঙ্গে কয়েকটি বিধান জারি করা হয়েছে,

- যদি কোন নারী তার স্বামীর সঙ্গে থাকতে না চায় বা উভয়ের সম্পর্ক রক্ষা করা সম্ভব না হয় তবে নারীকে কষ্ট দেয়া যাবে না, বরং তাকে সম্মানের সাথে তালাক দিতে হবে। যাতে ঐ নারী তার জীবনের জন্য বিকল্প চিন্তা করতে পারে।
- তাদের ইদ্দতকাল গণনার সুবিধা অনুসারে তাদের তালাক দিতে হবে।
- ইদ্দতকাল হিসাব করে রাখতে হবে।
- ইদ্দত চলা কালে তাদেরকে বাড়ি–ঘর থেকে উচেছদ করা যাবে না।
- ইদ্দতকাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারাও সেচ্ছায় বাড়ি থেকে বের হবে না।
- তারা কোন স্পষ্ট অশ্লীলতায় লিপ্ত না হয় সে ব্যাপারে সুরক্ষা প্রদান করতে হবে।
- নারীর অধিকার প্রশ্নে আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করতে হবে।

---

[২৭৯] আল-কুর’আন, ***সুরা আত-তালাক*** (৬৫): ১

- তার ওপর যুলম করা যাবে না।

- (তিন) তালাক না দেয়ার পুর্ব পর্যন্ত সে পূর্ব স্বামীর সংসারে ফিরে আসতে চাইলে তার জন্য সে পথ খোলা আছে।

এ আয়াতে তালাকপ্রাপ্তা নারীর সমুদয় অধিকার সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর তালাক কার্যকর হওয়া দুস্থ নারীর সার্বিক সুরক্ষার দায়িত্ব সমাজ ও রাষ্ট্রের। সে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ভাতা ও প্রয়োজনে বসবাসের নিরাপদ আবাসনের অধিকার লাভ করবে।

অধিকার বঞ্চিতদের অধিকার সুরক্ষা

ভিখারী ও অধিকার বঞ্চিতদের অধিকার সুরক্ষা সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের অন্যতম কার্যসূচি। আল-কুর‘আন ও হাদিস ভিখারী ও অধিকার বঞ্চিতদের অধিকার প্রসঙ্গে নির্দেশনা পেশ করেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ‘আর তাদের ধনসম্পদে রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক।’[২৮০] অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ (24) لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (25) ‘আর যাদের ধন–সম্পদে রয়েছে নির্ধারিত হক, ভিখারী ও বঞ্চিতের।’[২৮১] কাজেই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য ভিক্ষুক মুক্ত সমাজ ও বঞ্চিতদের যথাযথ অধিকার প্রদান করতে হবে।

দলিত ও বেদে/বেদুইন সম্প্রদায়ের অধিকার

দলিত ও বেদে/বেদুইন সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গে আল-কুর‘আনে আয়াত নাযিল হয়েছে। তাদেরকেও সমাজের সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। আল-কুর‘আনে ইরশাদ হয়েছে,

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

‘‘বেদুঈনরা বলল, ‘আমরা ঈমান আনলাম’। বল, ‘তোমরা ঈমান আননি’। বরং তোমরা বল, ‘আমরা আত্মসমর্পণ করলাম’। আর এখন পর্যন্ত তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি। আর যদি তোমরা

২৮০ **আল-কুর‘আন**, সূরা আত-তালাক (৬৫): ১

২৮১ **আল-কুর‘আন**, সূরা আল-মা‘আরিজ (৭০): ২৪-২৫

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, তাহলে তিনি তোমাদের আমলসমূহের কোন কিছুই হ্রাস করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[২৮২]

উপরোক্ত আয়াত দলিত বেদে/বেদুইনদের ঈমান আনা প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল-কুর'আন সমাজের সকল মানুষকে গুরুত্ব প্রদান করে এবং সবার জন্য সামাজিক সুরক্ষা প্রদানের নির্দেশ দেয়।

সামষ্টিকভাবে দরিদ্র ও অধিকার বঞ্চিতদের সামাজিক সুরক্ষা

জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় সাবির্কভাবে যেসব দুস্থ ও সুবিধা বঞ্চিতদের নিয়ে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলো ব্যতীত আল-কুর'আনে ও হাদিসে আরো অনেক বিষয় সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। যেমনঃ

সারণী-১

সামষ্টিকভাবে দরিদ্র ও অধিকার বঞ্চিতদের সামাজিক সুরক্ষা

ক্রম	সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম	আল-কুর'আনের নির্দেশনা
১	দুস্থ শিশুদের অধিকার সুরক্ষা	আল-কুর'আন, ৪:৫,৬; ৯:৯১
২	ইয়াতিম শিশুদের অধিকার সুরক্ষা	আল-কুর'আন, ২:৮৩, ১৭৭, ২১৫, ২২০; ৪:২, ৩, ৬, ৮, ১০, ৩৬, ১২৭; ৮:৪১; ৫৯:৭
৩	প্রতিবন্ধী শিশুদের অধিকার সুরক্ষা	আল-কুর'আন, ৮০ : ১০; ৩০:৪১; ৩৫:২; ২৪:৬১; ৪৮:১৭; ৯:৯১; ৪:৯৫
৪	প্রতিবন্ধী দুস্থ শিশুদের অধিকার সুরক্ষা	আল-কুর'আন, ৮০ : ১০
৫	বিধবাদের অধিকার সুরক্ষা	আল-কুর'আন, ৪:২০,২১
৬	তালাকপ্রাপ্তা নারীর অধিকার সুরক্ষা	আল-কুর'আন, ৪:২০, ২১; ৬৫ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭
৭	তালাকপ্রাপ্তা দুস্থ নারীর অধিকার সুরক্ষা	আল-কুর'আন, ৪:২০, ২১; ৬৫ : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭
৮	দুস্থ কর্মোপযোগীদের অধিকার সুরক্ষা	আল-কুর'আন, ৬২ : ১০
৯	দুস্থ বয়স্কদের অধিকার সুরক্ষা	আল-কুর'আন, ১৭ : ২৩
১০	দুস্থ যোদ্ধাদের অধিকার সুরক্ষা	আল-কুর'আন, ৯:৬০
১১	বেদে/বেদুইনদের অধিকার সুরক্ষা	আল-কুর'আন, ৪৯ : ১৪
১২	অমুসলিমদের অধিকার সুরক্ষা	আল-কুর'আন, ১০৯ : ৫

[২৮২] *আল-কুর'আন*, সূরা আল-হুজুরাত (৪৯) : ১৪

১৩	সামাজিক প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন	আল-কুর'আন, ৪ : ১৬, ১৭, ১৮
১৪	দুস্থ নারীদের অধিকার সুরক্ষা	আল-কুর'আন, ৪ : ৪
১৫	দুস্থ কন্যা সন্তানদের অধিকার	আল-কুর'আন, ৪ : ৬
১৬	অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষা	আল-কুর'আন, ২৪:৬১; ৪৮:১৭
১৭	অসুস্থ্য ও রুগ্নদের অধিকার সুরক্ষা	আল-কুর'আন, ৯:৯১
১৮	প্রাপ্তা বয়স্কা কন্যার অধিকার সুরক্ষা	আল-কুর'আন, ২৪:৩২
১৯	যোদ্ধাদের মর্যাদা ও অধিকার সুরক্ষা	আল-কুর'আন, ৪:৯৫
২০	দলিত শ্রেণির অধিকার সুরক্ষা	আল-কুর'আন, ৪৯:১৪
২১	ভিক্ষুকদের অধিকার সুরক্ষা	আল-কুর'আন, ৬৫:১

উপর্যুক্ত সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমসমূহ ছাড়াও আল-কুর'আন ও হাদিসে সমাজের যাবতীয় সমস্যার সমাধানের প্রস্তাবনাও সন্নিবেশিত হয়েছে। এখানে শুধুমাত্র জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতাধীন কর্মসূচিগুলো পেশ করা হলঃ

১. পিতামাতার অধিকার সুরক্ষা

২. নিকট আত্মীয়দের অধিকার সুরক্ষা

৩. দূর আত্মীয়দের অধিকার সুরক্ষা

৪. উত্তরাধিকারীদের অধিকার সুরক্ষা

৫. প্রতিবেশীদের অধিকার সুরক্ষা

৬. নিকট প্রতিবেশীর অধিকার সুরক্ষা

৭. দূর প্রতিবেশীর অধিকার সুরক্ষা

৮. অমুসলিম পিতামাতার অধিকার সুরক্ষা

৯. শিশুদের অধিকার সুরক্ষা

১০. ইয়াতিম শিশুদের অধিকার সুরক্ষা

১১. দুস্থ শিশুদের অধিকার সুরক্ষা

১২. বালক/ বালিকাদের অধিকার সংরক্ষণ

১৩. শিক্ষালাভের উপযুক্ত শিশুদের অধিকার সংরক্ষণ

১৪. তরুণ/যুবকদের অধিকার সংরক্ষণ

১৫. কর্মোপযোগীদের অধিকার সংরক্ষণ

১৬. বয়স্কদের অধিকার সংরক্ষণ

১৭. দুস্থ বয়স্কদের অধিকার সংরক্ষণ

১৮. যোদ্ধাদের মর্যাদা ও অধিকার সংরক্ষণ

১৯. দুস্থ যোদ্ধাদের অধিকার সুরক্ষা

২০. প্রতিবন্ধী শিশুদের অধিকার সুরক্ষা

২১. বিধবাদের অধিকার সুরক্ষা

২২. তালাকপ্রাপ্তা নারীর অধিকার সুরক্ষা

২৩. তালাকপ্রাপ্তা দুস্থ নারীর অধিকার সুরক্ষা

২৪. বেদে/বেদুইনদের অধিকার সুরক্ষা

২৫. অমুসলিমদের অধিকার সুরক্ষা

২৬. সামাজিক প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন

২৭. দুস্থ নারীদের অধিকার সুরক্ষা

২৮. অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষা

২৯. অসুস্থ্য ও রুগ্নদের অধিকার সুরক্ষা

৩০.পথিকের / মুসাফিরের অধিকার সুরক্ষা

৩১.ভিখারীর অধিকার সুরক্ষা

৩২.রাষ্ট্রপ্রধানের অধিকার সুরক্ষা

৩৩.ইমামের অধিকার সুরক্ষা

৩৪.রোগীর অধিকার সুরক্ষা

৩৫.শিক্ষকের অধিকার সুরক্ষা

৩৬.মজলুমের / নির্যাতিতের অধিকার সুরক্ষা

৩৭.অধিকার বঞ্চিতের অধিকার সুরক্ষা

৩৮.পিতৃপরিচয়হীনের অধিকার সুরক্ষা

৩৯.প্রাপ্ত বয়স্কা কন্যার অধিকার সুরক্ষা

উপর্যুক্ত সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিসমূহের বিস্তারিত আলোচনা গবেষণার নির্ধারিত অধ্যায়ে পেশ করা হবে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে সামাজিক সুরক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে সামাজিক সুরক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কারণ সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজের দারিদ্রপীড়িত দুস্থ, ইয়াতিম, দুস্থ বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা নারী, প্রতিবন্ধী, অধিকার বঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর জাতিগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালানো হয়। আল-কুর'আন ও হাদিসে সমাজের এসকল সুবিধা বঞ্চিতদের অধিকার সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। নিম্নে আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে সামাজিক সুরক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সর্ম্পকে আলোচনা করা হলো:

দারিদ্র্যপীড়িত দুস্থদের অধিকার নিশ্চিতকরণ

দারিদ্রপীড়িত দুস্থদের অধিকার নিশ্চিতকরণ সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের অন্যতম দিক। সমাজের নিম্নবিত্ত শ্রেণির লোকদেরকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলধারায় আনার জন্য ইসলাম যাকাত, উশর, সাদাকাতুল ফিতর, খারাজ, ফাইসহ বিভিন্ন আয়ের উৎস থেকে আসা অর্থ রাষ্ট্রের দারিদ্যপীড়িত দুস্থদের অধিকার বাস্তবায়নে যথাযথ ব্যয় করা প্রয়োজন।

- ইয়াতিমদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান
- দুস্থ প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচিগ্রহণ
- দুস্থ বিধবা নারীর অধিকার সুরক্ষা প্রদান
- দুস্থ তালাকপ্রাপ্তা নারীর নিরাপত্তা ও সুরক্ষা প্রদান
- সকল পর্যায়ের প্রতিবন্ধীদের অধিকার সংরক্ষণ
- অধিকার বঞ্চিতদের যথাযথ অধিকার সুরক্ষা প্রদান
- ভিখারীদের কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন
- অনগ্রসর জাতিগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ।

উপর্যুক্ত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে পারলে সামাজিক বৈষম্য দূর হবে এবং একটি কাঙ্ক্ষিত শান্তিপূর্ণ সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। সমাজের সর্বপর্যায়ের দুস্থ ও অধিকার বঞ্চিতদের জীবনমান উন্নয়নে সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম অভাবনীয় ভূমিকা পালন করে। এ প্রসঙ্গে আবু হুরাইরা (রা) থেকে একটি হাদিস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الله عز و جل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك ؟ وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده ؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا رب وكيف أطعمك ؟ وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبدي

فلان فلم تطعمه ؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا رب كيف أسقيك ؟ وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما أنك لو سقيته وجدت ذلك عندي

''নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামাতের দিন বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ ছিলাম, তুমি আমার সেবা করোনি। বান্দা বলবে, হে প্রভু ! আমি কিভাবে আপনার সেবা করবো ? আপনি তো জগতসমূহের প্রতিপালক। আল্লাহ্ বলবেন, তুমি কি জানতে না, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল ? তুমি তার সেবা কেন করোনি? তুমি কি জানতে না, তুমি তার সেবা করলে তুমি তার কাছে আমাকে পেতে? হে আদম সন্তান! আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, তুমি আমাকে আহার করাওনি? বান্দা বলবে, হে আমার প্রভু ! আপনি জগতসমূহের প্রতিপালক আমি আপনাকে কিভাবে আহার করাবো ? আল্লাহ্ বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে খাবার চেয়েছিল, তুমি তাকে তা দাওনি। তুমি কি জানতে না, যদি তুমি তাকে খাওয়াতে তবে তা আমার কাছে এসে পেতে? হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে পানি পান করতে চেয়েছিলাম। তুমি আমাকে পান করাওনি? বান্দা বলবে, হে আমার প্রভু ! আপনি জগতসমূহের প্রতিপালক, আমি কিভাবে আপনাকে পানি পান করাবো ? তিনি বলবেন আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানি পান করতে চেয়েছিল, তুমি তাকে তা পান করাওনি। যদি তুমি তাকে পান করাতে, তবে তুমি তা আমার কাছে এসে পেতে।[২৮৩]

এ হাদিসের দ্বারা বোঝা যায়, সৃষ্টির সেবা করলে স্রষ্টা খুশি হন। সুতরাং সৃষ্টির সেবার মাধ্যমে স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করা যায়। তাই সৃষ্টিকুলের সেবা করা ইবাদাতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।[২৮৪] কাজেই বান্দার অধিকার হল, প্রতিটি মানুষের যথাযথ অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। আর সাধারণ মানুষের অধিকারসমূহ সংরক্ষণ করাই হলো সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম।

---

২৮৩ আবুল হুসাইন মুসলিম ইব্নুল হাজ্জাজ, ***সহীহ মুসলিম,*** প্রাগুক্ত, ২০০৬, হাদীন নং ২৫৬৯ পৃ.১৯৯০

২৮৪ ইমদাদুল হক হেলালী, ***সৃষ্টির সেবা ইবাদতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, আল-আহছান*** (নলতা, সাতক্ষীরাঃ নলতা কেন্দ্রীয় আহছানিয়া মিশন, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ২৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল-কুর‘আন ও হাদিসে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের নির্দেশনা

প্রথম অনুচ্ছেদ

আল-কুর‘আন ও হাদিসের দৃষ্টিতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

আল-কুর‘আন এবং হাদিসে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। আল্লাহ্ তা‘আলা মানবজাতিকে এ পৃথিবীতে তাঁর ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল-কুর‘আনে ইরশাদ হয়েছে, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ‘আমি জিন ও মানুষকে একমাত্র আমার ইবাদত করার উদ্দেশ্য সৃষ্টি করেছি।[২৮৫] আর ইসলামের সকল ইবাদতই অর্থনীতির সাথে প্রাসঙ্গিক। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ব্যতীত ইসলামি শারী‘আহ্ পরিপূর্ণভাবে প্রতিপালন করা সম্ভব নয়। তাই আল-কুর‘আনে ও হাদিসে অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গের প্রামান্য আলোচনা নিম্নরুপ:

পৃথিবীর সব কিছু মানুষের জন্য

আল্লাহ্ তা‘আলা এ পৃথিবীর সব কিছু মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল-কুর‘আনে এরশাদ হয়েছে, هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ‘‘তিনিই যমীনে যা আছে সব তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।’’[২৮৬]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীর তাবারীতে এসেছে, তিনিই তাদের নিমিত্তে যমীনে যাবতীয় সম্পদ সৃষ্টি করেছেন। কারণ ভূমণ্ডল ও তার বুকে সব কিছুই মানবজাতির জন্য উপকারী ও কল্যাণকর।[২৮৭] এ প্রসঙ্গে কাতাদা (র.) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তা‘আলার বাণী:

---

২৮৫ *আল-কুর‘আন*, সূরা আল-যারিআত (৫১) : ৫৬

২৮৬ *আল-কুর‘আন*, সূরা আল-বাকারা (২) : ২৯

২৮৭ মুহাম্মদ ইব্ন জারীর ইয়াযীদ ইব্ন কাসীর ইব্ন গালীব আল-আমলী আবূ জাফর আত-তাবারী, ***আল-জামিউ'ল বায়ান ফী তা'বীলি আয়িল কুর‘আন (তাফসীর তাবারী)*** পূর্বোক্ত, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা ৪২৬

"هو الذي خلقَ لكم ما في الأرض جميعًا"، نَعَمْ والله سخر لكم ما في الأرض

''তিনিই যমীনে যা আছে সব তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।'' হাঁ, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন পৃথিবীর সবকিছু।[২৮৮] অর্থাৎ পৃথিবীর হালাল বস্তু সব কিছুকে ভোগ করা বৈধ করে দিয়েছেন। এছাড়া উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, যমীন বা ভূ-সম্পদ অন্যান্য সম্পদের মতো। তা ব্যক্তি মালিকানা আলোচিত হবার কোন বিষয় নয়। মূল বিষয় হচ্ছে, উৎপাদিত পণ্য ভূমি শস্য থেকে হোক কিংবা অন্য কিছু, সবই আল্লাহ্ তা'আলার দান।[২৮৯]

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ইবাদত পালন

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ইবাদত পালন অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কযুক্ত। কারণ, ইসলামের অধিকাংশ মৌলিক ইবাদত অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর নির্ভরশীল। যাকাত, হজ, কুরবানী, জিহাদ, সাদাকাতুল ফিতর, নফল সাদাকা সব কিছুই প্রত্যক্ষভাবে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। সালাত ও সিয়াম পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক বিষয়ের সাথে সংশিষ্ট। এ প্রসঙ্গে নিম্নে পর্যায়ক্রমে প্রামাণ্য আলোচনা করা হবে। এভাবে বলা যায়, সঠিক ও পরিপূর্ণভাবে ইসলামি শারী'আহ্ পালনের জন্য আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন আবশ্যক। জ্ঞাতব্য যে, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন। অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবার সাথে সাথে সমান্তরালভাবে সামাজিক উন্নয়ন হয়ে থাকে। কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল ভিত্তির ওপর সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা দুনিয়ার সার্বিক কল্যাণের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তার নিকট প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলার শিখানো দু'আ নিম্নরূপ:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً

'হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন। এবং আখিরাতেও কল্যাণ দিন।[২৯০] এ আয়াত নাযিল করে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ প্রার্থনা করার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন।

---

২৮৮ পূর্বোক্ত, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা ৪২৭

২৮৯ শাইখুল ইসলাম জাস্টিজ মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী, ইসলামের ভূমিব্যবস্থাপনা, (ঢাকা: মাকতাবাতুল আযহার, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ১৪

২৯০ *আল-কুর'আন*, সূরা আল-বাকারা (২): ২০১

মু'মিনের জীবনে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের আবশ্যকতা

মু'মিনের জীবনে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের আবশ্যকতা রয়েছে। কারণ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বরকতের দরজাসমূহ আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের জন্য উন্মুক্ত রেখেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ

''আর যদি জনপদসমূহের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তাহলে আমি অবশ্যই আসমান ও যমীন থেকে বরকতসমূহ তাদের উপর খুলে দিতাম।''[২৯১]

উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত যে আল-কুর'আন এমন একটি জীবনের দিকে মানুষকে আহবান করে, যে জীবন আল্লাহর করুণা এবং বরকতে ভরপুর থাকবে। কারণ, আল-কুর'আন একটি পরিপূর্ণ, সুখী ও সমৃদ্ধশালী জীবনের দিকনির্দেশনা প্রদান করে। আল-কুর'আনে বৈরাগ্যবাদের স্থান নেই। আল-কুর'আনে মানবজীবনের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক মর্যাদা লাভ ও বস্তুগত এবং আত্মিক উন্নয়নের মাধ্যমে ভারসাম্যপূর্ণ জীবনমান বজায় রাখা লক্ষে যে দিকনির্দেশনা পেশ করেছে, তা বলতে গেলে পৃথিবীর কোন ধর্মোপদেশ গ্রন্থে নেই।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

আল-কুর'আন ও হাদিসে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের নির্দেশনা

আল-কুর'আনে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

আল-কুর'আন হচেছ একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা আর হাদিস হল তার পরিপূরক বা ভাষ্য । আল-কুর'আনে মানবজীবনের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় অর্থনৈতিক দিকও বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আল-কুর'আনের প্রতিটি বিধানের যথার্থ প্রায়োগিক ব্যাখ্যা রাসূলুল্লাহ (সা) প্রদান করেছেন। নিম্নে আল-কুর'আনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি সারণী উপস্থাপন করা হলো:

[২৯১] *আল-কুর'আন*, সূরা আল-আ'রাফ (৭):৯৬

সারণী–২

আল-কুর'আনে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

ক্রম.	বিষয়	আল-কুর'আনের নির্দেশনা
১	সাধারণ মূলনীতি বিষয়ক	আল-কুর'আন, ২ : ২০, ২৭৫, ২৭৯, ২৮২; ৪ : ২৯, ৩২; ৫ : ৮৮, ৯০; ৬ : ১৬৬; ৭ : ১০, ৩১, ৩২; ৯ : ৬০, ১০৩; ১৪ : ৩২, ৩৪; ১৬ :৭১; ২৮: ৭৭; ৩৪:১৫; ৪৩:৩২; ৫১: ১৯
২	ব্যবসায় ও বাণিজ্য বিষয়ক	আল-কুর'আন, ২:২৭৬, ২৮২; ৪:২৯, ৩২; ৫:৪; ১৭: ৩৫; ২৪:৩৭, ৬২: ১০; ৭৮:১১; ৮৩: ১,২,৩
৩	ভূমি ও শ্রম বিষয়ক	আল-কুর'আন, ৩: ১৬০; ৪:৫৮; ৬: ১৪৩; ১২:৫৫; ২৪: ৩৫; ২৮: ২৬; ৩২:২৭
৪	ঋণ ও জামানত বিষয়ক	আল-কুর'আন, ২: ২১৩, ২৭৬, ২৭৮,২৮০, ২৮২
৫	সুদ ও সুদভিত্তিক ব্যবসা	আল-কুর'আন, ২:২৭৫, ২৭৬, ২৭৮-২৮০; ৩: ১৩০-১৩২; ৪: ১৬১; ৩০: ৩৯
৬	রাষ্ট্রীয় আয় ব্যয় বিষয়ক	আল-কুর'আন, ৯: ৬০, ১০৩
৭	খাদ্য ও পানি বিষয়ক (আইনগত ও বেআইনী)	আল-কুর'আন, ২: ৫৭, ১৬৮, ১৭৩; ৫: ৩, ৮৭, ৮৮, ৯০; ৭: ৩১, ৩২,১৫৭; ৯: ৬৯; ১৬: ৬৬, ৬৭, ১১৪
৮	যাকাত ও কর বিষয়ক আল-কুর'আনের বিভিন্ন স্থানে ৩২ জায়গায় যাকাত বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।	আল-কুর'আন, ২:৪৩, ৮৩, ১১০, ১৭৭, ২৭৭; ১৪: ৭৭, ১৬২, ৫: ১২, ৫৫, ৭, ১৫৭
৯	ভিক্ষা করা ও খরচ বিষয়ক আল-কুর'আনে ৭৩ জায়গায় এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।	আল-কুর'আন, ২: ২৬৮, ২৭১-২৭৩; ৯: ৬০; ১৭: ২৮; ৭০: ২৪, ২৫; ৯৩: ১০[২৯২]

উপর্যুক্ত সারণীতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে একনজরে আল-কুর'আনের ভূমিকা দেখানো হলো।

---

[২৯২] মুহাম্মদ আল-ব্যুরে, ***প্রশাসনিক উন্নয়ন ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি***, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১-১৭২

আল-কুর'আনে অর্থনৈতিক জীবন

আল-কুর'আনে মানবজীবনের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় অর্থনৈতিক দিকও বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। আল-কুর'আনের প্রতিটি বিধানের যথার্থ প্রায়োগিক ব্যাখ্যা রাসূলুল্লাহ (সা) প্রদান করেছেন। নিম্নে আল-কুর'আনের আলোকে বর্ণিত মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের একটি সারণী উপস্থাপন করা হলো:

সারণী-৩

আল-কুর'আনে অর্থনৈতিক জীবন

ক্রম.	বিষয়	আল-কুর'আনের নির্দেশনা
১	অর্থনীতি ও ধর্ম বিষয়ক	আল-কুর'আন, ৭:১০; ১১:৮৭; ১২:৯; ১৬:১১৬; ২৪:৩৭
২	জীবনের সত্য ভাষণ এবং এর মধ্যে কোনটি ভাল তার অন্বেষণ	আল-কুর'আন, ৬:১৪৫; ৭:৩২; ১৬:১১৪, ১১৫; ২৮: ৭৭; ৩১:২০; ৬৭: ১৫
৩	সুখী মাধ্যম	আল-কুর'আন, ২:১৬৮; ৩:১৮০; ৫:৮৮; ৬:১৪১; ৭:৩১; ১৭:২৬, ২৭; ২৫:৬৭; ৫৭:২৭
৪	অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার চেতনা	আল-কুর'আন, ৪:২৯; ২৮:৫৮; ১০২:১০৩
৫	ব্যক্তিগত সম্পত্তি: এর সীমা ও উদ্দেশ্য	আল-কুর'আন, ৪:৭; ৫:৩৮; ২৪:২৭; ৩৬: ৭১; ৫১:১৯; ৬১:১১
৬	অর্থনৈতিক অধিকারের নিরাপত্তা	আল-কুর'আন, ৪: ৫,৬
৭	রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে জনগণের অধিকার	আল-কুর'আন,৫৯: ৭-১০
৮	অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য	আল-কুর'আন, ৬:১৬৫; ১৬:৭১; ৪২:১২
৯	আর্থ-সামাজিক দায়িত্বশীলতা	আল-কুর'আন, ৪:৭,৮,৩৬
১০	(যাকাত) কল্যাণকারীর উপযুক্ততা	আল-কুর'আন,২:২৪৫;৫:৫৫;৮:২-৪; ৯:১০৩; ৭০: ২৪,২৫; ৭৩:২০;৭৬: ৮,৯; ৯৮:৫
১১	কল্যাণ গ্রহীতার উপযুক্ততা বিষয়ক	আল-কুর'আন,৯:৬০
১২	উত্তরাধিকার আইন বিষয়ক	আল-কুর'আন, ৪: ১১,১২,১৭৬
১৩	বে-আইনী অর্থনৈতিক কার্যাবলী	আল-কুর'আন, ২: ২৭৫
১৪	ঘুষ এবং প্রতারণা	আল-কুর'আন, ২:১৮৮
১৫	বিশ্বাস ভঙ্গ	আল-কুর'আন, ২:২৮৩; ৩: ১৬১

১৬	ইয়াতিমের সম্পদ গ্রাস করা	আল-কুর'আন, ৪: ১০
১৭	ওজন ও মাপে কারচুপি	আল-কুর'আন, ৮৩:১-৩
১৯	অভদ্রতা, যৌনতা ও পতিতাবৃত্তি	আল-কুর'আন, ২৪:১৯,২৩
২০	সুদ ও সুদের ব্যবসা	আল-কুর'আন, ২: ২৭৫, ২৭৮-২৮০
২১	মজুতদারি	আল-কুর'আন, ৯:৩৪; ১০৪:১-৪ [২৯৩]

উপর্যুক্ত অর্থনৈতিক সারণী আল-কুর'আনের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আল-কুর'আনে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নির্দেশনা

আল-কুর'আনে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের নির্দেশনা পেশ করা হয়েছে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সকল বিভাগ প্রসঙ্গে বিষয়ভিত্তিক আয়াত নাযিল করে আল্লাহ্ তা'আলা সামাজিক সুরক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাধুনিক সামাজিক সুরক্ষামূলক কার্যক্রমে শুভসূচনা একমাত্র ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থাই শুরু করে। নিম্নে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আল-কুর'আনের নির্দেশনার একটি সারণী উপস্থাপন করা হল।

সারণী -৪

আল-কুর'আনে সামাজিক উন্নয়ন নির্দেশনা

ক্রম.	বিষয়	আল-কুর'আনের নির্দেশনা
১	জীবনের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা	আল-কুর'আন, ২ : ৬০, ২৬৭; ৫ : ৩১; ৬ : ৩৫; ৭ : ১২৮; ৯ : ৩৮, ১১৮; ১১ : ৪৪, ১৩ : ৩১; ১৪ :২৬
২	সম্পদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা	২:২৫৪, ২৭৫; ৯:১১; ১৪:৩১; ২৪:৩৭, ৬২: ৯
৩	অর্জিত সম্পদে ব্যক্তির যথাযথ অধিকার প্রতিষ্ঠা	আল-কুর'আন, ৪: ২৯
৪	উত্তরাধিকারীদের অধিকার সুরক্ষা	আল-কুর'আন, ৪: ১১-১২
৫	সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ ইসলামি শারী'আহ্ এর নির্দেশনা অনুযায়ী যাকাত ফান্ডে জমা হবে	আল-কুর'আন, ৯:৬০
৬	ফসলের যাকাত প্রদান	আল-কুর'আন, ৫৯:৭

[২৯৩] মুহাম্মদ আল-ব্যুরে, *প্রশাসনিক উন্নয়ন ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২-১৭৩।

৭	খারাজ আদায় করা	আল-কুর'আন, ৫৯ : ৭, ৮, ৯, ১০
৮	ফাই আদায় করা	আল-কুর'আন, ৫৯ : ৭, ৮, ৯, ১০।*ইমাম আবূ ইউসূফের মতে ফাই ও খারাজ একই
৯	গানীমাহ-এর যথাযথ বন্টন ও ব্যবহার	আল-কুর'আন, ৮:১
১০	রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা কর্মচারিদের ভাতা ব্যবস্থাপনা	আল-কুর'আন, ৯:৬০
১১	সসস্ত্র বাহিনীর ভাতা ব্যবস্থাপনা	আল-কুর'আন, ৯: ৬০
১২	দেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্য করার অধিকার	আল-কুর'আন, ২:২৫৪, ২৭৫; ৯:১১; ১৪:৩১; ২৪:৩৭, ৬২: ৯
১৩	আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যবসা-বাণিজ্য	আল-কুর'আন, ২:২৫৪, ২৭৫; ৯:১১; ১৪:৩১; ২৪:৩৭, ৬২: ৯

উপর্যুক্ত অর্থনৈতিক সারণীতে বিশ্বনবী (সা.) প্রতিষ্ঠিত মদীনা রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আল-কুর'আন নির্দেশিত কেন্দ্রীয় অর্থ কোষের আয়ের উৎস উপস্থাপন করা হলো। গবেষণার নির্ধারিত অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের তত্ত্ব

সম্পদের মূল মালিকানা

ইসলামি আকীদা ও দর্শন অনুযায়ী সম্পদের মূল মালিকানা আল্লাহ্ তা'আলার।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের দুটি দিক–

আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের তত্ত্ব পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আপেক্ষিক বিষয়। মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও আল্লাহর ইবাদত বিষয় দুটি ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রধান উদ্দেশ্য দুটি।

১. বস্তুগতভাবে এটি একটি মর্যাদাপূর্ণ জীবনের দিকে ধাবিত এবং আধ্যাত্মিকভাবে সমাজের সব সদস্যদের মর্যাদাপূর্ণ জীবনের কথা বলে পুনরায়, বস্তুগত দিক আধ্যত্মিক দিকের ওপর এবং আধ্যাত্মিক দিক বস্তুগত দিকের উপর কোনরূপ প্রাধান্য বিস্তার করবে না। বরং এ দুটির মধ্যে একটি ভারসাম্য অবস্থা সৃষ্টি হবে।

২. আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বণ্টনমূলক ন্যায়বিচার এবং ধনী-দরিদ্রের মধ্যকার ব্যাপক ব্যবধান কমিয়ে আনার (যদিও দূরীকরণ নয়) দিকে ধাবিত। কোন উদ্দেশ্যই সমসাময়িক মুসলিম দেশের অর্থনৈতিক আচরণে বর্তমানে প্রতিফলিত হয় না।[২৯৪]

স্থিতিশীলতা এবং আর্থ-সামাজিক লক্ষ্যসমূহ

যদি অর্থনৈতিক সম্পদ মানুষের নিকট সীমাহীন হতো তবে প্রত্যেকেই তার ইচ্ছা ও সামর্থ্য অনুযায়ী যা খুশি তাই পেতো এবং সম্পদের উন্নয়ন ও বণ্টন সম্পর্কিত আলোচনার প্রয়োজন হতো না। সম্পদ সীমিত। তাই অভাব একদিকে যেমন অর্থনৈতিক সম্পদের বিস্তার ও উন্নয়নের প্রয়োজনকে নির্দেশ করে, অপরদিকে সম্পদ ব্যবহারের উপর দুটি সীমাবদ্ধতাও আরোপ করে।

১. সম্পদের চাহিদা এবং সরবরাহের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা অর্জন করা এবং আপেক্ষিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, যাতে সামষ্টিক অর্থনীতির সুদীর্ঘ ভারসাম্যহীনতা এবং এতদসম্পর্কিত সকল সমস্যাকে এড়িয়ে চলা যায়। সকল সমাজেরই নির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য থাকে।

২. দ্বিতীয় সীমাবদ্ধতা হচ্ছে, স্থিতিশীলতা এমনভাবে অর্জন করতে হবে যেন সামাজিক লক্ষ্যসমূহ কাঙ্ক্ষিত মানে অর্জন করা যায়। সাধারণত মনে করা হয়, স্থিতিশীলতা এবং লক্ষ্য অর্জন, উভয়টিই অর্থনীতির অব্যাহত উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যক।[২৯৫]

এ কারণে সমাজব্যবস্থা দুটি স্রোতে প্রবহমান। একটি হলো প্রাচুর্যতা আরেকটি হলো অভাব। অভাব আছে বলে উন্নয়নের পরিকল্পনা হয় এবং বাস্তবায়ন করার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। আর সেই কর্মকাণ্ডে সমাজের একদল মানুষ নেতৃত্ব দেয় আরেক দল শ্রম, মেধা ও মনন দিয়ে উন্নয়নের সোপান অতিক্রম করে এবং এর উত্থান ও পতন সময়ের ব্যবধানে পরিবর্তনশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল।

শরী‘আহ্ পরিপালনে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের আবশ্যকতা

ইসলামি শরী‘আহ্ যথার্থভাবে পরিপালনের জন্য আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ব্যতীত সম্ভব নয়। যেমন, যাকাত ও হজ ইসলামের প্রধান দুটি রুকন, যা সুনির্ধারিত অর্থনৈতিক সঙ্গতি ব্যতীত পালন করা সম্ভব নয়।

---

[২৯৪] মুহাম্মদ আল-ব্যুরে, ***প্রশাসনিক উন্নয়ন ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি***, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩

[২৯৫] ড. এম, ওমর চাপড়া, ***ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন*** (ঢাকা: বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থ্যাট, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ২১

যাকাত ইসলামের অন্যতম রুকন। নিসাব পরিমাণ সম্পদ যার নেই তাঁর ওপর যাকাত ফরয নয়। আবার যাতায়াতের সঙ্গতি ব্যতীত হজ পালন ফরয নয়। অতএব যে ব্যক্তি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে ইসলামের পাঁচটি রুকন পালন করলো আর যে করতে সামর্থ্যবান হলো না, তারা দুজন আর্থিক দিক থেকে এক পর্যায়ের নয়। সুতরাং শরী'আহ পরিপালনে আর্থ-সামজিক উন্নয়নের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আল-কুর‘আন ও হাদিসের দৃষ্টিতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন মডেল

প্রথম অনুচ্ছেদ

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন মডেল-এর রূপরেখা

আল-কুরআন ও হাদিসে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন মডেল-এর রূপরেখা সম্পর্কে আলোচনা এসেছে যেমন:

১. সম্পদের মূল মালিক আল্লাহ্ তা‘আলা

সম্পদকে শরীয়াতের পরিভাষায় বলা হয় ‘মাল’। যে বস্তু বিনিময়যোগ্য, ব্যবহার উপযোগী এবং শরীয়াত কর্তৃক তার ভোগ-ব্যবহার অনুমোদিত তাকে ইসলামি পরিভাষায় ‘মাল’ বলে। অতএব হারাম বস্তু মূল্যবান ও ব্যবহার উপযোগী হলে তা ‘মাল’ নয়। যেমন মদ, শূকর, হালাল মৃতজীবের গোশত, রক্ত ইত্যাদি। শরীয়াতে এসব বস্তুর ব্যবসা-বানিজ্য ও পারস্পরিক আদান-প্রদানও মুসলমানদের জন্য বৈধ নয়। আবার বৈধ ‘মাল’ও নিষিদ্ধ পন্থায় অর্জিত হলেও তা ‘মাল’ নয়। আল-কুরআন ও হাদিসে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন মডেল-এর রূপরেখার প্রথম সিদ্ধান্ত হলো, পৃথিবীর সমুদয় ‘মাল’ বা সম্পদের মালিক আল্লাহ্। এ প্রসঙ্গে আল-কুর‘আনের নির্দেশণা হল:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ

‘‘আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন ফলে তা দ্বারা ফল–ফলাদি থেকে তোমাদের জন্য রিয্ক উৎপাদন করেন এবং তিনি নৌযানকে তোমাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন, যাতে তাঁর আদেশে সমুদ্রে তা চলাচল করে এবং নদীসমূহকে তোমাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন।[২৯৬]

---

[২৯৬] *আল-কুর‘আন*, সূরা ইবরাহীম (১৪) : ৩২।

২. প্রত্যেক মানুষ বৈধ উপায়ে সম্পদ অর্জন করবে

সম্পদ অর্জনের শরীয়াত অনুমোদিত পন্থাসমূহ

সম্পদ অর্জনের শরীয়াত অনুমোদিত পন্থাসমূহ নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

(ক)উত্তারাধিকার স্বত্ব

(খ)ওয়াকফ

(গ) হেবা

(ঘ) কায়িক শ্রম

(ঙ) ব্যবসা-বানিজ্য

(চ) যাকাত

(ছ) পারিতোষিক ইত্যাদি।

সম্পদ অর্জনের (হারাম) পন্থাসমূহ:

(ক) সুদ, ঘুষ, মদবিক্রিত অর্থ, জুয়া বা প্রতারণার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ ইত্যাদি। প্রত্যেক মানুষকে বৈধ উপায়ে সম্পদ অর্জন প্রসঙ্গে আল-কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

'হে মুমিনগণ, তোমরা পরস্পরের মধ্যে তোমাদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না, তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসার মাধ্যমে হলে ভিন্ন কথা। আর তোমরা নিজেরা নিজদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে পরম দয়ালু।'[২৯৭]

সুদ প্রসঙ্গে অন্য আয়াতে এসেছে,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

---

২৯৭ ***আল-কুর'আন***, সূরা আন-নিসা (৪): ২৯

‘যারা সুদ খায়, তারা তার ন্যায় (কবর থেকে) উঠবে, যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল বানিয়ে দেয়। এটা এ জন্য যে, তারা বলে, বেচা-কেনা সুদের মতই। অথচ আল্লাহ বেচা-কেনা হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অতএব, যার কাছে তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ আসার পর সে বিরত হল, যা গত হয়েছে তা তার জন্যই ইচ্ছাধীন। আর তার ব্যাপারটি আল্লাহর হাওলায়। আর যারা ফিরে গেল, তারা আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে।’[২৯৮]

৩. অর্জিত সম্পদে ব্যক্তির যথাযথ অধিকার প্রতিষ্ঠা

অর্জিত সম্পদের মালিকানা অর্জনকারীই প্রাপ্ত হবে। আল-কুর‘আনে ইরশাদ হয়েছে,

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

‘আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না। সে যা অর্জন করে তা তার জন্যই এবং সে যা কামাই করে তা তার উপরই বর্তাবে।[২৯৯]

এ প্রসঙ্গে অন্যত্র আল্লাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

আর তোমরা আকাঙ্ক্ষা করো না সে সবের, যার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদের এক জনকে অন্য জনের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। পুরুষদের জন্য রয়েছে অংশ, তারা যা উপার্জন করে তা থেকে এবং নারীদের জন্য রয়েছে অংশ, যা তারা উপার্জন করে তা থেকে। আর তোমরা আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ চাও। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।[৩০০]

কাজেই অর্জনকারীর সম্পদ অর্জনকারীকে প্রদানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রই সহযোগিতা করবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারকে প্রত্যর্পন করতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়নতার সঙ্গে বিচার করবে।’[৩০১]

---

[২৯৮] *আল-কুর‘আন*, সূরা আল-বাকারা (২): ২৭৫

[২৯৯] *আল-কুর‘আন*, সূরা আল-বাকারা (২): ২৮৬

[৩০০] *আল-কুর‘আন*, সূরা আন-নিসা (৪): ৩২

[৩০১] *আল-কুর‘আন*, সূরা আন-নিসা (৪) : ৫৮

৪. সম্পদের সাদাকা

আল-কুর'আন ও হাদিসে সর্বপ্রকার সম্পদের সাদাকার বিধান প্রদান করা হয়েছে। অর্জিত সম্পদ নিসাব পরিমাণ হলে যাকাত, উশর, সাদাকাতুল ফিতর, কুরবানী ইত্যাদি পালন করা আবশ্যকীয় হয়ে ওঠে। সম্পদের সাদাকা প্রসঙ্গে আল-কুরআনে এসেছে,

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

'ভালো কাজ এটা নয় যে, তোমরা তোমাদের চেহারা পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ফিরাবে; বরং ভালো কাজ হল যে ঈমান আনে আল্লাহ, শেষ দিবস, ফেরেশতাগণ, কিতাব ও নবীগণের প্রতি এবং যে সম্পদ প্রদান করে তার প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও নিকটাত্মীয়গণকে, ইয়াতীম, অসহায়, মুসাফির ও প্রার্থনাকারীকে এবং বন্দিমুক্তিতে এবং যে সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং যারা অঙ্গীকার করে তা পূর্ণ করে, যারা ধৈর্যধারণ করে কষ্ট ও দুর্দশায় ও যুদ্ধের সময়ে। তারাই সত্যবাদী এবং তারাই মুত্তাকী।'[৩০২]

এ আয়াতে সাদাকা সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

৫. পৃথিবীতে আল্লাহর খিলাফাত প্রতিষ্ঠা করা

আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং মানব জাতিকে এখানে প্রেরণ করা হয়েছে খিলাফাতের দায়িত্ব দিয়ে। মুসলমানগণ এ পৃথিবীতে অভাবী, দুঃস্থ ও পরমুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকবে না। সহায়-সম্পদ অর্জন করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভুমিকা রেখে পৃথিবীতে আল্লাহর খিলাফাত প্রতিষ্ঠা করবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

''আর স্মরণ কর, যখন তোমার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, 'নিশ্চয় আমি যমীনে একজন খলীফা সৃষ্টি করছি', তারা বলল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে তাতে ফাসাদ করবে এবং রক্ত

---

৩০২ *আল-কুর'আন*, সূরা আল-বাকারা (২) : ১৭৭

প্রবাহিত করবে? আর আমরা তো আপনার প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করছি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। তিনি বললেন, নিশ্চয় আমি জানি যা তোমরা জান না।"[৩০৩]

৬. রাষ্ট্রীয়ভাবে সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন

আল্লাহ্ তা'আলা যাদেরকে রাষ্ট্রক্ষমতা দান করবেন, তাদের দায়িত্ব ও অন্যতম কর্তব্য হবে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির বাস্তবায়ন।

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

'তারা এমন যাদেরকে আমি যমীনে ক্ষমতা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে; আর সব কাজের পরিণাম আল্লাহরই অধিকারে।'[৩০৪]

এ আয়াতে উক্ত সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের অন্যতম কর্মসূচি যাকাত প্রদান প্রসঙ্গে তাফসীর তাবারীতে এসেছে, وأعطوا زكاة أموالهم من جعلها الله له 'আল্লাহ্ তা'আলা তাদের যে সম্পদ দান করেছেন তা থেকে তারা যাকাত প্রদান করবে। আর যাকাতের সকল খাতই সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতাধীন। কাজেই সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য আল-কুর'আন ও হাদিসে বারবার নির্দেশনা পেশ করা হয়েছে।

৭. আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষা ঘূর্ণায়মান কার্যচক্র

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হলো যে, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা থেকে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা পর্যন্ত যাবতীয় কার্যক্রম সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। আরো স্পষ্ট করে এভাবে বলা হয়– পৃথিবীর সকল সম্পদের নিরঙ্কুশ মালিক আল্লাহ্ তা'আলা। অর্জিত সম্পদের মালিকানা বলতে মানুষ অর্জিত সম্পদ শুধুমাত্র বৈধ উপায়ে ভোগ-ব্যবহার করতে পারবে। তবে এ সম্পদে রাষ্ট্রের ও ফকীর মিসকীন ও সর্বশ্রেণির দুস্থদের অধিকার রয়েছে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে আল্লাহর খিলাফাতের দায়িত্ব পালনকারীগণ আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী যাকাত আদায়ের মাধ্যমে পুনরায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ফলাফল সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমে যুক্ত হবে। এক-কথায় সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম আল-কুর'আনের আলোকে অন্যতম কর্মসূচি।

---

৩০৩ *আল-কুর'আন*, সূরা আল-বাকারা (২) : ৩০

৩০৪ *আল-কুর'আন*, সূরা আল-হাজ (২২) : ৪১

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

আল-কুর'আন ও হাদিসের দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল ভিত্তি

অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল ভিত্তি

আল-কুর'আন ও হাদিসের দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল ভিত্তি চারটি। তা নিম্নে সবিস্তারে আলোচনা করা হলো।

এক. দার্শনিক ভিত্তি

দার্শনিক ভিত্তির চারটি উপাদান। যথা:

ক. তাওহীদ

খ. রবুবিয়্যাত

গ. খিলাফাত

ঘ. তাযকিয়্যাত

নিম্নে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

ক. তাওহীদ

তাওহীদ (আল্লাহর একত্ব ও সার্বভৌমত্ব)। এটি আল্লাহ্-মানুষ এবং মানুষ-মানুষের মধ্যেকার সম্পর্কে নিহিত।[৩০৫] তাওহীদ বা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রসঙ্গে আল-কুর'আনে এসেছে,

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

'তিনিই আল্লাহ; যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনিই বাদশাহ, মহাপবিত্র, ত্রুটিমুক্ত, নিরাপত্তাদানকারী, রক্ষক, মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রতাপশালী, অতীব মহিমান্বিত, তারা যা শরীক করে তা হতে পবিত্র মহান।'[৩০৬] আল্লাহ তা'আলা তাঁর উলুহিয়াত প্রসঙ্গে বলেন

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

---

৩০৫ মুহাম্মদ আল-ব্যুরে, ***প্রশাসনিক উন্নয়ন ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি***, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

৩০৬ *আল-কুর'আন*, সূরা আল-হাশর (৫৯) : ২৩

'আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই, আর ফিরিশতা ও জ্ঞানীগণও। তিনি ন্যায় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'[৩০৭]

খ. রবুবিয়্যাত

রবুবিয়্যাত সৃষ্টিকুলের রক্ষনাবেক্ষণ,পরিবর্ধন(খাদ্য ও পুষ্টির ঐশী ব্যবস্থাপনা এবং এগুলোর চরম উৎকর্ষতার জন্য সব কিছুকে পরিচালিত করা)। এটি হলো আল্লাহ তায়ালার স্থিরিকৃত প্রাকৃতিক বিধান যা ঐশী মডেলের মাধ্যমে পৃথিবীর সম্পদসমূহের ব্যবহারযোগ্য উন্নয়ন এবং ওগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের জন্য সতত দিকনির্দেশনা দিয়ে যাচেছ। এ ক্ষেত্রে মানব প্রচেষ্টা সংযুক্ত হয়।[৩০৮] আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সৃষ্টিকুলের রব। দয়াময়, পরম দয়ালু, বিচার দিবসের মালিক।[৩০৯]

এ আয়াতে কারীমায় আল্লাহ্ তা'আলার রবুবিয়্যাতের ঘোষণা প্রদান করা হয়েছে।

গ. খিলাফাত

খিলাফাত (পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে মানুষের ভূমিকা): এটি একজন মুসলিম হিসেবে মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য চিহ্নিতকরার মাধ্যমে এবং খিলাফতের ভাণ্ডার হিসেবে মুসলিম উম্মাহ-র একজন সদস্য হিসেবে মানুষের মর্যাদা ও ভূমিকাকে চিহ্নিত করে। এ নীতি থেকে ইসলামের কিছু অনন্য সাধারণ ধারণা পাওয়া যায়। তা হলো, মানুষের ওপর অর্পিত দায়িত্ব নৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সংগঠনের মৌলিক নীতিমালা।[৩১০] আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে তাঁর খলিফা প্রেরণ প্রসঙ্গে বলেন,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

---

৩০৭ *আল-কুর'আন*, সূরা আলি 'ইমরান (৩) : ১৮

৩০৮ মুহাম্মদ আল-ব্যুরে, ***প্রশাসনিক উন্নয়ন ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি***, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

৩০৯ *আল-কুর'আন*, সূরা আল-ফাতিহা (১) : ১-৪

৩১০ মুহাম্মদ আল-ব্যুরে, ***প্রশাসনিক উন্নয়ন ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি***, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

‘আর স্মরণ কর, যখন তোমার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, ‘নিশ্চয় আমি যমীনে একজন খলীফা সৃষ্টি করছি’, তারা বলল, ‘আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে তাতে ফাসাদ করবে এবং রক্ত প্রবাহিত করবে? আর আমরা তো আপনার প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করছি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। তিনি বললেন, নিশ্চয় আমি জানি যা তোমরা জান না।’[৩১১]

ঘ. তাযকিয়া

তাযকিয়্যাহ্ (আত্মিক পবিত্রতা অর্জন ও অগ্রগতি সাধন): আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রেরিত সব নবী রাসূলগণের মিশন ছিল তার সব ধরনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানুষের তাযকিয়্যাহ্ অর্জন করা এবং তা আল্লাহর সাথে, মানুষের সাথে, প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের সাথে।[৩১২] আল-কুর‘আনে ইরশাদ হয়েছে–

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

‘‘অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্য থেকে তাদের প্রতি একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয়। যদিও তারা ইতোপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল।’’[৩১৩]

দুই. নীতিগত ও নৈতিক ভিত্তি

ইসলামি অর্থনীতির নীতিগত ও নৈতিক ভিত্তি লুকায়িত রয়েছে তার অনমনীয় অবস্থান কোনটি হালাল বা বৈধ তার জন্য আদেশ দেয়া এবং কোনটি হারাম বা অবৈধ তা নিষিদ্ধ করার মধ্যে। প্রথম শ্রেণিটির মৌলিক নীতি হলো ভুলের পুন:নির্মাণ ও সংশোধনের আদেশ দান এবং দ্বিতীয় শ্রেণিটি হল দুর্নীতিকে নিষিদ্ধ করা। ইসলামের দৃষ্টিতে নীতিগত অর্থনীতি ভাল কাজকে বৈধতা দান করে এবং খারাপ কাজকে নিষেধ করে।[৩১৪] এ প্রসঙ্গে আল-কুর‘আনে এসেছে,

---

৩১১ *আল-কুর‘আন*, সূরা আল-বাকারা (২) : ৩০

৩১২ মুহাম্মদ আল-ব্যুরে, ***প্রশাসনিক উন্নয়ন ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি***, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

৩১৩ *আল-কুর‘আন*, সূরা আলি ‘ইমরান (৩) : ১৬৪

৩১৪ মুহাম্মদ আল-ব্যুরে, ***প্রশাসনিক উন্নয়ন ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি***, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

‘‘যারা অনুসরণ করে রাসূলের, যে উম্মী নবী; যার গুণাবলী তারা নিজদের কাছে তাওরাত ও ইঞ্জিলে লিখিত পায়, যে তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ দেয় ও বারণ করে অসৎ কাজ থেকে এবং তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে আর অপবিত্র বস্তু হারাম করে। আর তাদের থেকে বোঝা ও শৃংখল- যা তাদের উপরে ছিল- অপসারণ করে। সুতরাং যারা তার প্রতি ঈমান আনে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং তার সাথে যে নূর নাযিল করা হয়েছে তা অনুসরণ করে তারাই সফলকাম ।’’[৩১৫]

আল-কুর‘আনে সুদকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

‘‘যারা সুদ খায়, তারা তার ন্যায় (কবর থেকে) উঠবে, যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল বানিয়ে দেয়। এটা এ জন্য যে, তারা বলে, বেচা-কেনা সুদের মতই। অথচ আল্লাহ বেচা-কেনা হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অতএব, যার কাছে তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ আসার পর সে বিরত হল, যা গত হয়েছে তা তার জন্যই ইচ্ছাধীন। আর তার ব্যাপারটি আল্লাহর হাওলায়। আর যারা ফিরে গেল, তারা আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে।’’[৩১৬]

সুদ নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে, ইসলাম এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সৃষ্টির পক্ষপাতি, যেখানে মূলধন নিজে কোন বিনিয়োগ সৃষ্টি করে না এবং ঝুঁকি ছাড়া কোন লাভ গ্রহণযোগ্য হবে না। অন্য দিকে সুদযুক্ত ব্যবসায় মূলধনের ওপর কোন রকম কাজ এবং কোন প্রকার ঝুঁকি গ্রহণ ছাড়াই লাভ দেয়াকে অনুমোদন করা হয়।[৩১৭]

---

৩১৫ *আল-কুর‘আন*, সূরা আল-আ'রাফ (৭): ১৫৭

৩১৬ *আল-কুর‘আন*, সূরা আল-বাকারা (২) : ২৭৫

৩১৭ মুহাম্মদ আল-ব্যুরে, ***প্রশাসনিক উন্নয়ন ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি***, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭

তিন. অর্থনৈতিক ভিত্তি

সমাজের সকল সদস্যের কাজ ও শ্রমের ওপর ভিত্তি করে গঠিত একটি সমৃদ্ধ অর্থনীতি গড়ে তোলার সদিচ্ছার মধ্যে দিয়ে ইসলামি অর্থব্যবস্থার ভিত্তি নিহিত রয়েছে। ইসলাম সুদ ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার চেয়েও অধিক শ্রেষ্ঠ যাকাতভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকল্প পন্থাকে অনুমোদন করেছে। কারণ আল্লাহ্ মানুষের জন্য উপকারি ও কল্যাণকর কোন কিছুই নিষিদ্ধ করেননি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

'হে নবী অপনি বলুন , 'কে হারাম করেছে আল্লাহর সৌন্দর্যোপকরণ, যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র রিযিক ? বলুন, 'তা দুনিয়ার জীবনে মুমিনদের জন্য, বিশেষভাবে কিয়ামত দিবসে'। এভাবে আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি এমন কওমের জন্য, যারা জানে।'[৩১৮]

অন্য আয়াতে এসেছে,

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

'হে নবী! আপনি বলুন, 'আমার রব তো হারাম করেছেন অশ্লীল কাজ– যা প্রকাশ পায় এবং যা গোপন থাকে, আর পাপ ও অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন এবং আল্লাহর সাথে তোমাদের শরীক করা, যে ব্যাপারে আল্লাহ কোন প্রমাণ নাযিল করেননি এবং আল্লাহর উপরে এমন কিছু বলা যা তোমরা জান না'।[৩১৯]

তাই ইসলাম অনুমোদন করে, বস্তুত উৎসাহিত করে যৌথ ব্যবসাকে যেখানে মানব কল্যাণ অর্জনের লক্ষে পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে শ্রমের সাথে মূলধন বা নগদ অর্থ একত্র করা হয়। [৩২০]

চার. সামাজিক ভিত্তি

ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ইসলামি উম্মাহ্র সামাজিক সংহতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। এটি সমাজের সদস্যদের মধ্যে সম্পদ ও আয়ের সুসম বণ্টনের জন্য বিভিন্ন কৌশল ও পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ইসলামের বন্টিত ন্যায় বিচার ব্যবস্থার মধ্যে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে।[৩২১]

---

৩১৮ *আল-কুর'আন*, সূরা আল-আ'রাফ (৭): ৩২

৩১৯ *আল-কুর'আন*, সূরা আল-আ'রাফ (৭): ৩৩

৩২০ মুহাম্মদ আল-ব্যুরে, ***প্রশাসনিক উন্নয়ন ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি***, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮

সুতরাং উপরোক্ত চারটি বিষয় হল ইসলামি অর্থনীতি বা আল-কুরআন ও হাদিসের আলোকে প্রতিষ্ঠিত অর্থনীতির অন্যতম ভিত্তি।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

আল-কুর'আন ও হাদিসের দৃষ্টিতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ভিত্তি বিনির্মাণ

আল-কুর'আন ও হাদিসে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ভিত্তি বিনির্মাণ প্রসঙ্গে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ কথা স্পষ্ট যে, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম ভিত্তি হলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন। অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হলে সামাজিক উন্নয়ন সমান্তরালভাবে অগ্রসর হয়। কোনো রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নির্ভর করে তার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও নাগরিকের মাথাপিছু আয়ের ওপর। এ পর্যায়ে আল-কুর'আন ও হাদিসের দৃষ্টিতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ভিত্তি বির্নিমাণের কৌশলসমূহ আলোচনা করা হলো:

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ভিত্তি বিনির্মাণের কৌশলসমূহ

কর্মকৌশল

আর্থ-সামাজিক স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মকৌশল আবশ্যক। স্থিতিশীলতা ও আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য যুগপৎভাবে অর্জন করলে একটি কৌশলের প্রয়োজন হয় এবং একাধিক কৌশল বিবেচনা করতে হয়।[৩২২]

কর্মকৌশলের উপাদান

সমাজে বা রাষ্ট্রে অপর্যাপ্ত সম্পদের ন্যায্য ব্যবহার এবং কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা অর্জনের একটি কৌশলকে যদি সফল করতে হয়, তবে তার মধ্যে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য সমূহ বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। তা হলো:

১. একটি স্বচ্ছ পরিস্রাবক ব্যবস্থা

২. একটি প্রেরণাদায়ক কৌশল

---

৩২১ মুহাম্মদ আল-ব্যুরে, *প্রশাসনিক উন্নয়ন ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯

৩২২ ড. এম, ওমর চাপড়া, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

৩. আর্থ-সামাজিক অবস্থার সংস্কার সাধন।[৩২৩]

আল-কুর'আন ও হাদিসের দৃষ্টিতে

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ভিত্তি বিনির্মাণের কৌশলসমূহ

আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ভিত্তি বিনির্মাণের কৌশলসমূহ নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ

১. স্বীকৃত রাষ্ট্র

২. খিলাফাত

৩. বায়তুলমাল

৪. চাষাবাদ

৫. পশুপালন

৬. ব্যবসা-বাণিজ্য

৭. শিল্প

৮. গানিমাহ

৯. খারাজ (খাজনা)

১০. ফাই

১১. জিয্য়া

১২. যাকাত

১৩. উশর (ফসলের যাকাত)

---

৩২৩ ড. এম, ওমর চাপড়া, ***ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন***, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

১৪. সাদাকা (দান খয়রাত)

১৫. সাদাকাতুল ফিতর

১৬. হিমা (রাষ্ট্রীয় চারণভূমি)

১৭. কারদুল হাসানা (উত্তম ঋণ)।

নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. স্বীকৃত রাষ্ট্র

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রধান শর্ত হল স্বীকৃত রাষ্ট্র হওয়া। কারণ কোন জনপদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করতে হলে সে অঞ্চলটি স্বাধীন, সার্বভৌম, স্থিতিশীল ও স্থায়ী প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে থাকতে হবে। তা না হলে সে এলাকার উন্নয়নে কোন কাজ করা সম্ভব নয়। আল-কুর'আনে আল্লাহ্ তা'আলা সৎকর্মশীলদেরকে রাষ্ট্র ক্ষমতা প্রদান করার ঘোষণা প্রদান করেছেন। এ আল্লাহ্ তা'অলা বলেন,

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ

'আর উপদেশ দেয়ার পর আমি কিতাবে লিখে দিয়েছি যে, 'আমার যোগ্যতর বান্দাগণই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে'।[৩২৪]

২. খিলাফাত

খিলাফাত হল, বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর রেখে যাওয়া রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য মুসলিম উম্মাহ্ কর্তৃক সমর্থিত আল-কুর'আন ও সুন্নাহর আলোকে রাষ্ট্র পরিচালনা পদ্ধতি। আর এটি হল কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে জবাবদিহিতামূলক একটি সরকার ব্যবস্থা।

৩. বায়তুলমাল

স্বীকৃত ইসলামি রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কোষাগার হল বায়তুলমাল। ইসলামি রাষ্ট্রের আয়ের সকল উৎস থেকে অর্থ ও সম্পদ এখানে জমা হয় এবং এখান থেকে রাষ্ট্রীয় যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ হয়। বিশ্বনবী (সা.) প্রতিষ্ঠিত মাদীনা মুনাওয়ারাহ্ রাষ্ট্রের বায়তুলমাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগারের আয়ের উৎস হল: দান,

---

[৩২৪] *আল-কুর'আন*, সূরা আল-আম্বিয়া (২১): ১০৫

গানিমাত, যুদ্ধজয়ের মালামাল ও ভূ-সম্পত্তি, জিযয়া কর, যাকাত, ফসলের উশর, খারাজ কর, ফাই কর, চারণভূমির আয় , সাদাকাহ্ ইত্যাদি।[৩২৫]

৪. চাষাবাদ

চাষাবাদ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি অন্যতম উৎস। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে এ খাতের অবদান অনস্বীকার্য। চাষাবাদ প্রসঙ্গে আল-কুর‘আনে ও হাদিসে সুবিস্তৃত বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। হাদিসে এসেছে, ‘কারও কোন ভূমি থাকলে তার উচিৎ তা চাষ করা অথবা নিজের ভাইকে দেওয়া। আর এটিও যদি না করে সে যেন জমি তার কাছে রেখে দেয়।’[৩২৬]

৫. পশুপালন

পশুপালন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়ণের আরেকটি বিশেষ খাত। ইসলামের প্রথম যুগে এখাতই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি খাত।

৬. ব্যবসা-বাণিজ্য

ব্যবসা-বাণিজ্য রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম উৎস। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে এ খাতের অবদান অনস্বীকার্য। ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসঙ্গে আল-কুর‘আনে ইরশাদ হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

‘হে মুমিনগণ, তোমরা পরস্পরের মধ্যে তোমাদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না, তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসার মাধ্যমে হলে ভিন্ন কথা। আর তোমরা নিজেরা নিজদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে পরম দয়ালু।’[৩২৭]

ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসঙ্গে অন্য আয়াতে এসেছে,

---

৩২৫ ডক্টর মুহাম্মদ ইয়াসীন মাযহার সিদ্দিকী, ***রাসূল মুহাম্মদ সা.-এর সরকার কাঠামো***, (ঢাকা: ই.ফা.বা., ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ২৬৮-২৯০

৩২৬ ইমাম বাইহাকী, ***আস-সুনান***, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ১২০৪৬

৩২৭ ***আল-কুর‘আন***, সূরা আন-নিসা (৪): ২৯

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

'যারা সুদ খায়, তারা তার ন্যায় (কবর থেকে) উঠবে, যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল বানিয়ে দেয়। এটা এ জন্য যে, তারা বলে, বেচা-কেনা সুদের মতই। অথচ আলাহ বেচা-কেনা হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অতএব, যার কাছে তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ আসার পর সে বিরত হল, যা গত হয়েছে তা তার জন্যই ইচ্ছাধীন। আর তার ব্যাপারটি আলাহর হাওলায়। আর যারা ফিরে গেল, তারা আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে।'[৩২৮]

এ আয়াতে সুদভিত্তিক সকল লেনদেনকে হারাম ও ব্যবসায়-বাণিজ্যকে হালাল ঘোষণা করা হয়েছে। ইসলামি রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যবসায়-বাণিজ্যের গুরুত্ব অপরিসীম।

৭. গানিমাত

গানিমাত রাষ্ট্রীয় আয়ের একটি উৎস এবং সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে এ খাতের অবদান অপরিসীম। গানিমাত প্রসঙ্গে আল-কুর'আনে ও হাদিসে সুবিস্তৃত বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। গানিমাত প্রসঙ্গে আল-কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

'লোকেরা তোমাকে গানিমাতের মাল[৩২৯] সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে; বল, গানিমাতের মাল আল্লাহ ও রাসূলের[৩৩০] জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং পরস্পরের মধ্যকার অবস্থা সংশোধন করে

---

৩২৮ *আল-কুর'আন*, সূরা আল-বাকারা (২): ২৭৫

৩২৯ انفال ইহা نفل এর বহুবচন, অর্থ অনুগ্রহ, দান-খয়রাত, বাধ্যতামূলক নয় এমন পুণ্য কাজ, যুদ্ধলব্ধ সম্পদকেও বলা হয়, যার জন্য গনীমত (غنيمة) শব্দ সাধারণত ব্যবহৃত হয়। এ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ, তাঁর অনুগ্রহেই ইহা হস্তগত হয়েছে, কারো বাহুবলে অর্জিত হয় নাই। রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর বিধান অনুযায়ী উহা বন্টন করেন। সম্পাদনা পরিষদ, ***আল-কুর'আনুল কারীম*** (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৩খ্রি.), ৪৯ তম সং, পৃ. ২৬৪

৩৩০ এ ব্যাপারে ফায়সালা করার অধিকারী তাঁরা। রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর আদেশে তা বন্টন করবে, তোমরা যেভাবে চাও সেভাবে নয়। ইউসুফ, মওলানা সালাহুদ্দীন, ***তাফসীর আহসানুল বায়ান*** (সউদী আরব: ইসলামিক সেন্টার, আল-মাজমাআহ, ১৪২৯ হিঃ), পৃ. ৩০৯

নাও। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা মুমিন হও।'[৩৩১] এ আয়াতের তাফসীরে ইমাম আবূ জাফর (র.) একটি ভাষ্য বর্ণনা করে বলেন, আল্লাহর বাণীর অর্থ হল,

يسألك أصحابك، يا محمد، عن الغنائم التي غنمتها أنت وأصحابك يوم بدر، لمن هي؟ فقل: هي لله ولرسوله.

'হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনাকে আপনার সাথীগণ জিজ্ঞাসা করে, গানিমাত প্রসঙ্গে, যা আপনি ও আপনার সাথীগণ লাভ করেছিলেন, এটা কাদের জন্য (বরাদ্দ)? অতঃপর আপনি বলুন, এটা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের জন্য।[৩৩২] এ আয়াতে বর্ণিত 'আনফাল' প্রসঙ্গে ইকরামা বলেন, আল্লাহর বাণী "يسئلونك عن الأنفال" এখানে "الأنفال" অর্থ الغنائم অর্থাৎ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ।[৩৩৩] উপরোক্ত আয়াতে গানিমাতের মালের যথাযথ নিয়ন্ত্রনের দায়িত্ব একমাত্র আল্লাহর রাসূল (সা.)-কে প্রদান করা হয়েছে। আর গানিমাতের মাল রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হবার পর তা থেকে সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমে ব্যয় করার নির্দেশনা রয়েছে।

সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমে গানিমাতের মাল ব্যয়ের নীতিমালা

আল-কুর'আনে গানিমতের মাল বন্টনের নীতিমালায় সামাজিক সুরক্ষামূলক কার্যক্রমে ব্যয় করার নির্দেশনা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

'আর তোমরা জেনে রেখো যে, তোমরা যে গানিমাতের মাল লাভ করেছ এর এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ তাঁর রাসূল এবং আত্নীয়-স্বজন, ইয়াতিমগণ, মিসকিন এবং মুসাফিরদের জন্য নির্দিষ্ট'।[৩৩৪] এ আয়াতে গানিমাতের সম্পদের বন্টন নীতি বর্ণনা করা হয়েছে। গানিমাতের সাফল্য সম্পদ পাঁচ ভাগে বন্টন করা

---

৩৩১ *আল-কুর'আন*, সূরা আল-আনফাল (৮) : ১

৩৩২ আত-তাবারী, মুহাম্মদ ইব্ন জারীর ইয়াযীদ ইব্ন কাসীর ইব্ন গালীব আল-আমলী আবূ জাফর আত-তাবারী, ***আল-জামিউ'ল বায়ান ফী তা'বীলি আয়িল কুর'আন (তাফসীর তাবারী)***, প্রাগুক্ত, খণ্ড-১৩, পৃ. ৩৬০

৩৩৩ আত-তাবারী, মুহাম্মদ ইব্ন জারীর ইয়াযীদ ইব্ন কাসীর ইব্ন গালীব আল-আমলী আবূ জাফর, ***আল-জামিউ'ল বায়ান ফী তা'বীলি আয়িল কুর'আন***, প্রাগুক্ত, খণ্ড-১৩, হাদিস নং ১৫৬১৮, পৃ. ৩৬০

৩৩৪ *আল-কুর'আন*, সূরা আল-আনফাল (৮) : ৪১

হয়। প্রথমত: এক ভাগ সরকারী তহবিলে সংরক্ষিত হয়। আর দ্বিতীয়ত: চারভাগ মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করা হয়।[৩৩৫]

(১) আল্লাহ ও রাসূল (সা)-এর জন্য নির্দিষ্ট

গানিমাতের পাঁচ ভাগের এক ভাগ আল্লাহ তাঁর রাসূল (সা)-এর জন্য নির্ধারিত। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

ذهب أكثر المفسرين والفقهاء إلى أن قوله: "لله" افتتاح كلام على سبيل التبرك وإضافة هذا المال إلى نفسه لشرفه، وليس المراد منه أن سهما من الغنيمة لله منفردا، فإن الدنيا والآخرة كلها لله عز وجل.

'অধিকাংশ মুফাসসির ও ফকীহ্-এর মতে আল্লাহ্র বাণী "لله" আল্লাহর জন্য সম্পর্কিত করে বাক্য শুরু করা হয়েছে, বরকতের উদ্দেশ্যে। আর তার সাথে সংশ্লিষ্ট করা এই সম্পদ তার নিজের দিকে এবং তার অংশের দিকে। এর দ্বারা এ উদ্দেশ্য নয় যে, গানিমাতের এ মাল আল্লাহর দিকে এককভাবে নির্দিষ্ট। কেননা দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কিছু আল্লাহর।'[৩৩৬] আর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অংশ প্রসঙ্গে হাসান, কাতাদাহ্, 'আতা, ইবরাহীম ও শা'বী (র) বলেন, سهم الله وسهم الرسول واحد 'আল্লাহর অংশ ও তাঁর রাসূলের অংশ একই।[৩৩৭] 'আলিমগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মতে, এ অংশই পরবর্তীতে সরকারী তহবিলের অংশ হিসেবে গণ্য।

ক. নিকট আত্মীয়: এখানে নিকট আত্মীয় বলতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আত্মীয় বুঝানো হয়েছে তারা গানিমাতের পাঁচ ভাগের এক ভাগের অংশ থেকে প্রাপ্ত হবেন। হাদিসে এসেছে, সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যিব (র.) বলেন,

---

৩৩৫ মালিক ইব্ন আনাস, ***আল-মুয়াত্তা*** (ঢাকা: ই.ফা.বা.২০০২ খ্রি./১৪২২ হি.), কিতাব: كِتَاب الْجِهَادِ, বাব: بَاب مَا جَاءَ فِي إِعْطَاءِ النَّفَلِ مِنْ الْخُمُسِ , খণ্ড-২, পৃ. ৩৫

৩৩৬ আল-বাগভী, আবূ মুহাম্মদ হুসাইন ইব্ন মাসউদ, ***মা'আলিমুত-তানযীল***, (আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ, ৪র্থ সং), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৭

৩৩৭ আবূ মুহাম্মদ হুসাইন ইব্ন মাসউদ আল-বাগাভী, ***মা'আলিমুত-তানযীল***, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৭

أن جبير بن مطعم أخبره أنه جاء هو وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم يكلمانه فيما قسم من خمس خيبر لبني هاشم وبني المطلب . فقالا قسمت لإخواننا بني هاشم وبني المطلب . وقرابتنا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم (إنما أرى بني هاشم وبني المطلب شيئا واحدا)

'জুবাইর ইব্ন মুতইম (রা.) তাকে (অধস্তন রাবী) অবহিত করেন যে, তিনি ও 'উসমান ইব্ন আফফান (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হলেন খায়বারে প্রাপ্ত গানিমাতের পঞ্চমাংশ বণ্টনের বিষয়ে তাঁর সাথে কথা বলার জন্য। তারা উভয়ে বললেন, আপনি আমাদের ভাই বানু হাশিম ও বানু মুত্তালিবের মধ্যে বণ্টন করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, আমি বানু হাশিম ও বানু মুত্তালিবকে একই মর্যাদা সম্পন্ন মনে করি।[৩৩৮]

খ. ইয়াতিম ও অনাথেরা গানিমাতের পাঁচ ভাগের এক ভাগের অংশ থেকে প্রাপ্ত হবেন।[৩৩৯]

গ. মিসকিন: মিসকিনরা গানিমাতের পাঁচ ভাগের এক ভাগের অংশ থেকে প্রাপ্ত হবেন।[৩৪০]

ঘ. মুসাফির: মুসাফিরগণও গানিমাতের পাঁচ ভাগের এক ভাগের অংশ থেকে প্রাপ্ত হবেন।[৩৪১]

উল্লেখ্য যে, এটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় ও খুলাফা-ই- রাশিদুনের যুগে কার্যকর ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর নিকটাত্মীদের অবর্তমানে তাদের অংশ বণ্টনে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। যেমন, ইমাম আবু হানিফা (র)-এর মতে, এ ভাগ শুধু এতিম, মিসকিন ও মুসাফিরদের মধ্যে বণ্টিত হবে। ইমাম মালেক (র)-এর মতে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর নিকট আত্মীয়দের ভাগ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হবে। ইমাম শাফিয়ী (র)-এর

---

৩৩৮ আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযিদ আল-কাযবিনী, ***সুনানু ইবনে মাজাহ্*** (বৈরূত: দারুল ফিকর, তা.বি.), খণ্ড-২, কিতাব: كتاب الجهاد বাব: باب قسمة الخمس, হাদিস নং ২৮৮১, পৃ. ৯৬১

৩৩৯ আস-সুয়ূতী, ***আদ-দুররুল মানছুর***, (বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৯৯৩ খ্রি.), খণ্ড-৪, পৃ. ৬৫

৩৪০ আস-সুয়ূতী, ***আদ-দুররুল মানছুর,*** প্রাগুক্ত, খণ্ড-৪, পৃ. ৬৫

৩৪১ আস-সুয়ূতী, ***আদ-দুররুল মানছুর,*** প্রাগুক্ত, খণ্ড-৪, পৃ. ৬৫

মতে, বর্তমানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভাগ ইমাম তথা রাষ্ট্রপ্রধান পাবেন। কারণ, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উত্তরসুরী।[৩৪২]

(২) অবশিষ্ট চারভাগ বণ্টনের পদ্ধতি

গানিমাতের সম্পদের পাঁচ ভাগের এক ভাগ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জন্য বরাদ্দকৃত অংশ প্রদানের পর বাকী চার অংশ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, والغنيمة تقسم خمسة أخماس، أربعة أخماسها لمن قاتل عليها، 'আর গানিমাত পাঁচভাগে ভাগ করা হবে। পাঁচ ভাগের চার ভাগ তাদের জন্য বরাদ্দ যারা যুদ্ধ করেছে।'[৩৪৩]

এ প্রসঙ্গে ইমামত্রয়, সুফিয়ান ও ইসহাকের মতে, উল্লিখিত চার ভাগের তিনভাগ অশ্বারোহী বাহিনী ও একভাগ পদাতিক বাহিনী পাবে। উল্লেখিত নীতিমালার আলোকে শুধুমাত্র পাঁচ ভাগের এক অংশ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য নির্দিষ্ট। বণ্টনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অংশ মাত্র একটি। আর তার উদ্দেশ্য হচ্ছে এর একটি অংশ আল্লাহর দীন ও কালেমার প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যয় করা। অর্থাৎ তা ইসলামি রাষ্ট্রের বাইতুল মালে জমা হবে। আর আত্মীয়-স্বজন বলতে আহলে বাইতকে বুঝানো হয়েছে, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর এক শ্রেণীর ফিকাহবিদ এ অংশ রহিত হয়ে গিয়েছে মনে করেন। আর এক শ্রেণী নবীর স্থলাভিষিক্ত খলীফার আত্মীয়-স্বজন পাবেন বলে মনে করেন। তৃতীয় একদলের মতে, নবী পরিবারের গরীব লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে। অধিকাংশের মতে, তৃতীয় মতটি খুলাফা-ই-রাশিদুনের আমলে কার্যকরী হয়।[৩৪৪]

৮. খারাজ

খারাজ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম উৎস। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে−

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

---

৩৪২ আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন আবি বাকার বিন ফারাহ্ আল-আনসারীআল-খাযরাজী শামসুদ্দীন আল-কুরতুবী, ***আল-জামিউ' লি-আহ্কামিল কুরআন***, (রিয়াদ, আল-মামলাকাতুল 'আরাবিয়াতিস-সাওদিয়া : দারু 'আলিমিল কুতুব, ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি.), ৫ম খণ্ড, পৃ. ১-২০

৩৪৩ আবূ মুহাম্মদ হুসাইন ইব্ন মাসউদ আল-বাগাভী, ***মা'আলিমুত-তানযীল,পূর্বোক্ত,*** ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৭

৩৪৪ মুহাম্মদ শাফী, ***তাফসীর মা'রিফুল কুরআন***, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৪

‘আল্লাহ জনপদবাসীদের নিকট থেকে তাঁর রাসূলকে ফায় হিসেবে যা দিয়েছেন তা আল্লাহর, রাসূলের, আত্মীয়–স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীন ও মুসাফিরদের এটি এ জন্য যে, যাতে ধন–সম্পদ তোমাদের মধ্যকার বিত্তশালীদের মাঝেই কেবল আবর্তিত না থাকে। রাসূল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে সে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও এবং আল্লাহকেই ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর।’[৩৪৫]

‘বিশ্বনবী (সা.) মাদীনা রাষ্ট্রে বসবাসরত খায়বার এলাকা ও তার পার্শ্ববর্তী ঐলাকায় বসবাসরত ইয়াহুদীদের যমীন, খামার বা খেজুর বাগানের উৎপাদিত ফসলের ওপর খারাজ (ভূমিকর) বাধ্যতামূলক করেন। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে এ খাতের অবদান অপরিসীম। আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা) খারাজ বিভাগের উর্দ্ধতন কর্মকর্তা ছিলেন।’[৩৪৬]

৯. ফাই

ফাই রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম উৎস। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে এ খাতের অবদান অপরিসীম। ফাই প্রসঙ্গে আল-কুর‘আনে ও হাদিসে সুবিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম আবূ ইউসুফের মতে ফাই ও খারাজ একই।

১০. জিয্য়া

জিয্য়া রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম উৎস। ইসলামি রাষ্ট্রের বায়তুল মালের প্রবৃদ্ধিতে জিয্য়ার গুরুত্ব অপরিসীম। মদীনা মুনাওয়ারা্ রাষ্ট্রের নির্দেশনা অনুযায়ী ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে তাইমার অধিবাসীগণ প্রথম জিযয়া প্রদান করে।[৩৪৭] সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে এ খাতের অবদান অপরিসীম।

১১. যাকাত

যাকাত দীন ইসলামের মৌলিক বিধানের অতীব গুরুত্বপূর্ণ তৃতীয় রুকন বা স্তম্ভ। [৩৪৮] যাকাত রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত সংগ্রহ করার জন্য

---

৩৪৫ *আল-কুর’আন*, সূরা আল-হাশর (৫৯): ৭

৩৪৬ ড. মুহাম্মদ ইয়াসীন মাযহার সিদ্দিকী, ***রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর সরকার কাঠামো***, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪

৩৪৭ ড. মুহাম্মদ ইয়াসীন মাযহার সিদ্দিকী, ***রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর সরকার কাঠামো***, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮২

৩৪৮ মুহাম্মদ লোকমান হাকীম, দারিদ্র বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ৬৯

যাকাত আদায়কারী নিয়োগ করেছিলেন।[৩৪৯] সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে এ খাতের অবদান অপরিসীম। কারণ গরীব অসহায় ও বিভিন্ন কারণে যারা অর্থাভাবের শিকার হয়েছে তাদের আর্থিক সহযোগিতা প্রদান যাকাতের মূল উদ্দেশ্য। এ কারণে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে যাকাতের অর্থ ব্যয়ের খাত সমূহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, যাকাত মূলত দরিদ্র শ্রেণির সহযোগিতার জন্যই ফরজ করা হয়েছে।[৩৫০] যাকাত ফরয ও তার খাত প্রসঙ্গে আল-কুর‘আনে ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

‘নিশ্চয় সাদাকা হচ্ছে ফকীর ও মিসকীনদের জন্য এবং এতে নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য, আর যাদের আত্মা আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য; (তা বণ্টন করা যায়) দাস আযাদ করার ক্ষেত্রে, ঋণগ্রস্তদের মধ্যে, আল্লাহর রাস্তায় এবং মুসাফিরদের মধ্যে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।’[৩৫১]

উপরোক্ত আয়াতে যাকাতের খাতসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে, যা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ও সামাজিক সুরক্ষায় অভাবনীয় ভূমিকা রাখছে।

১২. উশর

উশর এক প্রকার যাকাত। যাকাতের নির্দেশ যেমন আল-কুর‘আনে রয়েছে এবং তার নিসাবের কথা হাদিসে বর্ণিত আছে তেমনি উশর প্রদানের নির্দেশ আল-কুর‘আনে আছেএবং উশরের নিসাব হাদিসে উল্লেখিত আছে।[৩৫২] যমীন থেকে উৎপাদিত ফসলের সাদাকা প্রসঙ্গে আল-কুর‘আনে এসেছে,

---

৩৪৯ ড. মুহাম্মদ ইয়াসীন মাযহার সিদ্দিকী, *রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর সরকার কাঠামো*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯

৩৫০ ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন রব্বানী ও মুফতি মুহিউদ্দীন কাসেমী, *আধুনিক প্রেক্ষাপটে যাকাতের বিধান* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক ল’ রিসার্চ এণ্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০২১ খ্রি.), পৃ. ৩০

৩৫১ *আল-কুর‘আন*, সূরা আত-তাওবা (৯): ৬০

৩৫২ ডক্টর মীর মোঃ আনোয়ার হোসেন, দারিদ্র্য বিমোচন ও সমাজ উন্নয়নে যাকাত ও উশর ব্যবস্থা নওগাঁ জেলার পোরশা ও সাপাহার অঞ্চলের উপর একটি সমীক্ষা (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ১৬৫

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

'আর আল্লাহ যে শস্য ও চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, সেখান থেকে তারা আল্লাহর জন্য একটি অংশ নির্ধারণ করে। অতঃপর তাদের ধারণা অনুসারে তারা বলে, 'এটি আল্লাহর জন্য এবং এটি আমাদের শরীকদের জন্য।' অতঃপর যা তাদের শরীকদের জন্য, তা আল্লাহর নিকট পৌঁছে না, আর যা আল্লাহর জন্য তা তাদের শরীকদের নিকট পৌঁছে যায়। তারা যে ফয়সালা করে, তা কতই না মন্দ !'[৩৫৩]

উশরের নিসাব প্রসঙ্গে হাদিসে এসেছে, 'আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম (সা.) বলেন, কোনো ফসলে ও খেজুরে যাকাত ওয়াজিব হবে না, যাবত না তার পরিমাণ পাঁচ ওয়াসাক (৯৪৮কিলোগ্রাম) হবে।[৩৫৪]

১৩. সাদাকা

সাদাকাহ্ একটি বর্গ নাম। এর দ্বারা মুসলমানদের ওপর আরোপিত ধর্মীয় কর সমষ্টিকে বুঝানো হয়ে থাকে। যেমন যাকাত, উশর বা নিসফুল উশর এবং সাধারণ দান-খয়রাত ইত্যাদি।[৩৫৫] তবে রাষ্ট্রীয় কল্যাণে বাযতুলমালে জমাকৃত কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সাধারণ অনুদানও সাদাকাহ-এর অন্তর্ভুক্ত।

১৪ সাদাকাতুল ফিতর

সাদাকাতুল ফিতর রাষ্ট্রের দরিদ্র শ্রেণির দারিদ্র বিমোচনে সাময়িক অবদান রাখে। সাদাকাতুল ফিতর প্রসঙ্গে 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بزكاة الفطر . صاعا من تمر . أوصاعا من شعير

'রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সাদাকাতুল ফিতরে এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।[৩৫৬]

---

৩৫৩ *আল-কুর'আন*, আল-আন'আম (৬): ১৩৬

৩৫৪ ইমাম নাসায়ী, ***আস-সুনান,*** প্রাগুক্ত, কিতাবুযযাকাত, বাব: যাকাতিতামার, হাদিস নং ২৪৮২, পৃ. ৬৬২

৩৫৫ ড. মুহাম্মদ ইয়াসীন মাযহার সিদ্দিকী, *রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর সরকার কাঠামো*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬

৩৫৬ ইব্‌ন মাজাহ্, ***সুনান***, প্রাগুক্ত, খণ্ড-১, কিতাবুযযাকাত, বাবঃ সাদাকাতুল ফিতর, হাদিস নং ১৮২৫, পৃ. ৫৮৪

দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে এ খাতের অবদান অপরিসীম। সাদাকাতুল ফিতর প্রসঙ্গে হাদিসে সুবিস্তৃত আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

১৫. চারণভূমি (হিমা)

চারণভূমি থেকে উত্তোলিত অর্থ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি উৎস। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে এ খাতের অবদান অপরিসীম। মদীনা রাষ্ট্রের চারণভূমি বিভাগে যারা কর্মকর্তা ছিলেন তাদেরকে 'সাহিবুল হিমা' বলা হতো।[৩৫৭]

১৬. করযে হাসান

করযে হাসান প্রচলিত পরিভাষায় করযে হাসান ইসলামি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিঃস্বার্থভাবে নানামুখী ভূমিকা পালন করে। আল-কুর'আন ও হাদিসে করযে হাসান প্রদানের জন্য উৎসাহিত করেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

''আর অবশ্যই আল্লাহ বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং আমি তাদের মধ্য থেকে বার জন দলনেতা পাঠিয়েছিলাম এবং আল্লাহ বলেছিলেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে আছি, যদি তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও, আমার রাসূলদের প্রতি ঈমান আন, তাদেরকে সহযোগিতা কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও, তবে নিশ্চয় আমি তোমাদের থেকে তোমাদের পাপসমূহ মুছে দেব। আর অবশ্যই তোমাদেরকে প্রবেশ করাব জান্নাতসমূহে, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হবে নদীসমূহ। তোমাদের মধ্য থেকে এরপরও যে কুফরী করেছে, সে অবশ্যই সোজা পথ হারিয়েছে।''[৩৫৮]

এ আয়াতে উত্তম ঋণ বলতে আল্লাহর উদ্দেশে সব ধরনের সাদাকাকে বোঝানো হয়েছে। উপরোক্ত অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কৌশলসমূহ বাস্তবায়িত হলে দেশের সামাজিক উন্নয়ন গতিশীল ও ত্বরান্বিত

---

৩৫৭ ইব্ন মাজাহ্, *সুনান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬

৩৫৮ *আল-কুর'আন*, সূরা আল-মায়িদা (৫): ১২

হবে। আর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক জীবনমান উন্নয়নের সামষ্টিক রূপই হলো রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

পরিশেষে বলা যায় আল-কুর'আন ও হাদিসে সামাজিক সুরক্ষার নির্দেশনা সূচক বক্তব্য প্রদান করা হয়েছে। সামাজিক সুরক্ষা প্রাপ্তির অধিকারী, বিশেষত দুস্থ বয়স্ক, শিশু, ইয়াতিম, বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা, প্রতিবন্ধী, অনগ্রসর জাতি গোষ্ঠী, বেদে/বেদুইন ও নিম্ন পেশাজীবী, ফকীর, মিসকীন, ভিক্ষুকসহ সর্বপর্যায়ের দরিদ্র ও দুস্থ নাগরিকদের প্রসঙ্গে আল-কুর'আন ও হাদিসে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। সেই নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে জাহিলি যুগে আরবের ভঙ্গুর সমাজব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মাদীনা মুনাওয়ারাহ'য় সুশীল স্বর্ণালী ইসলামি সমাজব্যবস্থা।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, আল-কুর'আনে ও হাদিসে সামাজিক সুরক্ষার জন্য কার্যক্রমের অত্যন্ত টেকসই রূপরেখা প্রদান করা হয়েছে তা বিশ্বের ইতিহাসে দ্বিতীয় পাওয়া যায় না। বর্তমান বিশ্বের সমাজ বিজ্ঞানীরা যে সামাজিক সুরক্ষার শ্লোগান দিচ্ছেন, ১৪০০ বছর পূর্বে বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল-কুর'আনের আলোকে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশনা অনুযায়ী সামাজিক সুরক্ষার এক ঐতিহাসিক মডেল প্রতিষ্ঠা করেছেন যা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সর্বোত্তম, সর্বোন্নত, সর্বাধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত ও মানবিক।

চতুর্থ অধ্যায়

আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির উদ্দেশ্য

চতুর্থ অধ্যায়

আল-কুর‘আন ও হাদিসের আলোকে

জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির উদ্দেশ্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

শিশু সুরক্ষা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বয়স্কদের সুরক্ষা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নারীর অধিকার সুরক্ষা

চতূর্থ পরিচ্ছেদ

প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষা

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সমাজের অধিকার বঞ্চিত অনগ্রসর ও

অসহায় জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা

প্রথম পরিচ্ছেদ

শিশু সুরক্ষা

প্রথম অনুচ্ছেদ

শিশু সুরক্ষা

শিশু সুরক্ষা জাতীয় নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির অন্যতম প্রধান কর্মসূচি। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশ সরকারও রাষ্ট্রীয়ভাবে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির অধীনে শিশু সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন অব্যাহত রেখেছে। নিম্নে শিশু-র পরিচয় ও শিশু সুরক্ষার প্রাসঙ্গিক আলোচনা উপস্থাপন করা হলোঃ

শিশু পরিচিতি

শিশু শব্দের আভিধানিক বিশ্লেষণ

শিশুর আরবি প্রতিশব্দ হলো طفل (তিফলুন)। বহুবচনে اطفال (আতফাল)। অভিধানে এর অর্থ হলো- শৈশব, বাল্যকাল, অন্ধকার, কাদামাটি, মৃৎপাত্র তৈরির মাটি,[৩৫৯] শিশু, বালক, খোকা।[৩৬০] আবার শিশুকে সাগিরও বলা হয়। ইংরেজিতে বলা হয় Infant, Baby[৩৬১] ইত্যাদি।

শিশুর পারিভাষিক সংজ্ঞা

শিশুর পারিভাষিক সংজ্ঞায় বলা হয়েছে–

---

৩৫৯ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, ***আল-মু'জামুল ওয়াফী***,আধুনিক আরবী- বাংলা অভিধান,(ঢাকাঃ রিয়াদ প্রকাশনী,২০০৫খ্রি.) পৃ. ৬৬০

৩৬০ Zillur Rahman Siddiqui & others, ***Bangla Academy English- Bengali Dictionary***, Dhaka : Bangla Academy Dhaka, 2006 AD, p. 53.

৩৬১ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, **আল-ক্বামূসুল ওয়াজিয লি-দিরাসাতিল 'আরাবিয়াতিল আযীয**,(ঢাকাঃ রিয়াদ প্রকাশনী ,৭ম সংস্করণ ২০২০ খ্রি.) পৃ. ৪৮৪

১. অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক বা বালিকাকে শিশু বলে।[৩৬২]

২. শিশু বলতে ঐ ব্যক্তিকে বুঝায় যার বয়স পুরুষ হলে একুশ- এর নীচে এবং নারী হলে আঠার এর- নীচে হবে।[৩৬৩]

শিশু সুরক্ষার উদ্যোগ

মানবজীবনের প্রথম স্তর হলো শিশুকাল। জন্মের পর একটি শিশু সৃষ্টিগতভাবে থাকে অসহায়, দুর্বল ও পরনির্ভরশীল। এই সন্ধিক্ষণে শিশু সার্বিকভাবে নির্ভরশীল থাকে তার মায়ের উপর। আকস্মিক মায়ের অবর্তমানে শিশুরা দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বজনের উপর নির্ভরশীল থাকে। এ সময় তার অধিকার সুরক্ষার দায়িত্ব পরিবারের, সমাজের, এমনকি রাষ্ট্রের উপর বর্তায়। কারণ, শিশুর জন্মের পর তার বড় হওয়া ও নিজের কর্তব্য নিজে পালন করার যোগ্যতা অর্জন না করা পর্যন্ত তার সুরক্ষার জন্য অভিভাবকদের, পরিবারের, সমাজের ও রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। যেহেতু শিশুরা দেশের ভবিষ্যত, সেহেতু শৈশবে এবং বিদ্যালয়ে যাবার সময় শিশুরা যেন নিরাপত্তা সহায়তা পায় তা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। শিশুদের জন্য বিনিয়োগ কেবল তাদের কল্যাণই নিশ্চিত করে না ভবিষ্যৎ জাতিকে একটি কার্যকর ও কর্মক্ষম শ্রমশক্তিরও যোগান দেয়। বর্তমান কর্মোপযোগী জনগোষ্ঠী যে ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় তার মূলে রয়েছে বিকাশের বছরগুলোতে তাদের জন্য অপর্যাপ্ত বিনিয়োগ। বস্তুত বিভিন্ন সরকারি পরিষেবার মাধ্যমে শিশুদের জন্য সহায়তার ব্যবস্থা করতে হবে, বিশেষ করে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার মাধ্যমে। সরকার এসব খাতে ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ অব্যাহত রাখবে এবং শিশুদেরকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ করবে।[৩৬৪]

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি ও শিশু সুরক্ষা

---

[৩৬২] আহমদ শরীফ ও অন্যান্য সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান,(ঢাকা:অক্টোবর ১৯৯৯,খ্রি.) পৃ. ৫২৪

[৩৬৩] বাল্য বিয়ে নিরোধ আইন ১৯২৯ এর আলোকে। মোঃ আব্দুস সালেক, ***প্রচলিত আইনে নারীর অধিকার,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

[৩৬৪] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

জাতীয় নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে শিশুদের জন্য মৌলিক কর্মসূচি:

১. দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত পরিবারের চার বছরের নীচের সব শিশুর জন্য অনুদানের ব্যবস্থা করা। এ অনুদান প্রতি পরিবারে অনধিক দুটি শিশুর জন্য সীমিত থাকবে যাতে জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনা নীতির উপরে কোনো ধরনের বিরূপ প্রভাব না পড়ে।

২. দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত পরিবারগুলোর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গামী সব শিশুর জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা।

৩. শিশুদেরকে প্রতিবন্ধী সুবিধা, বিদ্যালয়ে খাদ্য সুবিধা ও এতিমদের জন্য কর্মসূচি সুবিধা প্রদান করা হবে। এছাড়াও পরিত্যক্ত শিশুদের জন্য তাদের এই অবস্থার জন্য দায়ী অভিভাবকদের নিকট থেকে আর্থিক সহায়তা নিশ্চিতকরণে আইনগত সুরক্ষা প্রদান করা হবে।

৪. শিশুদের টিকাদান, শিশু স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্টি, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন এবং পুষ্টি প্রসার সংক্রান্ত কার্যক্রম জোরদার করা হবে।[৩৬৫]

দুস্থ শিশুর ধারাবাহিক অধিকারসমূহ

গর্ভধারণ শিশুর জন্ম পরবর্তী সময়

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে জীবনচক্র কাঠামোর আলোকে প্রথম পদক্ষেপ হল– সর্বপর্যায়ের দুস্থ মায়েদের গর্ভধারণ ও তার শিশুর শৈশবকালের যথার্থ নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বিধান করা। এ প্রেক্ষিতে ২০১০ সালের হিসাব অনুযায়ী যেসব পরিবারে ০-৪ বছর বয়সী শিশু সন্তান রয়েছে সেসব পরিবারে দারিদ্রের হার জাতীয় দারিদ্র হারের চেয়ে অনেক বেশি (৪১.৭ শতাংশ)। যখন প্রায় দরিদ্র পরিবারগুলিকে এই হিসাবের ভেতরে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তখন ০-৪ বছর বয়সী শিশু সন্তানবিশিষ্ট প্রায় ৫৭ শতাংশ পরিবারকে হয় দরিদ্র অথবা দারিদ্রের ঝুঁকিতে পতিত পরিবার হিসেবে গণ্য করা যায়।'[৩৬৬]

---

৩৬৫ *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. xxi

৩৬৬ *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

শিশুদের অপুষ্টিজনিত সমস্যা

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে দুস্থ শিশুদের অপুষ্টিজনিত সমস্যা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেহেতু শৈশবে শিশুরা অপুষ্টিজনিত কারণে যেসব ঝুঁকির সম্মুখীন হয় সেগুলির মধ্যে প্রধানতম হলো–

১. বয়সের তুলনায় উচ্চতা কম হয়
২. ওজন কম হয়
৩. অপুষ্টি শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ব্যাহত হয়

খর্বকায় শিশুর হার ২০১৪ সালে কমে ৩৬ শতাংশ হয়েছে, যা ১৯৯০ সালে ছিল ৬৮ শতাংশ। শিশুর খর্বকায় হবার হার কমলেও এক্ষেত্রে এখনও অনেক চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে; বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে যেখানে খর্বাকৃতি শিশুর হার (৩৮ শতাংশ) শহর এলাকার (৩১ শতাংশ) তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।[৩৬৭]

- বিদ্যালয় গমনকালীন চ্যালেঞ্জ

শিশুদের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে স্কুলে ভর্তি হওয়ার চ্যালেঞ্জ প্রসঙ্গে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ আলোচিত হয়েছে।

- শিশুদের জন্য কর্মসূচি

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় শিশুদের শিক্ষা সহায়তামূলক কর্মসূচি হল–

(ক) শিশু বা কম বয়সী ছেলে-মেয়েদের জন্য অনুদান সহায়তা;
(খ) বিদ্যালয় উপবৃত্তি কর্মসূচির সম্প্রসারণ;
(গ) ভবঘুরে/অভিভাবকহীন শিশুদের জন্য শিশু পরিচর্যা সহায়তা নিশ্চিতকরণ;
(ঘ) কর্মজীবী মায়েদের জন্য মাতৃত্ব ভাতা এবং
(ঙ) একগুচ্ছ পরিপূরক কর্মসূচি যা প্রত্যক্ষভাবে শিশু কল্যাণ নিশ্চিত করবে।[৩৬৮]

---

[৩৬৭] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে শিশুর অধিকার সুরক্ষার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখা হয়েছে। বিশেষ করে দুস্থ শিশুর অপুষ্টিজনিত সমস্যা নিরসনে কর্মসূচি বাস্তবায়নে গুরুত্ব প্রদান করা হয়।[৩৬৮]

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে শিশু সুরক্ষা পর্যালোচনা

জাতীয় সামাজিক সুরক্ষার মৌলিক বিষয়গুলোর মধ্যে শিশু সুরক্ষা প্রসঙ্গে আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

শিশুদের অধিকার সংরক্ষণ

আল-কুর'আন ও হাদিস শিশুদের যথাযথ অধিকার ও সামাজিক সুরক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করেছে। মানব শিশুর কয়েকটি মৌলিক অধিকার নিম্নে উপস্থাপিত হল:

(১) গর্ভস্থ শিশুর জন্মলাভের অধিকার সুরক্ষা

গর্ভস্থ শিশুর প্রধান অধিকার হলো মাতৃগর্ভে তার সুরক্ষা প্রদান করা। ইচ্ছাকৃত গর্ভপাত করিয়ে গর্ভস্থ সন্তানের ভ্রূণকে হত্যা করা জায়িয নয়। এ প্রসঙ্গে ইসলামি শরীযাতের বিধানে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তাই তা বৈধ যৌন মিলনজনিত হোক বা হোক অবৈধ মিলন জনিত। এজন্য ইসলাম মাতৃ গর্ভস্থ ভ্রূণ সংরক্ষণ ও গর্ভজাত সন্তানের পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার অধিকার ও জীবনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে।[৩৬৯] হাদিসে এসেছে:

أن الغامدية قد استحقت إقامة الحد عليها بالرجم لإقرارها بالزنى وهي محصنة، ولكن لما علم رسول الله صلى الله عليه سلم أنها حبلى أجَّل إقامة الحد إلى ما بعد الولادة حفظاً للجنين الذي لا ذنب له،

---

৩৬৮ *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

৩৬৯ ইমদাদুল হক, *আল-কুর'আনে দণ্ডবিধির প্রকৃতি ধরণ ও প্রয়োগ*, অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি থিসিস, (কুষ্টিয়া: ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৮ খ্রি.) পৃ. ৩৯১

‘গামিদী গোত্রীয় নারীটি যেনার স্বীকারোক্তি প্রদান করে নিজের ওপর রজম (প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড)-কে অবধারিত করে নিয়েছিল এবং সে ছিল মুহ্সানা (বিবাহিত)। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন অবগত হলেন যে, সে গর্ভবতী তখন তিনি গর্ভস্থ ভ্রুণ সংরক্ষণের জন্য (নিষ্পাপ) সন্তান প্রসবের পর হদ্দ (শাস্তি) কার্যকর করার সময় নির্ধারণ করে দিলেন।[৩৭০] আর এ কারণেই মাতৃগর্ভস্থ মানব সন্তানের ভ্রুণ সংরক্ষণ ইসলামি শরী‘আহ্ গুররাহ্ (ভ্রুণ) আইন প্রণয়ন করেছে। যদি কোন ব্যক্তি ভ্রুণ হত্যা করে তবে তার জন্য ইসলামি শরী‘আহ্ আইনে শাস্তির বিধান রয়েছে। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন,

أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ

‘হুযায়ল গোত্রের এক নারী অপর নারীর প্রতি (তাবুর খুটা) নিক্ষেপ করলে তার আঘাতে আহতের গর্ভপাত হলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ‘গুররাহ’ ভ্রুণের গর্ভপাতের অপরাধে একটি গোলাম অথবা বাঁদী জরিমানা স্বরূপ আদায়ের জন্য অপরাধীকে আদেশ প্রদান করেন।[৩৭১]

সুতরাং গর্ভধারণ করার পর, গর্ভপাত বা ভ্রুণ নষ্ট করলে ইসলামি শরীয়াত শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছে। কারণ ভ্রুণ নষ্ট করা মানব হত্যার নামান্তর।

প্রচলিত আইনে গর্ভপাতের দণ্ড

প্রচলিত আইনে গর্ভপাতের শাস্তির বিধান রয়েছে। দণ্ডবিধির ধারা-৩১২, ধারা-৩১৩ ও ধারা-৩১৪-এ গর্ভপাতের শাস্তি উল্লেখ করা হয়েছে।

ধারা-৩১২। গর্ভপাত ঘটানো: যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত ঘটান এবং যদি সেই গর্ভপাত সরল বিশ্বাসে নারীর জীবন বাঁচানোর জন্য না হয়ে থাকে, তাহলে সেই ব্যক্তি অনূর্ধ্ব তিন বছর সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন এবং যদি স্ত্রীলোকটি আসন্ন প্রসবা হন তাহলে সেই ব্যক্তি অনূর্ধ্ব সাত বছর সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

---

৩৭০ আলী ইব্ন নাইফ আল-শুহুদ, *আল-মুফাস্সাল ফী শারহি আয়াতি লা-ইকরাহা ফিদ-দ্বীন* (অর-মাকতাবাতুশ-শামিলাহ্, ৪র্থ সং, খণ্ড-২, হাদিস নং ১০৪

৩৭১ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, প্রাগুক্ত, (ইয়ামামাহ্ : দারু ইব্ন কাসীর, ১৪০৭ হি.), বাব জানিন আল-মার-আতু, হাদিস নং ৬৯০৪; ৬/২৫৩১

ব্যাখ্যা: যে স্ত্রীলোক নিজেই অকাল গর্ভপাত ঘটান সেই স্ত্রীলোক এই ধারার অর্থের আওতাভুক্ত হবেন।[৩৭২]

ধারা-৩১৩। স্ত্রীলোকের সম্মতি ব্যতীত গর্ভপাত ঘটানো: যদি কোন ব্যক্তি পূর্ববর্তী ধারায় বর্ণিত অপরাধটি সংশ্লিষ্ট স্ত্রীলোকের সম্মতি ছাড়া সংঘটন করেন, স্ত্রীলোকটি আসন্ন প্রসবা হোক আর না হোক তাহলে সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা অনূর্ধ্ব দশ বছর সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন এবং এর অতিরিক্ত অর্থ দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবেন।[৩৭৩]

ধারা-৩১৪। গর্ভপাত ঘটানোর উদ্দেশ্যে কৃত কাজের ফলে মৃত্যু: যদি কোন ব্যক্তি কোন গর্ভবতী স্ত্রীলোকের গর্ভপাত ঘটানোর উদ্দেশ্যে কৃত কোন কাজের ফলে সে স্ত্রীলোকের মৃত্যু ঘটান তাহলে সেই ব্যক্তি অনূর্ধ্ব দশ বছর সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন এবং এর অতিরিক্ত অর্থ দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবেন।

যদি কার্যটি সংশ্লিষ্ট স্ত্রীলোকের সম্মতি ব্যতিরেকে করা হয়

যদি কার্যটি সেই স্ত্রীলোকটির সম্মতি ব্যতিরেকে করা হয় তাহলে উক্ত ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে অথবা উপরে বর্ণিত দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন ।

ব্যাখ্যা: এই অপরাধের জন্য কার্যটি মৃত্যু ঘটাতে পারে এই জ্ঞান অপরাধীর অবহিত থাকার প্রয়োজন নেই।[৩৭৪]

(২) মাতৃদুগ্ধ পান করার অধিকার সুরক্ষা

মাতৃদুগ্ধ পান করা একটি শিশুর মৌলিক অধিকার। দুগ্ধপান করানোর সময়সীমা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

---

৩৭২ মোঃ আব্দুস সালেক, *প্রচলিত আইনে নারীর অধিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ, ৬৫

৩৭৩ মোঃ আব্দুস সালেক, *প্রচলিত আইনে নারীর অধিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ, ৬৫

৩৭৪ মোঃ আব্দুস সালেক, *প্রচলিত আইনে নারীর অধিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ, ৬৫

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

''আর মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে, (এটা) তার জন্য যে দুধ পান করাবার সময় পূর্ণ করতে চায়। আর পিতার ওপর কর্তব্য, বিধি মোতাবেক মায়েদেরকে খাবার ও পোশাক প্রদান করবে। সাধ্যের অতিরিক্ত কোন ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদান করা হয় না। কষ্ট দেয়া যাবে না কোন মাকে তার সন্তানের জন্য, কিংবা কোন বাবাকে তার সন্তানের জন্য। আর ওয়ারিশের ওপর রয়েছে অনুরূপ দায়িত্ব। অতঃপর তারা যদি পরস্পর সম্মতি ও পরামর্শের মাধ্যমে দুধ ছাড়াতে চায়, তাহলে তাদের কোন পাপ হবে না। আর যদি তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে অন্য কারো থেকে দুধ পান করাতে চাও, তাহলেও তোমাদের ওপর কোন পাপ নেই, যদি তোমরা বিধি মোতাবেক তাদেরকে যা দেবার তা দিয়ে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।[৩৭৫]

এ আয়াতে মাতৃদুগ্ধ পান করানো প্রসঙ্গে ইমাম তাবারী (র.) বলেন, আয়াতে উল্লেখিত ":حولين"، فإنه يعني به سنتين، ' এখানে "حولين" বা দুই বছর অর্থাৎ নিশ্চয়ই এ দ্বারা পূর্ণ দুই বছর বোঝানো হয়েছে।[৩৭৬]

(৩) শিশুদের প্রতি স্নেহ ও ভালবাসার নির্দেশনা

হাদিসে শিশুদের প্রতি স্নেহ ও ভালবাসার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আনাস ইব্ন মালিক (রা.) বলেন, একজন বয়স্ক লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে সাক্ষাত করার উদ্দেশে আসে। লোকেরা তার জন্য পথ ছাড়তে বিলম্ব করে। তা দেখে তিনি বললেন, যে আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান করে না, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।[৩৭৭]

সুতরাং আল-কুর'আনে ও হাদিসে শিশুদের অধিকার সুরক্ষার প্রতি কঠোর নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

---

৩৭৫ *আল-কুর'আন*, সূরা আল-বাকারা (২) : ২৩৩

৩৭৬ মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আত-তাবারী, *আল-জামিউ'ল বায়ান ফী তা'বীলি আয়িল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, খণ্ড-৫, পৃ. ৩১

৩৭৭ আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযি, *আল-জামি' আত-তিরমিযি*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ২০৩

(৪) ইয়াতিম শিশুদের অধিকার সুরক্ষা

পিতৃ-মাতৃহারা মূল অভিভাবকশূন্য ইয়াতিমের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। নিম্নে এতদসম্পর্কিত কয়েকটি প্রসঙ্গ উপস্থাপন করা হলো:

ক. ইয়াতিম শিশুর সম্পদের সুরক্ষা

ইয়াতিম শিশুর সম্পদের সুরক্ষা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা আল-কুর'আনে একাধিক আয়াতে নির্দেশনা পেশ করেছেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

''আর তোমরা ইয়াতীমের সম্পদের কাছে যেয়ো না সুন্দরতম পন্থা[৩৭৮] ছাড়া, যতক্ষণ না সে বয়সের পূর্ণতায় উপনীত হয়। আর অঙ্গীকার পূর্ণ কর, নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।''[৩৭৯]
ইয়াতিমদের প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন,

وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

'আর তোমরা ইয়াতীমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ দিয়ে দাও এবং তোমরা অপবিত্র বস্তুকে পবিত্র বস্তু দ্বারা পরিবর্তন করো না এবং তাদের ধন-সম্পদকে তোমাদের ধন-সম্পদের সাথে খেয়ো না। নিশ্চয় তা বড় পাপ।'[৩৮০]

ইয়াতিমদের বালিগ না হওয়া পর্যন্ত তাদের পিতার রেখে যাওয়া সম্পদ হস্তান্তর করা যাবে ননা। এজন্য তাদেরকে পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে যে, তারা সম্পদ রক্ষা করার মত জ্ঞান বুদ্ধি অর্জন করেছে কিনা? এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন,

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

---

৩৭৮ অর্থাৎ তার সম্পদ বৃদ্ধি, তার নিজের খরচ এবং দরিদ্র হলে বেতন গ্রহণ বৈধ

৩৭৯ *আল-কুর'আন*, সূরা আল-ইসরা (১৭) : ৩৪

৩৮০ *আল-কুর'আন*, সূরা আন-নিসা (৪) : ২

‘‘আর তোমরা ইয়াতীমদেরকে পরীক্ষা কর যতক্ষণ না তারা বিবাহের বয়সে পৌঁছে। সুতরাং যদি তোমরা তাদের মধ্যে বিবেকের পরিপক্কতা দেখতে পাও, তবে তাদের ধন-সম্পদ তাদেরকে দিয়ে দাও। আর তোমরা তাদের সম্পদ খেয়ো না অপচয় করে এবং তারা বড় হওয়ার আগে তাড়াহুড়া করে। আর যে ধনী সে যেন সংযত থাকে, আর যে দরিদ্র সে যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে খায়। অতঃপর যখন তোমরা তাদের ধন-সম্পদ তাদের নিকট সোপর্দ করবে তখন তাদের উপর তোমরা সাক্ষী রাখবে। আর হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে আল্লাহ যথেষ্ট।’’[৩৮১]

ইয়াতিমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে খাওয়া যাবে না । এ বিষয়ে আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

‘নিশ্চয়ই যারা ইয়াতীমদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে তারা তো তাদের পেটে আগুন খাচ্ছে; আর অচিরেই তারা প্রজ্জ্বলিত আগুনে প্রবেশ করবে।’ [৩৮২]

ইয়াতিম শিশুর সম্পদের সুরক্ষা প্রদান ও আত্মসাৎ না করার নির্দেশ প্রদান করে ইয়াতিম বালিগ হলে তার সম্পদ তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

খ. ইয়াতিম শিশুর সঙ্গে সদাচরণ করা

ইয়াতিম শিশুর সঙ্গে সদাচরণ করার নির্দেশনা পেশ করে আল-কুর‘আনে একাধিক আয়াত নাযিল হয়েছে। যেমন:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ

‘আর স্মরণ কর, যখন আমি বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত করবে না এবং সদাচার করবে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকীনদের সাথে। আর

---

৩৮১ *আল-কুর‘আন*, সূরা আন-নিসা (৪) : ৬

৩৮২ *আল-কুর‘আন*, সূরা আন-নিসা (৪) : ১০

মানুষের সাথে উত্তম কথা বল, সালাত কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর। অতঃপর তোমাদের মধ্য থেকে স্বল্প সংখ্যক ছাড়া তোমরা ফিরে গেলে। আর তোমরা (স্বীকার করে অতঃপর তা থেকে) বিমুখ হও।'[৩৮৩]

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

''তোমরা ইবাদাত কর আল্লাহর, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না। আর সদ্ব্যবহার কর মাতা-পিতার সাথে, নিকট আত্মীয়ের সাথে, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকট আত্মীয়– প্রতিবেশী, অনাত্মীয়– প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাস-দাসীদের সাথে। নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন না তাদেরকে যারা দাম্ভিক, অহঙ্কারী।''[৩৮৪]

ইয়াতিমদের সামগ্রিক অধিকার বিষয়ে আল-কুরআনে অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

''ভালো কাজ এটা নয় যে, তোমরা তোমাদের চেহারা পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ফিরাবে; বরং ভালো কাজ হল যে ঈমান আনে আল্লাহ, শেষ দিবস, ফেরেশতাগণ, কিতাব ও নবীগণের প্রতি এবং যে সম্পদ প্রদান করে তার প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও নিকটাত্মীয়গণকে, ইয়াতীম, অসহায়, মুসাফির ও প্রার্থনাকারীকে এবং বন্দিমুক্তিতে এবং যে সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং যারা অঙ্গীকার করে তা পূর্ণ করে, যারা ধৈর্যধারণ করে কষ্ট ও দুর্দশায় ও যুদ্ধের সময়ে। তারাই সত্যবাদী এবং তারাই মুত্তাকী।''[৩৮৫]

---

[৩৮৩] *আল-কুর'আন*, সূরা আল-বাকারা (২) : ৮৩

[৩৮৪] *আল-কুর'আন*, সূরা আন-নিসা (৪) : ৩৬

[৩৮৫] *আল-কুর'আন*, সূরা আল-বাকারা (২) : ১৭৭

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যান্য বিষয়ের সাথে প্রাসঙ্গিক ভাবে ইয়াতিমের সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশও প্রদান করেছেন।

গ. ইয়াতিম শিশুর জন্য ব্যয় করা

ইয়াতিম শিশুর জন্য ব্যয় করা প্রসঙ্গে আল-কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে,

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

''তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তারা কী ব্যয় করবে? বল, 'তোমরা যে সম্পদ ব্যয় করবে, তা পিতা-মাতা, আত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য। আর যে কোন ভাল কাজ তোমরা কর, নিশ্চয় সে ব্যাপারে আল্লাহ সুপরিজ্ঞাত''।[৩৮৬]

ঘ. ইয়াতিম শিশুর সঙ্গে বিবাদ না করা

ইয়াতিম শিশুর সঙ্গে বিবাদ না করা প্রসঙ্গে আল-কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

''আর তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে ইয়াতীমদের সম্পর্কে। বল, সংশোধন করা তাদের জন্য উত্তম। আর যদি তাদেরকে নিজদের সাথে মিশিয়ে নাও, তবে তারা তোমাদেরই ভাই। আর আল্লাহ জানেন-কে ফাসাদকারী, কে সংশোধনকারী এবং আল্লাহ যদি চাইতেন, অবশ্যই তোমাদের জন্য (বিষয়টি) কঠিন করে দিতেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'' [৩৮৭]

ঙ. ইয়াতিম কন্যাকে বিবাহ করা

ইয়াতিম কন্যাকে বিবাহ করার অনুমোদন প্রসঙ্গে আল-কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে,

---

৩৮৬ *আল-কুর'আন*, সূরা আল-বাকারা (২) : ২১৫

৩৮৭ *আল-কুর'আন*, সূরা আল-বাকারা (২) : ২২০

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا

''আর যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, ইয়াতীমদের ব্যাপারে তোমরা ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে তোমরা বিয়ে কর নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে; দু'টি, তিনটি অথবা চারটি। আর যদি ভয় কর যে, তোমরা সমান আচরণ করতে পারবে না, তবে একটি অথবা তোমাদের হাত যার মালিক হয়েছে। এটা অধিকতর নিকটবর্তী যে, তোমরা যুল্ম করবে না।''[৩৮৮]

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

''তারা তোমার কাছে নারীদের ব্যাপারে সমাধান চায়। বল, আল্লাহ তাদের ব্যাপারে তোমাদেরকে সমাধান দিচ্ছেন এবং সমাধান দিচ্ছে ঐ আয়াতসমূহ যা কিতাবে তোমাদেরকে পাঠ করে শুনানো হয় ইয়াতীম নারীদের ব্যাপারে। যাদেরকে তোমরা প্রদান কর না যা তাদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে, অথচ তোমরা তাদেরকে বিবাহ করতে আগ্রহী হও। আর দুর্বল শিশুদের ব্যাপারে ও ইয়াতীমদের প্রতি তোমাদের ইনসাফ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে। আর তোমরা যে কোন ভালো কাজ কর, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে পরিজ্ঞাত।'' [৩৮৯]

চ. গানিমাতে ইয়াতিমের জন্য বরাদ্দ

আল্লাহ্ তা'আলা আল-কুর'আনে ইয়াতিমের জন্য গানিমাতের সম্পদে অংশ নির্ধারণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল-কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে,

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

---

[৩৮৮] *আল-কুর'আন*, সূরা আন-নিসা (৪) : ৩

[৩৮৯] *আল-কুর'আন*, সূরা আন-নিসা (৪) : ১২৭

''আর তোমরা জেনে রাখ, তোমরা যা কিছু গানিমাতরূপে পেয়েছ, নিশ্চয় আল্লাহর জন্যই তার এক পঞ্চমাংশ ও রাসূলের জন্য, নিকট আত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরের জন্য, যদি তোমরা ঈমান এনে থাক আল্লাহর প্রতি এবং হক ও বাতিলের ফয়সালার দিন আমি আমার বান্দার উপর যা নাযিল করেছি তার প্রতি, যেদিন[৩৯০] দু'টি দল মুখোমুখি হয়েছে, আর আল্লাহ্ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।'' [৩৯১]

ছ. ফাই-এর সম্পদে ইয়াতিমের জন্য বরাদ্দ

ফাই-এর সম্পত্তিতে ইয়াতিমের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল-কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে,

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

''আল্লাহ্ জনপদবাসীদের নিকট থেকে তাঁর রাসূলকে ফায় হিসেবে যা দিয়েছেন তা আল্লাহর, রাসূলের, আত্মীয়–স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীন ও মুসাফিরদের এটি এ জন্য যে, যাতে ধন–সম্পদ তোমাদের মধ্যকার বিত্তশালীদের মাঝেই কেবল আবর্তিত না থাকে। রাসূল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে সে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও এবং আল্লাহকেই ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর।''[৩৯২]

জ. শিক্ষার অধিকার সুরক্ষা

শিক্ষা লাভ করার সুযোগ প্রাপ্তি শিশুর জন্য একটি মৌলিক অধিকার। আল-কুর'আনে শিক্ষার গুরুত্ব বর্ণনা করে ইরশাদ হয়েছে, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ 'বল, 'যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান?' বিবেকবান লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।'[৩৯৩] শিক্ষার গুরুত্ব প্রসঙ্গে অন্য হাদিসে এসেছে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, طلب العلم فريضة على كل مسلم 'প্রত্যেক মুসলিমের ওপর জ্ঞান অন্বেষণ করা ফরয

---

[৩৯০] বদর যুদ্ধের দিন।

[৩৯১] *আল-কুর'আন*, সূরা আল-আনফাল (৮) : ৪১

[৩৯২] *আল-কুর'আন*, সূরা আল-হাশর (৫৯) : ৭

[৩৯৩] *আল-কুর'আন*, সূরা আল-যুমার (৩৯) : ৯

।[৩৯৪] অর্থাৎ যারা শিক্ষা লাভ করেছে আর যারা শিক্ষা লাভ করেনি তারা সমান নয়। কাজেই প্রত্যেক শিশুকে সমাজের মূলস্রোতধারার সঙ্গে অঙ্গীভূত করতে তাদেরকে শিক্ষালাভের সমূহ সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

ঝ. ইয়াতিমের সম্পদ সংরক্ষন করা-

প্রাচীরের ব্যাপার- সেটি ছিল নগরের দুজন পিতৃহীন বালকের। এর নীচে ছিল তাদের গুপ্তধন এবং তাদের পিতা ছিল সৎকর্ম পরায়ন। সুতরাং আপনার পালনকর্তা দয়াবশতঃ ইচ্ছা করলেন যে, তারা যৌবনে পদার্পন করুক এবং নিজেদেও গুপ্তধন উদ্ধার করুক। আমি নিজ মতে এটা করিনি। আপনি যে বিষয়ে ধৈর্যধারণ করতে অক্ষম হয়েছিলেন, এই হলো তার ব্যাখ্যা।(আল-কুর'আন,সুরা কাহাফ,১৮:৮২)

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হল যে, আল্লাহ্ তা'আলা শিশুর অধিকার সুরক্ষার জন্য আল-কুর'আনে ও রাসূলুল্লাহ (সা) হাদিসে সুবিস্তৃত নির্দেশনা প্রদান করেছেন। বিশেষত দুস্থ ও ইয়াতিম শিশুর জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার জন্য পুনঃ পুনঃ নির্দেশ প্রদান করেছেন।

---

[৩৯৪] আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযিদ আল-কাযবিনী, ***সুনান ইব্ন মাজাহ্***, বৈরূতঃ দারুল ফিকর, তা.বি.), খণ্ড-১, বাবঃ ফাদলুল উলামা ওয়া হাসসু আলা তালাবিল ইলম, হাদিস নং ২২৪, পৃ. ১৮।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রবীণদের সুরক্ষা

প্রথম অনুচ্ছেদ

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা

প্রবীণ / বয়স্ক পরিচিতি

বয়স্ক-এর আভিধানিক দৃষ্টিকোণ

আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বয়স্ক শব্দটির প্রতিশব্দ হলো :

১. বয়স্ক বৃদ্ধ, যথেষ্ট বয়স্ক, বিজ্ঞ, জ্ঞানী, বহুদর্শী, অভিজ্ঞ, নিপুণ, দক্ষ ও কুশলীদেরকে বোঝানো হয়েছে।[৩৯৫]

২. বৃদ্ধ বলতে, একই অভিধানে বুড়া, প্রবীণ, বুদ্ধিপ্রাপ্ত, বয়োজ্যেষ্ঠ, প্রাচীন, মুরুব্বি, বহু বছরের অভিজ্ঞদেরকে বোঝানো হয়েছে।[৩৯৬]

৩. Elderly, old, aged, wise, experienced, judicious, and skillful.[৩৯৭]

৪. The last period of human life, now often considered to be the years after 65 ।[৩৯৮]

বয়স্ক-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা

বয়স্ক-এর কয়েকটি প্রামাণ্য সংজ্ঞা নিম্নরূপঃ

---

৩৯৫ শরীফ ও অন্যান্য, সম্পা., বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৩৬৭

৩৯৬ শরীফ ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৮

৩৯৭ Ali, Bangla Academy Bangla English Dictionary, (Dhaka: Bangla Academy Dhaka, 2001), 467.

৩৯৮ Dictionary of Thesaurus, 01.02.2016)

১. বার্ধক্য মানুষের জীবনে একটা স্বাভাবিক পরিণতি। বার্ধক্যের সংজ্ঞা সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। তবে শারীরিক, মানসিক, আচরণগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক বিবেচনায় জরা বিজ্ঞানীরা মূলত বয়সের মাপকাঠিতে বার্ধক্যকে চিহ্নিত করেছেন। বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশসমূহে ৬৫(পঁয়ষট্টি) বছর বয়সী ব্যক্তিদের প্রবীণ হিসাবে বিবেচনা করা হলেও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এবং জাতিসংঘ ঘোষণা অনুযায়ী বাংলাদেশে ৬০ (ষাট) বছর এবং তদূর্ধ্ব বয়সী ব্যক্তিদেরকে প্রবীণ বলে অভিহিত করা হয়। জাতিসংঘ ঘোষণা অনুযায়ী বাংলাদেশের ৬০ (ষাট) বছর এবং তদূর্ধ্ব বয়সী ব্যক্তিগণ বয়স্ক হিসেবে স্বীকৃত হবেন [৩৯৯]

২. 'বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘের বিবেচনায় ৫৫ বছর বা তদুর্দ্ধ বয়সীদের বলা হয় প্রবীণ (Dr. Anima Rani Nath & others, 2005, 162)।

৩. The Old age is also called senescense,[৪০০] in human beings, the final stage of the normal life span. Definitions of old age are not consistent from the standpoints of biology, demography,[৪০১] employment and retirement, and sociology. For statistical and public administrative purposes, however, old age is frequently defined as 60 or 65 years of age or older. It is the last stage in the life processes of an individual, and it is an age group or generation comprising a segment of the oldest members of a population. The social aspects of old age are influenced by the relationship of the physiological effects of aging and the collective experiences and shared values of that generation to the particular organization of the society in which it exists .[402]

৫. **বয়স্ক হল**, Old age consists of ages nearing or surpassing the life expectancy of human beings, and thus the end of the human cycle. Euphemisms and terms for old people include, old people,[৪০৩] senior,[৪০৪] senior citizens,[৪০৫] older adults,[৪০৬] the

---

[৩৯৯] *NATIONAL POLICY ON OLDER PERSONS* 2013, Bangladesh Gegete, Otiricto, February 11, 2014, 5383.|

[৪০০] the condition or process of determination with age

[৪০১] conditions of mortality and morbidity

[৪০২] Dictionary of Britinnica, 01.02.2016).

[৪০৩] worldwide usage

elderly, and elders (in many cultures-including the cultures of aboriginal people)[407 ১২]

দারিদ্র, ক্রয় ক্ষমতার অভাব, অপুষ্টি, ক্ষুধা, অসুস্থতা, সেবা পরিচর্যা ও নিরাপত্তার অভাব ইত্যাদির কারণে গ্রাম প্রধান বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের জীবনে পঞ্চাশের দিকে বার্ধক্য নেমে আসে।[৪০৮] আমরা সহজভাবে বুঝি বার্ধক্য হলো জন্ম-মৃত্যুর অর্ন্তবর্তী জীবনচক্রের এক প্রান্তিক পর্যায় যা অনিবার্য ও অপ্রতিরোধ্য। এ নিয়ে যত গবেষণা হয়েছে তার মধ্যে দুটো বিষয় আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে।

১। বার্ধক্যের কারণ হিসেবে সময় ও পরিবেশ

২। জীবকোষ বা দেহযন্ত্রের পরিবর্তন যা পূর্বনির্ধারিত।

সুতরাং বয়ষ্ক হলো, সমাজের জ্যেষ্ঠ মানুষ যাদের বয়স ষাটের উর্দ্ধে। জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল বয়স্ক মানুষই প্রবীণের সংজ্ঞায় পরিচিত হবেন।

প্রবীণের বয়সসীমা

আল-কুর‘আনে প্রবীণদের যথাযথ নিরাপত্তা ও অধিকার প্রদান করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। প্রবীণ তো তারাই যারা বৃদ্ধ, বয়স বেশি হওয়ার কারে মানসিক ও শারীরিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছেন, ফলে নিজের দেখাশুনা ও পরিচর্যা নিজে করতে অক্ষম। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে প্রবীণদের পরিচয় দিয়েছেন, وَاللّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لاَ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ قَدِير

‘আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এরপর তোমাদের জীবন হরণ করেন। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ পৌঁছে যায় জরাগ্রস্ত অকর্মন্য বয়সে, ফলে যা কিছু তারা জানতো সে সম্পর্কে তারা সজ্ঞান থাকেনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান।[৪০৯]

---

৪০৪ American usage

৪০৫ British and American usage

৪০৬ in the social sciences

৪০৭ Wikipedia, 01.02.2016.

৪০৮ এ.এস.এম. আতিকুর রহমান, *বাংলাদেশের বার্ধক্যের বিভিন্ন দিক*, (ঢাকা: প্রবীণ হিতৈষী পত্রিকা, ১৯৯৯-২০০১,) পৃ. ১৪

৪০৯ *আল-কুর‘আন*, সূরা আন-নাহাল (১৬) : ৭০

উপযুক্ত আয়াতে أَرْذَلِ الْعُمُرِ বলতে তাফসীরে কয়েকটি ভাষ্য এসেছে,

ক. কোন কোন মুফাসসিরের অভিমত: إنه يصير كذلك في خمس وسبعين سنة 'নিশ্চয়ই সে ঐরূপ (অকর্মণ্য বয়সে) পর্যায়ে পৌঁছায় পঁচাত্তর বছর বয়সে।[৪১০]

খ. আসাদ ইব্‌ন 'ইমরান সাঈদ ইব্‌ন তারিফ থেকে তিনি আসবাগ ইব্‌ন নাবাতা থেকে তিনি 'আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী (وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ) 'তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ পৌঁছে যায় জরাগ্রস্ত অকর্মণ্য বয়সে' প্রসঙ্গে বলেন, خمسٌ وسبعون سنة 'পঁচাত্তর বছর বয়স ।[৪১১]

গ. ইব্‌ন জারীর 'আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী أَرْذَلِ الْعُمُرِ 'বয়সের অকর্মণ্যতা' প্রসঙ্গে বলেন, خمسٌ وسبعون سنة 'পঁচাত্তর বছর বয়স ।[৪১২]

ঘ. কাতাদা (র.) আল্লাহ্ তা'আলার বাণী أَرْذَلِ الْعُمُرِ 'বয়সের অকর্মণ্যতা' প্রসঙ্গে বলেন, أنه تسعون 'নিশ্চয়ই সেটি ষাট বছর ।[৪১৩]

ঙ. কোন কোন মুফাসসির আল্লাহ্ তা'আলার বাণী أَرْذَلِ الْعُمُرِ 'বয়সের অকর্মণ্যতা' প্রসঙ্গে বলেন, خمس وتسعون 'পঁয়ষট্টি বছর ।[৪১৪]

উম্মতে মুহাম্মাদীর গড় আয়ু প্রসঙ্গে রাসুল (সা.) বলেছেন, عُمُرُ أُمَّتِي مِنْ سِتِّينَ سَنَةً إِلَى سَبْعِينَ سَنَةً 'আমার উম্মতের গড় বয়স (৬০-৭০) ষাট হতে সত্তর বছর হবে[৪১৫]

---

৪১০ মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর আত-তাবারী, ***আল-জামিউ'ল বায়ান ফী তা'বীলি আয়িল কুর'আন***, প্রাগুক্ত, খণ্ড-১৮, পৃ. ২৫১

৪১১ মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর আত-তাবারী, ***আল-জামিউ'ল বায়ান ফী তা'বীলি আয়িল কুর'আন***, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১

৪১২ শিহাবুদ্দীন মাহমুদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ আল-হুসাইনী আল-আলুসী, ***রূহুল মা'আনী ফী তাফসীরিল কুরআন ওয়া সাবয়িল মাছানী***, (মাকতাবাতুশ-শামিলাহ্, খণ্ড-১০, পৃ. ২৩৪

৪১৩ শিহাবুদ্দীন মাহমুদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ আল-হুসাইনী আল-আলুসী, ***রূহুল মা'আনী***, প্রাগুক্ত, খণ্ড-১০, পৃ. ২৩৪

৪১৪ শিহাবুদ্দীন মাহমুদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ আল-হুসাইনী আল-আলুসী, ***রূহুল মা'আনী***, প্রাগুক্ত, খণ্ড-১০, পৃ. ২৩৪

৪১৫ আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযি, ***আল-জামি' আত-তিরমিযি***, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ২৩৩১

সুতরাং উম্মতে মুহাম্মদীর গড় আয়ু অনুপাতে প্রবীণের উপর্যুক্ত বর্ণনা অনুযায়ী বয়সসীমা ষাট হতে পঁচাত্তর বছর সবগুলোই যুক্তিসংগত। কারণ বয়সের সাথে সবার শারীরিক ও মানসিক শক্তি ও সক্ষমতা সমান থাকে না। ইমাম আলুসী (র.)-এর অভিমত ।[৪১৬]

প্রবীণের মৌলিক বৈশিষ্ট্যাবলি

প্রবীণের বৈশিষ্ট্যাবলি প্রসঙ্গে আল-কুর‘আনে বর্ণিত, لِكَيْ لاَ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ‘ফলে যা কিছু তারা জানতো সে সম্পর্কে তারা সজ্ঞান থাকে না।[৪১৭] -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম আবূ জা‘ফর আত-তাবারী বলেন,

إنما نردّه إلى أرذل العمر ليعود جاهلا كما كان في حال طفولته وصباه ، بعد علم شيئا: يقول: لئلا يعلم شيئا بعد علم كان يعلمه في شبابه ، فذهب ذلك بالكبر ونسى، فلا يعلم منه شيئا، وانسلخ من عقله، فصار من بعد عقل كان له لا يعقل شيئا

‘নিশ্চয়ই আমি তাকে পৌঁছে দেই বয়সের এমন অকর্মণ্য অবস্থায় যেন সে জাহিল (অজ্ঞ) হয়ে যায়, যেমন সে শিশুকালে ও বাল্যকালে ছিল, তাকে জ্ঞান প্রদান করার পরেও। তিনি বলেন, সে কোন কিছুর জ্ঞান রাখে না, জ্ঞান অর্জন করার পরেও। সে যে জ্ঞান তার যৌবনে অর্জন করেছিল, বার্ধক্যের কারণে তা চলে গেছে এবং সে ভুলে গেছে, যেন সে কোন কিছুই জানে না এবং তার জ্ঞান ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। অতঃপর জ্ঞান অর্জন করার পরেও তার আর কোন জ্ঞান থাকে না।[৪১৮] এখানে প্রবীণের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য প্রণিধানযোগ্য। তা হলো:

১. প্রবীণ পৌঁছে যায় অকর্মণ্য অবস্থায়।
২. সে জাহিল (অজ্ঞ) হয়ে যায়।
৩. সে শিশুকাল ও বাল্যকালের মত স্বভাবের হয়ে যায়।

---

৪১৬ শিহাবুদ্দীন মাহমুদ ইব্ন ‘আবদুল্লাহ্ আল-হুসাইনী আল-আলুসী, ***রূহুল মা‘আনী***, প্রাগুক্ত, খণ্ড-১০, পৃ. ২৩৪

৪১৭ ***আল-কুর‘আন***, আন-নাহাল (১৬) : ৭০

৪১৮ মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আত-তাবারী, ***আল-জামিউ‘ল বায়ান ফী তা‘বীলি আয়িল কুর‘আন***, প্রাগুক্ত, খণ্ড-১৮, পৃ. ২৫১

৪. তাঁর যৌবনে অর্জিত জ্ঞান আর থাকে না।

৫. তার জ্ঞান তুলে নেয়া হয়।

৬ বার্ধক্যের কারণে তার জ্ঞান থাকে না।

মানুষের জীবনচক্র ও প্রবীণত্ব

মানুষের জীবনচক্র আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত প্রাকৃতিক বিধানের অমোঘ নিয়ম। একজন পূর্ণজীবনপ্রাপ্ত ব্যক্তি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নবজাতক, শিশু, বালক, কিশোর, যুবক, পৌঢ় ও বৃদ্ধ বা প্রবীণ অবস্থায় পৌঁছায়। জীবনের সকল ধাপ পেরিয়ে বার্ধক্যের স্তরে পৌঁছে পুণরায় শিশুর মত সার্বিক দিক দিয়ে দূর্বল অবস্থা হয়ে যায়। আল-কুর'আনে বার্ধক্যের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে মানুষের জীবনে প্রবীণ বয়সের বাস্তব অবস্থা তুলে ধরে বলেন,

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ

'তিনি আল্লাহ যিনি দুর্বল অবস্থায় তোমাদের সৃষ্টি করেন অতপর দুর্বলতার পর শক্তিদান করেন, অতপর শক্তির পর দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।'[৪১৯]

বার্ধক্য মানুষের জীবনের অপ্রতিরোধ্য পরিণতি

মানবজীবনে বার্ধক্য এমন একটি পর্যায় যা প্রতিরোধ করার কোনো শক্তি বা সামর্থ্য কারো নেই। বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি তাকে প্রতিরোধ করার সামর্থ্য অর্জন করে নাই। যে যতো দীর্ঘজীবী হবে সে ততোই তার চলৎশক্তি, কর্মশক্তি, স্মৃতি ও শারীরিক শক্তি হারাতে থাকবে। মুলত বার্ধক্যের কোনো প্রতিষেধক নেই। এ প্রসঙ্গে উসামা ইব্‌ন শারীক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَتَيْتُ النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم– وَأَصْحَابُهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ فَسَلَّمْتُ ثُمَّ قَعَدْتُ فَجَاءَ الأَعْرَابُ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَتَدَاوَى فَقَالَ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ

---

[৪১৯] *আল-কুর'আন*, সূরা আর-রূম (৩০) : ৫৪

‘একদা আমি নবী (সা.)-এর নিকট এমন সময় আসি, যখন তার সাহাবীগণ তাঁর চারপাশে এমনভাবে বসে ছিল, যেন তাঁদের মাথার উপর পাখি বসে আছে (অর্থাৎ শান্তভাবে)। এরপর আমি সালাম করি এবং বসে পড়ি। এ সময় আরবের অন্যাণ্য লোকেরা এদিক-সেদিক থেকে সেখানে সমবেত হয় এবং তারা বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমরা কি চিকিৎসা করাবো? তিনি বলেন, হ্যাঁ, তোমরা রোগের চিকিৎসা করাবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি যার চিকিৎসার জন্য ঔষধের ব্যবস্থা রাখেন নি। তবে বার্ধক্য এমন একটি রোগ যার কোনো চিকিৎসা নেই [৪২০]

বার্ধক্যে পৌছে মানুষ ন্যূজ হয়ে যায়। দৈর্ঘ্য প্রস্থ যেনো হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ফলে সে শিশুর মত অবুঝ, অক্ষম ও অসংলগ্ন হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ‘আমি যাকে দীর্ঘ জীবন দান করি তার দৈহিক কাঠামো সংকুচিত করে দেই। তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না?[৪২১]

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি ও প্রবীণদের সুরক্ষা

ক. প্রবীণদের জন্য ব্যাপকভিত্তিক পেনশন ব্যবস্থা

বাংলাদেশে বয়স্ক লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১০ সালে দেশের মোট জনসংখ্যার ৬.৮ শতাংশ ছিল ষাটোর্ধ্ব বয়সী এবং ২০২৬ সাল নাগাদ এ সংখ্যা ১০ শতাংশের প্রান্তসীমায় পৌছাবে। এই সীমায় অবস্থানকারী বা এটি অতিক্রমকারী দেশসমূহ সাধারণভাবে বার্ধক্যে উপনীত দেশ হিসেবে পরিগণিত হয়। ২০৫০ সাল নাগাদ ষাটোর্ধ্ব বয়সী মানুষের সংখ্যা হবে মোট জনগোষ্ঠীর ২৩ শতাংশ। তদুপরি, ২০৩০ সালে ৫০ উর্ধ্ব ব্যক্তিরা হবেন মোট জনগোষ্ঠীর ৩২ শতাংশ এবং ২০৫০ সাল নাগাদ যা বেড়ে গিয়ে ৪৬ শতাংশে দাঁড়াবে।[৪২২]

বয়স্কদের জন্য প্রস্তাবিত তিন স্তরবিশিষ্ট পেনশন

প্রথম স্তর: সরকার অর্থায়িত সুবিধা যা দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীভুক্ত বয়স্ক নাগরিকদের ন্যূনতম আয়ের নিশ্চয়তা প্রদান করবে।

---

৪২০ আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্ন আশআছ আস-সিজিস্তানী, আস-সুনান, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ৩৮৫৭

৪২১ *আল-কুর'আন*, সূরা ইয়াসীন (১৭) : ৬৮

৪২২ *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

দ্বিতীয় স্তর: বেসরকারি আনুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত কর্মীদের জন্য অংশগ্রহণমূলক পেনশন কর্মসূচি চালু।

তৃতীয় স্তর: বেসরকারি খাত পরিচালিত স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণমূলক (ভলান্টারি) পেনশন কর্মসূচি (কখনো কখনো কর্মসংস্থানভিত্তিক স্কিম); কোন নাগরিক বার্ধক্যকালে অতিরিক্ত আয় সহায়তা পেতে ইচ্ছুক হলে এটি গ্রহণ করতে পারে।[৪২৩]

প্রস্তাবিত পেনশন মডেল তিন ধরনের পেনশনের মাধ্যমে সুরক্ষা প্রদান করবে। বয়স্কদের এক বিরাট অংশ হয় দরিদ্র নতুবা দারিদ্রের ঝুঁকিতে রয়েছে এবং তাদের অনেকেই দুর্বল হয়ে পড়ায় কাজ করতে অক্ষম। সরকার চলমান বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির সম্প্রসারণের মাধ্যমে একটি বুনিয়াদি স্তর (প্রথম স্তর) প্রতিষ্ঠা করবে। দ্বিতীয় স্তরটি হবে নতুন সামাজিক বিমা পেনশন, যা নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব থাকবে রাষ্ট্রের উপর। সরকার তৃতীয় স্তর হিসেবে কর্মসংস্থানভিত্তিক স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণমূলক বেসরকারি পেনশনের প্রসার উৎসাহিত করবে। প্রথম দুটি স্তর এক ধরনের পেনশন-যাচাই পদ্ধতির মাধ্যমে যুক্ত হবে এবং এর মাধ্যমে যারা বাধ্যতামূলক সামাজিক বিমা পেনশন পাচ্ছে তাদের কাছ থেকে সরকার অর্থায়িত পেনশন সুবিধা ক্রমান্বয়ে প্রত্যাহার করবে। পেনশন ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

প্রথম স্তর: বয়স্ক ভাতা:

বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ হবে-

৬. বাংলাদেশের ষাটোর্ধ্ব বয়সী সকল নাগরিক যারা আয় মানদণ্ড পূরণ করে (উচ্চ দারিদ্র্য রেখার ১.২৫ গুণের কম আয়) তারা এ ভাতা পাবেন।

৭. বয়স্ক ভাতার পরিমাণ কত হবে তা নির্ধারণ করবে সরকার। এ প্রস্তাব করা হয়েছে যে বয়স্ক ভাতার বর্তমান পরিমাণ চলতি মূল্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো হবে, যা অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে প্রচলিত একই ধরনের পেনশন কর্মসূচিতে প্রদত্ত পরিমাণের তুলনায় মাঝারি।

৮. সরকারের সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে বয়স ৯০ বছর হলে ভাতার পরিমাণ আবারও বাড়ানো যেতে পারে। এতে খরচের পরিমাণ ও উপকারভোগীর সংখ্যা কম হলেও বয়স্কদের যত্ন নিতে

---

[৪২৩] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া এতে স্বাস্থ্যগত খরচ কমানোর মাধ্যমে সরকার জাতীয় সঞ্চয় বাড়াতে পারে।

অভিযোগ দায়ের ও প্রতিকার লাভের সুযোগসহ পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতির (প্রক্সি মিনস টেস্ট) উপর ভিত্তি করে আয় যোগ্যতা নির্ণয় করা হবে এবং কমিউনিটির মাধ্যমে যাচাই করা হবে। যারা মনে করে যে, আয়-যোগ্যতা নির্ণয়ে ভুল হবার কারণে বা লিপিবদ্ধকরণ প্রক্রিয়ার (ডকুমেন্টেশন) প্রমাদের কারণে তারা বয়স্ক ভাতা পাচ্ছেন না তাদের জন্য সরকার একটি আপিল পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করবে। এছাড়া যারা পেনশন পাবার যোগ্যতা অর্জনের জন্য নিজেদের প্রকৃত বয়স গোপন করবে তাদের জন্য সরকার শাস্তির ব্যবস্থা করবে। বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহে ব্যয়িত অর্থের কার্যকারিতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করবে। এটি প্রত্যাশিত যে, অন্যান্য দেশে এধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে বয়স্ক মানুষেরা যেসব অতিরিক্ত সুবিধা পেয়ে থাকেন (যেমন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া এবং মানমর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়া ইত্যাদি) বাংলাদেশেও তেমনটি ঘটবে। এছাড়া যৌথ পরিবারের অন্যান্য সদস্য, বিশেষ করে শিশুদের উপর এর ইতিবাচক প্রভাব প্রত্যাশা করা যায়। বয়স্ক ব্যক্তিরা সাধারণত তাদের পেনশন বাবদ প্রাপ্ত অর্থ অন্যদের সাথে ভাগ করে নিতে পছন্দ করেন। ফলে কর্মজীবী পরিবারগুলি তাদের সম্পদের একটি বড় অংশ নিজেদের সন্তানদের জন্য ব্যয় করতে সক্ষম হয়।[৪২৪]

সুতরাং এই সংস্কারমূলক কর্মসূচির চারটি অংশ রয়েছে :

৭. দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ষাটোর্ধ্ব বয়সী জ্যেষ্ঠ নাগরিকদের জন্য বয়স্ক ভাতার ব্যবস্থা করা। অর্থ বিভাগের আওতাধীন সরকারি পেনশনে এই মুহূর্তে কোনো পরিবর্তন করা হবে না, আগের মতোই তা অব্যাহত থাকবে।

৮. জাতীয় সামাজিক বিমা কর্মসূচি চালুর সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হবে। এটি ২০১০ সালের বিমা আইনের অধীনে বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের আওতায় পরিচালিত হবে। মালিক ও কর্মী উভয় পক্ষের অবদানের উপর ভিত্তি করে বিমা তহবিল গঠিত হবে। জাতীয় সামাজিক বিমা কর্মসূচি পেনশন ছাড়াও অন্যান্য সহায়তা (প্রতিবন্ধী, অসুস্থতা, বেকারত্ব ও মাতৃত্ব) ভাতা প্রদান করবে।

---

৪২৪ *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫

৯. বেসরকারি খাতে স্বেচ্ছাধীন পেনশন কর্মসূচি চালুর উপায়সমূহ পর্যালোচন করা হবে। পেশা ও কর্মসংস্থান নির্বিশেষে তা সকল নাগরিকের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

১০. বয়স্ক ভাতা ও সরকারি কর্মচারীদের পেনশন কর্মসূচির অর্থায়ন বাজেট থেকে করা হবে। জাতীয় সামাজিক বিমা কর্মসূচি ও 'বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী পেনশন' স্কিমে অর্থায়ন করা হবে নিয়োগকর্তা ও কর্মী উভয় কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা থেকে।[৪২৫]

প্রবীণদের অধিকার সুরক্ষায় বাংলাদেশ সরকারের অন্যান্য কর্মসূচি

প্রবীণদের অধিকার সুরক্ষায় বাংলাদেশ সরকারের এ কর্মসূচি সংস্কারের ৪টি অংশ নিম্নরূপ:

(১) প্রবীণদের জন্য ভাতা

প্রবীণদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষে ষাট ও তদূর্ধ্ব বয়সী সকল (বয়সভিত্তিক এ দলের ৫০%) দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত নাগরিককে বয়স্ক ভাতা প্রদান করা হবে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের অর্থমূল্যে মাসিক পেনশনের পরিমাণ হবে ৫০০ টাকা। মুদ্রাস্ফীতির সাথে ভাতার পরিমাণ সঙ্গতিপূর্ণ করা হবে। যাদের বয়স ৯০ ছাড়িয়ে যাবে তাদের ক্ষেত্রে মাসিক ভাতার পরিমাণ হবে ৩,০০০ টাকা[৪২৬]

(২) সরকারি কর্মচারীদের পেনশন

বয়স্কদের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষে সরকারি কর্মচারীদের পেনশন ব্যবস্থা আগের মতোই চলমান থাকবে।

(৩) জাতীয় সামাজিক বিমা স্কিম

প্রবীণদের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষে নিয়োগকারী এবং কর্মী উভয়ের অংশীদারিত্বের উপর ভিত্তি করে জাতীয় সামাজিক বিমা স্কিম (এনএসআইএস) চালুর সম্ভাবনা ও সুযোগ অনুসন্ধান করা হবে [৪২৭]

(৪) পিভিপি

---

৪২৫ *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

৪২৬ *National Social Security Strategy (NSSS) of Bangladesh*, 2015, p. 66.

৪২৭ *National Social Security Strategy (NSSS) of Bangladesh*, ibid, p. 66.

বয়স্কদের অধিকার সুরক্ষায় সরকারের আরেকটি কর্মসূচি হলো– পেশা বা কর্মসংস্থান নির্বিশেষে সবার জন্য উন্মুক্ত বেসরকারি স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণমূলক পেনশন (পিভিপি) ব্যবস্থা প্রণয়নের বিভিন্ন সম্ভাবনা পর্যালোচনা করা হবে।

ক. প্রথম অংশটি, অর্থাৎ বয়স্ক ভাতা সম্পূর্ণভাবে সরকারের বাজেট বরাদ্দ হতে অর্থায়িত হবে।

খ. দ্বিতীয় অংশটি, অর্থাৎ সরকারি চাকুরিজীবী পেনশনের অর্থায়নও বাজেট থেকে করা হবে।

অন্য দুটি অংশ, যেমন:

ক. সামাজিক বিমা ও

খ. স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণমূলক পেনশন বেসরকারি সম্পদের মাধ্যমে অর্থায়িত হবে [৪২৮]

বর্তমান জনমিতিক বিন্যাসের ভিত্তিতে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের আওতায় পুনর্গঠিত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের প্রথম বছর, অর্থাৎ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ষাটোর্ধ্ব বয়সীদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১১.৪ মিলিয়ন। প্রায় ০.৬ মিলিয়ন সরকারি পেনশনপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বিবেচনায় নিয়ে প্রকৃত বয়স্ক ভাতা পেতে পারে এমন ব্যক্তিবর্গের সংখ্যা ছিল ১০.৮ মিলিয়ন। প্রতি মাসে ৫০০ টাকা নির্ধারিত ভাতা/সুবিধা, আয় মানদণ্ডের ভিত্তিতে (দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত সংজ্ঞায়িত হয়েছে এভাবে ১.২৫x উচ্চ দারিদ্র্য রেখা) ৫০% সুবিধাভোগী নির্ধারণ এবং প্রথম বছরে ৬০ শতাংশ বাস্তবায়ন বিবেচনা করে ভিত্তি বছরে (২০১৫-১৬ অর্থবছর) মোট ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ১৯.৮ বিলিয়ন টাকা।[৪২৯]

নব্বই বছর ও তদুর্ধ্ব বয়সীদের ক্ষেত্রে লক্ষ্যভুক্ত জনসংখ্যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১৬,০০০ জন হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। আয় বিবেচনায় ৫০% সুবিধাভোগী বাবদ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এ অংশের প্রাক্কলিত ব্যয় ০.৩ বিলিয়ন টাকা। এভাবে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির মোট ব্যয় এই অর্থবছরের জন্য প্রাক্কলন করা হয়েছে ২০.১ বিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশের জনসংখ্যার বয়োবৃদ্ধির প্রবণতা, ২০১৭-১৮ অর্থবছর নাগাদ সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের ১০০% বাস্তবায়ন এবং মুদ্রাস্ফীতির (বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমিত বার্ষিক গড় ৬ শতাংশ মুদ্রাস্ফীতি) উপর ভিত্তি করে এ কর্মসূচির ভবিষ্যৎ ব্যয় প্রক্ষেপণ (চলতি

---

৪২৮ National Social Security Strategy (NSSS) of Bangladesh, ibid, p. 66.

৪২৯ ibid, p. 66.

অর্থমূল্যে) করা হয়েছে।[৪৩০] ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত প্রাক্কলিত ব্যয়ের হিসাব প্রদর্শিত হয়েছে। সরকারি কর্মচারিদের পেনশনের ব্যয় নির্ধারণ: এক্ষেত্রে কোনো ধরনের পরিবর্তন প্রস্তাব করা হয়নি।[৪৩১]

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

আল-কুর‘আন ও হাদিসের আলোকে প্রবীণ সুরক্ষা পর্যালোচনা

বয়স্কদের অধিকার সুরক্ষা

আল-কুর‘আন ও হাদিসে বয়স্কদের সামাজিক সুরক্ষা প্রদান করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। বয়স্কদের মধ্যে যারা পিতামাতা বা নিকট আত্মীয় তাদের প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বয়স্কদের অধিকার তথা পিতা মাতার অধিকার প্রসঙ্গে আল-কুর‘আনে ইরশাদ হয়েছে,

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

‘আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে ‘উফ’ বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। আর তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বল।’[৪৩২] পরবর্তী আয়াতে পুনরায় বলা হয়েছে, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ‘আর তাদের উভয়ের জন্য দয়াপরবশ হয়ে বিনয়ের ডানা নত করে দাও এবং বল, ‘হে আমার রব, তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন’।[৪৩৩] হাদিসেও পিতামাতা ও পিতৃ-মাতৃ বয়স্ক সমতুল্য ব্যক্তিসহ সকল বয়স্ক ব্যক্তিদের সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশনা এসেছে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) বলেন, একজন বয়স্ক লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে সাক্ষাত করার

---

[৪৩০] ibid, p. 66.

[৪৩১] ibid, p. 66.

[৪৩২] *আল-কুর‘আন*, সূরা আল-ইসরা (১৭) : ২৩

[৪৩৩] *আল-কুর‘আন*, সূরা আল-ইসরা (১৭) : ২৪

উদ্দেশ্যে আসে লোকেরা তার জন্য পথ ছাড়তে বিলম্ব করে। তা দেখে তিনি বললেন, যে আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং বয়স্কদের সম্মান করে না, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।[৪৩৪]

সুতরাং আল-কুর'আনে ও হাদিসে বয়স্কদের অধিকার সুরক্ষার প্রতি গুরুত্ব সহকারে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

ইসলামি শরী'আহ্'র দৃষ্টিকোণ থেকে প্রবীনের অধিকার

ইসলামি শরী'আহ্'র দৃষ্টিকোণ থেকে প্রবীণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মৌলিক তিনটি পর্যায় রয়েছে। তা হলো:

এক. প্রবীণের নিজ ব্যক্তিত্ব ও অধিকার সংরক্ষণ

প্রবীণের অধিকার সংরক্ষণের বিষয় ইসলামি শরী'আহ্ সবধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে প্রবীণের নিজের ব্যক্তিত্ব ও অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে তাকে সচেতন থাকতে হবে। প্রবীণগণ তাদের সন্তান ও স্বজনদের নিকট থেকে নিগৃহীত ও অধিকার বঞ্চিত হবে এ ভবিতব্য বিষয়টি বিবেচনা করে প্রবীণকে তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর অর্জিত সবধরনের সম্পত্তি ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীদের মাঝে শরী'আহ্ বহির্ভূত পন্থায় বণ্টন করে দিয়ে নিঃস্ব না হওয়ার বিধান প্রদান করেছে। এজন্য ব্যক্তির মৃত্যুর পরেই মূলত তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মাঝে বণ্টিত হবে। মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারীদের মাঝে বণ্টনের সময়কাল ও বিধান প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

ক.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

'পুরুষদের জন্য মাতা-পিতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে গিয়েছে তা থেকে একটি অংশ রয়েছে। আর নারীদের জন্য রয়েছে মাতা পিতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে গিয়েছে তা থেকে একটি অংশ– তা থেকে কম হোক বা বেশি হোক– নির্ধারিত হারে।[৪৩৫]

---

৪৩৪ আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযি, *আল-জামি' আত-তিরমিযি*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ২০৩১

৪৩৫ *আল-কুর'আন*, সূরা আন-নিসা (৪): ৭

খ.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

'আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক ছেলের জন্য দুই মেয়ের অংশের সমপরিমাণ। তবে যদি তারা দুইয়ের অধিক মেয়ে হয়, তাহলে তাদের জন্য হবে, যা সে রেখে গেছে তার তিন ভাগের দুই ভাগ; আর যদি একজন মেয়ে হয় তখন তার জন্য অর্ধেক। আর তার মাতা পিতা উভয়ের প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ সে যা রেখে গেছে তা থেকে, যদি তার সন্তান থাকে। আর যদি তার সন্তান না থাকে এবং তার ওয়ারিছ হয় তার মাতা পিতা তখন তার মাতার জন্য তিন ভাগের এক ভাগ। আর যদি তার ভাই-বোন থাকে তবে তার মায়ের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ। অসিয়ত পালনের পর, যা দ্বারা সে অসিয়ত করেছে অথবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের মাতা-পিতা ও তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্য থেকে তোমাদের উপকারে কে অধিক নিকটবর্তী তা তোমরা জান না। আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[৪৩৬]

গ.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

[৪৩৬] ***আল-কুর'আন***, সূরা আন-নিসা (৪): **১১**

আর তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীগণ যা রেখে গেছে তার অর্ধেক, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তাদের সন্তান থাকে, তবে তারা যা রেখে গেছে তা থেকে তোমাদের জন্য চার ভাগের এক ভাগ। তারা যে অসিয়ত করে গেছে তা পালনের পর অথবা ঋণ পরিশোধের পর। আর স্ত্রীদের জন্য তোমরা যা রেখে গিয়েছ তা থেকে চার ভাগের একভাগ, যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে তাহলে তাদের জন্য আট ভাগের এক ভাগ, তোমরা যা রেখে গিয়েছো তা থেকে। তোমরা যে অসিয়ত করেছ তা পালন অথবা ঋণ পরিশোধের পর। আর যদি মা বাবা এবং সন্তান-সন্ততি নাই এমন কোন পুরুষ বা মহিলা মারা যায় এবং তার থাকে এক ভাই অথবা এক বোন, তখন তাদের প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের একভাগ। আর যদি তারা এর থেকে অধিক হয় তবে তারা সবাই তিন ভাগের এক ভাগের মধ্যে সমঅংশীদার হবে, যে অসিয়ত করা হয়েছে তা পালনের পর অথবা ঋণ পরিশোধের পর। কারো কোন ক্ষতি না করে। আল্লাহর পক্ষ থেকে অসিয়তস্বরূপ। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।[৪৩৭]

উপর্যুক্ত তিনটি আয়াতে কারীমায় উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ইসলামি শরী'আহ্ আইনের মূল ভাষ্য তুলে ধরা হয়েছে। এখানে সূরা নিসার ৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে مِّمَّا تَرَكَ অর্থাৎ 'সে যা রেখে গেছে' ১১ নং আয়াতে বলা হয়েছে, مَا تَرَكَ অর্থাৎ যা 'সে রেখে গেছে' এবং ১২ নং আয়াতে বলা হয়েছে مَا تَرَكَ অর্থাৎ 'সে যা রেখে গেছে'। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া বা পরিত্যক্ত সম্পত্তি ছাড়া উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পদ বণ্টন করা বৈধ নয়। তেমনি ব্যক্তির জীবিত অবস্থায় সমুদয় সম্পদ ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীদের মাঝে বণ্টন করে দেয়ায়ও বৈধ নয়। কারণ এতে সে নিঃস্ব হয়ে যাবে এবং তার বার্ধক্যজীবন হুমকির মুখে পড়বে। সুতরাং প্রবীণের অধিকার সুরক্ষায় তার নিজেরও কিছু দায়িত্ব রয়েছে। তা হলো, শরী'আহ্ আইন বহির্ভূতভাবে জীবদ্দশায় সমুদয় সম্পদ সন্তানদের মাঝে বণ্টন করে দিয়ে নিজের বিপদ নিজে ডেকে না আনা।

সন্তানদেরকে আদব শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া

ইসলামে সন্তান সন্ততি ও পরিবার-পরিজনকে আদব ভদ্র আচরণ শিক্ষা দেয়া, নিয়ন্ত্রণে রাখা ও শাসন করার প্রতি নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে 'উবাদাহ্ ইব্‌ন সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি

---

৪৩৭ *আল-কুর'আন*, সূরা আন-নিসা (৪): ১২

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, لا ترفع عصاك عن أهلك أخفهم في الله 'তুমি তোমার (আদব শিক্ষার) লাঠিটি অকেজো ফেলে রেখো না, তোমার পরিবারকে আল্লাহ-ভীতি প্রদর্শন থেকে ।[৪৩৮] অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি ভয় দেখানোর জন্য অধীনস্তদেরকে লাঠি দিয়ে সহনশীল শাসন করার নির্দেশনা রয়েছে। যাতে পরিবারের কেউ নিয়ন্ত্রণহীন ও অবাধ্য হয়ে না যায়। আর তা বাস্তবায়ন করতে পারলে, পরিবার থেকে কেউ প্রবীণদেরকে অবহেলা, অবজ্ঞা, এমনকি বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাতে সাহস করবে না।

সুতরাং প্রবীণগণ যদি তার পরিবার-পরিজনকে সুশিক্ষা, আদব ও দায়িত্বশীলতা শিক্ষা দিতে সক্ষম হন, তবে সমাজের কোনো প্রবীণ অবহেলা ও অবজ্ঞার শিকার হবে না।

দুই. পরিবারিক অধিকার সংরক্ষণ

ইসলামি শরী'আহ্ আইনে প্রবীণের প্রতি পারিবারিকভাবে সদাচরণ করা, সর্বোচ্চ সেবা করা ও তাদের জন্য সর্বান্তকরণে দু'আ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল-কুর'আন ও হাদিসে বয়স্কদের সামাজিক সুরক্ষা প্রদান বিষয়ে বিস্তৃত নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। বিশেষ করে বয়স্কদের মধ্যে যারা পিতামাতা বা নিকট আত্মীয় তাদের প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। নিম্নে বয়স্কদের অধিকার ও পিতা-মাতার অধিকার প্রসঙ্গে আলোচনা করা হলোঃ

ক. বয়স্ক মাতা-পিতার অধিকার সুরক্ষা

আল্লাহ তা'আলা বয়স্ক মাতা-পিতার ,সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার সুরক্ষার নির্দেশ প্রদান করে পবিত্র কুরআনে অসংখ্য আয়াত নাযিল করেছেন। যেমন-

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

"আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে তোমরা তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করো না এবং তোমরা মাতা-পিতার প্রতি সদাচরণ করো। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমাদের নিকট

---

[৪৩৮] ইমাম কুরতুবী, ***তাফসীর কুরতুবী***, প্রাগুক্ত, খণ্ড-১১, পৃ. ১৭০

বার্ধক্যে উপনীত হয় তাহলে তুমি তাদের প্রতি ‘উহ’ শব্দটি করনা। এবং তাদেরকে ধমক দিয়োনা। আর তাদের সাথে কোমল ভাষায় কথা বল। তাদের প্রতি মমতা বশে নম্রতার মস্তিস্ক অবনমিত করো এবং বলো, হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি এমনভাবে দয়া করো যেমন তারা আমাকে ছোটকালে দয়া ও প্রতিপালন করেছিলেন।[৪৩৯]

খ. অমুসলিম পিতামাতার অধিকার সুরক্ষা

মাতা-পিতা মুশরিক হলেও তাদের সেবা যত্ন করতে হবে এবং তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা যাবে না। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর ঘোষনা,

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون

“এবং মাতা-পিতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরীক করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই; তবে তুমি তাদের কথা মানবে না কিন্তু দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহাবস্থান করবে। যে আমার অভিমুখী হয়, তার পথ অনুসরণ করবে। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে এবং তোমরা যা করতে,আমি সে বিষয়ে তোমাদেরকে জানাবো ।[৪৪০]

গ. বয়স্ক মাতা-পিতার সাথে সদাচরণ

বয়স্ক মাতা-পিতার সাথে সদাচরণের জোর নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

“আর আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার সাথে সদাচরণের জন্য নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছেন। আর তার দুধ পান করানোর সময় দুই বছর। আমি তাকে আরো নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে তোমাদের সবাইকে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে।[৪৪১]

---

[৪৩৯] *আল-কুর’আন*, সূরা আল-ইসরা (১৭): ২৩-২৪।

[৪৪০] *আল-কুর’আন*, সূরা লুকমান (৩১): ১৫।

[৪৪১] *আল-কুর’আন*, সূরা লুকমান (৩১): ১৪।

মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ এবং আল্লাহর অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাও আল্লাহর নির্দেশ। মহান আল্লাহ বলেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

আর আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে অতিকষ্টে গর্ভে ধারণ করেছে এবং অতি কষ্টে তাকে প্রসব করেছে। তার গর্ভধারণ ও দুধপানে সময় লাগে ত্রিশ মাস। অবশেষে যখন সে তার শক্তির পূর্ণতায় পৌঁছে এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হয়, তখন সে বলে, 'হে আমার রব, আমাকে সামর্থ্য দাও, তুমি আমার উপর ও আমার মাতা-পিতার উপর যে নিয়ামত দান করেছ, তোমার সে নিয়ামতের যেন আমি শোকর আদায় করতে পারি এবং আমি যেন সৎকর্ম করতে পারি, যা তুমি পছন্দ কর। আর আমার জন্য তুমি আমার বংশধরদের মধ্যে সংশোধন করে দাও। নিশ্চয় আমি তোমার কাছে তাওবা করলাম এবং নিশ্চয় আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত'।[৪৪২]

ঘ. সন্তানের সম্পদে পিতামাতার অধিকার

ইসলামি শরী'আহ্ সন্তানের সম্পদে পিতামাতার অধিকার সাব্যস্ত করে। 'আমর ইব্‌ন শু'আইব (র.) তিনি তার পিতা ও দাদারসূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى مَالاً وَوَلَدًا وَإِنَّ وَالِدِى يَجْتَاحُ مَالِى. قَالَ « أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلاَدِكُمْ ».

'এক ব্যক্তি নবী (সা.) এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসুল! (সা.) আমার সম্পদ ও সন্তান আছে। আমার পিতা আমার সম্পদের মুখাপেক্ষী। তিনি বললেন, انت ومالك لوالديك" তুমি এবং তোমার সম্পদ উভয়ই তোমার পিতার"। নবী (সা.) তাকে উদ্দেশ্য করে আরো বলেন, 'তোমাদের সন্তান

---

৪৪২ *আল-কুর'আন*, সূরা আল-আহকাফ (৪৬): ১৫

তোমাদের জন্য সর্বোত্তম উপার্জন। সুতরাং তোমরা তোমাদের সন্তানের উপার্জন থেকে খাও এবং খরচ কর’ ।[৪৪৩]

ঙ. পিতামাতার জন্য ব্যয় নির্বাহ

প্রবীণদের জন্য ব্যয় করার ক্ষেত্রে কার্পণ্য করা যাবে না। তাদের চাহিদানুযায়ী সবকিছু সরবরাহ করতে হবে। তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে। তাদের চিকিৎসা ও ঔষধপত্রে অবহেলা ও অবজ্ঞা করা যাবে না। তাদের জন্য রুচিসম্মত খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের জন্য খরচ করার বিষয়ে আল্লাহ বলেন,

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"(হে নবী) তারা আপনাকে প্রশ্ন করে যে, কি জিনিস তারা দান করবে? বলে দিন-যে বস্তুই তোমরা দান কর, তা হবে পিতা-মাতার জন্যে, আত্মীয়-আপনজনের জন্যে, এতীম-অনাথদের জন্যে, অসহায়দের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্যে। আর তোমরা যে কোন সৎকাজ কর না কেন, নিঃসন্দেহে তা ভালোভাবেই আল্লাহর জানা রয়েছে।[৪৪৪]

চ. বয়স্কদেরকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন না করা

পরিবারের ছোট বড় সকলের দেখাশুনার দায়িত্ব প্রবীণদের। তাদের অভিজ্ঞতা ও সাহচর্য পরিবারে শান্তি, সংহতি ও স্থিতিশীলতা আনে। একদিন বিশ্বনবী (সা.) সাহাবীদের মাঝে বলে উঠলেন, তার নাক ধূলায় মলিন হোক, তার নাক ধূলায় মলিন হোক, তার নাক ধূলায় মলিন হোক। সাহাবীরা অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসুল (সা.) সে হতভাগ্য ব্যক্তিটি কে? তিনি বললেন, যে তার মাতা-পিতা উভয়কে অথবা একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেয়েও তাদের কাছ থেকে জান্নাত আদায় করতে পারলোনা, সেই হতভাগ্য ব্যক্তি ।[৪৪৫]

ছ. পিতামাতার জন্য দু‘আ করা

---

৪৪৩ আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্‌ন আশআছ আস-সিজিস্তানী, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ৩৫৩২

৪৪৪ ***আল-কুর‘আন***, বাকারা (২): ২১৫

৪৪৫ আবুল হুসাইন মুসলিম ইব্‌নুল হাজ্জাজ, ***আস-সহীহ***, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ১০

পিতামাতার জন্য দু‘আ করা সন্তানের সর্বপ্রধান নৈতিক দায়িত্ব। পিতামাতার জন্য দু‘আ করার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়ে আল্লাহ তা’আলা বলেন,

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ‘হে

আমার রব, আমাকে সালাত কায়েমকারী বানান এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও, হে আমাদের রব, আর আমার দোয়া কবুল করুন। হে আমাদের রব, যেদিন হিসাব কায়েম হবে, সেদিন আপনি আমাকে, আমার মাতা-পিতাকে ও মুমিনদেরকে ক্ষমা করে দিন (Al-Quran, 14:40-41)।

সুতরাং আল-কুর‘আন ও আল-হাদিসে পারিবারিকভাবে প্রবীণদের যথার্থ অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করার নির্দেশনা প্রদান করেছে। কাজেই পরিবারের সমূহ সম্পদের মূল মালিক প্রবীণ ব্যক্তিদেরকে অবহেলা করা, গলগ্রহ করা বা বৃদ্ধাশ্রমে প্রেরণ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

তিন. সামাজিক অধিকার সুরক্ষা

ইসলামে বয়স্কদের সামাজিক মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। সমাজের বয়সে ছোটদেরকে বয়স্ক প্রবীণজনগোষ্ঠীকে সম্মান প্রদর্শণের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه و سلم فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له فقال النبي صلى الله عليه و سلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا

‘একজন প্রবীণ লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে, লোকেরা তার জন্য পথ ছাড়তে বিলম্ব করে। তা দেখে তিনি বললেন, যে লোক আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং আমাদের প্রবীণদের শ্রদ্ধা করে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।[৪৪৬]

ইসলাম ঘোষণা করেছে সমাজে প্রবীণদের মধ্যে কল্যাণ ও বরকত সুরক্ষিত। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রবীণদের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে হাদিসে এসেছে, ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন ‘আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম (সা.) বলেন, (البركة مع أكابركم)‘তোমাদের প্রবীণদের সাথেই রয়েছে তোমাদের জন্য কল্যাণ ও বরকত”।[৪৪৭]

৪৪৬ আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযি, ***আল-জামি‘ আত-তিরমিযি***, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ১৯১৯

৪৪৭ ইব্ন হিব্বান, আস-সুনান, (বৈরুত মূওয়াসসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৩খ্রি.) হাদিস নং ৫৫৯

সমাজে সৎকর্মশীল প্রবীণদেরকে মানুষের মধ্যে উত্তম মানুষ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। 'আবদুর রাহমান ইব্ন আবূ বাকার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন,

أن رجلا قال : يا رسول الله أي الناس خير قال من طال عمره وحسن عمله قال فأي الناس شره من طال عمره وساء عمله

এক ব্যক্তি বলেন, হে আল্লাহর রাসুল (সা.) মানুষের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, যে দীর্ঘ জীবন পেয়েছে এবং সুন্দর আমল করেছে। সে আবার প্রশ্ন করল, মানুষের মধ্যে নিকৃষ্ট ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, যে দীর্ঘ জীবন পেয়েছে এবং তার কার্যক্রম খারাপ হয়েছে ।[৪৪৮]

চার. রাষ্ট্রীয় অধিকার সংরক্ষণ

ইসলামি শরী'আহ্ রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রবীণদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিগতভাবে বনী আদমকে সম্মানিত করেই সৃষ্টি করছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর ঘোষণা,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً

'আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি এবং তাদেরকে স্থলভাগে ও সমুদ্রে চলাচলের জন্য বাহন দিয়েছি। আর আমি তাদেরকে পবিত্র খাবার দান করেছি এবং তাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি। তাদের অনেকের উপর কাউকে কাউকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছি ।[৪৪৯]

উপরোক্ত আয়াত থেকে জানা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা সকল সৃষ্টির উপর মানুষকে মর্যাদা প্রদান করেছেন। আর হাদিস দ্বারা প্রমাণিত মানুষের মধ্যে প্রবীণদের অধিক মর্যাদা । ইসলাম প্রবীণদের রাষ্ট্রীয়ভাবে মর্যাদা ও তাদের অধিকার সংরক্ষণ করেছে। বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মাদীনা মুনাওয়ারাহ্ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রবীণদের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রসঙ্গে 'আমর ইব্ন শু'আইব (র.) তিনি তার পিতা ও দাদারসূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا

'রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের প্রবীণদের মর্যাদা ও অধিকারের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।[৪৫০]

---

৪৪৮ আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযি, *আল-জামি' আত-তিরমিযি*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ২৩৩০

৪৪৯ *আল-কুর'আন*, সূরা আল-ইসরা (১৭) : ৭০

৪৫০ আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযি, *আল-জামি' আত-তিরমিযি*, প্রাগুক্ত, হাদীন নং ১৯২০

রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রবীণদের সহযোগিতা করা প্রসঙ্গে আবূ দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছি,

ابْغُونِي الضُّعَفَاءَ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ

‘তোমরা অক্ষম অসহায়দের খোঁজ করে আমার নিকট উপস্থিত করো (আমি তাদেরকে সাহায্য করবো)। জেনে রেখো নিশ্চয়ই তোমাদের অক্ষম ও অসহায়দের উসিলায়ই তোমরা রিযিক ও সাহায্য পেয়ে থাকো।[৪৫১]

উপর্যুক্ত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রবীণদের যথার্থ মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন।

পাঁচ. ধর্মীয় অধিকার সংরক্ষণ

ক. বয়স্কদের অধিক সম্মান প্রদান

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে প্রবীণদেরকে আল্লাহ্ তা‘আলা সম্মানিত করেছেন। হাদিসে এসেছে, হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত,

"المولود حتى يبلغ الحنث ما عمل من حسنة كتبت لوالده – أو لوالديه – وما عمل من سيئة لم تكتب عليه ولا على والديه، فإذا بلغ الحنث جرى عليه القلم، أمر الملكان اللذان معه أن يحفظا وأن يشددا، فإذا بلغ أربعين سنة في الإسلام أمنه الله من البلايا الثلاثة: الجنون والجذام والبرص، فإذا بلغ الخمسين خفف الله حسابه، فإذا بلغ الستين رزقه الله الإنابة بما يحب، فإذا بلغ السبعين أحبه أهل السماء، فإذا بلغ الثمانين كتب الله حسناته وتجاوز عن سيئاته، فإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وشفعه في أهل بيته وكان أسير الله في أرضه، فإذا بلغ أرذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيئاً كتب الله له مثل ما كان يعمل في صحته من الخير، فإذا عمل سيئة لم تكتب عليه"

“একজন মুমিন বান্দা যখন ৫০ বছরে উপনীত হন তখন আল্লাহ তাআলা তার হিসাব-নিকাশ সহজ করে দেন। যখন তিনি ৬০ বছরে উপনীত হন তখন আল্লাহ তা’আলা তাকে আল্লাহভীরুতা দান করেন। যখন

[৪৫১] আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্ন আশআছ আস-সিজিস্তানী, আস-সুনান, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ২৫৯৬

তিনি সত্তর বছরে পৌছেন তখন আসমানের অধিবাসীরা অর্থাৎ ফেরেশতারা তাকে ভালোবাসতে শুরু করেন। যখন ৮০ বছরে পা দেন, আল্লাহ তায়ালা তখন তার ভালো কাজগুলোকে সুবিন্যস্ত করে দেন এবং তার খারাপ কাজগুলোকে বিলিন করে দেন। আর যখন ৯০ বছরে উপনীত হন, তখন আল্লাহ তায়ালা তার আগে ও পরের সব গুনাহ মাফ করে দেন এবং তার পরিবারের জন্য সুপারিশ করার অধিকার প্রদান করেন আর আসমানে তার নামের সঙ্গে লেখা থাকে- এ বান্দা পৃথিবীতে আল্লাহর জন্য আবদ্ধ ।[৪৫২]

খ. সাদা চুলবিশিষ্ট বয়স্কদের মর্যাদা

সাদা চুল ওয়ালা প্রবীণ মুসলিমের বিশেষ মর্যাদা প্রসঙ্গে হাদিসে এসেছে, ‘আমর ইব্‌ন শু‘আইব (র.) তিনি তার পিতা ও দাদারসূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ وَقَالَ هُوَ نُورُ الْمُؤْمِنِ وَقَالَ مَا شَابَ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ شَيْبَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَمُحِيَتْ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةٌ وَكُتِبَتْ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ

‘রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সাদা চুল তুলে ফেলতে নিষেধ করেছেন, কারণ এটা মুমিনের নূর। তিনি আরো বলেন, ইসলামে কেউ যদি সাদা চুলবিশিষ্ট হয়, আল্লাহ তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন, একটি পাপ মোচন করে দেন এবং একটি সাওয়াব লিখে দেন ।[৪৫৩]

কিয়ামতের ময়দানে সাদা চুলবিশিষ্ট ব্যক্তির স ও মর্যাদা অন্যদের তুলনায় আল্লাহ তায়ালার কাছে বেশী হবে। আল্লাহ তায়ালা সেদিন সাদা চুলবিশিষ্ট প্রবীণ ব্যক্তিকে তাঁর জীবনের কৃত অপরাধসমূহ নিজ অনুগ্রহে ক্ষমা করে দিবেন। সাদা চুলবিশিষ্ট ব্যক্তির সন্মান ও মর্যাদা প্রসঙ্গে শুরাহবিল ইব্‌ন সামত ইব্‌ন কা‘ব ইব্‌ন মুররাহ (র) থেকে বর্ণনা করেন, ‘রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছেন, من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة‘সাদা চুল কিয়ামতের দিন প্রবীণ মুসলিম ব্যক্তির জন্য একটি নূর বা আলো হবে” ।[৪৫৪]

গ. সাদা চুলবিশিষ্ট বয়স্কদের মর্যাদা

---

৪৫২ নুরুদ্দীন আলী আল-হায়ছমী, ***আল-মাজমাউয-যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ***, (আল-মাকতাবাতুশ-শামিলাহ, ৪র্থ সং,), হাদিস নং ১৭৫৫৫

৪৫৩ আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্‌ন আশআছ আস-সিজিস্তানী, আস-সুনান, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ৪২০২

৪৫৪ আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযি, ***আল-জামি‘ আত-তিরমিযি***, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ১৬৩৪

সাদা চুলবিশিষ্ট ব্যক্তিকে সম্মান করা হলে আল্লাহকে সম্মান করা হয়। আবু মুসা আশআরী (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, বয়স্ক মুসলমান যে কুরআনের হাফেজ এবং সে তার অর্থের মধ্যে কোনরূপ কমবেশী করে না এরূপ ব্যক্তি এবং ন্যায়পরায়ণ বাদশার সম্মান করা মহান আল্লাহ্ সন্মানের ন্যায় ।[৪৫৫]

ঘ. সালাত আদায়ে বয়স্কদের বিশেষ সুবিধা

অক্ষম প্রবীণ/বয়স্ক ব্যক্তি অনেক সময় দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে পারে না। সেক্ষেত্রে সুবিধাজনকভাবে তাকে সালাত আদায়ের অনুমতি প্রদান করেছে ইসলাম। ইমরান বিন হুসাইন (রা.) বলেন- আমি অর্শ্বরোগে ভুগছিলাম। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা.) কে সালাত আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, দাঁড়ায়ে সালাত আদায় করো, যদি অক্ষম হও তবে বসে পড়ো, যদি তাতেও অক্ষম হও তবে শুয়ে শুয়ে পড়ো ।[৪৫৬]

সুতরাং এ হাদিসে অসুস্থ, দূর্বল ও অক্ষম প্রবীণ ব্যক্তিদের সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে, বসে এমনকি শুয়ে শুয়ে আদায় করার নির্দেশনাও প্রদান করা হয়েছে।

ঙ. ইমামতিতে বয়স্কদের অগ্রাধিকার

ইসলামি শরী'আহর আলোকে সালাতে প্রবীণগণ ইমামতি করবেন। এ প্রসঙ্গে মালিক ইব্ন হুওয়াইরিস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদল যুবক নবী কারীম (সা.)-এর খিদমাতে হাজির হলাম এবং প্রায় বিশ দিন আমরা সেখানে থাকলাম। নবী (সা.) ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু। তাই তিনি আমাদের বললেন, তোমরা নিজ এলাকায় ফিরে গিয়ে লোকদের দীন শিক্ষা দিবে। তাদের এ সময়ে অমুক সালাত আদায় করতে বলবে এবং ঐ সময়ে অমুক সালাত আদায় করতে বলবে। তারপর সালাতের ওয়াক্ত হলে তোমাদের একজন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যকার বয়জেষ্ঠ্যজন ইমামতি করবে ।[৪৫৭]

বিশ্বনবী (সা.) ইমামতিতে প্রবীণদের অগ্রাধিকার দিতেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ইমামতিতে অগ্রাধিকার পাবেন সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে কুরআনের

---

৪৫৫ আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল আল-বুখারী, *আস-সহীহ্*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ৪৭৬৮

৪৫৬ আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল আল-বুখারী, *আস-সহীহ্*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ১১৩৮

৪৫৭ আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল আল-বুখারী, *আস-সহীহ্*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ৬৫১

জ্ঞানে অধিক পারদর্শী এবং যার তিলাওয়াত সুন্দর। এ ব্যাপারে সবাই সমান হলে হিজরতে অগ্রগামী ব্যক্তি ইমামতি করবেন। হিজরতে সবাই সমান হলে প্রবীণ ব্যক্তি তোমাদের ইমামতি করবে।[৪৫৮]

চ. সাওম পালনের ক্ষেত্রে বয়স্কদের বিশেষ ছাড়

প্রবীণ (অতিবৃদ্ধ) ব্যক্তি সাওম পালনে অক্ষম হলে তার অধিকার সুরক্ষা দেওয়ার জন্য বিশ্বনবী (সা.) প্রতিদিনের সাওমের বিনিময়ে একজন করে মিসকিনকে আহার করানোর আদেশ দিয়েছেন। এর ব্যাখ্যা প্রসংগে ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, সিয়াম পালনে অক্ষম বৃদ্ধ-বৃদ্ধার প্রত্যেক দিনের (প্রতিটি সিয়ামের) পরিবর্তে একজন মিসকিনকে খাদ্যদানের বিধান সংবলিত (২:১৮৪নং আয়াতটি) রহিত হয়নি [৪৫৯]

ছ. পিতা-মাতাকে অসন্তুষ্ট রেখে যুদ্ধে অংশগ্রহণে নিষেধাজ্ঞা

আবদুল্লাহ্ ইবন আমর (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)এর নিকট এসে বললো, আমি হিজরত করে (আপনার সাথে যুদ্ধে গমনের জন্য) আপনার হাতে বায়‘আত করতে এসেছি। কিন্তু আমার মাতা-পিতা নারাজ বিধায় আমার জন্য কাঁদছেন। তিনি বললেন, তুমি তোমার মাতা-পিতার নিকট ফিরে যাও। যেভাবে তাদেরকে কাদিয়েছ সেভাবে তাদেরকে হাসিয়ে তোল।[৪৬০]

ইসলামে মাতা-পিতার সেবা-যত্ন ও তাদের সাথে সদাচরণের গুরুত্ব এতো বেশী যে, জিহাদ ফরজে কেফায়া স্তরে থাকা পর্যন্ত মাতা-পিতার অনুমতি ছাড়া সন্তানের জিহাদে অংশগ্রহণ করা জায়েজ নয়। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন,এক ব্যক্তি রাসুল (সা) এর কাছে এসে বললেন,আমি জিহাদে অংশগ্রহণ করতে চাই। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন তোমার মাতা-পিতা কি জীবিত আছেন? তিনি বললেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন,তাহলে তুমি তোমার মাতা-পিতার সেবায় আত্মনিয়োগ কর।[৪৬১]

জ. বয়স্ক ব্যক্তির জিহাদে শহীদের পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ

---

৪৫৮ আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল আল-বুখারী, ***আস-সহীহ্***, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ৬৭৩

৪৫৯ আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল আল-বুখারী, ***আস-সহীহ্***, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ৪৫০৫

৪৬০ আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্ন আশআছ আস-সিজিস্তানী, আস-সুনান, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ২৫২০

৪৬১ আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল আল-বুখারী, ***আস-সহীহ্***, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ২৭৯৬

দীর্ঘজীবন লাভ করে বেশী ইবাদতে মশগুল থেকে শহীদের চেয়েও অগ্রগামী হওয়া যায় । "তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ (রা.) বলেন, দুজন মুসলমানের মধ্যে একজন শহীদ হলো এবং অপরজন এক বছর পরে মারা গেল। তালহা (রা.) স্বপ্নে দেখলেন, পরে মারা যাওয়া লোকটি শহীদের আগে জান্নাতে চলে গেল। তারা অবাক হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে বিষয়টি উল্লেখ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, অপর লোকটি কি তারপর একবছর বেঁচে থাকেনি? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। রাসুল (সা.) এও বলেন, সে লোকটি একটি রামাদান মাস পেয়েছে, সাওম পালন করেছে এবং একবছর যাবত এত এত সালাত কি আদায় করেনি? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসুল (সা.) বললেন, আসমান-যমীনের মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে তাদের দুজনের মধ্যে তার চেয়েও অধিক ব্যবধান রয়েছে।[৪৬২]

ছয়. মৌলিক মানবীয় অধিকার সংরক্ষণ

ইসলাম প্রবীণ জনগোষ্ঠীর মৌলিক মানবীয় অধিকার সংরক্ষণ করেছে। বয়স্ক নাগরিক হিসেবে সর্বক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাও সমৃদ্ধ, তাই মৌলিক মানবীয় সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির অধিকারও সর্বাগ্রে তাদের। নিম্নে মৌলিক কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হল:

ক. বয়স্কদের জন্য চিকিৎসা সেবা সুরক্ষিত

সাধারণত প্রবীণদের অসুস্থতার ক্ষেত্রে সন্তান ও আত্মীয়-স্বজন চিকিৎসার ব্যবস্থা করে থাকে। যদি কারো সন্তান কিংবা আত্মীয়-স্বজন না থাকে তবে এলাকার সমাজপতি, জনপ্রতিনিধি কিংবা বিত্তশালী ব্যক্তি তাদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

তাই বলে প্রবীণদের বিনা চিকিৎসায় অবহেলায় ফেলে রাখা যাবে না। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা দিয়ে সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি,পরিবার ও সমাজ ব্যর্থ হলে রাষ্ট্র দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

খ. রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মজলিসে বসার ক্ষেত্রে প্রবীণদের অধিকার সুরক্ষিত

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মজলিসে বসা কিংবা দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে তিনি প্রবীণদের অগ্রাধিকার দিতেন। তাদের অবস্থান সুরক্ষার বিষয়ে তিনি নির্দেশ দিয়ে বলেছেন-

---

[৪৬২] আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্ন আশআছ আস-সিজিস্তানী, আস-সুনান, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ২৫১৯

তোমাদের মধ্যকার প্রবীণ ও জ্ঞানী লোকেরা যেন আমার কাছাকাছি দাঁড়ায় কিংবা বসে, তারপর যারা তাদের কাছাকাছি তারা যেন দাঁড়ায় কিংবা বসে।[৪৬৩]

গ. বয়স্ককে কথা বলার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সম্মুখে কোন বিষয়ে আলোচনা শুরু হলে তিনি বয়স্ক/প্রবীণ ব্যক্তিদের আগে বলার জন্য অনুমতি দিতেন। এ সম্পর্কে হাদিসে এসেছে, নবী (সা.) বলেন: প্রবীণকে আগে বলতে দাও, প্রবীণকে আগে বলতে দাও ।[৪৬৪]

ঘ. সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বয়স্কদের মতামত গ্রহণ করা

প্রবীণদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে তারা খুশী থাকেন ও তাদের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। খুশী থাকার ফলে একদিকে যেমন সামাজিক স্থিতিশীলতা তৈরি হয় অন্যদিকে তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে কাজটি অতিশয় সুন্দর থেকে সুন্দরতর হয়। ইসলামের সর্বজনীন নীতি প্রবীণদের কখনো দূরে ঠেলে দেয় না, বরং তাদের সকল ধরনের অধিকার সুরক্ষার বিষয়ে নিবীড়ভাবে কাজ করেছে। প্রবীণদের সাথে পরামর্শ কিংবা আলোচনার সময় শান্তশিষ্টভাবে কথা বলতে হবে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "তুমি সংযতভাবে চলাফেরা কর এবং নিজের কণ্ঠস্বর নিচু রাখো। নিশ্চয়ই স্বরের মধ্যে গাধার স্বরই সর্বাধিক অপছন্দনীয়।[৪৬৫]

সুতরাং ইসলাম প্রবীণদেরকে উপর্যুক্ত মৌলিক মানবীয় অধিকারসমূহ প্রদান করে সম্মানিত করেছে।

একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, ইসলামই একমাত্র জীবনাদর্শ যেখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষের যথাযথ মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করেছে। মানুষের জীবনচক্র অনুযায়ী প্রবীণত্ব একটি ভবিতব্য বিষয়। কাজেই প্রবীণের অধিকার ও মর্যাদা প্রসঙ্গে আল-কুর'আনে ও হাদিসে সুবিস্তৃত দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সেখানে প্রবীণের যাবতীয় অধিকারের বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। আল-কুর'আনে প্রবীণসহ সকলের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ 'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে

---

৪৬৩ আবুল হুসাইন মুসলিম ইব্নুল হাজ্জাজ, *আস-সহীহ*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ৪৩২

৪৬৪ আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল আল-বুখারী, *আস-সহীহ্*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ২৯৪৯

৪৬৫ *আল-কুর'আন*, লুকমান (৩১) : ৯

নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারকে প্রত্যর্পন করতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়নতার সঙ্গে বিচার করবে।[৪৬৬]

এ আয়াত আন্তর্জাতিক সামাজিক সুরক্ষা ও বিশ্বমানবাধিকারের সবচেয়ে বড় ভাষ্য। এ আয়াতের আবেদন অনাগত কাল পর্যন্ত মানবজাতিকে সামাজিক সুবিচার, সামাজিক সুরক্ষা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করবে। এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে ইমাম আবূ জাফর (র) বলেন, اختلف أهل التأويل فيمن عُني بهذه الآية.فقال بعضهم: عني بها ولاة أمور المسلمين. ব্যাখ্যাকারগণ উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। কেউ কেউ বলেন, 'এ আয়াতের ঘোষণা মুসলিম শাসকদের উদ্দেশ্যে ।[৪৬৭] যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (র.) বলেন, نزلت هذه الآية:"إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها"، في ولاة الأمر 'এ আয়াতখানি বিশেষভাবে শাসকর্তাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে ।[৪৬৮] লাইছ শাহ (র) বলেন, এ আয়াত বিশেষভাবে শাসনকর্তাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে ।'[৪৬৯] 'আলী (রা.)-এর উপদেশসমূহের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত,

حقٌّ على الإمام أن يحكم بما أنزل الله، وأن يؤدِّيَ الأمانة، وإذا فعل ذلك، فحقّ على الناس أن يسمعوا، وأن يُطيعوا، وأن يجيبوا إذا دُعوا

'শাসকের কর্তব্য হলো, আল্লাহ্ তা'আলার নাযিলকৃত বিধান মোতাবেক শাসনকার্য পরিচালনা করা। শাসকের আরো কর্তব্য হচ্ছে, জনগণের আমানত আদায় করা। 'আর ঐ কার্যসমূহ যখন তিনি সম্পাদন করবেন তখন জনগণের কর্তব্য হয়ে পড়ে শাসকের হুকুম পালন করা, আনুগত্য করা। এবং যখন তিনি আহ্বান করেন তখন সাড়া দেয়া। যায়িদ (র) বলেন, আমার পিতা বলেছেন, هم الوُلاة، أمرهم أن يؤدّوا

---

[৪৬৬] *আল-কুর'আন*, আন-নিসা (৪) : ৫৮

[৪৬৭] মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর আত-তাবারী, *আল-জামিউ'ল বায়ান ফী তা'বীলি আয়িল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, খণ্ড ৮, পৃ. ৪৯০

[৪৬৮] মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর আত-তাবারী, *আল-জামিউ'ল বায়ান ফী তা'বীলি আয়িল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৯৮৩৯

[৪৬৯] মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর আত-তাবারী, *আল-জামিউ'ল বায়ান ফী তা'বীলি আয়িল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৯৮৪০

الأمانات إلى أهلها'এ আয়াত দ্বারা শাসকবর্গকে বুঝানো হয়েছে। যাতে তারা আমানত তার হকদারকে প্রত্যর্পণ করে ।[৪৭০]

উপর্যুক্ত আয়াত প্রসঙ্গে তাফসীরকারগনের ভাষ্যসমূহের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রবীণসহ সর্বপর্যায়ের নাগরিকের সামগ্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক সুরক্ষা প্রদান রাষ্ট্রপ্রধানের সর্বপ্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। অপরপক্ষে প্রচলিত আইনে বিশেষত বাংলাদেশ সংবিধানের ভাষ্যে ও জাতীয় প্রবীণ নীতি ২০১৩ এবং জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক কর্মসূচিতে বয়স্ক বা প্রবীণদের জন্য সুনির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অথচ আমাদের সমাজব্যবস্থায় প্রবীণদের সেবা গ্রহণের চাহিদা আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত।

সুতরাং ইসলামি শরী'আহর মূল উৎস আল-কুর'আন ও আল-হাদিসে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় যে বিস্তৃত নীতিমালা পেশ করেছে তা মানবসভ্যতার জন্য চিরন্তন আদর্শ হয়ে আছে। যে নীতিমালার আলোকে মাদীনা মুনাওয়ারাহ্ রাষ্ট্রে বিশ্বনবী (সা.) প্রবীণদেরকে যথাযোগ্য মর্যাদা ও অধিকার প্রদান করেছিলেন, আজো নির্মোহভাবে এ শাশ্বত নীতিমালাকে অনুধাবন করলে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্র প্রবীণের যথার্থ অধিকার প্রতিষ্ঠায় অভাবনীয় ভূমিকা রাখবে।

---

৪৭০ মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আত-তাবারী, ***আল-জামিউ'ল বায়ান ফী তা'বীলি আয়িল কুর'আন***, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৯৮৪৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
নারীর অধিকার সুরক্ষা

প্রথম অনুচ্ছেদ

নারীর অধিকার সুরক্ষা

বিশ্বের সব দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে নারীর সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা অব্যহত রয়েছে। বিধবা নারী, স্বামী পরিত্যাক্তা নারী, সর্বপর্যায়ের অসহায় দুস্থ নারীদের জীবনমান উন্নয়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারী ও বেসরকারীভাবে বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে অধিকার বঞ্চিত সর্ব পর্যায়ের নারীদের জন্য নিম্নোক্ত মৌলিক কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে:

১. বয়স্কা নারীর ভাতা

২. বিশেষ ভাতা

৩. মাতৃত্ব ভাতা

৪. তালাকপ্রাপ্তা স্বামী পরিত্যক্তা নারীর ভাতা

৫. দূস্থ মহিলার ভাতা

৬. প্রতিবন্ধী নারীর ভাতা

৭. নারীর সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান

৮. নারীর সামাজিক মর্যাদা প্রদান ও বৃদ্ধি

৯. নারীর দারিদ্র ঝঁকি হ্রাস করা

১০. সমস্যাগ্রস্ত নারীর বাসস্থানের ব্যবস্থা করা

১১. নারীর পরিধেয় বস্ত্রের ব্যবস্থা করা

১২. নারীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরা

১৩. নারীর যথাযথ পুষ্টির ব্যবস্থাকরণ

১৪. অসুস্থ নারীর চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরণ

১৫. নারীর ক্ষমতায়ন

১৬. বিভিন্ন ফোরামে নারীর অংশগ্রহণ

১৭. নারীকে আইনী সহায়তা প্রদান

১৮. নারীর সরকারী সম্পদ ও সেবা লাভের অধিকার নিশ্চিতকরা

১৯. ন্যায়বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিতকরা

২০. নারী নির্যাতন হ্রাস ও বন্ধ করা

২১. বাল্যবিবাহ রোধ

২২. যৌতুক প্রথা হ্রাস ও রোধকল্পে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করা ।[৪৭১]

পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সাথে নারী-পুরুষ উভয়ে সম্পর্কযুক্ত বিধায় সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের মাধ্যমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নারী উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদারাকরার ব্যবস্থা গ্রহল করা হবে। আল-কুর'আন ও হাদিসে উপর্যুক্ত বিষয়সমূহেরও সুবিস্তৃত বিধানাবলী প্রদান করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট পরিচ্ছেদ সমূহে তা আলোচনা করা হবে।

---

[৪৭১] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী ও জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪-৮৫

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি ও নারীর অধিকার

ঝুঁকিগ্রস্ত নারীদের জন্য আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি

ঝুঁকিগ্রস্ত নারীদের (বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা, দুস্থ, একাকী মাতা ও কিশোরী বালিকাসহ বেকার একাকী নারী) জন্য আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং শ্রমবাজারে তাদের অংশগ্রহণ সহজতর করা। মহিলারা বয়স্ক ভাতা পাবেন এবং যোগ্যতার শর্ত পূরণ করলে প্রতিবন্ধী সুবিধাও পাবেন। অধিকন্ত ঝুঁকিগ্রস্ত কর্মোপযোগী নারীরা কোনো বিশেষ জটিলতা বা সমস্যার সম্মুখীন হলে তাদেরকে দুস্থ নারী সুবিধা কর্মসূচির অধীনে আয় অনুদান সুবিধা প্রদান করা হবে।

মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কিম সম্প্রসারণ কর্মসূচি

> স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কিম সম্প্রসারণ এবং শ্রমবাজারে মহিলাদের অংশগ্রহণে সহায়তা করতে বিভিন্ন নীতি ও পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে।[৪৭২]

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে নারীর সুরক্ষা পর্যালোচনা

আল-কুর'আন ও হাদিসে নারীর যথাযথ সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে। বিধবা নারী, স্বামী পরিত্যক্তা নারী, অসহায় দুস্থ নারীসহ নারী সমাজের জন্য আল-কুর'আন ও আল-হাদিসে সুবিস্তৃত বিধানাবলী প্রদান করা হয়েছে।

বিধবা মহিলাদের অধিকার সুরক্ষা

আল-কুর'আনে ও হাদিসে যাদেরকে সামাজিক সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে বিধবা মহিলা তন্মধ্যে অন্যতম। স্বামী হারা এসকল নারীদেরকে সুরক্ষা প্রদান করা রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। বিধবা নারীর অধিকার প্রসঙ্গে নিম্নে আলোচনা করা হল:

---

[৪৭২] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. xxi

স্বামীর সম্পদে উত্তরাধিকার

আল-কুর‘আনে বিধবা নারীর যথাযথ অধিকার প্রদান করা হয়েছে। তাকে তার মৃত স্বামীর সম্পদে উত্তরাধিকার সাব্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

‘আর স্ত্রীদের জন্য তোমরা যা রেখে গিয়েছ তা থেকে চার ভাগের একভাগ, যদি তোমাদের কোন সন্তান থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে তাহলে তাদের জন্য আট ভাগের এক ভাগ, তোমরা যা রেখে গিয়েছে তা থেকে। তোমরা যে অসিয়ত করেছ তা পালন অথবা ঋণ পরিশোধের পর।’[৪৭৩]

উক্ত আয়াত বিধবা নারীকে তার স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পদে উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করে আইন প্রণয়ন করেছে। এছাড়া বিধবা নারীকে সামাজিক সুরক্ষা প্রদান করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বয়ং পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে হাদিসে এসেছে, ‘তিনি শুভ্র, তার চেহারার অসিলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করা হতো, তিনি এতিমদের খাবার পরিবেশনকারী আর বিধবাদের তত্ত্বাবধায়ক।[৪৭৪]

সুতরাং আল-কুর‘আন ও হাদিসে বিধবা নারীর অধিকার সুক্ষার নির্দেশনা পেশ করা হয়েছে।

তালাকপ্রাপ্তা নারীর অধিকার সুরক্ষা

আল-কুর‘আন ও হাদিসে তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। আল-কুর‘আনে একাধিক স্থানে তালাকপ্রাপ্তা নারীর অধিকার প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে, এমনকি আত-তালাক নামে আল-কুর‘আনে একটি সূরাও নাযিল করা হয়েছে। সেখানেও তালাকপ্রাপ্তা নারীর নিরাপত্তা ও সুরক্ষামূলক অনেক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

‘হে নবী! (বলুন), তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দেবে, তখন তাদের ইদ্দত অনুসারে তালাক দাও এবং ‘ইদ্দত হিসাব করে রাখবে এবং তোমাদের রব আল্লাহকে ভয় করবে। তোমরা তাদেরকে তোমাদের বাড়ী–ঘর থেকে বের করে দিয়ো না এবং তারাও বের হবে না। যদি না তারা কোন স্পষ্ট অশ্লীলতায় লিপ্ত

---

৪৭৩ *আল-কুর‘আন*, সূরা আন-নিসা (৪) : ১২

৪৭৪ আবূ ‘আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সহীহ্*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ১০০৮

হয়। আর এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। আর যে আল্লাহর (নির্ধারিত) সীমারেখাসমূহ অতিক্রম করে সে অবশ্যই তার নিজের ওপর যুলম করে। তুমি জান না, হয়তো এর পর আল্লাহ, (ফিরে আসার) কোন পথ তৈরী করে দিবেন।[৪৭৫]

এ আয়াতে কারীমায় তালাকপ্রাপ্তা নারীর অধিকার প্রসঙ্গে কয়েকটি বিধান দেয়া হয়েছে,

১. যদি কোন নারী তার স্বামীর সঙ্গে থাকতে না চায় বা উভয়ের সম্পর্ক রক্ষা করা সম্ভব না হয় তবে নারীকে কষ্ট দেয়া যাবে না, বরং তাকে সম্মানের সাথে তালাক দিতে হবে। যাতে ঐ নারী তার জীবনের জন্য বিকল্প চিন্তা করতে পারে।

২. তাদের ইদ্দত অনুসারে তাদের তালাক দিতে হবে।

৩. 'ইদ্দত হিসাব করে রাখতে হবে।

৪. ইদ্দত পালনকালে তাদেরকে বাড়ি-ঘর থেকে বের করে দেয়া যাবে না।

৫. তারাও সেচ্ছায় বের হবে না।

৬. তার যেনো কোন স্পষ্ট অশ্লীলতায় লিপ্ত না হয় সে ব্যাপারে সুরক্ষা প্রদান করতে হবে।

৭. নারীর অধিকার প্রশ্নে আল্লাহর সীমারেখা অতিক্রম করা যাবে না।

৮. তার ওপর যুলম করা যাবে না।

৯. (দুই) তালাক পরিপূর্ণভাবে কার্যকর হবার পূর্বে ফিরে আসতে চাইলে তার সে পথ সুগম করে দেবে।

এ আয়াতটিতে তালাকপ্রাপ্তা নারীর সমুদয় সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর তালাক কার্যকর হওয়া দুস্থ নারীর সার্বিক সুরক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। সে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ভাতা ও প্রয়োজনে বসবাসের নিরাপদ আবাসনের অধিকার লাভ করবে।

---

[৪৭৫] ***আল-কুর'আন***, সুরা আত-তালাক (৬৫) :১

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষা

প্রথম অনুচ্ছেদ

প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষা

প্রতিবন্ধী পরিচিতি

আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিবন্ধী অর্থ– বিকলাঙ্গ, বিকল, অক্ষম, বাধাজন ইত্যাতি।[৪৭৬] বাংলা পিডিয়ায় এসেছে, প্রতিবন্ধী হলো– শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক ইত্যাদি ক্রটির কাররেণ স্বাভাবিক জীবন যাপনে অক্ষম জনগোষ্ঠী।[৪৭৭] পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিবন্ধী হলো- এমন লোক যারা কোন শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধকতার কারণে সুস্থ্য-সবল মানুষের ন্যায় স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে সক্ষম নয়।[৪৭৮]

প্রতিবন্ধী বলতে শারীরিক বা মানসিক এমন কিছু অবস্থা, যার কারণে অন্যদের মতো স্বাভাবিক চলাফেরা, চিন্তাভাবনা ও কাজকর্ম সম্পাদন সম্ভবপর হয় না।[৪৭৯] জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে ১৯৯২ সাল থেকে প্রতিবন্ধীদের প্রতি সহমর্মিতা ও সহযোগিতার জন্য সবাইকে সচেতন করতে প্রতি বছরের ৩ ডিসেম্বর সারা বিশ্বে দিবসটি উদযাপিত হয়।[৪৮০]

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তামূলক সেবা প্রদান ব্যবস্থা শক্তিশালী করণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার বাংলাদেশের সংবিধানে বিধৃত হয়েছে। এছাড়া ২০০৭ সালের ৩০ নভেম্বর

---

৪৭৬ শরীফ ও অন্যান্য, *বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৩

৪৭৭ সিরাজুল ইসলাম সম্পা., বাংলা পিডিয়া (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৪৮৬

৪৭৮ আল-দুআইকাত, মাফহুম য়ুয়িল ইহতিজিয়াত আল-খাসসা, moudoo3.com ১.৯.২০১৮

৪৭৯ মুহাম্মদ হারুনার রশীদ, *বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি: কুরআন ও হাদিসের আলোকে একটি পর্যালোচনা*, ***ইসলামি আইন ও বিচার***, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এণ্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার), ভলিউম ১৬, ইস্যু ৬৪, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০ খ্রি., পৃ. ২৬

৪৮০ মুহাম্মদ হারুনার রশীদ, *বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি: কুরআন ও হাদিসের আলোকে একটি পর্যালোচনা* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

বাংলাদেশ সরকার "কনভেনশন অন দ্য রাইটস অব পারসনস উইথ ডিজঅ্যাবিলিটি" অনুসমর্থন করে, যা প্রতিবন্ধীদের সামাজিক নিরাপত্তার অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়।

সুতরাং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য মধ্যম আয়ের দেশের উপযোগী সামাজিক নিরাপত্তা সহায়তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের ৫ বছর মেয়াদকালে তা সম্পূর্ণভাবে অর্জন করা কঠিন। কাজেই এজন্য সরকার বড় কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করবে (প্রতিবন্ধী সহায়তার বিদ্যমান ব্যবস্থা জোরদার করার মাধ্যমে)।[৪৮১]

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি ও প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষা

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষা অন্যতম এজেন্ডা। জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন কর্মকৌশলে প্রতিবন্ধীদের জন্য নেয়া হয়েছে কার্যকরী পদক্ষেপ ও পরিকল্পনা। জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রস্তাবিত ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত তিনটি মূল কর্মসূচি হলো:

ক. ১৮ বছর বয়সী সকল প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য শিশু প্রতিবন্ধী সহায়তা;

খ. ১৯-৫৯ বছর বয়সী মারাত্মক প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতিবন্ধী সহায়তা;

গ. ৬০ বছর বয়সে মারাত্মক প্রতিবন্ধীরা বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হবে।[৪৮২]

সুতরাং প্রতিবন্ধীদের জন্য নিম্নোক্ত কর্মসূচি থাকবে :

১. শিশু প্রতিবন্ধীদের জন্য শিশু প্রতিবন্ধী সুবিধা।

২. কর্মোপযোগী প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য প্রতিবন্ধী সুবিধা।[৪৮৩]

প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রস্তাবিত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা

---

[৪৮১] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

[৪৮২] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

[৪৮৩] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

১. জীবন চক্রের বিভিন্ন পর্যায়

ক. প্রাক শৈশবকাল

খ. বিদ্যালয় গমনের বয়স

গ. তরুণ জনগোষ্ঠী

ঘ. কর্মক্ষম বয়স

ঙ. বৃদ্ধ বয়স।

২. কর অর্থায়িত কর্মসূচি

ক. নির্ভরশীল শিশু সহায়তা

খ. প্রতিবন্ধিতা সুবিধা

গ. বয়স্ক ভাতা।

৩. সামাজিক বিমা পরিকল্পনা

ক. প্রতিবন্ধী পেনশন

খ. জাতীয় সামাজিক বয়স্ক পেনশন[৪৮৪]

বয়স্ক ভাতা ব্যতীত এ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত সরকার অর্থায়িত দুটি মূল কর্মসূচি নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

ক. শিশু-প্রতিবন্ধী সুবিধা

শিশুরাই দেশের ভবিষ্যৎ এবং প্রতিবন্ধী শিশুরাই সর্বাধিক ঝুঁকিগ্রস্ত। মারাত্মক প্রতিবন্ধী হিসেবে শণাক্তকৃত শিশুদের প্রত্যেকেই যেন শিশু প্রতিবন্ধী সুবিধা নামে পরিচিত নিয়মিত সহায়তা পায় সরকার তা নিশ্চিত করবে। এটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় পরিচালিত চলমান শিশু প্রতিবন্ধী অনুদান কর্মসূচি সম্প্রসারণের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। শিশুরা যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিবন্ধিতার জন্য নির্ধারিত মানদণ্ড পূরণ করবে এবং তাদের প্রতিপালনকারীদের আয় কর্মসূচির নির্ধারিত সীমার মধ্যে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত সকল শিশুই প্রতিবন্ধী সুবিধা প্রাপ্য হবে।[৪৮৫]

প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতি অগ্রাধিকার দেয়ার সুবাদে সরকার শিশুদেরকে একটি অনুদান সহায়তা প্রদান করবে যার পরিমাণ হবে বয়স্ক ভাতার সমতূল্য। প্রতিবন্ধিতার মাত্রা ও প্রতিবন্ধীদের পরিচর্যা সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের উপর ভিত্তি করে সরকার ভাতার পরিমাণে তারতম্য করতে পারে। যোগ্যতার মাপকাঠি ভেদে

---

৪৮৪ *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলঃ বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

৪৮৫ *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলঃ বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

বিশেষ অবস্থায় করণীয় নির্ধারিত হবে। হিসাব করে দেখা গেছে, দেশের ৩,৫০,০০০ শিশু প্রতিবন্ধী সহায়তা পাওয়ার যোগ্য। শিশুর মহিলা প্রতিপালনকারীকে প্রতিবন্ধী সুবিধার টাকা প্রদান করা হবে। অবশ্য যেক্ষেত্রে পুরুষ সেবাদানকারী ছাড়া অন্য কোন বিকল্প পাওয়া যাবে না সেক্ষেত্রে পুরুষ প্রতিপালনকারীকেই এ অর্থ দেওয়া হবে। প্রতিবন্ধী শিশুরা শিশুকেন্দ্রিক অন্যান্য সহায়তা প্রাপ্তিরও সুযোগ পাবে। সরকার মারাত্মক প্রতিবন্ধী শিশু শনাক্ত করার পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করবে, যা কেবল শারীরিক প্রতিবন্ধিতার শিকার শিশুদের নয়, অন্যান্য ধরনের প্রতিবন্ধিতার শিকার (যেমন অটিজম, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধিতা, ইন্দ্রিয় বৈকল্য ইত্যাদি) শিশুদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করবে। সরকার আয় সীমার নীচে থাকা পরিবারগুলোকে শনাক্ত করার পদ্ধতিও প্রতিষ্ঠা করবে (ষষ্ঠ অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে)। শিশু প্রতিবন্ধী ভাতা প্রবর্তনের মাধ্যমে সরকার সকল দরিদ্র ও প্রায়-দরিদ্র প্রতিবন্ধী শিশুকে শনাক্ত করতে সক্ষম হবে। ক্রমান্বয়ে এসব শিশুর বিদ্যালয়ে উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা, তাদেরকে অতিরিক্ত সহায়তা, যেমন সহায়ক উপকরণ, পরিবহণ সহায়তা ও বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার বাড়তি খরচ প্রদান করা সম্ভব হবে। প্রতিবন্ধী শিশুরা যাতে আর ভবঘুরে ও বাস্তুহীন না থাকে তার কৌশলও নির্ধারিত হবে। শিশু প্রতিবন্ধীরা যাতে ভিক্ষাবৃত্তির জন্য ব্যবহৃত না হয় সেই শর্ত আরোপের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হবে। শিশুদেরকে যারা ভিক্ষুক হিসেবে নিয়োজিত করে তাদের জরিমানা করার বা শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে। শিশু প্রতিবন্ধী সুবিধা কর্মসূচির অগ্রগতি পরিবীক্ষণের দায়িত্ব সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত থাকবে।[৪৮৬]

খ. কর্মক্ষম বয়সী প্রতিবন্ধীদের জন্য সুবিধা

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত চলমান প্রতিবন্ধী অনুদান কর্মসূচির সংস্কার সাধন করে এটি পুনর্গঠিত করা হবে। এই পুনর্গঠিত কর্মসূচির মাধ্যমে মারাত্মক প্রতিবন্ধিতার শিকার দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত নাগরিকদেরকে নিয়মিত অনুদান সহায়তা প্রদান করা হবে। দেশের ২৯০,০০০ প্রতিবন্ধী বর্তমানে প্রতিবন্ধী অনুদান কর্মসূচির সুবিধা পাচ্ছে। হিসাব করে দেখা গেছে যে, দেশের ১.১৫ মিলিয়ন কর্মক্ষম বয়সী মানুষ রয়েছে যারা মারাত্মক প্রতিবন্ধিতার শিকার। আয় যোগ্যতার মানদণ্ড অনুযায়ী এদের প্রায় ৫০ শতাংশ প্রতিবন্ধী সুবিধা পেতে পারে। সুতরাং বর্তমান স্কিমের একটি উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্য রয়েছে এবং এ কর্মসূচি কেবল মারাত্মক প্রতিবন্ধিতার শিকার কর্মক্ষম বয়সীদেরকে লক্ষ করেই পরিচালিত হবে। মারাত্মক প্রতিবন্ধিতার শিকার এমন ১৯-৫৯ বছর বয়সী সকল দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত

---

৪৮৬ *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

জনগোষ্ঠী এ কর্মসূচির সুবিধা পাবে এবং ৬০ বছর বয়সে তাদেরকে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির আওতাভুক্ত করা হবে। এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধিতা ও আয় সীমা সম্পর্কিত শর্তাদি ও মানদণ্ড নির্ধারণ করবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।[৪৮৭]

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

আল-কুর‘আন ও হাদিসের আলোকে প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষা পর্যালোচনা

জাতীয় সামাজিক সুরক্ষার মৌলিক বিষয়গুলোকে কুরআন ও হাদিসের আলোকে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধীর অধিকার সুরক্ষা প্রসঙ্গ

আল-কুর‘আনে ও হাদিসে প্রতিবন্ধীদের সামাজিক সুরক্ষার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সমাজে অন্যান্য মানুষের মতই তাদের সম্মান ও গুরুত্ব পাবার অধিকার রয়েছে। তাদেরকে অবজ্ঞা ও অবহেলা না করারও কঠোর নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা.) প্রসঙ্গে আল-কুর‘আনে ইরশাদ হয়েছে,

عَبَسَ وَتَوَلَّى – أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى– وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى– أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى

‘তিনি[৪৮৮] ভ্রূকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কারণ তার কাছে অন্ধ লোকটি[৪৮৯] আগমন করেছিল। আর কিসে তোমাকে জানাবে যে, সে হয়ত পরিশুদ্ধ হত। অথবা উপদেশ গ্রহণ করত, ফলে সে উপদেশ তার উপকারে আসত।[৪৯০]

উপরোক্ত আয়াতে কারীমায় দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী আবদুল্লাহ্ ইব্ন উম্মে মাকতুম (রা.)-এর মত একজন খুব সাধারণ মানুষকেও মূল্যায়ন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধীদের ক্ষমতায়ন

---

[৪৮৭] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

[৪৮৮] এখানে মুহাম্মাদ (সা.)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তিনি যখন মুশরিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কথা বলছিলেন তখন ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন উম্মে মাকতুম (রা.) এসে অন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে কথা শুরু করলেন, তখন নবীজী (সা.) একটু বিরক্ত হলেন। তখন সূরা ‘আবাসা’র প্রথম আয়াতগুলো নাযিল হয়।

[৪৮৯] এখানে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

[৪৯০] *আল-কুর‘আন*, সূরা আল-আবাসা (৮০) : ১-৪

প্রতিবন্ধীদের ক্ষমতায়নে ইসলামে অভূতপূর্ব নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাধারণ সুস্থ্য সবল ব্যক্তিদের ন্যায় নেতৃত্ব প্রদান করার ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই। ইসলামের প্রথম যুগে আমর ইব্ন জামুহ্ ছিলেন তার কওমের নেতা। তিনি একজন অঙ্গপ্রতিবন্ধী খোঁড়া সাহাবী ছিলেন। হাদিসে আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বনি সালামা গোত্রের এক মজলিসে দাঁড়ালেন।

অতঃপর বললেন, হে বনি সালামার লোকেরা! তোমাদের নেতা কে? তারা বলল, জাদ্দু ইব্ন কাইস। কিন্তু তিনি কৃপন। এরপর তিনি বললেন, নেতা কখনো কৃপন হতে পারে না। বরং তোমাদের নেতা হল ফর্সা ও কোঁকড়ানো চুল বিশিষ্ট আমর ইব্নুল জামুহ।’[৪৯১]

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বৈধ আবেদন পূরণ করা প্রসঙ্গ

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বৈধ আবেদন পূরণ করা এটি সামাজিক নৈতিক দায়িত্ব। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একজন অন্ধ সাহাবীর খুব ছোট একটি মনের ইচ্ছা পূরণ করেছিলেন। হাদিসে এসেছে,

‘ইতবান ইব্ন মালিক (রা) অন্ধ ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আমার একান্ত ইচ্ছা যে, আপনি আমার ঘরে এসে কোন এক স্থানে সালাত আদায় করেন। আমি সেই স্থানকে সালাতের স্থান হিসেবে নির্দিষ্ট করে নিই। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আবূ বাকার (রা.) কে সঙ্গে নিয়ে সেই অন্ধ সাহাবীর আবেদনে সাড়া দিয়ে তার ঘরে গিয়েছিলেন এবং তার দেখানো জায়গায় দুই রাকাত সালাত আদায় করলেন। এরপর তার ঘরে বসে ‘খাযিরাহ্’ নামক খাবার গ্রহণ করেছিলেন।’[৪৯২]

প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতিদান

ইসলামে প্রতিবন্ধীদের জন্য সমবেদনা ও সেবার হাত সম্প্রসারিত করা হয়েছে। হাদিসে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতিদান জান্নাত প্রাপ্তির ঘোষণা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, إن الله قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة) . يريد عينيه

---

[৪৯১] আবূ নু‘আইম আহমাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-ইসফাহানী, ***হিলইয়াত আল-আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল-আসফিয়া***, (কায়রো: মাকতাবা আল-কানযী, ১৯৯৬ খ্রি.), খণ্ড ৭, হাদিস নং ৩১৭

[৪৯২] আবূ ‘আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, ***আস-সহীহ্***, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ৪২৫

‘‘আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, আমি যে ব্যক্তির প্রিয় দুটি চোখ কেড়ে নিয়েছি, তারপর সে সাওয়াবের আশায় ধৈর্যধারণ করেছে, আমি তাকে এ দুটির প্রতিদানে জান্নাত দান করব।’[৪৯৩]

পরিশেষে বলা যায়, আল্লাহ্ তা‘আলা যাদেরকে প্রতিবন্ধী করে পৃথিবীতে সাময়িক পরীক্ষা নিচ্ছেন তারা ঈমানের সাথে ধৈর্য্যধারণ করলে, তাদের জন্য আখিরাতের অনন্ত জীবনে সুখ ও শান্তিময় চিরস্থায়ী জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে।

[৪৯৩] আবূ ‘আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সহীহ্*, প্রাগুক্ত, ৫/২১৪০, হাদিস নং ৫৩২৯

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সমাজের অনগ্রসর ও অসহায় জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা

প্রথম অনুচ্ছেদ

সমাজের অনগ্রসর ও অসহায় জনগোষ্ঠী পরিচিতি

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে সমাজের অনগ্রসর ও অসহায় জনগোষ্ঠীর সুরক্ষার বিষয়টি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। কারণ রাষ্ট্রের জনসংখ্যার একটি বিশেষ অংশকে বাদ রেখে সেই রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়নের বিষয়টি কল্পনা করা অসম্ভব। এজন্য বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশ সরকারও সমাজের অনগ্রসর, পিছিয়ে পড়া, দলিত, সুবিধাবঞ্চিত, বেদে ও ক্ষুদ্রক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জাতি-গোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় আনার লক্ষে অধিকাংশ মন্ত্রণালয় ও বিভাগ একযোগে কাজ করছে। সমাজের অনগ্রসর ও অসহায় জনগোষ্ঠী বলতে বাংলাদেশে বসবাসকারী যাদেরকে বুঝানো হয় তারা হলো:

১. হিজড়া

২. দলিত সম্প্রদায়

৩. হরিজন সম্প্রদায়

৪. বেদে সম্প্রদায়

৫. ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জাতি-গোষ্ঠী[৪৯৪]

অবহেলিত ও সামাজিক সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী এবং তাদের বঞ্চনার কারণ

সামাজিক বহির্ভূতি বা বঞ্চনার বিবিধ রূপ রয়েছে, যেমন:

---

৪৯৪ *সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

১. সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হওয়া,

২. কর্মসংস্থান ও বস্তুগত সম্পদ প্রাপ্তির সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং

৩. মূল ধারার সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ না পাওয়া।

এগুলো একত্রে প্রকট আকারের সমাজ বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে যা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে স্থানিক মাত্রা লাভ করে (অর্থাৎ নির্দিষ্ট বা বিশেষ এলাকায় আলাদা ধরনের প্রকাশ খুঁজে পায়) এবং এক বা একাধিক সামাজিক বৈশিষ্ট্য বা সামাজিক সত্তার উপাদানসমূহের উপর ভিত্তি করে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগত বৈষম্য সৃষ্টি করে। রাষ্ট্র বা ব্যক্তি খাতের প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের (পরিবার, গ্রাম ও কমিউনিটি, এসোসিয়েশনসহ) আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডের ফলে এরূপ বৈষম্য ঘটতে পারে। সামাজিক বহির্ভূতি বা বঞ্চনা এমন একটি অবস্থা যেখানে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীসমূহ তাদের সমাজে পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয় না। এর কারণসমূহ হলোঃ

(ক) সামাজিক পরিচয় বা সত্তা, যেমন নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, জাতি, গোষ্ঠী, ধর্ম, বর্ণ, জেন্ডার ও বয়স;

(খ) সামাজিক (বসবাসের) অবস্থান, যেমন দুর্গম এলাকা, কুখ্যাত এলাকা, যুদ্ধপীড়িত বা সংঘাতপূর্ণ এলাকা;

(গ) সামাজিক মর্যাদা, এর অন্তর্ভুক্ত স্বাস্থ্য পরিস্থিতি (প্রতিবন্ধিতা, এইচআইভি/এইডসআক্রান্ত ও অন্যান্য ঘৃণিত রোগ-ব্যাধি), অভিবাসী অবস্থা (যেমন শরণার্থী), পেশা এবং শিক্ষার স্তর।[৪৯৫]

সমাজের অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে–

১. দলিত সম্প্রদায়,

২. চা শ্রমিক,

৩. বেদে জনগোষ্ঠী,

৪. প্রতিবন্ধিতার শিকার লোকজন,

৫. হিজড়া,

---

৪৯৫ *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলঃ বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

৬. গৃহহীন,

৭. ভিক্ষুক ইত্যাদি।[৪৯৬]

এসব গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে বহির্ভূতির একটি সাধারণ ঘটনা হলো, যেসব এলাকাতে রাষ্ট্রের সেবাসমূহের অভাব রয়েছে বিধায় সামাজিক পরিষেবা অপরিহার্য সেসব এলাকাতে তারা সামাজিক সেবা-সহায়তা বলয়ের বাইরে থেকে যায়। এই বহির্ভূতির প্রভাব অনুভূত হয় অর্থনৈতিক দুর্দশা এবং নৈতিক সমর্থন হারানো এ উভয় অর্থে। বহির্ভূতির অন্যান্য সাধারণ প্রকাশসমূহ হলোঃ

ক. কর্মসংস্থানের সুযোগে অসমতা,

খ.আনুষ্ঠানিক সেবাসমূহ, যেমন স্বাস্থ্য, পানি ও স্যানিটেশন এবং ভূমি প্রাপ্তিতে অসমতা, যেগুলিকে প্রায়শই ক্ষতিকর বৈষম্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়।[৪৯৭]

নৃ-তাত্ত্বিক জাতি-গোষ্ঠী

দেশের মোট জনসংখ্যার অনুপাতে বাংলাদেশে নৃগোষ্ঠীর সংখ্যা অনেক কম। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে দেশের বিভিন্ন জেলায় ১.৫ মিলিয়নের বেশি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বাস, যারা দেশের মোট জনসংখ্যার ১.১ শতাংশ। পাহাড়ি ও সমতল এলাকা মিলিয়ে প্রায় ৪৫টি নৃগোষ্ঠী বাস করে। প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পার্বত্য চট্টগ্রামে বাস করে এবং অবশিষ্টরা বাস করে চট্টগ্রাম, বৃহত্তর ময়মনসিংহ, বৃহত্তর রাজশাহী, বৃহত্তর সিলেট, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলায়।[৪৯৮]

বাংলাদেশের সুপরিচিত নৃগোষ্ঠী সমূহ হলো–

১. চাকমা,

২. গারো,

৩. মনিপুরি,

৪. মার্মা,

৫. মুণ্ডা,

---

৪৯৬ *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

৪৯৭ *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

৪৯৮ *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

৬. ওঁরাও,

৭. সাঁওতাল,

৮. খাসিয়া

৯. কুকি,

১০. ত্রিপুরা,

১১. ম্রো,

১২. হাজং ও

১৩. রাখাইন।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনসংখ্যা তিনটি প্রধান ধর্মের অন্তর্ভুক্ত:

ক. বৌদ্ধ (৪৩.৭ শতাংশ),

খ. হিন্দু (২৪.১ শতাংশ) এবং

গ. খ্রিস্টান (১৩.২ শতাংশ)।

এছাড়াও, অন্যান্য ধর্মের অন্তর্ভুক্ত ১৯ শতাংশ। গবেষণায় দেখা গেছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম দেশের অন্যতম পশ্চাদপদ ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা। সকল পার্বত্যবাসীর মাত্র ৭.৮ শতাংশ প্রাথমিক এবং ২.৪ শতাংশ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সম্পন্ন করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে খাদ্য দারিদ্র ব্যাপক ও বিস্তৃত। এখানে বসবাসরত নৃগোষ্ঠীর অধিকাংশই বছরের বেশিরভাগ সময় খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে থাকে। আষাঢ় (জুন-জুলাই) ও শ্রাবণ (জুলাই-আগস্ট) মাসে এ অবস্থার আরো অবনতি ঘটে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মোট জনসংখ্যার ৬৫ শতাংশ চরম দরিদ্র (absolute poor) এবং ৪৪ শতাংশ হতদরিদ্র (hardcore poor)। । এছাড়া নিম্ন দারিদ্র্যরেখা ও উচ্চ দারিদ্র রেখার নীচে বাস করে যথাক্রমে ৭৮ ও ৮৯ শতাংশ লোক। লুসাইদের ১০০ শতাংশ ও চাকমাদের ৭১ শতাংশ খানা নিম্ন দারিদ্র রেখার নীচে এবং লুসাইদের ১০০ শতাংশ ও চাকমাদের ৮৪ শতাংশ খানা উচ্চ দারিদ্র রেখার নীচে বাস করে।

দলিত সম্প্রদায়

দলিতদের মর্যাদা ঐতিহাসিকভাবে পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট। তারা সাধারণত অচ্ছুৎ ও অপয়া হিসেবে বিবেচিত হয়। সুইপার, ডোম, মুচি প্রমুখ লোকদের নিয়েই দলিত শ্রেণী গঠিত। বাংলাদেশে দলিত বলতে সেসব পেশার লোককে বিবেচনা করা হয় যেগুলিকে অশুচি হিসেবে গণ্য করা হয় যেমন,ঝাড়ু দেয়া, ড্রেন, নর্দমা পরিষ্কার করা, চা বাগানের শ্রমিকের কাজ, মৃতদেহ কবর দেয়া, জুতা ও চামড়ার কাজ, বাদ্য বাজানো, ধোপার কাজ ইত্যাদি। দলিতদের শ্রমকে নিয়ন্ত্রণ ও শোষণ করার উপায় হিসেবে সামাজিক বয়কট ও জবরদস্তিমূলক শ্রম তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। দেশের দলিত সম্প্রদায়ের উপর জরিপভিত্তিক কোনো তথ্য-উপাত্ত নেই। তবে কিছু অনুমিতি থেকে জানা যায় যে, বাংলাদেশে প্রায় ৪.৫-৫.৫ মিলিয়ন দলিত বাস করে। এসব প্রান্তিক জনগোষ্ঠী কেবল অর্থনৈতিক বৈষম্যের মতো সমস্যাই মোকাবেলা করে না, বরং নিম্নোক্ত ধরনের চ্যালেঞ্জেরও সম্মুখীন হয়ে থাকে:

(১) অস্পৃশ্যতা ও ঘৃণা,

(২) সামাজিক বহির্ভূতি,

(৩) মর্যাদার অভাব,

(৪) জীবিকাহীনতা,

(৫) জমি থেকে বলপূর্বক উচ্ছেদ,

(৬) সমাজে ও পরিবারে নিরাপত্তাহীনতা,

(৭) অজ্ঞতা ও তথ্যের অভাব,

(৮) পরিবেশগত বিপর্যয়,

(৯) আইনি সহায়তা প্রাপ্তির অভাব এবং

(১০) সরকারি সেবা-সহায়তা প্রাপ্তির অভাব।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি ও সমাজের অনগ্রসর ও অসহায়দের অধিকার সুরক্ষা

সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষা

সমাজের অবহেলিত, সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া বিভিন্ন জনগোষ্ঠী জেন্ডার, ধর্ম, জাতি, পেশা বা অসুস্থতা ইত্যাদির ভিত্তিতে নানা ধরনের সামাজিক বঞ্চনার শিকার হয়। সরকার আইনি ও অন্যান্য

ইতিবাচক পদক্ষেপের মাধ্যমে এসব জনগোষ্ঠীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য ও বঞ্চনার বিলোপ সাধনে অত্যন্ত সজাগ। এটি সরকারের ব্যাপকভিত্তিক সামাজিক উন্নয়ন কাঠামোর একটি বড় এজেন্ডা। সরকার আরও নিশ্চিত করবে যে, অন্য সবার ন্যায় এসব জনগোষ্ঠীরও সকল ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধা প্রাপ্তির পাশাপাশি সরকার প্রদত্ত সকল মৌলিক সেবা (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন) প্রাপ্তির সমান সুযোগ রয়েছে। সরকার বিশ্বাস করে যে, এসব জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সহায়তাকরণে দুই স্তর বিশিষ্ট সরকারি নীতি হচ্ছে সর্বোত্তম উপায়। এসব জনগোষ্ঠীর অনেক সদস্যের কাছে পৌঁছাতে যে বিশেষ ধরনের উদ্যোগ বা পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন হবে সে বিষয়েও সরকার যথেষ্ট সজাগ। এক্ষেত্রে গৃহীত উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত হবে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের কর্মীদের সংবেদনশীল করার পাশাপাশি সম্ভাব্য উপকারভোগীদের চিহ্নিতকরণে স্থানীয় সরকার ও এনজিওদের ওপর নির্ভর করা। এসব প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মূল ধারায় নিয়ে আসতে একটি কার্যকর নালিশ ও অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা প্রয়োজন।[৪৯৯]

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

আল-কুর‘আন ও হাদিসের আলোকে অধিকার বঞ্চিত, অনগ্রসর ও অসহায়দের সুরক্ষা পর্যালোচনা

জাতীয় সামাজিক সুরক্ষার মৌলিক বিষয়গুলোকে কুরআন ও হাদিসের আলোকে নিম্নে আলোচনা করা হল।

অধিকার বঞ্চিতদের অধিকার সুরক্ষা

ভিখারী ও অধিকার বঞ্চিতদের অধিকার সুরক্ষা সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতাভুক্ত একটি কার্যসূচি। আল-কুর‘আন ও হাদিসে ভিখারী ও অধিকার বঞ্চিতদের অধিকার প্রসঙ্গে নির্দেশনা পেশ করেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ‘আর তাদের ধনসম্পদে রয়েছে প্রার্থী ও

---

[৪৯৯] *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. xxii-xxiii

বঞ্চিতের হক।’[৫০০] অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ (24) لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (25) ‘আর যাদের ধন–সম্পদে রয়েছে নির্ধারিত হক, ভিখারী ও বঞ্চিতের।’[৫০১]

কাজেই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য ভিক্ষুকমুক্ত সমাজ ও বঞ্চিতদের যথাযথ অধিকার প্রদান করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা‘আলা আরো বলেন,

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ

‘আর স্মরণ কর, যখন আমি বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করবে না এবং সদাচার করবে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকীনদের সাথে। আর মানুষকে উত্তম কথা বল, সালাত কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর। অতঃপর তোমাদের মধ্য থেকে স্বল্প সংখ্যক ছাড়া তোমরা ফিরে গেলে।

আর তোমরা (স্বীকার করে অতঃপর তা থেকে) বিমুখ হও।[৫০২]

এ আয়াতে সামাজিক সুরক্ষার মৌলিক বিষয়সমূহ একীভূত করে উল্লেখ করা হয়েছে।

৯. তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত করবে না

১০. সদাচার করবে পিতা-মাতার সঙ্গে।

১১. সদাচার করবে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে।

১২. সদাচার করবে ইয়াতীমদের সঙ্গে।

১৩. সদাচার করবে মিসকীনদের সঙ্গে।

১৪. আর মানুষকে উত্তম কথা বলবে,

১৫. সালাত কায়েম করবে (যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি সামাজিক সৌভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি হয়)।

---

৫০০ **আল-কুর‘আন**, সূরা আত-তালাক (৬৫): ১

৫০১ **আল-কুর‘আন**, সূরা আল-মা‘আরিজ (৭০): ২৪-২৫

৫০২ ***আল-কুর‘আন***, সূরা আল-বাকারা (২): ৮৩

১৬. যাকাত প্রদান করবে।[৫০৩]

অন্য আয়াতে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতদের অধিকারের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ 'আর তাদের ধনসম্পদে রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক।'[৫০৪]

অর্থাৎ রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত, উশর, খারাজসহ বায়তুলমালে জমাকৃত অর্থ ভিখারী ও অধিকার বঞ্চিতদের সুনির্দিষ্ট ভাতার ব্যবস্থা করা। ইসলামের প্রথম যুগে মদীনা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সুবিধাবঞ্চিতদের সহযোহিতা করা হতো।[৫০৫] কারণ দারিদ্রতা মনোস্বাস্থ্যের উপরও কুপ্রভাব ফেলে। এরফলে উদ্বেগ, অসন্তোষ প্রভৃতি স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়। এতে উৎপাদন ও অর্থনীতির উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। এছাড়া আরো বিপর্যয় ও ক্ষতি রয়েছে।[৫০৬]

কাজেই সামাজিক অবস্থান ও গুরুত্বের দিক দিয়ে সামাজিক কর্মসূচি মূলত পাঁচটি বিষয়ে আবর্তিত। তা হলো:

৬. রাষ্ট্রীয় ভাতা

৭. দারিদ্র বিমোচন

৮. খাদ্য নিরাপত্তা

৯. প্রতিবন্ধীদের অধিকার সুরক্ষা

১০. পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় অংশগ্রহণ করানো।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে সামাজিক সুরক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।

---

৫০৩ *আল-কুর'আন*, সূরা আল-বাকারা (২): ৮৩

৫০৪ *আল-কুর'আন*, সূরা আয-যারিয়াত (৫১) : ১৯

৫০৫ জুরযী যাইদান, *তারিখ আত-তামাদ্দুন আল-ইসলামি* (কায়রো: হিনদায়ী ফাউন্ডেশন, ২০১২ খ্রি.), খণ্ড-১, পৃ. ১৮০

৫০৬ ডক্টর ইউসূফ্ আল-কারদাভী, *ইসলামে দারিদ্র বিমোচন* (ঢাকা: সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ৩৩

আর সামাজিক সুরক্ষা বাস্তবায়ন করার জন্য সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সমাজে জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা পেশ করা হয়েছে। আর এ দায়িত্ব পালন না করলে এ ব্যাপারে আখিরাতে জবাবদিহি করতে হবে। সুতরাং সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর অর্পিত অন্যতম দায়িত্ব।

দলিত ও বেদে/বেদুইন সম্প্রদায়ের অধিকার

দলিত ও তৎকালীন বেদুইন সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গে আল-কুর'আনে আয়াত নাযিল হয়েছে। তাদেরকেও সমাজের সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। আল-কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে,

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

'বেদুইনরা বলল, 'আমরা ঈমান আনলাম'। বল, 'তোমরা ঈমান আননি'। বরং তোমরা বল, 'আমরা আত্মসমর্পণ করলাম'। আর এখন পর্যন্ত তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি। আর যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, তাহলে তিনি তোমাদের আমলসমূহের কোন কিছুই হ্রাস করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[৫০৭]

দলিত বেদে/বেদুইনদের ঈমান আনা প্রসঙ্গেও আয়াত নাযিল হয়েছে। এ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় আল-কুর'আন সমাজের সকল মানুষকে গুরুত্ব প্রদান করে এবং সবার জন্য সামাজিক সুরক্ষা প্রদানের নির্দেশ দেয়।

উপর্যুক্ত সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমসমূহ ছাড়াও আল-কুর'আন হাদিসে সমাজের যাবতীয় সমস্যার সমাধান সন্নিবেশিত হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় আল-কুর'আন ও হাদিসে সামাজিক সুরক্ষার নির্দেশনা উপস্থাপন করা হয়েছে। সামাজিক সুরক্ষা প্রাপ্তির অধিকারী, বিশেষত দুস্থ বয়স্ক, শিশু, ইয়াতিম, বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা, প্রতিবন্ধী, অনগ্রসর জাতি গোষ্ঠী, বেদে/বেদুইন ও নিম্ন পেশাজীবী, ফকীর, মিসকীন, ভিক্ষুকসহ সর্বপর্যায়ের দরিদ্র ও দুস্থ নাগরিকদের প্রসঙ্গে আল-কুর'আন ও হাদিসে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। যে নীতিমালার ওপর

---

[৫০৭] *আল-কুর'আন*, সূরা আল-হুজুরাত (৪৯) : ১৪

ভিত্তি করে আইয়ামে জাহিলী যুগে আরবের ভঙ্গুর সমাজব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মাদীনা মুনাওয়ারাহ'য় ন্যায়- ইনসাফপূর্ণ ইসলামি সমাজব্যবস্থা।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, আল-কুর'আনে ও হাদিসে সামাজিক সুরক্ষার জন্য যে কার্যক্রমের আলোচনা ও প্রস্তাব করা হয়েছে তার নজির বিশ্বের ইতিহাসে দ্বিতীয় পাওয়া যায় না। বর্তমান বিশ্বের সমাজ বিজ্ঞানীরা যে সামাজিক সুরক্ষার শ্লোগান দিচ্ছে, ১৪০০ বছর পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আল-কুর'আনের আলোকে আল্লাহ তাআলার নির্দেশনা অনুযায়ী সামাজিক সুরক্ষার এক ঐতিহাসিক মডেল প্রতিষ্ঠা করেছেন যা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সর্বোত্তম, সর্বোন্নত, সর্বাধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত ও মানবিক।

পঞ্চম অধ্যায়

আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে
জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির উপাদান

পঞ্চম অধ্যায়

আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে

জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির উপাদান

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাষ্ট্রীয় বিশেষ ভাতা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিনামূল্যে ও স্বল্পমূল্যে খাদ্য সহায়তা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও প্রশিক্ষণ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দুস্থ, অসহায় ও ইয়াতিম প্রতিপালন

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অপরাধীদের সংশোধন ও পুনর্বাসন

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাষ্ট্রীয় বিশেষ ভাতা

প্রথম অনুচ্ছেদ

কুর'আন ও হাদিসের আলোকে রাষ্ট্রীয় বিশেষ ভাতা'র গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

কুরআন ও হাদিস থেকেও রাষ্ট্রীয় বিশেষ ভাতা'র গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়। কারণ সমাজের অসহায়, দুস্থ, দূর্বল, অভাবী ও অবহেলিত বিশেষ শ্রেণিকে রাষ্ট্রীয় বিশেষ ভাতার আওতায় না আনলে তাদের দুর্বিসহ জীবন অতিবাহিত করতে হয়। উল্লেখ্য যে, আল-কুর'আন একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান হওয়ার কারণে এতে মানবজীবনের সকল সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত ও যৌক্তিক সমাধান উপস্থাপন করা হয়েছে। এ পর্বে রাষ্ট্রীয় বিশেষ ভাতার রূপরেখা এবং এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হবে।

রাষ্ট্রীয় বিশেষ ভাতা'র রূপরেখা

বিশেষ ভাতা হল– বিশেষ কোনো কারণে যে ভাতা প্রদান করা হয় বা যে ভাতা গ্রহণ করা হয়। আর রাষ্ট্রীয় বিশেষ ভাতা হল– রাষ্ট্র বিশেষভাবে বিশেষ কারণে বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে যে ভাতা প্রদান করে সেটাই হল রাষ্ট্রীয় বিশেষ ভাতা।

জ্ঞাতব্য যে, বিগত শতকের ষাটের দশকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাতিসংঘের প্রস্তাবনা ও কর্মপরিকল্পনার অনুসরণ করে বিশ্বের প্রত্যেকটি রাষ্ট্র নিজ নিজ দেশের সার্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে সামাজিক সুরক্ষার জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করে। দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশও এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাতীয় নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি'র অন্যতম প্রধান কর্মসূচি হলো রাষ্ট্রীয় বিশেষ ভাতা। এ বিশেষ ভাতা কর্মসূচির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া হলো:

ক. বয়স্ক ভাতা।[৫০৮]

খ. বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলা ভাতা।[৫০৯]

গ. দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতা।[৫১০]

ঘ. কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল।[৫১১]

ঙ. মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী /ভাতা।[৫১২]

চ. শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সম্মানী / ভাতা।[৫১৩]

ছ. অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা।[৫১৪]

জ. প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি।[৫১৫]

উপর্যুক্ত খাতসমূহে বাংলাদেশ সরকার ভাতা ও উপবৃত্তি প্রদান করছে, যা জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় সুনির্দিষ্ট কার্যসূচি।

আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে রাষ্ট্রীয় বিশেষ ভাতা'

আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে রাষ্ট্রীয় বিশেষ ভাতা'র গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কারণ– ইসলামি রাষ্ট্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল, নাগরিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। ইসলামি শরী'আহ'র আলোকে রাষ্ট্র নাগরিকের অধিকার রক্ষার জন্য দায়বদ্ধ। আল-কুর'আনে ইউসূফ (আ.) কর্তৃক প্রাচীন মিশরে

---

৫০৮ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫; *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১, ৩০, ৬৬; **জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি, জাতীয় নিরাপত্তা বেষ্টনী**, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, পৃ. ৮৬-৮৭

৫০৯ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫; **জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি, জাতীয় নিরাপত্তা বেষ্টনী**, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, পৃ. ৮৬-৮৭

৫১০ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫; *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

৫১১ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬

৫১২ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬

৫১৩ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬

৫১৪ *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০, ৬৬; **জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি, জাতীয় নিরাপত্তা বেষ্টনী**, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, পৃ. ৮৭; *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬

৫১৫ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬

অভাবগ্রস্ত সাধারণ নাগরিকের জন্য খাদ্য সামগ্রী বিতরণের বর্ণনা পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (৫৫) وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (৫৬) وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (৫৭) وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (৫৮) وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (৫৯) فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ (৬০)

'সে বলল, 'আমাকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের দায়িত্ব দিন, নিশ্চয় আমি যথাযথ হেফাযতকারী, সুবিজ্ঞ'। আর এমনিভাবে আমি ইউসুফকে যমীনে কর্তৃত্ব প্রদান করেছি, সে তার যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে পারত। আমি যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমত দান করি, আর আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না। আর যারা ঈমান আনে ও তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য আখিরাতের প্রতিদানই উত্তম। আর ইউসুফের ভাইয়েরা আসল এবং তার কাছে প্রবেশ করল। অতঃপর সে তাদেরকে চিনল, অথচ তারা তাকে চিনতে পারল না। আর সে যখন তাদেরকে তাদের রসদসামগ্রী প্রস্তুত করে দিল, তখন বলল, 'তোমরা তোমাদের পিতার পক্ষ হতে তোমাদের এক ভাইকে আমার কাছে নিয়ে আস, তোমরা কি দেখ না, আমি পরিমাপে পূর্ণমাত্রায় দেই এবং আমি উত্তম অতিথিপরায়ণ? আর যদি তোমরা তাকে নিয়ে না আস, তবে আমার নিকট তোমাদের জন্য কোন পরিমাপকৃত (রসদ) নেই এবং তোমরা আমার নিকটবর্তীও হয়ো না'।[৫১৬]

উপর্যুক্ত বিবরণ অনুযায়ী প্রমাণিত যে, ইউসূফ (আ.) যখন মিশরের রাষ্ট্রপ্রধান হলেন তখন সাধারণ অভাবী নাগরিকের জন্য ভাতার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। যে ভাতা গ্রহণ করার জন্য তাঁর সৎ ভাইয়েরা কিনান থেকে এসেছিলেন। তাঁদের পিতা ইয়াকুব (আ.)-এর অনুমতি গ্রহণ করে মূলত তারা মিসরে ত্রাণ নিতে এসেছিলেন।

পরিস্থিতির শিকার হওয়া দারিদ্রপীড়িতগণ

সমাজে এমন কিছু লোক বাস করে, যারা নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির শিকার হয়ে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে গেছে। তারা নিজেদের অভাব অনটনের কথা কারো কাছে বলতে পারে না বরং নীরবে কষ্ট পায়।

---

[৫১৬] *আল-কুর'আন*, সূরা ইউসূফ (১২): ৫৫-৬০

এসব মানুষের জন্য অর্থনৈতিক সহযোগিতা করা আবশ্যক। কারণ– আত্ম-সম্মানের ভয়ে তারা কারো নিকট হাত পাততে পারে না। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

(সাদাকা) সে সব দরিদ্রের জন্য যারা আল্লাহর রাস্তায় আটকে গিয়েছে, তারা যমীনে চলতে পারে না। না চাওয়ার কারণে অনবগত ব্যক্তি তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে। তুমি তাদেরকে চিনতে পারবে তাদের চিহ্ন দ্বারা। তারা মানুষের কাছে নাছোড় হয়ে চায় না। আর তোমরা যে সম্পদ ব্যয় কর, অবশ্যই আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানী।[৫১৭]

অভাবগ্রস্তদের প্রসঙ্গে হাদিসে এসেছে, আমর ইবনে মুররা (রা.) মুয়াবিয়া (রা.) কে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে বলতে শুনেছি,

مَا مِنْ إِمَامٍ يُغْلِقُ بَابَهُ دُونَ ذَوِي الحَاجَةِ، وَالخَلَّةِ، وَالمسْكَنَةِ إِلَّا أَغْلَقَ اللَّهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ دُونَ خَلَّتِهِ، وَحَاجَتِهِ، وَمَسْكَنَتِهِ

'যে রাষ্ট্রপ্রধান অভাবগ্রস্ত লোকদের জন্য নিজের দরজা বন্ধ রাখে, অভাব পূরণ করে না, আল্লাহ্ তাআলাও তার অভাব, প্রয়োজন ও দারিদ্রতার সময় আসমানের (রহমতের) দরজাসমূহ বন্ধ করে দেন।'[৫১৮]

প্রাক-ইসলাম বিশ্বে রাষ্ট্রীয় ভাতা

প্রাক-ইসলাম বিশ্বে অন্য কোন রাষ্ট্রে নাগরিকের জন্য সুনির্ধারিত কোন প্রকার রাষ্ট্রীয়ভাতার প্রচলন ছিল বলে জানা যায় না। তবে বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আমলে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয় ভাতার প্রাথমিক শুভ সূচনা হয় গানিমাত ও ফাই-এর মাধ্যমে। এবং সেখানে বণ্টনের ক্ষেত্রে অর্থবিভাগে জমাকৃত স্থিতি সম্পদের সুনির্ধারিত অংশও বিন্যাস করা হয়। যেমন গানিমাতের এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জন্য আর বাকী চার ভাগ সুনির্ধারিত রাষ্ট্রের স্বীকৃত নাগরিকের জন্য বরাদ্দ ছিল। আল-কুর'আনে নির্দেশিত প্রথম রাষ্ট্রীয় ভাতার খাত 'আল-গানিমাত' প্রসঙ্গে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

---

[৫১৭] *আল-কুর'আন*, সূরা আল-বাকারা (২): ২৭৩

[৫১৮] আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা, *জামি' আত-তিরমিযি*, ১৪১৭ হি., খণ্ড-৩, হাদিস নং ১৩৩২, পৃ. ৬১১

ইসলামের প্রথম যুগে রাষ্ট্রীয় বিশেষ ভাতা'র প্রায়োগিক দৃষ্টান্ত

ইসলামের প্রথম যুগে মাদীনা মুনাওয়ারাহ্ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় বিশেষ ভাতা'র প্রায়োগিক দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়। বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.)-এর আমলে গানিমাত ও ফাই এর নির্দিষ্ট অংশ মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করা হতো ।আবু বাকার (রা.)-এর আমলে এমনটা প্রচলিত ছিল। তবে ওমর (রা.) পরবর্তীকালে রাষ্ট্রীয়ভাতার জন্য আলাদা একটি 'দিওয়ান' বা বিভাগ চালু করেন। এরপর বার্ষিক ভাতার হার পুনর্বিন্যাস করেন।[৫১৯] খুলাফা-ই রাশিদুনের আমলে রাষ্ট্রীয় ভাতার এ প্রচলন বহাল ছিল। কিন্তু উমাইয়া আমলে ভাতার পরিধি বৃদ্ধি পায়। আমীর মুআবিয়া (রা.)-এর সৈন্যসংখ্যা ছিল ৬০ হাজার। তাদের জন্য বাৎসরিক ৬০ মিলিয়ন দিরহাম ব্যয় করা হত। প্রত্যেকে এক হাজার দিরহাম করে পেতেন। এটি ছিল ওমর (রা.)-এর নির্ধারিত ভাতার দ্বিগুণেরও বেশি।[৫২০]

সারণী-০৫; ইসলামের প্রথম যুগে মাদীনা মুনাওয়ারাহ্ রাষ্ট্রে– রাষ্ট্রীয় বিশেষ ভাতা

ক্রম.	খাত	পরিমাণ
১	যে সব আনসার-মুহাজির বদরের যুদ্ধে হাজির ছিলেন	৫০০০ দিরহাম
২	যে সব আনসার-মুহাজির বদরের যুদ্ধে হাজির হতে পারেননি	৪০০০ দিরহাম
৩	রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সম্মানিত স্ত্রীদের জন্য	১২০০০ দিরহাম
৪	রাসূলুল্লাহ্-এর চাচা আব্বাস (রা.)	১২০০০ দিরহাম
৫	হাসান-হুসাইন (রা.)	৫০০০ দিরহাম
৬	আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা.) (খলিফাপুত্র)	৩০০০ দিরহাম
৭	মুহাজির ও আনসারদের ছেলেদের	২০০০ দিরহাম
৮	মক্কাবাসীদের প্রতি জন	৮০০০ দিরহাম
৯	শ্রেণির বিভিন্নতায় প্রতিজন মুসলিমের জন্য	৩০০-৫০০ দিরহাম
১০	আনসার-মুহাজির প্রতি নারীর জন্য	২০০-৬০০ দিরহাম [৫২১]

৫১৯ Mohammad Harunar Rashid, ***বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি: কুরআন ও হাদিসের আলোকে একটি পর্যালোচনা***, ইসলামি আইন ও বিচার, বর্ষ: ১৬, সংখ্যা: ৬৪, অক্টোবর-ডিসেম্বর: ২০২০, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এণ্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার,পৃ.২১

৫২০ Mohammad Harunar Rashid, ***বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি: কুরআন ও হাদিসের আলোকে একটি পর্যালোচনা***, পৃ.২১

৫২১ জুরজী যাইদান, *তারিখ আল-তামাদ্দুন আল-ইসলামি*, (কায়রো: হিনদাউয়ী ফাউন্ডেশন, ২০১২ খ্রি.), খণ্ড-১, পৃ.১৮০

সুতরাং সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় রাষ্ট্রীয় বিশেষ ভাতা ব্যস্থাপনারও নির্দেশনা আল-কুর'আন ও হাদিসে বিবৃত হয়েছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে রিসালাতের যুগে, খুলাফা-ই-রাশিদুনের যুগে, উমাইয়া যুগে, আব্বাসীয় যুগসহ পরবর্তী মুসলিম শাসনামলে সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে রাষ্ট্রের সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা ছিল।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

অধিকার বঞ্চিতদের রাষ্ট্রীয় বিশেষ ভাতা

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি'র অন্যতম প্রধান কর্মসূচি হলো অধিকার বঞ্চিতদের রাষ্ট্রীয় বিশেষ ভাতা। দুস্থ ও অধিকার বঞ্চিতদের জন্য এটা তাদের সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে অধিকার বঞ্চিতদের প্রাপ্তির বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের অধিকার বঞ্চিতদের অধিকার সুরক্ষায় আল-কুর'আন ও হাদিসে রয়েছে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা। অধিকার বঞ্চিতদের জন্য আর্থিক সহায়তামূলক নানা কর্মসূচি ছিল। যেমনঃ সাধারণ সাদাকা, যাকাত, হিবা, হাদিয়া ও সাদাকাতুল ফিতর ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এসব আর্থিক সহায়তাকে ইবাদত হিসেবে ঘোষণা করে ইসলাম মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখেছে। নিম্নে এ প্রসঙ্গে প্রামাণ্য আলোচনা উপস্থাপন করা হল।

বঞ্চিত নাগরিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা

বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রতিষ্ঠিত মাদীনা মুনাওয়ারাহ্ রাষ্ট্রে সামাজিক সুরক্ষার অন্যতম একটি কর্মসূচি ছিল– সমাজের বঞ্চিত নাগরিকের অধিকার নিশ্চিতকরণ। অধিকার বঞ্চিতদের সামাজিক সুরক্ষা প্রসঙ্গে আল-কুর'আন ও হাদিসের নির্দেশনাসমূহ সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির অন্যতম উপাদান। নিম্নে বঞ্চিতদের প্রসঙ্গে আলোচনা করা হল-

১. আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ‘আর তাদের ধনসম্পদে রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক।’[৫২২]

২. অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ (২৪) لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (২৫) ‘আর যাদের ধন–সম্পদে রয়েছে নির্ধারিত হক ভিখারী ও বঞ্চিতের।’[৫২৩]

উপর্যুক্ত আয়াত দুটিতে অধিকার বঞ্চিত লোকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া অন্য আয়াতে সাধারণভাবে অধিকার বঞ্চিতদের বিবরণও প্রদান করা হয়েছে। যেমন– আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

তোমরা যদি সাদাকা প্রকাশ্যে প্রদান কর, তবে তা উত্তম। আর যদি তা গোপন কর এবং ফকীরদেরকে তা দাও, তাহলে তাও তোমাদের জন্য উত্তম এবং তিনি তোমাদের গুনাহসমূহ মুছে দেবেন। আর তোমরা যে আমল কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।[৫২৪]

বঞ্চিত মুহাজিরগণ

মুহাজির হলেন তারা যারা ইসলাম গ্রহণ করে নবী (সা.)-এর সঙ্গে, আগে বা পরে মক্কা থেকে মাদীনাহ্ মুনাওয়ারাহ্ ও হাবশাতে হিজরত করেছিলেন। স্বাভাবিক ভাবে এসকল মুহাজির ইসলাম গ্রহণ করা ও পাশাপাশি হিজরত করার কারণে নিজের পৈত্রিক সহায় সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হন। তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

---

৫২২ *আল-কুর’আন*, সূরা আয-যারিয়াত (৫১): ১৯

৫২৩ **আল-কুর‘আন**, সূরা আল-মা‘আরিজ (৭০): ২৪-২৫

৫২৪ *আল-কুর‘আন*, সূরা আল-বাকারা (২): ২৭১

‘এই সম্পদ নিঃস্ব মুহাজিরগণের জন্য ও যাদেরকে নিজেদের ঘর–বাড়ী ও ধন–সম্পত্তি থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল। অথচ এরা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির অন্বেষণ করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে। এরাই তো সত্যবাদী।’[৫২৫]

বঞ্চিত দাস-দাসীদের বিবাহ প্রদান

দাস-দাসীরা বঞ্চিত ও নিগৃহীত জীবন নিয়েই বেঁচে থাকে। স্বাধীনতা ও অধিকার বঞ্চিত এসব দাস-দাসীদের বিবাহ প্রদান করে স্বাভাবিক জীবনে যাবার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়ার জন্য ইসলাম নির্দেশনা প্রদান করেছে। মহাগ্রন্থ আল-কুর‘আনে ইরশাদ হয়েছে–

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

‘আর তোমরা তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিত নারী-পুরুষ ও সৎকর্মশীল দাস দাসীদের বিবাহ দাও। তারা অভাবী হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও মহাজ্ঞানী।’[৫২৬]

অধিকার বঞ্চিত সবার মাঝে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা

আল-কুরআন ও হাদিসে সমাজের সর্বশ্রেণির অধিকার বঞ্চিত মানুষের যথাযথ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ও সবার সঙ্গে ন্যায় সঙ্গত আচরণের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

‘‘হে মুমিনগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর জন্য সাক্ষীরূপে। যদিও তা তোমাদের নিজদের কিংবা পিতা-মাতার অথবা নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে হয়। যদি সে বিত্তশালী হয় কিংবা দরিদ্র, তবে আল্লাহ উভয়ের ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর

---

[৫২৫] *আল-কুর‘আন*, সূরা আল-হাশর (৫৯): ৮

[৫২৬] *আল-কুর‘আন*, সূরা আন-নূর (২৪): ৩২

যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বল কিংবা এড়িয়ে যাও তবে আল্লাহ তোমরা যা কর সে বিষয়ে সম্যক অবগত।" [৫২৭]

উপর্রযুক্ত আয়াতে আপন-পর, মাতা-পিতা আত্মীয়-অনাত্মীয় ধনী-গবীর সবার অধিকার প্রতিষ্ঠায় ন্যায়ভিত্তিক আচরণের নির্দেশনা পেশ করা হয়েছে। কেউ যাতে তার যথার্থ অধিকার প্রাপ্তিতে বঞ্চিত না হয় এ ব্যাপারে প্রবৃত্তিকে অনুসরণ না করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

সুতরাং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে বঞ্চিতদের যথাযথ অধিকার প্রদান করার ক্ষেত্রে আল-কুর'আন ও হাদিসের নির্দেশনাসমূহ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

বিশেষ আর্থিক সহযোগিতা ও স্বাবলম্বীকরণ

আল-কুর'আন ও হাদিসে অভাবী, দুস্থ, দারিদ্র্যপীড়িত জনগোষ্ঠীর জন্য সাধারণ সাদাকা করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া ইসলামি রাষ্ট্রের বায়তুলমাল বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অভাবী, দুস্থ, দারিদ্র্যপীড়িত জনগোষ্ঠীর জন্য আর্থিক সহযোগিতা ও সাবলম্বীকরণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। আর এ সাহায্য হবে তাকে সাবলম্বীকরণের জন্য। এ সহযোগিতা বায়তুলমালের দুই ধরনের উৎস থেকে করা হয়।

ক. নির্ধারিত উৎস (যাকাত ও উশর)

খ. অনির্ধারিত উৎস (সকল প্রকার সাদাকা)।

ক. নির্ধারিত উৎস (যাকাত ও উশর)

ইসলামি রাষ্ট্র যাকাত ফান্ড বা অন্যান্য সাদাকা ফান্ড থেকে অভাবী, দুস্থ ও সুবিধাবঞ্চিতদেরকে সহায়তা করার পূর্বে তাদেরকে বাছাই করবে, তারপর পরিকল্পিতভাবে তাদেরকে আত্ম-নির্ভরশীল, কর্মমুখী ও স্বনির্ভর করার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে। এ জন্য প্রয়োজন বায়তুলমালকে সমৃদ্ধ ও সুসংহত

[৫২৭] *আল-কুর'আন*, সূরা আন-নিসা (৪): ১৩৫

করা। ইসলামি রাষ্ট্রের বায়তুলমালের প্রধান আয়ের উৎস হল যাকাত; আর যাকাত উত্তোলনের ও বন্টনের দায়িত্ব হল রাষ্ট্রের। এ প্রসঙ্গে আল-কুর‘আনে ইরশাদ হয়েছে–

ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَنَهَوۡاْ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلۡأُمُورِ

‘আমি যদি তাদেরকে পৃথিবীতে রাজত্ব দান করি, তাহলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, সৎ কাজের আদেশ দেবে আর অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে, আর সব কাজের চূড়ান্ত পরিণতি একান্তই আল্লাহর ইচ্ছাধীন।’[৫২৮]

এ আয়াতে ইসলামি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের উপর অর্পিত মৌলিক চার দফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। তা হল:

১. সালাত কায়েম করবে,

২. যাকাত আদায় করবে,

৩. সৎ কাজের আদেশ দেবে

৪. অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে।

এখানে যাকাত উত্তোলন ও বণ্টনের দায়িত্ব রাষ্ট্রের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত উত্তোলনের ব্যবস্থা করবেন এবং যাকাতের খাতসমূহে যথার্থভাবে তা বণ্টন করে দেবেন। এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, যাকাতের আটটি খাত-এর মধ্যে শুধু মিসকীন ব্যতীত অন্য সাতটি খাত-এর প্রাপকগণ সাময়িক পরিস্থিতির শিকার। এজন্য যাকাতের অর্থও বিশেষ আর্থিক সহযোগিতা ও স্বাবলম্বীকরণের উদ্দেশ্যে প্রদান করা যাবে। রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত উত্তোলন প্রসঙ্গে হাদিসে এসেছে, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى اليَمَنِ، فَقَالَ: ادْعُهُمْ إِلَى: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

---

[৫২৮] *আল-কুর‘আন*, সূরা আল-হাজ (২২): ৪১

'রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মু'আয (রা.)-কে ইয়ামানে (গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দিয়ে) প্রেরণ করেন। তিনি তাকে বলেন, তুমি তাদেরকে এই দিকে দাওয়াত প্রদান করবে, যে আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আর নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রাসূল। অতপর যদি তারা এটা মেনে নেয়, তখন তাদেরকে জানিয়ে দিবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। অতপর যদি তারা এটাও মেনে নেয়, তবে তাদেরকে জানিয়ে দিবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পদের ওপর সাদাকা ফরয করেছেন। তোমরা ধনীদের নিকট থেকে তা গ্রহণ করে দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করবে।[৫২৯]

এ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে, যাকাত উত্তোলনের দায়িত্ব রাষ্টের এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে তা বণ্টন করতে হবে।

উশর

বিশেষ আর্থিক সহযোগিতা ও স্বাবলম্বীকরণে উশবের ভূমিকা অপরিসীম। উশর বায়তুলমালের অন্যতম প্রধান একটি উৎস। উশর প্রসঙ্গে আল-কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

"হে মুমিনগণ, তোমরা ব্যয় কর উত্তম বস্তু, তোমরা যা অর্জন করেছ এবং আমি যমীন থেকে তোমাদের জন্য যা উৎপন্ন করেছি তা থেকে এবং নিকৃষ্ট বস্তুর ইচ্ছা করো না যে, তা থেকে তোমরা ব্যয় করবে। অথচ চোখ বন্ধ করা ছাড়া যা তোমরা গ্রহণ করো না। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ অভাবমুক্ত, সপ্রশংসিত।"[৫৩০]

'উশর প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) বলেন, যে সব জমিতে বৃষ্টি ও ঝরণার পানিতে সেচ হয়, অথবা অথবা যে সব জমিতে জলাধার থেকে সেচ করা হয়, সে সব জমির ফসলে যাকাতের পরিমাণ এক দশমাংশ। আর যে সব জমিতে কূপ থেকে পানি সরবরাহ করা হয়, সে সব জমির ফসলের বিশ ভাগের এক অংশ যাকাত (উশর) দিতে হবে।[৫৩১]

---

[৫২৯] আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ১৩৯৫

[৫৩০] *আল-কুর'আন*, সূরা আল-বাকারা (২): ২৬৭

[৫৩১] আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ১৪৮৩

উপর্যুক্ত নির্দেশনার আলোকে প্রতীয়মান যে, আল-কুর'আন ও হাদিসে উল্লেখিত রাষ্ট্রের দুস্থ নাগরিকদের জন্য বিশেষ আর্থিক সহযোগিতা ও স্বাবলম্বীকরণ সংক্রান্ত দলীলসমূহ যে কোন রাষ্ট্রের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। রাষ্ট্রীয়ভাবে উশর ও যাকাত উত্তোলন ও সুনির্ধারিত খাতে রাষ্ট্রীয়ভাবে আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে সমাজের অভাবী, দুস্থ, দারিদ্র্যপীড়িত জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বীকরণ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

খ. অনির্ধারিত উৎস (সকল প্রকার সাদাকা)।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাতীয় নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দুস্থ নাগরিকের আর্থিক সহযোগিতা ও স্বাবলম্বীকরণে ইসলামি রাষ্ট্রের বায়তুলমালের অন্যতম উৎস সাদাকার ভূমিকা অপরিসীম। অন্যান্য সাদাকা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ

'তোমরাই তো তারা, তোমাদের আহ্বান করা হচ্ছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করবে। অথচ তোমাদের কেউ কেউ কার্পণ্য করছে। তবে যে কার্পণ্য করছে সে তো নিজের প্রতিই কার্পণ্য করছে। আর আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের স্থলে অন্য কোন কওমকে স্থলাভিষিক্ত করবেন। তারপর তারা তোমাদের অনুরূপ হবে না।'[৫৩২]

অভাবগ্রস্তদের প্রসঙ্গে হাদিসে এসেছে, 'আমর ইবনে মুররা (রা.) মুআবিয়া (রা.) কে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে বলতে শুনেছি,

مَا مِنْ إِمَامٍ يُغْلِقُ بَابَهُ دُونَ ذَوِي الحَاجَةِ، وَالخَلَّةِ، وَالمَسْكَنَةِ إِلَّا أَغْلَقَ اللَّهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ دُونَ خَلَّتِهِ، وَحَاجَتِهِ، وَمَسْكَنَتِهِ

---

[৫৩২] *আল-কুর'আন*, সূরা মুহাম্মদ (৪৭): ৩৮

‘যে রাষ্ট্রপ্রধান অভাবগ্রস্ত লোকদের জন্য নিজের দরজা বন্ধ রাখে, অভাব পূরণ করে না, আল্লাহ্ তা‘আলাও তার অভাব, প্রয়োজন ও দারিদ্রতার সময় আসমানের (রহমতের) দরজাসমূহ বন্ধ করে দেন।’[৫৩৩]

উপর্যুক্ত হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত যে, রাষ্ট্র প্রধানের ওপর জনগণের প্রয়োজন পূরণ ও অভাব মোচনের দায়িত্ব সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

অধিকার বঞ্চিতদের জন্য যাকাত ব্যবস্থাপনা

অধিকার বঞ্চিতদের জন্য যাকাত বিভাগের ভূমিকা অপরিসীম। যাকাতের খাত প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

‘‘নিশ্চয়ই সাদাকা হচ্ছে ফকীর ও মিসকীনদের জন্য এবং এতে নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য, আর যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য; (তা বণ্টন করা যায়) দাস আযাদ করার ক্ষেত্রে, ঋণগ্রস্তদের মধ্যে, আল্লাহর রাস্তায় এবং মুসাফিরদের মধ্যে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।’’ [৫৩৪]

এ আয়াতের আলোকে যাকাতের খাতসমূহ:

১. ফকীর

২. মিসকীন

৩. যাকাত বিভাগে নিয়োজিত কর্মচারী

৪. মুয়াল্লাফাতুল কুলুব (যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য);

---

৫৩৩ আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা, *জামি‘ আত-তিরমিযি*, ১৪১৭ হি., খণ্ড-৩, হাদিস নং ১৩৩২, পৃ. ৬১১

৫৩৪ *আল-কুর‘আন*, সূরা আত-তাওবা (৯): ৬০

৫. দাস আযাদ করার জন্য

৬. ঋণগ্রস্তদের মধ্যে

৭. আল্লাহর রাস্তায়

৮. মুসাফির।

যাকাতের খাত প্রাসঙ্গিক এ আয়াতে খাত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও তাদের জীবনমানের উন্নয়নকল্পে এ নির্দেশনা অভাবনীয় ভূমিকা রেখেছে যার আর কোন দৃষ্টান্ত নেই। যাকাতের অর্থ দিয়ে সমাজে যাদের ভাগ্যোন্নয়ন, জীবনমান উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন হবে। কারণ গরীব অসহায় ও বিভিন্ন কারণে যারা অর্থাভাবে রয়েছে তাদের আর্থিক সহযোগিতা যাকাতের মূল উদ্দেশ্য। এ কারণে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে যাকাতের অর্থ ব্যয়ের খাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যা থেকে প্রমাণিত হয় যাকাত মূলত দরিদ্র শ্রেণির সহযোগিতার জন্যই ফরজ করা হয়েছে।[৫৩৫] বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত জাতীয় নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে যাকাতের অবদান অপরিসীম।

---

[৫৩৫] ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন রব্বানী ও মুফতি মুহিউদ্দীন কাসেমী, *আধুনিক প্রেক্ষাপটে যাকাতের বিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিনামূল্যে ও স্বল্পমূল্যে খাদ্য সহায়তা

প্রথম অনুচ্ছেদ

বিনামূল্যে খাদ্যসহায়তা

জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে বিন্যামূল্যে খাদ্য সহায়তা

জাতীয় নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে বিন্যামূল্যে খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি বিদ্যমান। এর মধ্যে জি আর[৫৩৬] টি আর[৫৩৭] অন্যতম। সুনির্দিষ্ট খাদ্য সহায়তা প্রকল্প ব্যতীত সব ধরণের দুর্যোগে সরকার তাৎক্ষণিক বিনামূল্যে খাদ্য সহায়তা প্রদান করে।

আল-কুর'আনে ও হাদিসে বিনামূল্যে খাদ্য প্রদান

আল-কুর'আন ও হাদিসে সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় বিনামূল্যে খাদ্য প্রদান প্রসঙ্গে বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। নিম্নে তা বর্ণনা করা হল:

ক. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (১) فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (২) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ

'তুমি কি তাকে দেখেছ, যে হিসাব–প্রতিদান দিবসকে অস্বীকার করে? সে-ই ইয়াতীমকে কঠোরভাবে তাড়িয়ে দেয়, আর মিসকীনকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না।'[৫৩৮]

---

৫৩৬ দুর্যোগকালে দরিদ্র মানুষকে জরুরী নগদ অর্থ হিসেবে জি আর সহায়তা প্রদান করা হয়। *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০২০, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

৫৩৭ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০২০, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

এখানে فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ 'এরা তো সেই ব্যক্তি, যে ইয়াতিমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়'। তাৎপর্য হল– সে ইয়াতিমের হক মেরে খায় এবং তার পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে বেদখল করে তাকে ধাক্কা দিয়ে রূঢ়ভাবে বের করে দেয়।[৫৩৯] এখানে وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ 'এরা তো সেই ব্যক্তি, যারা মিসকীনকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না। এখানে কাফির ও মুনাফিকদের অসৎ গুণাবলির বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। কেননা তারা সমাজে ইয়াতিম ও অনাথদের খাদ্য প্রদান করতে উৎসাহিত করা দূরের কথা বরং বাধা প্রদান করত। এ জন্য আয়াতে لَا يَحُضُّ এর মর্মার্থ হল– তারা উদ্বুদ্ধ করেনা নিজেকে, পরিবারের অন্য সদস্যদেরকে বা সমাজের মানুষকে ইয়াতিম, দরিদ্র, অভাবী ও দুস্থদের খাদ্য দান করার ক্ষেত্রে; কারণ– তারা আখিরাতে অবিশ্বাসী ও কৃপণ।[৫৪০]

গ. অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا – إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا

'তারা খাদ্যের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীকে খাদ্য দান করে। তারা বলে, 'আমরা তো আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে খাদ্য দান করি। আমরা তোমাদের থেকে কোন প্রতিদান চাই না এবং কোন শোকরও না।'[৫৪১]

শরী'আহ্ দণ্ডবিধিতেও ইয়াতিম মিসকীনদের খাওয়ানোর নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। প্রবীণ (অতিবৃদ্ধ) ব্যক্তি সাওম পালনে অক্ষম হলে তার অধিকার সুরক্ষা দেওয়ার জন্য বিশ্বনবী (সা.) প্রতিদিনের সাওমের বিনিময়ে একজন করে মিসকিনকে খাদ্য খাওয়ানোর আদেশ দিয়েছেন। এর ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- সিয়াম পালনে অক্ষম বৃদ্ধ-বৃদ্ধার প্রত্যেক দিনের (প্রতিটি সিয়ামের) পরিবর্তে একজন মিসকিনকে খাদ্য খাওয়ানোর বিধান সম্বলিত এই হাদিসে উল্লেখিত সূরা বাকারার ১৮৪ নং আয়াতটি রহিত হয় নি।[৫৪২]

উপর্যুক্ত আয়াতে কারীমা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে বিনামূল্যে খাদ্য সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে অন্যতম নির্দেশনা।

---

৫৩৮ *আল-কুর'আন*, সূরা আল-মাউন (১০৭) : ২-৩

৫৩৯ ইমাম আবূ জাফার মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আত-তাবারী, *তাফসীর আত-তাবারী*, প্রাগুক্ত, খণ্ড-২৪, পৃ . ৬২৯

৫৪০ আল্লামা শাওকানী, *ফাতহুল কাদীর*, (আল-মাকতাবাতুশ-শামিলাহ্, ৪র্থ সং,), সূরা মাউন, আয়াত-৬, খণ্ড-৫, পৃ. ৭১১

৫৪১ *আল-কুর'আন*, সূরা আদ-দাহার (৭৬): ৮

৫৪২ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ৪৫০৫

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

স্বল্পমূল্যে খাদ্য সহায়তা

জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি ও স্বল্পমূল্যে খাদ্য সহায়তা

জাতীয় নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে স্বল্প মূল্যে খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি বিদ্যমান। এর অধীনে রয়েছে, ওএমএস কর্মসূচি[৫৪৩]। আর এটি হল– নিম্ন আয়ের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার কতক খোলা বাজারে বিক্রয় (ওএমএস) কর্মসূচি চালু করেছে। এ কর্মসূচির আওতায় বাজার মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে চাল ও ডাল বিক্রয় করা হয়।[৫৪৪]

জরুরী অবস্থায় জনগণের সহায়তা করা

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সৃষ্ট দুর্যোগ, যুদ্ধাবস্থা বা অন্য যে কোন জরুরী অবস্থায় জনগণের সহায়তা করা রাষ্ট্রের অপরিহার্য দায়িত্ব। রাষ্ট্রের এ দায়িত্ব প্রসঙ্গে হাদিসে নির্দেশনা এসেছে। আবূ মারইয়াম আযদী মুআবিয়া (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,

مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ، وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ، احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ، وَفَقْرِهِ

‘যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা‘আলা মুসলিমদের দায়িত্বপূর্ণ কাজসমূহের কর্তৃত্ব প্রদান করবেন, সে যদি জনগণের প্রয়োজন পূরণ ও অভাব মোচনের দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকে, তাহলে আল্লাহ্ তা‘আলাও সে ব্যক্তির প্রয়োজন ও অভাব মোচন থেকে বিরত থাকবেন।’[৫৪৫]

সুতরাং দুর্যোগ মুহূর্তে স্বল্পমূল্যে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আর এ দায়িত্ব পালনের জন্য সরকার বিত্তশালী জনগণের অংশীদার করাতে পারবে। কারণ– খাদ্য দানের প্রতি ইসলাম বরাবরই

---

৫৪৩ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০২০, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

৫৪৪ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০২০, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

৫৪৫ আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্ন আশআছ আস-সিজিস্তানী, *আস-সুনান*, বৈরূত: মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ্ সাইয়দাহ্, ১৪৩১ হি., প্রাগুক্ত, খণ্ড-৩, হাদিস নং ২৯৪৮, পৃ. ১৩৫

উৎসাহ প্রদান করে আসছে। এ জন্য স্বল্পমূল্যে খাদ্য সহায়তার চেয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নানা ধরণের সহায়তার মাধ্যমে সাবলম্বীকরণের বিষয়টি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। যেমন:

১. যাকাত ফান্ড থেকে সহায়তা করা।

২. উশর ফান্ড থেকে সহায়তা করা।

৩. অন্যান্য সাদাকা ফান্ড থেকে সহায়তা করা।

৪. করযে হাসানাহ্ প্রদান করে সহায়তা করা।

৫. রাষ্ট্রীয় বায়তুলমাল থেকে সহায়তা করা।

৬. এতদ্ব্যতীত ভিক্ষার পরিবর্তে কর্মসৃজনের ব্যবস্থা করা ইসলামের মৌলিক শিক্ষা।

শ্রমের বিনিময়ে খাদ্য প্রদান

কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা)[৫৪৬] বাংলাদেশ সরকারের একটি প্রকল্প। আল-কুর‘আনে ও হাদিসে শ্রমের বিনিময়ে অর্থোপাজনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। ভিক্ষাবৃত্তি বা অন্যের দারস্থ হওয়া মানবতার অপমান, এটাকে ইসলাম অত্যন্ত কঠোরতার সাথে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করেছে। এজন্য আল-কুর‘আনে সালাত আদায়ের পরেই রিয্ক অনুসন্ধানের জন্য যমিনে ছড়িয়ে পড়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল-কুর‘আনে ইরশাদ হয়েছে,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

‘অতঃপর যখন সালাত সমাপ্ত হবে তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় আর আল্লাহর অনুগ্রহ হতে অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফল হতে পার।’[৫৪৭]

---

৫৪৬ *কাবিখা*: গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কারের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়াধীন কাজের বিনিময় খাদ্য (কাবিখা) ও কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা) কর্মসূচির আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাজেটে ১,৪৯৮.৬৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০২০, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

৫৪৭ *আল-কুর‘আন*, সূরা আল-জুম‘আ (৬২) : ১০

শ্রমিকের পারিশ্রমিক প্রদান

শ্রমিকের যথাযথ পারিশ্রমিক প্রদান করার জন্য হাদিসে নির্দেশ করা হয়েছে। ঘাম শুকানোর পূর্বেই শ্রমিকের পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।[৫৪৮] হাদিসে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, কিয়ামাতের দিন আমি নিজে তিন ব্যক্তির বিপক্ষে বাদী হব। এক ব্যক্তি যে আমার নামে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করল, আরেক ব্যক্তি যে কোন স্বাধীন মানুষ বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করল, আর যে ব্যক্তি কোন শ্রমিক নিয়োগ দেয়ার পর তার থেকে কাজ বুঝে নিয়েছে, অথচ তার প্রাপ্য দেয়নি।'[৫৪৯] দাস দাসী বা শ্রমিকদের অধিকার প্রসঙ্গে আল-কুর'আনে আরো ইরশাদ হয়েছে,

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

'তারা কি তোমার রবের রহমত ভাগ–বন্টন করে? আমিই দুনিয়ার জীবনে তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বণ্টন করে দেই এবং তাদের একজনকে অপর জনের উপর মর্যাদায় উন্নীত করি যাতে তারা একে অপরকে অধিনস্থ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। আর তারা যা সঞ্চয় করে তোমার রবের রহমত তা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।[৫৫০]

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত বিভিন্ন জনের রিযিক বিভিন্নভাবে আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং যারা শ্রমিক তাদের মজুরি যথাযথ প্রদান করা উচিত।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

সবার জন্য খাদ্য নিশ্চিতকরণ

সকল প্রাণীর খাদ্য সুনির্ধারিত

আল্লাহ্ তা'আলা এ পৃথিবীতে সৃষ্ট সকল সৃষ্টির সূচনালগ্নে তাদের জন্য ভাগ্যলিপি বা তাকদীর সুনির্ধারিত করে রেখেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী:

---

[৫৪৮] আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযিদ ইব্ন মাজাহ্, *আস-সুনান*, (বৈরূত: মুয়স-সাসাতুর রিসালাহ্, ২০১৩, খ্রি.), হাদিস নং ২৪৪৩

[৫৪৯] আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্ন আশআছ আস-সিজিস্তানী, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ২২২৭

[৫৫০] *আল-কুর'আন*, সূরা আয-যুখরূফ (৪৩): ৩২

ক.

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

'আর যমীনে বিচরণকারী প্রতিটি প্রাণীর রিয্কের দায়িত্ব আল্লাহরই এবং তিনি জানেন তাদের আবাসস্থল ও সমাধিস্থল[৫৫১]। সব কিছু আছে স্পষ্ট কিতাবে।[৫৫২]

খ.

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

'এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিযক দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না। আর যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেনই। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।'[৫৫৩]

গ.

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

'যেন তারা নিজদের কল্যাণের স্থানসমূহে হাযির হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু থেকে যে রিয্ক দিয়েছেন তার ওপর নির্দিষ্ট[৫৫৪] দিনসমূহে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে। অতঃপর তোমরা তা থেকে খাও এবং দুস্থ-দরিদ্রকে খেতে দাও'।[৫৫৫]

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা প্রমাণিত যে, সৃষ্টিজগতের প্রত্যেকের রিযিক সুনির্ধারিত এবং বন্টিত।

খাদ্য অনুসন্ধানের নির্দেশ

সকল প্রাণীর তাকদীর সুনির্ধারিত থাকলেও প্রত্যেক সৃষ্টিকে সেটা অন্বেষণ করার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েই আল্লাহ তাআলা প্রেরণ করেছেন। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

---

৫৫১ এখানে مستقر বা আবাসস্থল বলতে মাতৃগর্ভে অবস্থান মতান্তরে মৃত্যু পর্যন্ত দুনিয়ায় অবস্থানকে বুঝানো হয়েছে। আর مستودع দ্বারা কবরস্থ করার স্থান মতান্তরে জন্মের পূর্বে পিতৃমেরুদণ্ডে অবস্থান কিংবা মৃত্যুর সময় বা স্থান বুঝানো হয়েছে।

৫৫২ অর্থাৎ লওহে মাহফুযে।

৫৫৩ *আল-কুর'আন*, সূরা আত-তালাক (৬৫): ৩

৫৫৪ উপরোক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত কুরবানীর পশুর গোশতেও দুস্থ-দরিদ্রের জন্য অংশ রয়েছে। এমনকি প্রত্যেক খাদ্যে দরিদ্র ও দুস্থদের প্রাপ্য অংশ রয়েছে। এখানে সবার জন্য কুরবানীর গোশত প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

৫৫৫ *আল-কুর'আন*, সূরা আল-হাজ (২২): ২৮

ক.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অতঃপর যখন সালাত সমাপ্ত হবে তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় আর আল্লাহর অনুগ্রহ হতে অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফল হতে পার।

খ.

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

'যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরী করে দেন।' [৫৫৬]

হালাল খাদ্য গ্রহণের নির্দেশ

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে হালাল খাদ্য গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করে আল-কুর'আনে ঘোষণা করেছেন–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

"হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে তা হতে তোমরা আহার কর"।[৫৫৭]

খাদ্য অপচয় না করার নির্দেশ

আল্লাহ্ তা'আলা খাদ্য অপচয় না করার নির্দেশ প্রদান করে আল-কুর'আনে বলেন:

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

" খাও, পান কর ও অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না"।[৫৫৮]

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

ان اطولكم جوعا يوم القيامة اكثركم شبعا فى دار الدنيا

"নিশ্চয় যারা পার্থিব জীবনে অতিভোজ করে তারাই হবে কিয়ামতের দিন অধিক ক্ষুধার্ত"।[৫৫৯]

---

[৫৫৬] *আল-কুর'আন*, সূরা আত-তালাক (৬৫)ঃ ৩

[৫৫৭] *আল-কুর'আন*, সূরা বাকারা (২) : ১৬৮

[৫৫৮] *আল-কুর'আন*, সূরা আ'রাফ (৭) : ৩১

[৫৫৯] আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ্ আল-কাযবীনী, ***সুনানু ইবনে মাজাহ*** (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২০০২খ্রি.), ১ম সং, পৃ. ৫৫, হাদিস নং ৩৩৫০

ধনীর খাদ্যে রয়েছে দরিদ্রের অংশ

ধনীর খাদ্যে রয়েছে দরিদ্রের অংশ, এজন্য তাদেরকে তাদের যথার্থ প্রাপ্য প্রদান করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল-কুর‘আনে বর্ণিত হয়েছে–

ক. আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ‘আর তাদের ধনসম্পদে রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক।’[৫৬০]

খ. অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ (২৪) لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (২৫) ‘আর যাদের ধন–সম্পদে রয়েছে নির্ধারিত হক, ভিখারী ও বঞ্চিতের।’[৫৬১]

দুস্থ-দরিদ্রের খাদ্য অধিকার নিশ্চিত করবে রাষ্ট্র

সবার জন্য খাদ্য অধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। কারণ প্রত্যেক খাদ্যে দুস্থ দরিদ্রদের জন্য অংশ রয়েছে, সে অংশ তাদেরকে প্রদান করতে হবে। এ প্রসঙ্গে হাদিসে এসেছে–

ক.

আবূ মারইয়াম আযদী মু'আবিয়া (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,

مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ، وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ، احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ، وَفَقْرِهِ

‘যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা‘আলা মুসলিমদের দায়িত্বপূর্ণ কাজসমূহের কর্তৃত্ব প্রদান করবেন, সে যদি জনগণের প্রয়োজন পূরণ ও অভাব মোচনের দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকে, তাহলে আল্লাহ্ তা‘আলাও সে ব্যক্তির প্রয়োজন ও অভাব মোচন থেকে বিরত থাকবেন।’[৫৬২]

খ.

---

৫৬০ *আল-কুর‘আন*, সূরা আয-যারিয়াত (৫১): ১৯

৫৬১ **আল-কুর‘আন**, সূরা আল-মা‘আরিজ (৭০): ২৪-২৫

৫৬২ আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্ন আশআছ আস-সিজিস্তানী, *আস-সুনান*, (বৈরূতঃ মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ্ সাইয়দাহ্, ১৪৩১ হি.), খণ্ড-৩, হাদিস নং ২৯৪৮, পৃ. ১৩৫

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, তোমাদের দাসরা[৫৬৩] তোমাদের ভাই। আল্লাহ্ তাদের তোমাদের অধীন করেছেন। কাজেই কারো ভাই যদি তার অধীনে থাকে তবে সে যা খায়, তা হতে যেন তাকে খেতে দেয়। সে যা পরিধান করে, তা হতে যেন পরিধান করায়। তোমরা যদি তাদের শক্তির উর্ধ্বে কোন কাজ দাও, তবে তাদের সহযোগিতা কর।[৫৬৪]

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত যে, আল্লাহ্ তাআলা সৃষ্টিকুলের খাদ্য সুনির্ধারিত করে রেখেছেন। তবে খাদ্য অন্বেষণের ইচ্ছাশক্তি দিয়ে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষকে আল্লাহ্ তাআলা হালাল খাদ্য উপার্জনের ও গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। খাদ্য অপচয় না করার জন্য কঠোর নির্দেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা কাউকে ধনী আবার কাউকে দরিদ্র করে সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেক ধনীর সম্পদে দরিদ্রের অংশ রয়েছে, তা তাদেরকে প্রদান করার নির্দেশনাও বর্ণনা করা হয়েছে। সর্বোপরি রাষ্ট্রের ওপর দায়িত্ব দরিদ্র মানুষের যথাযথ খাদ্য সহ সকল অধিকার সংরক্ষণ করা।

সুতরাং আল-কুর'আন ও হাদিসের বাণী এবং নির্দেশনাসমূহ সামাজিক সুরক্ষার অন্যতম দিক সবার জন্য খাদ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের অন্যতম উপাদান তাতে কোন সন্দেহ নেই।

---

৫৬৩ এ হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত, সব মানুষের জন্য খাদ্য অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। চাই সে স্বাধীন হোক বা গোলাম হোক।

৫৬৪ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, প্রাগুক্ত, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ২৫৪৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও প্রশিক্ষণ

প্রথম অনুচ্ছেদ

আল-কুর‘আন ও হাদিসের দৃষ্টিতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ‘শিক্ষা’ প্রসঙ্গ

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিক্ষার বিকল্প নেই। আল-কুর‘আন ও হাদিসের দৃষ্টিতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ‘শিক্ষা’ প্রসঙ্গে অসংখ্য বিবরণ রয়েছে। আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর স্বচ্ছ ধারণা ও জ্ঞান না থাকলে এর উন্নয়ন প্রক্রিয়া পরিচালনা করা সম্ভব নয়। এ কারণে আল-কুর‘আনে ও হাদিসে শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা বিস্তারের প্রতি বার বার গুরুত্বারোপ করা হয়েছে ।

শিক্ষা প্রসঙ্গে আল-কুর‘আনের নির্দেশনা

ক. আল-কুরআনে শিক্ষা প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে–

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ - خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ- اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ - الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

“পড় তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে ‘আলাক থেকে। পড়, আর তোমার রব মহামহিম। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে তা শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না।”[৫৬৫]

শিক্ষা লাভ করার সুযোগ প্রাপ্তি শিশুর জন্য একটি মৌলিক অধিকার। আল-কুর‘আনে শিক্ষার গুরুত্ব বর্ণনা করে ইরশাদ হয়েছে, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ‘বল, ‘যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান?’ বিবেকবান লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।’[৫৬৬]

খ. আল-কুর‘আনে শিক্ষার গুরুত্ব বর্ণনা করে অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

---

৫৬৫ *আল-কুর‘আন*, সূরা আল-আলাক (৯৬) : ১-৫

৫৬৬ *আল-কুর‘আন*, সূরা আল-যুমার (৩৯) : ৯

‘আর আমি তোমার পূর্বে কেবল পুরুষদেরকেই রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছি, যাদের প্রতি আমি ওহী পাঠিয়েছি। সুতরাং জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা কর যদি তোমরা না জানো।’[৫৬৭]

গ. আল-কুর‘আনে শিক্ষার গুরুত্ব বর্ণনা করে অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

‘আর তোমার পূর্বে আমি পুরুষই পাঠিয়েছিলাম, যাদের প্রতি আমি ওহী পাঠাতাম। সুতরাং তোমরা জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর যদি তোমরা না জানো।’[৫৬৮]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, আল-কুর‘আন ও হাদিসে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ওপর যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এসব আয়াতের নির্দেশনাসমূহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্যতম উপাদান।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

আল-কুর‘আন ও হাদিসের দৃষ্টিতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ‘স্বাস্থ্য’ প্রসঙ্গ

স্বাস্থ্য সুরক্ষা মানুষের মৌলিক চাহিদা

স্বাস্থ্য সুরক্ষা মানুষের মৌলিক চাহিদাসমূহের মধ্যে অন্যতম। মানুষের মৌলিক চাহিদা অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার মধ্যে চিকিৎসা বা স্বাস্থ্য সুরক্ষা ছাড়া অন্যগুলো গৌণ হয়ে যায়। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতেও স্বাস্থ্য বিভাগ অন্যতম একটি কর্মসূচি। কারণ– স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যতীত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। আল-কুর‘আন ও হাদিসে স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা উপস্থাপন করেছে। স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য করণীয় যাবতীয় বিধিবিধান আল-কুরআন ও হাদিসে আলোচিত হয়েছে।

খাদ্য গ্রহণ

আল্লাহ্ তা‘আলা মানুষসহ সকল জীবজন্তুর জীবনধারণের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

---

৫৬৭ *আল-কুর‘আন*, সূরা আন-নাহাল (১৬) : ৪৩

৫৬৮ *আল-কুর‘আন*, সূরা আল-আম্বিয়া (২১) : ৭

‘আর যমীনে বিচরণকারী প্রতিটি প্রাণীর রিয্‌কের দায়িত্ব আল্লাহরই এবং তিনি জানেন তাদের আবাসস্থল ও সমাধিস্থল[৫৬৯]। সব কিছু আছে স্পষ্ট কিতাবে[৫৭০]।’[৫৭১]

অন্য আয়াতে পবিত্র খাদ্য গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

‘তোমরা সে পবিত্র বস্তু থেকে আহার কর, যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি।’[৫৭২]

অন্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে,

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

তোমরা আল্লাহর রিয্‌ক থেকে আহার কর ও পান কর এবং ফাসাদকারী হয়ে যমীনে ঘুরে বেড়িয়ো না।[৫৭৩]

‘হে মানুষ, যমীনে যা রয়েছে, তা থেকে হালাল পবিত্র বস্তু আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট শত্রু।’[৫৭৪]

রিয্‌ক প্রসঙ্গে অন্য আয়াতে এসেছে–

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

‘আর আহার কর আল্লাহ যা তোমাদের রিয্‌ক দিয়েছেন তা থেকে হালাল, পবিত্র বস্তু। আর তাকওয়া অবলম্বন কর আল্লাহর যার প্রতি তোমরা মুমিন।’[৫৭৫]

অন্য আয়াতে পরিমিত খাদ্য গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং খাদ্য নষ্ট না করার আদেশ করেছেন।

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ

---

৫৬৯ এখানে مستقر বা আবাসস্থল বলতে মাতৃগর্ভে অবস্থান মতান্তরে মৃত্যু পর্যন্ত দুনিয়ায় অবস্থানকে বুঝানো হয়েছে। আর مستودع দ্বারা কবরস্থ করার স্থান মতান্তরে জন্মের পূর্বে পিতৃমেরুদন্ডে অবস্থান কিংবা মৃত্যুর সময় বা স্থান বুঝানো হয়েছে।

৫৭০ লওহে মাহফুযে।

৫৭১ *আল-কুর’আন*, সূরা হুদ (১১) : ৬

৫৭২ *আল-কুর’আন*, সূরা আল-বাকারা (২) : ৫৭

৫৭৩ *আল-কুর’আন*, সূরা আল-বাকারা (২) : ৬০

৫৭৪ *আল-কুর’আন*, সূরা আল-বাকারা (২) : ১৬৮

৫৭৫ *আল-কুর’আন*, সূরা আল-মায়িদা (৫) : ৮৮

'হে বনী আদম, তোমরা প্রতি সালাতে তোমাদের বেশ-ভূষা গ্রহণ কর এবং খাও, পান কর ও অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।'[৫৭৬]

উপর্যুক্ত আয়াতে কারীমায় প্রমাণিত আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক জীবকে জীবন ধারণের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। তবে মানুষ সে সব খাদ্যই শুধু গ্রহণ করতে পারবে যা হালাল ও পবিত্র।

চিকিৎসা ব্যবস্থা

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর অধীনে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। সেখানে রাষ্ট্রের সর্ব স্তরের ও সর্ব পর্যায়ের নাগরিকের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য চিকিৎসা সেবা ও প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার ঔষধপত্র উৎপাদন ও প্রাপ্তির বিষয়টি সরকারীভাবে ও বেসরকারীভাবে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। আল-কুর'আনে ও হাদিসে স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য মানসম্মত ও চাহিদানুযায়ী চিকিৎসা সেবার নির্দেশনা উপস্থাপন করেছে। এ প্রসঙ্গে আবূ হুরাইরা (রা) নবী (সা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً 'আল্লাহ্ এমন কোন রোগ অবতীর্ণ করেন নি যার নিরাময়ের উপকরণ তিনি সৃষ্টি করেননি।'[৫৭৭] এ প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) নবী (সা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, الشِّفَاءُ فِي ثَلاَثَةٍ: فِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ، وَأَنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ 'রোগ মুক্তি তিনটি জিনিসের মধ্যে নিহিত। সিঙ্গা লাগানোতে, মধু পানে ও আগুন দিয়ে গরম দাগ দেয়ার মধ্য দিয়ে। তবে আমি আমার উম্মতকে আগুন দিয়ে গরম দাগ দিতে নিষেধ করি।'[৫৭৮]

মহামারীতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রসঙ্গে নির্দেশনা

মহামারীতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রসঙ্গে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। মহামারিতে লকডাউন, আইসোলেশন ও কোয়ারেন্টাইন প্রসঙ্গেও সুস্পষ্ট নির্দেশনা বিদ্যমান। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি হাদিস নিম্নরূপ:

মহামারীতে লকডাউন

যে কোন মহামারীতে লকডাউন হল, মহামারী যাতে ছড়িয়ে না পড়ে এ জন্য মহামারী আক্রান্ত এলাকাতে বাইরের কেউ প্রবেশ করবে না এবং আক্রান্ত এলাকা থেকে কেউ অন্যত্র গমন করবে না।

---

৫৭৬ *আল-কুর'আন*, সূরা আল-আরাফ (৭) : ৩১

৫৭৭ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুত তিব, হাদিস নং ৫৩৫৪

৫৭৮ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুত তিব, হাদিস নং ৫৩৫৭

মহামারীতে লকডাউন প্রসঙ্গে সুন্নাহ্ দলীল বিদ্যমান। যেমনঃ

ক. সা'দ ইব্ন আবি ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে শুনেছি। তিনি বলতেন, যখন কোন এলাকায় প্লেগ আক্রান্ত হয় এবং তোমরা সেখানে অবস্থানরত থাক, তবে সেখান থেকে পলায়ন করবে না। আর যদি অন্য কোন স্থানে দেখা দেয়, তবে সেখানে যাবে না।[৫৭৯]

মহামারী একবারে বিলীন হয় না বারবার ফিরে আসে

খ. উসামা ইব্ন যায়িদ (রা.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এই ব্যথা ও ব্যাধি (প্লেগ) একটি শাস্তি যা দ্বারা তোমাদের পূর্ববর্তী কতিপয় উম্মতকে শাস্তি দেয়া হয়েছে। অতঃপর এর কিছু অংশ পৃথিবীতে অবশিষ্ট রয়ে গেছে। একবার চলে যায় আবার ফিরে আসে। যে ব্যক্তি কোন এলাকায় এর আক্রান্তের সংবাদ শুনবে, সে কস্মিনকালেও সেখানে যাবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন স্থানে অবস্থান করে এবং সেখানে তা দেখা দেয়, তবে পলায়নের উদ্দেশ্যে সেখান থেকে বের হবে না।[৫৮০]

গ. উসামা ইব্ন যায়িদ (রা.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্লেগ একটি শাস্তি। এর দ্বারা এক কওমকে শাস্তি দেয়া হয়েছে। সুতরাং যখন এটি কোন এলাকায় দেখা দেবে, সেখানে তোমরা যাবে না। পক্ষান্তরে যখন কোন এলাকায় এটা বিস্তৃতি লাভ করে এবং তোমরা সেখানে (পূর্ব থেকেই) অবস্থান কর, তবে সেখান থেকে বের হবে না।[৫৮১]

২০১৯ খ্রিস্টাব্দের ২৯ ডিসেম্বর চীনের উহানে সর্বপ্রথম কোভিড ১৯ করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয় এবং বিস্তার লাভ করে। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯-এর মহামারী চলছে। সাম্প্রতিক এ মহামারীতে লকডাউন, আইসোলেশন ও কোয়ারেন্টাইন প্রাসঙ্গিক বিষয়ে হাদিসের এ নির্দেশনা বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থাসহ স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের রীতিমত অবাক করেছে।

---

৫৭৯ আবূ জা'ফর আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সালামাহ্ ইব্ন 'আবদুল মালিক ইব্ন সালামাহ্ আল-আয্দী আল-হাজরী আল-মিসরী আল-মা'আরুফ আত-ত্বাহাবী (মৃত্যু-৩২১ হিজরী), ***শারহু মা'আনিল আছার*** (মাদীনাহ নাবুবিয়্যাহ্ : 'আলিমিল কুতুব, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.), হাদিস নং ৬৫৪১

৫৮০ আবূ জা'ফর আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আত-তাহাবী, ***শারহু মা'আনিল আছার***, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ৬৫৪৩

৫৮১ আবূ জা'ফর আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আত-তাহাবী, ***শারহু মা'আনিল আছার***, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ৬৫৪৪

উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট যে, ইসলামে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। কাজেই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাতীয় নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে স্বাস্থ্য বিভাগ অতীব জরুরী একটি বিভাগ। স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যতীত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

আল-কুর'আন ও হাদিসের দৃষ্টিতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ

আল-কুর'আন ও হাদিসে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ প্রসঙ্গে বিস্তৃত বর্ণনা বিদ্যমান, যা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির অন্যতম উপাদান। কারণ জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির বিষয়সমূহের প্রাসঙ্গিক নির্দেশনা আল-কুর'আনে ও হাদিসে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে বিবৃত হয়েছে, যা বোদ্ধা সমাজবিজ্ঞানীদের রীতিমত আশ্চর্যান্বিত ও অবাক করেছে। পৃথিবীর কোন ধর্মগ্রন্থে আল-কুর'আনের ন্যায় সামাজিক সুরক্ষা প্রাসঙ্গিক এত বাস্তবসম্মত নির্দেশনা প্রদান করেনি। এ কথা দিবালোকের ন্যায় সত্য যে, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কারণ- রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত জনগোষ্ঠী, জনশক্তি ও কর্মীদের স্ব-স্ব- কর্মবিষয়ক যথাযথ ও সুনির্ধারিত প্রশিক্ষণ ব্যতীত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যথার্থ কর্মসম্পাদন, প্রকৃত ও কাঙ্ক্ষিত ফলাফল লাভ করা সম্ভব নয়। এজন্য আল-কুর'আনে ও হাদিসে একাধিক স্থানে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রসঙ্গে আলোচনা এসেছে। যেমন–

আল-কুর'আনে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রসঙ্গ

আল-কুর'আনে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

ক.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

"আর আমি তোমার পূর্বে কেবল পুরুষদেরকেই রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছি, যাদের প্রতি আমি ওহী পাঠিয়েছি। সুতরাং জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা করত যদি তোমরা না জানো।"[৫৮২]

খ.

---

[৫৮২] *আল-কুর'আন*, সূরা আন-নাহাল (১৬) : ৪৩

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

"আর তোমার পূর্বে আমি পুরুষই পাঠিয়েছিলাম, যাদের প্রতি আমি ওহী পাঠাতাম। সুতরাং তোমরা জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর যদি তোমরা না জান।"[৫৮৩]

গ.

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ

"যেভাবে আমি তোমাদের মধ্যে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি তোমাদের মধ্য থেকে, যে তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে, তোমাদেরকে পবিত্র করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়। আর তোমাদেরকে শিক্ষা দেয় এমন কিছু যা তোমরা জানতে না।"[৫৮৪]

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহে অপ্রশিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণের আওতায় এনে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নবী ও রাসূলগণকে প্রেরণের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

---

৫৮৩ *আল-কুর'আন*, সূরা আল-আম্বিয়া (২১) : ৭

৫৮৪ *আল-কুর'আন*, সূরা আল-বাকারা (২) : ১৫১

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ

প্রথম অনুচ্ছেদ

সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ

আল-কুর‘আনে সুদকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। সুদ প্রসঙ্গে আল-কুর‘আনে ইরশাদ হয়েছে,

ক.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

‘হে মুমিনগণ, তোমরা সুদ খাবে না বহুগুণ বৃদ্ধি করে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফল হও।’[৫৮৫]

খ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

‘হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা অবশিষ্ট আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা মুমিন হও। কিন্তু যদি তোমরা তা না কর তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা নাও, আর যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে। তোমরা যুলুম করবে না এবং তোমাদের প্রতিও যুলুম করা হবে না।’ [৫৮৬]

গ.

---

৫৮৫ *আল-কুর‘আন*, সূরা আলি ‘ইমরান (৩) : ১৩০

৫৮৬ *আল-কুর‘আন*, সূরা আল-বাকারা (২) : ২৭৮-২৭৯

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

'যারা সুদ খায়, তারা তার ন্যায় (কবর থেকে) উঠবে, যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল বানিয়ে দেয়। এটা এ জন্য যে, তারা বলে, বেচা-কেনা সুদের মতই। অথচ আল্লাহ বেচা-কেনা হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অতএব, যার কাছে তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ আসার পর সে বিরত হল, যা গত হয়েছে তা তার জন্যই ইচ্ছাধীন। আর তার ব্যাপারটি আল্লাহর হাওলায়। আর যারা ফিরে গেল, তারা আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে।'[৫৮৭]

ঘ.

يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرۡبِي ٱلصَّدَقَٰتِۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

'আল্লাহ সুদকে মিটিয়ে দেন এবং সদাকাকে বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ কোন অতি কুফরকারী পাপীকে ভালবাসেন না।'[৫৮৮]

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা প্রমাণিত, আল্লাহ্ তা'আলা সুদকে হারাম করেছেন এবং ব্যবসাকে হালাল করেছেন।

আল-কুর'আনে সুদমুক্ত ঋণ (করযে হাসানাহ্) প্রসঙ্গ

সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ

সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ হল– সুদবিহীন কাউকে ক্ষুদ্র পরিসরে ঋণ প্রদান। এটা সরকারিভাবেও হতে পারে আবার বেসরকারিভাবেও হতে পারে। এমনকি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত পর্যায়েও হতে পারে। ইসলাম সুদকে হারাম ঘোষণা করেছে এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে সুদবিহীন ঋণদানের ব্যবস্থা করেছে।[৫৮৯]

'সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার নির্দেশকে নবী যুগের একেবারে শেষ দিককার নির্দেশ (হুকুম) বলে মনে করা হয়। সচ্ছল লোকদেরকে 'করযে হাসান' দানের নির্দেশ হচ্ছে রাসূলের ওফাতের বড়জোর এক বছর পূর্বেকার।

---

৫৮৭ *আল-কুর'আন*, সূরা আল-বাকারা (২) : ২৭৫

৫৮৮ *আল-কুর'আন*, সূরা আল-বাকারা (২) : ২৭৬

৫৮৯ মুহাম্মদ ইউছুফ, *দারিদ্র্য বিমোচনে বায়তুল মালের ভূমিকা*, ***ইসলামি আইন ও বিচার***, বর্ষ: ১৩, সংখ্যা : ৫১ ও ৫২, জুলাই-সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর-ডিসেম্বর: ২০১৭, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার), পৃ. ১২৮

তাই নবী যুগে এর জন্য কোন বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারেনি।’[৫৯০] বিশ্বনবী (সা.)-এর যুগে বিত্তশালী সাহাবীগণ সুদভিত্তিক ঋণের পরিবর্তে সুদমুক্ত ঋণ করযে হাসানাহ্ প্রদান করতেন।[৫৯১] স্বয়ং বিশ্বনবী (সা.) একজন সাহাবীর নিকট থেকে সুদমুক্তঋণ ৪০,০০০ দিরহাম করযে হাসানাহ্ গ্রহণ করেছিলেন।[৫৯২] এ প্রসঙ্গে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে–

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ রাবিয়া (রা.) বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমার নিকট থেকে চল্লিশ হাজার দিরহাম ঋণ গ্রহণ করেছিলেন।’[৫৯৩]

করযে হাসান

‘করযে হাসান’ ইসলামি অর্থশাস্ত্রের একটি অন্যতম পরিভাষা। করযে হাসান হল– সুদমুক্ত ঋণ যা ইসলামি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আল-কুর‘আন ও হাদিসে করযে হাসান প্রদানের জন্য উৎসাহিত করেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

ক.

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

‘আর অবশ্যই আল্লাহ বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং আমি তাদের মধ্য থেকে বার জন দলনেতা পাঠিয়েছিলাম এবং আল্লাহ বলেছিলেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে আছি, যদি তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও, আমার রাসূলদের প্রতি ঈমান আন, তাদেরকে সহযোগিতা কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও, তবে নিশ্চয় আমি তোমাদের থেকে তোমাদের পাপসমূহ মুছে দেব। আর

---

৫৯০ মুহাম্মদ ইউসূফুদ্দীন, *ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ১৩৮

৫৯১ মুহাম্মদ ইউছুফ, ***দারিদ্র্য বিমোচনে বায়তুলমালের ভূমিকা,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮

৫৯২ মুহাম্মদ ইউছুফ, ***দারিদ্র্য বিমোচনে বায়তুলমালের ভূমিকা,*** প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮

৫৯৩ আবূ আবদুর রাহমান আহমাদ ইব্ন শু‘আইব ইব্ন আলী আন-নাসায়ী, *আস-সুনান*, ১৪২০ হি., খণ্ড-৭, হাদিস নং ৪৬৮৩, পৃ. ৩১৪

অবশ্যই তোমাদেরকে প্রবেশ করাব জান্নাতসমূহে, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হবে নদীসমূহ। তোমাদের মধ্য থেকে এরপরও যে কুফরি করেছে, সে অবশ্যই সরল পথ হারিয়েছে।'[৫৯৪]

এ আয়াতে উত্তম ঋণ বলতে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সব ধরণের সাদাকাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

খ.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

'কে আছে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে, ফলে তিনি তার জন্য তা বহু গুণে বাড়িয়ে দেবেন? আর আল্লাহ সংকীর্ণ করেন ও প্রসারিত করেন এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে ফিরানো হবে।'[৫৯৫]

গ.

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

'নিশ্চয় দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী এবং যারা আল্লাহকে উত্তম করয দেয়, তাদের জন্য বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়া হবে এবং তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক প্রতিদান।'[৫৯৬]

ঘ.

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ ٱلَّيْلِ وَنِصْفَهُۥ وَثُلُثَهُۥ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَۚ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْۖ فَٱقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۖ فَٱقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُۚ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًاۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًاۚ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

'নিশ্চয় তোমার রব জানেন যে, তুমি রাতের দুই তৃতীয়াংশের কিছু কম, অথবা অর্ধরাত অথবা রাতের এক তৃতীয়াংশ সালাতে দাঁড়িয়ে থাক এবং তোমার সাথে যারা আছে তাদের মধ্য থেকে একটি দলও। আর আল্লাহ রাত ও দিন নিরূপণ করেন। তিনি জানেন যে, তোমরা তা করতে সক্ষম হবে না। তাই তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন। অতএব তোমরা কুরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়। তিনি জানেন তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে। আর কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে পৃথিবীতে ভ্রমণ করবে, আর কেউ কেউ আল্লাহর পথে লড়াই করবে। অতএব তোমরা কুরআন থেকে যতটুকু সহজ

---

[৫৯৪] *আল-কুর'আন*, সূরা আল-মায়িদা (৫): ১২

[৫৯৫] *আল-কুর'আন*, সূরা আল-বাকারা (২): ২৪৫

[৫৯৬] *আল-কুর'আন*, সূরা আল-হাদীদ (৫৭): ১৮

ততটুকু পড়। আর সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। আর তোমরা নিজদের জন্য কল্যাণকর যা কিছু অগ্রে পাঠাবে তোমরা তা আল্লাহর কাছে পাবে প্রতিদান হিসেবে উৎকৃষ্টতর ও মহত্তর রূপে। আর তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[৫৯৭]

সুদমুক্ত ঋণ প্রসঙ্গে হাদিসে এসেছে–

ক.

আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, কোনো একজন মুসলিম অন্য মুসলিমকে দু'বার ঋণ দিলে এ ঋণদান আল্লাহর পথে সে পরিমাণ সম্পদ একবার সাদাকা করার সমতুল্য।[৫৯৮]

খ.

বুরাইদাহ্ আল-আসলামী (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلِهِ صَدَقَةٌ قَالَ ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ قُلْتُ سَمِعْتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَقُولُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلِهِ صَدَقَةٌ ثُمَّ سَمِعْتُكَ تَقُولُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ قَالَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَأَنْظَرَهُ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ

যে ব্যক্তি (ঋণগ্রস্ত) অভাবী ব্যক্তিকে অবকাশ দেবে, সে দান করার সাওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি ঋণ শোধের মেয়াদ শেষ হবার পরেও সময় বাড়িয়ে দেবে সেও প্রতিদিন দান করার সাওয়াব পাবে।[৫৯৯]

উপর্যুক্ত অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কৌশলসমূহ বাস্তবায়িত হলে দেশের সামাজিক উন্নয়ন গতিশীল হবে। আর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক জীবনমান উন্নয়নের সমষ্টিরূপই হল রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

---

৫৯৭ *আল-কুর'আন*, সূরা আল-মুয্যাম্মিল (৭৩): ২০

৫৯৮ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ্ আল-কাযবীনী, ***সুনানু ইবনে মাজাহ,*** প্রাগুক্ত, খণ্ড-২, বাবঃ সাদাকাত, হাদিস নং ২৪৩০, পৃ. ৮১২।

৫৯৯ আহ্মদ ইব্ন হাম্বল, ***মুসনাদ আহমাদ***, প্রাগুক্ত, খণ্ড-৩৮, হাদীস নং ২৩০৪৫, পৃ. ১৫৩।

করযে হাসান-এর উপকারিতা

আল-কুর'আন ও হাদিসে করযে হাসান-এর নির্দেশনা রয়েছে এবং এর অনেক উপকারিতাও বর্ণনা করা হয়েছে।

১. করযে হাসান-এর মাধ্যমে একজন অভাবী উপকৃত হয়।

২. সামষ্টিকভাবে করযে হাসান দারিদ্র বিমোচনে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে।

৩. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এর ভূমিকা অপরিসীম।

৪. পারস্পরিক সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি হয়।

৫. আখিরাতে এর সাওয়াব লাভ হবে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, করযে হাসানাহ্ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ও সামাজিক সুরক্ষায় অভাবনীয় ভূমিকা রাখতে পারে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সুদমুক্ত ঋণের ভূমিকা

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সুদমুক্ত ঋণের ভূমিকা অপরিসীম। কারণ–নিম্নবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত লোকেরা সুদভিত্তিক লেনদেনে চক্রবৃদ্ধি সুদের যাঁতাকলে পিষ্ট। যদি রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক ও অলাভজনক বেসরকারি সংস্থাসমূহ সুদমুক্ত ঋণ 'করযে হাসান্' প্রদান করত, তবে সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ক্ষুদ্রব্যবসা, পশুপালনসহ অন্যান্য খাতে বিনিয়োগ করে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জন করতে পারত। তাতে তাদের জীবনমান উন্নয়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেত। এরফলে এ জনগোষ্ঠী আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অনন্য ভূমিকা পালন করতে পারত। আর এজন্যই আল-কুর'আন ও হাদিসে সুদকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে এবং ব্যবসাকে হালাল ঘোষণা করা হয়েছে। পাশাপাশি সুদমুক্ত আর্থিক সহযোগিতা করযে হাসানার বিধান প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

‘এমন কে আছে যে, আল্লাহকে উত্তম করয দিবে? তাহলে তিনি তার জন্য তা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক প্রতিদান।’[৬০০]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, করযে হাসান বা সুদমুক্ত ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ইসলাম সবসময় উৎসাহিত করেছে। আল-কুরআন ও হাদিসে করজে হাসান বা সুদমুক্ত ঋণ প্রদানের গুরুত্ব তাৎপর্য ও ফযিলত সম্পর্কে বর্ণনা বিদ্যমান।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জাতীয় সুরক্ষা কর্মসূচিতে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সফলতা

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জাতীয় সুরক্ষা কর্মসূচিতে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সফলতা নিম্নরূপ:

১. সরকার সেবামূলক সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প চালু করেছে। দেশব্যাপী গ্রাম ও শহর এলাকার দরিদ্র কর্মক্ষম ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠিত করে এ ঋণকার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।[৬০১]

২. মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং

আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি

মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের আত্মনির্ভর্শীল করার লক্ষে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে এ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশিক্ষিতদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়। ২০০৩-০৪ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে ৩৮.২৫ কোটি টাকা এ কর্মসূচির অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে এ কর্মসূচির জন্য ৭৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ এবং ১০ কোটি টাকা ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।[৬০২]

---

৬০০ *আল-কুর’আন*, সূরা আল-হাদীদ (৫৭): ১১

৬০১ **জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি, জাতীয় নিরাপত্তা বেষ্টনী**, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

৬০২ **জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি, জাতীয় নিরাপত্তা বেষ্টনী**, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দুস্থ, অসহায় ও ইয়াতিম প্রতিপালন

প্রথম অনুচ্ছেদ

দুস্থ, অসহায় ও ইয়াতিম প্রতিপালন-এর তাত্ত্বিকতা

আল-কুর‘আন ও হাদিসে দুস্থ, অসহায় ও ইয়াতিম প্রতিপালন ও তাদের অধিকার প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। দুস্থ, অসহায় ও ইয়াতিম প্রতিপালন করার প্রতি গুরুত্বারোপ করার তাত্ত্বিকতা হল– এসব আকস্মিকভাবে বিপদগ্রস্তদের নিরাপত্তা বিধান ও অধিকার সংরক্ষণ করা। এ পর্যায়ে দুস্থ, অসহায় ও ইয়াতিমদের প্রতিপালন বিষয় দু’পর্বে আলোচনা করা হবে। তা হল:

ক. দুস্থ, অসহায়দের প্রতিপালন

খ. ইয়াতিমদের প্রতিপালন

নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা প্রদান করা হল:

ক. দুস্থ, অসহায়দের প্রতিপালন

আল-কুর‘আনে ও হাদিসে দুস্থ, অসহায়দের প্রতিপালনের প্রতিও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল-কুর‘আনে বর্ণিত হয়েছে,

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

“তারা তোমার কাছে নারীদের ব্যাপারে সমাধান চায়। বল, আল্লাহ তাদের ব্যাপারে তোমাদেরকে সমাধান দিচ্ছেন এবং সমাধান দিচ্ছে ঐ আয়াতসমূহ যা কিতাবে তোমাদেরকে পাঠ করে শুনানো হয় ইয়াতীম নারীদের ব্যাপারে। যাদেরকে তোমরা প্রদান কর না যা তাদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে, অথচ তোমরা তাদেরকে বিবাহ করতে আগ্রহী হও। আর দুর্বল শিশুদের ব্যাপারে ও ইয়াতীমদের প্রতি

তোমাদের ইনসাফ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে। আর তোমরা যে কোন ভালো কাজ কর, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে পরিজ্ঞাত।"[৬০৩]

এ আয়াতে বর্ণিত وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ দ্বারা দুর্বল শিশুদের লালন-পালন তাদের যথাযথ অধিকার প্রদান করার প্রতি নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এ আয়াত প্রসঙ্গে সুদ্দী বলেন, জাহিলী যুগের লোকেরা মেয়েদেরকে এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেদেরকে ওয়ারিসরূপে গণ্য করত না। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে নির্দেশ দিলেন, ইয়াতিমদের প্রতি ন্যায় সঙ্গত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা মানে প্রত্যেক নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল প্রাপককে তার প্রাপ্য প্রদান করা।[৬০৪]

এ প্রসঙ্গে হাদিসে এসেছে, যুবাইর ইব্ন নুফাইর আল-হাযরামী তিনি আবূ দারদা (রা.)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছি,

ابْغُونِي الضُّعَفَاءَ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ

'তোমরা অক্ষম অসহায়দের খোঁজ করে আমার নিকট উপস্থিত কর (আমি তাদেরকে সাহায্য করব)। জেনে রেখ নিশ্চয়ই তোমাদের অক্ষম ও অসহায়দের উসিলায়ই তোমরা রিযিক ও সাহায্য পেয়ে থাক।[৬০৫]

এমনকি নিজের সন্তান সন্ততির উসিলায়ও মানুষ রিযক প্রাপ্ত হয়ে থাকে।[৬০৬] এজন্য রিযিকের স্বল্পতার আশংকায় তাদেরকে হত্যা করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে আল-কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে,

وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ

'অভাব-অনটনের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। আমিই তাদেরকে রিযিক দেই এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।'[৬০৭]

এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে, লোক তার সন্তানকে বিযিকের ভয়ে বা তার জন্য ব্যয় করার ভয়ে হত্যা করবে না। আর এটা কবিরা গুনাহ।[৬০৮]

---

৬০৩ *আল-কুর'আন*, আন-নিসা (৪) : ১২৭

৬০৪ মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আত-তাবারী, *আল-জামিউ'ল বায়ান ফী তা'বীলি আয়িল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, খণ্ড-৮, পৃ. ১২৭

৬০৫ আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্ন আশআছ আস-সিজিস্তানী, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ২৫৯৬

৬০৬ মুহাম্মদ আহ্মাদ ইসমাঈল আল-মুকাদ্দিম, *আল-জাওয়ামি দুরূসূশ-শাইখ মুহাম্মদ আহ্মাদ ইসমাঈল আল-মুকাদ্দিম*, (আল-মাকতাবাতুশ-শামিলাহ্, ২০২২ খ্রি.), খণ্ড-৪, পৃ. ৯৪

৬০৭ *আল-কুর'আন*, সূরা আল-ইসরা (১৭): ৩১

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান যে, দুস্থ ও অসহায়দের প্রতিপালন করার প্রতি কুরআন ও হাদিসে নির্দেশনা পেশ করা হয়েছে।

খ. ইয়াতিম প্রতিপালন

ইয়াতিমকে বালিগ হওয়া পর্যন্ত প্রতিপালন করা

ইয়াতিমকে বালিগ হওয়া পর্যন্ত প্রতিপালন করার নির্দেশনা প্রদান করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

"আর তোমরা ইয়াতীমদেরকে পর্যবেক্ষণ কর যতক্ষণ না তারা বিবাহের বয়সে পৌঁছে। সুতরাং যদি তোমরা তাদের মধ্যে বিবেকের পরিপক্কতা দেখতে পাও, তবে তাদের ধন-সম্পদ তাদেরকে দিয়ে দাও। আর তোমরা তাদের সম্পদ খেয়ো না অপচয় করে এবং তারা বড় হওয়ার আগে তাড়াহুড়া করে। আর যে ধনী সে যেন সংযত থাকে, আর যে দরিদ্র সে যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে খায়। অতঃপর যখন তোমরা তাদের ধন-সম্পদ তাদের নিকট সোপর্দ করবে তখন তাদের ওপর তোমরা সাক্ষী রাখবে। আর হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে আল্লাহ যথেষ্ট।"[৬০৯]

এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম আবু জাফর বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, وَابْتَلُوا الْيَتَامَى (তোমরা ইয়াতিমদের যাচাই করবে) অর্থাৎ তোমরা ইয়াতিমগণের বিবেক ও বিবেচনার জ্ঞান, ধর্মীয় যোগ্যতা এবং তাদের ধন সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে পরীক্ষা করে দেখবে।[৬১০] যদি তারা বালিগ হয় এবং জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন হয়, তবে তাদের সম্পদ যথাযথভাবে হস্তান্তর করবে।

ইয়াতিমদের সম্পদ সংরক্ষণ করা

ইয়াতিমদের সম্পদ সংরক্ষণ করা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা আল-কুর'আনে একাধিক আয়াতে নির্দেশনা পেশ করেছেন। যেমন:

---

৬০৮ মুহাম্মদ আহ্মাদ ইসমাঈল আল-মুকাদ্দিম, ***আল-জাওয়ামি,*** মুহাম্মদ আহ্মাদ ইসমাঈল আল-মুকাদ্দিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

৬০৯ ***আল-কুর'আন***, সূরা আন-নিসা (৪): ৬

৬১০ আবূ জাফর আত-তাবারী, ***তাফসীর তাবারী***, প্রাগুক্ত, খণ্ড-৭, পৃ. ৪৫

ক. আল-কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে,

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

"আর তোমরা ইয়াতীমের সম্পদের কাছে যেয়ো না সুন্দরতম পন্থা[৬১১] ছাড়া, যতক্ষণ না সে বয়সের পূর্ণতায় উপনীত হয়। আর অঙ্গীকার পূর্ণ কর, নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"[৬১২]

খ. আল-কুর'আনে অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

"আর তোমরা ইয়াতীমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ দিয়ে দাও এবং তোমরা অপবিত্র বস্তুকে পবিত্র বস্তু দ্বারা পরিবর্তন করো না এবং তাদের ধন-সম্পদকে তোমাদের ধন-সম্পদের সাথে মিশিয়ে খেয়ো না। নিশ্চয় তা বড় পাপ।"[৬১৩]

গ. আল-কুর'আনে আরো ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

নিশ্চয় যারা ইয়াতীমদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে তারা তো তাদের পেটে আগুন খাচ্ছে; আর অচিরেই তারা প্রজ্জ্বলিত আগুনে প্রবেশ করবে।[৬১৪]

ইয়াতিম শিশুর সম্পদের সুরক্ষা প্রদান ও আত্মসাৎ না করার নির্দেশ প্রদান করে ইয়াতিম বালিগ হলে তার সম্পদ তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

ইয়াতিমদের জন্য নিঃস্বার্থ ব্যয় করা

ইয়াতিম শিশুর জন্য নিঃস্বার্থ ব্যয় করা প্রসঙ্গে আল-কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে,

---

৬১১ অর্থাৎ তার সম্পদ বৃদ্ধি, তার নিজের খরচ এবং দরিদ্র হলে বেতন গ্রহণ বৈধ।

৬১২ *আল-কুর'আন*, আল-ইসরা (১৭) : ৩৪

৬১৩ *আল-কুর'আন*, আন-নিসা (৪) : ২

৬১৪ *আল-কুর'আন*, আন-নিসা (৪) : ১০

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

'তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তারা কী ব্যয় করবে? বল, 'তোমরা যে সম্পদ ব্যয় করবে, তা পিতা-মাতা, আত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য। আর যে কোন ভাল কাজ তোমরা কর, নিশ্চয় সে ব্যাপারে আল্লাহ সুপরিজ্ঞাত'।[৬১৫]

ইয়াতিমদের জন্য আরো কিছু নির্দেশনা

ইয়াতিম শিশুর সঙ্গে সদাচারণ করার নির্দেশনা পেশ করে আল-কুর'আনে একাধিক আয়াত নাযিল হয়েছে। যেমনঃ আল-কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে,

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ

"আর স্মরণ কর, যখন আমি বনী ইসরাঈলের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত করবে না এবং সদাচার করবে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকীনদের সাথে। আর মানুষকে উত্তম কথা বল, সালাত কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর। অতঃপর তোমাদের মধ্য থেকে স্বল্প সংখ্যক ছাড়া তোমরা ফিরে গেলে। আর তোমরা (স্বীকার করে অতঃপর তা থেকে) বিমুখ হও।"[৬১৬]

ইয়াতিম মিসকীনদের জন্য সম্পদ ব্যয় করা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

---

৬১৫ *আল-কুর'আন*, আল-বাকারা (২) : ২১৫।

৬১৬ *আল-কুর'আন*, আল-বাকারা (২) : ৮৩

“ভালো কাজ এটা নয় যে, তোমরা তোমাদের চেহারা পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ফিরাবে; বরং ভালো কাজ হল যে ঈমান আনে আল্লাহ্‌, শেষ দিবস, ফেরেশতাগণ, কিতাব ও নবীগণের প্রতি এবং যে সম্পদ প্রদান করে তার প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও নিকটাত্মীয়গণকে, ইয়াতীম, অসহায়, মুসাফির ও প্রার্থনাকারীকে এবং বন্দিমুক্তিতে এবং যে সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং যারা অঙ্গীকার করে তা পূর্ণ করে, যারা ধৈর্যধারণ করে কষ্ট ও দুর্দশায় ও যুদ্ধের সময়ে। তারাই সত্যবাদী এবং তারাই মুত্তাকী।”[৬১৭]

ইয়াতিম মিসকীনদের সাথে সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়ে আল-কুর‘আনে আরো ইরশাদ হয়েছে,

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

“তোমরা ইবাদাত কর আল্লাহর, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না। আর সদ্ব্যবহার কর মাতা-পিতার সাথে, নিকট আত্মীয়ের সাথে, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকট আত্মীয়– প্রতিবেশী, অনাত্মীয়– প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাস-দাসীদের সাথে। নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন না তাদেরকে যারা দাম্ভিক, অহঙ্কারী।”[৬১৮]

ইয়াতিমের কাজ কর্ম সঠিকভাবে গুছিয়ে তার হাতে বুঝিয়ে তার হাতে প্রত্যার্পন প্রসঙ্গে আল-কুর‘আনে অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“আর তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে ইয়াতীমদের সম্পর্কে। বল, সংশোধন করা তাদের জন্য উত্তম। আর যদি তাদেরকে নিজদের সাথে মিশিয়ে নাও, তবে তারা তোমাদেরই ভাই। আর আল্লাহ জানেন-কে

---

৬১৭ *আল-কুর‘আন*, আল-বাকারা (২) : ১৭৭

৬১৮ *আল-কুর‘আন*, আন-নিসা (৪) : ৩৬

ফাসাদকারী, কে সংশোধনকারী এবং আল্লাহ যদি চাইতেন, অবশ্যই তোমাদের জন্য (বিষয়টি) কঠিন করে দিতেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[৬১৯]

ইয়াতিমের সঙ্গে ন্যায় সঙ্গত আচরণ করার আদেশ প্রদান করে আল-কুর'আনে আরো ইরশাদ হয়েছে,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا

"আর যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, ইয়াতীমদের ব্যাপারে তোমরা ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে তোমরা বিয়ে কর নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে; দু'টি, তিনটি অথবা চারটি। আর যদি ভয় কর যে, তোমরা সমান আচরণ করতে পারবে না, তবে একটি অথবা তোমাদের হাত যার মালিক হয়েছে। এটা অধিকতর নিকটবর্তী যে, তোমরা যুলম করবে না।"[৬২০]

ইয়াতিম মিসকীনদের জন্য গানিমাতের মালের অংশ নির্ধারণ করে আল-কুর'আনে আরো ইরশাদ হয়েছে,

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"আর তোমরা জেনে রাখ, তোমরা যা কিছু গনীমতরূপে পেয়েছ, নিশ্চয় আল্লাহর জন্যই তার এক পঞ্চমাংশ ও রাসূলের জন্য, নিকট আত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরের জন্য, যদি তোমরা ঈমান এনে থাক আল্লাহর প্রতি এবং হক ও বাতিলের ফয়সালার দিন আমি আমার বান্দার উপর যা নাযিল করেছি তার প্রতি, যেদিন[৬২১] দু'টি দল মুখোমুখি হয়েছে, আর আল্লাহ্ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"[৬২২]

ইয়াতিম মিসকীনদের জন্য ফাই-এর মালের অংশ নির্ধারণ করে আল-কুর'আনে আরো ইরশাদ হয়েছে,

---

৬১৯ *আল-কুর'আন*, আল-বাকারা (২) : ২২০

৬২০ *আল-কুর'আন*, আন-নিসা (৪) : ৩

৬২১ অর্থাৎ বদর যুদ্ধের দিন

৬২২ *আল-কুর'আন*, আল-আনফাল (৮) : ৪১

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"আল্লাহ্ জনপদবাসীদের নিকট থেকে তাঁর রাসূলকে ফায় হিসেবে যা দিয়েছেন তা আল্লাহর, রাসূলের, আত্মীয়–স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীন ও মুসাফিরদের এটি এ জন্য যে, যাতে ধন–সম্পদ তোমাদের মধ্যকার বিত্তশালীদের মাঝেই কেবল আবর্তিত না থাকে। রাসূল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে সে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও এবং আল্লাহকেই ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর।'[৬২৩]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হল যে, দুস্থ, ইয়াতিম শিশুর অধিকার সুরক্ষার জন্য আল-কুর'আন ও হাদিসে সুবিস্তৃত আলোচনা পেশ করা হয়েছে এবং দুঃস্থ, ইয়াতিম শিশুর জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার জন্য পূনঃ পূনঃ নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আর এসকল নির্দেশনা সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে ইয়াতিমদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও যথাযথ নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে অন্যতম উপাদান

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

অসহায় প্রতিবন্ধীদের লালন প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন

অসহায় প্রতিবন্ধীদের লালন প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনে আল-কুর'আন ও হাদিসে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী বলতে শারীরিক বা মানসিক এমন কিছু অবস্থা, যার কারণে অন্যদের মতো স্বাভাবিক চলাফেরা, চিন্তাভাবনা ও কাজকর্ম সম্পাদন সম্ভবপর হয় না।[৬২৪] জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন কর্মকৌশলে প্রতিবন্ধীদের জন্য নেয়া হয়েছে কার্যকরী পদক্ষেপ ও পরিকল্পনা। জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রস্তাবিত ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত তিনটি মূল কর্মসূচি হলো:

ক. ১৮ বছর বয়সী সকল প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য শিশু প্রতিবন্ধী সহায়তা;

---

৬২৩ *আল-কুর'আন*, আল-হাশর (৫৯) : ৭

৬২৪ মুহাম্মদ হারুনার রশীদ, *বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি: কুরআন ও হাদিসের আলোকে একটি পর্যালোচনা*, *ইসলামি আইন ও বিচার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

খ. ১৯-৫৯ বছর বয়সী মারাত্মক প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতিবন্ধী সহায়তা;

গ. ৬০ বছর বয়সে মারাত্মক প্রতিবন্ধীরা বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হবে।[৬২৫]

শিশুরা যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিবন্ধিতার জন্য নির্ধারিত মানদণ্ড পূরণ করবে এবং তাদের প্রতিপালনকারীদের আয় কর্মসূচির নির্ধারিত সীমার মধ্যে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত সকল শিশুই প্রতিবন্ধী সুবিধা প্রাপ্য হবে।[৬২৬] হিসাব করে দেখা গেছে, দেশের ৩,৫০,০০০ শিশু প্রতিবন্ধী সহায়তা পাওয়ার যোগ্য।[৬২৭] দেশের ২৯০,০০০ প্রতিবন্ধী বর্তমানে প্রতিবন্ধী অনুদান কর্মসূচির সুবিধা পাচ্ছে।[৬২৮]

আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষা

আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষায় তাদেরকে অন্য সব মানুষের মতই সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেছে। নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হল:

১. দৃষ্টি প্রতিবন্ধীর অধিকার সুরক্ষা

আল-কুর'আন ও হাদিসে প্রতিবন্ধীদের সামাজিক সুরক্ষার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইব্ন উম্মে মাকতুম (রা.) প্রসঙ্গে আল-কুর'আনে সূরা 'আবাসা'য় বলা হয়েছে,

عَبَسَ وَتَوَلَّى– أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى – وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى – أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى

---

৬২৫ মুহাম্মদ হারুনার রশীদ, *বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি: কুরআন ও হাদিসের আলোকে একটি পর্যালোচনা*,, পৃ. ৫৬

৬২৬ মুহাম্মদ হারুনার রশীদ, *বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি: কুরআন ও হাদিসের আলোকে একটি পর্যালোচনা*,, পৃ. ৫৬

৬২৭ মুহাম্মদ হারুনার রশীদ, *বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি: কুরআন ও হাদিসের আলোকে একটি পর্যালোচনা*,, পৃ. ৫৬, পৃ. ৫৭

৬২৮ মুহাম্মদ হারুনার রশীদ, *বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি: কুরআন ও হাদিসের আলোকে একটি পর্যালোচনা*, পৃ. ৫৬, পৃ. ৫৭

‘তিনি[৬২৯] ভ্রূকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কারণ তার কাছে অন্ধ লোকটি[৬৩০] আগমন করেছিল। আর কিসে তোমাকে জানাবে যে, সে হয়ত পরিশুদ্ধ হত। অথবা উপদেশ গ্রহণ করত, ফলে সে উপদেশ তার উপকারে আসত।[৬৩১]

২. প্রতিবন্ধীদের ক্ষমতায়ন

প্রতিবন্ধীদের ক্ষমতায়নে ইসলামে অভূতপূর্ব নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ইসলামের প্রথম যুগে আমর ইব্‌ন জামুহ্ ছিলেন তার কওমের নেতা। তিনি একজন অঙ্গপ্রতিবন্ধী খোঁড়া সাহাবী ছিলেন। হাদিসে আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বনি সালামা গোত্রের এক মজলিসে দাঁড়ালেন। অতঃপর বললেন, হে বনি সালামার লোকেরা! তোমাদের নেতা কে? তারা বলল, জাদ্দু ইব্‌ন কাইস। কিন্তু তিনি কৃপণ। এরপর তিনি বললেন, নেতা কখনো কৃপণ হতে পারে না। বরং তোমাদের নেতা হল ফর্সা ও কোঁকড়ানো চুল বিশিষ্ট আমর ইব্‌নুল জামুহ।[৬৩২]

৩. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বৈধ আবেদন পূরণ করা প্রসঙ্গ

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বৈধ আবেদন পূরণ করা এটি সামাজিক নৈতিক দায়িত্ব। স্বয়ং বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একজন অন্ধ সাহাবীর খুব ছোট একটি মনের ইচ্ছা পূরণ করেছিলেন। হাদিসে এসেছে,

‘ইতবান ইব্‌ন মালিক অন্ধ ছিলেন। একবার তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আমার একান্ত ইচ্ছা যে, আপনি আমার ঘরে এসে কোনো এক স্থানে সালাত আদায় করেন। আমি সেই স্থানকে সালাতের স্থান হিসেবে নির্দিষ্ট করে নিই। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আবূ বাকার (রা.)

---

৬২৯ এখানে মুহাম্মাদ (সা.)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তিনি যখন মুশরিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কথা বলছিলেন তখন ‘আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উম্মে মাকতুম (রা.) এসে অন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে কথা শুরু করলেন, তখন নবীজী (সা.) একটু বিরক্ত হলেন। তখন সূরা ‘আবাসা’র প্রথম আয়াতগুলো নাযিল হয়।

৬৩০ এখানে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.) কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

৬৩১ *আল-কুর‘আন*, আবাসা (৮০) : ১-৪

৬৩২ আবূ নু‘আইম আহমাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-ইসফাহানী, *হিলইয়াত আল-আওলিয়া ওয়া তাবাকাত আল-আসফিয়া*, (কায়রো: মাকতাবা আল-কানযী, ১৯৯৬ খ্রি.), খণ্ড-৭, হাদিস নং ৩১৭

কে সঙ্গে নিয়ে সেই অন্ধ সাহাবীর আমন্ত্রণে তার ঘরে গিয়েছিলেন এবং তার দেখানো জায়গায় দু'রাকাত সালাত আদায় করলেন। এরপর তার ঘরে বসে 'খাযিরাহ্' নামক খাবার গ্রহণ করেছিলেন।'[৬৩৩]

৪. অঙ্গপ্রতিবন্ধীর অধিকার সুরক্ষা

অঙ্গপ্রতিবন্ধীদের ওপর কোন কঠিন কাজ বা কোন অপরাধের কঠিন বিধানও জারি করা সমীচিন নয়। এ প্রসঙ্গে একটি হাদিসে উল্লেখ আছে, সাইদ ইব্‌ন সা'দ 'উবাদা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আন্‌হু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا رَجُلٌ مُخْدَجٌ ضَعِيفٌ فَلَمْ يُرَعْ إِلَّا وَهُوَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَاءِ الدَّارِ يَخْبُثُ بِهَا فَرَفَعَ شَأْنَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اجْلِدُوهُ ضَرْبَ مِائَةِ سَوْطٍ قَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ هُوَ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ لَوْ ضَرَبْنَاهُ مِائَةَ سَوْطٍ مَاتَ قَالَ فَخُذُوا لَهُ عِثْكَالًا فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً

'আমাদের বাড়িতে এক লেংড়া দুর্বল থাকত। সে এ বাড়িতে এক বাঁদির সাথে অবৈধ কাজ করতে ভীত সঙকীত হয়নি। সা'দ ইব্‌ন উবাদা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আন্‌হু বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে উত্থাপন করলেন। তখন তিনি (রাসূল) বললেন তাকে একশ' কোড়া মার। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, ইয়া নবী আল্লাহ! সে এর জন্য খুবই দুর্বল। তাকে যদি আমরা একশ' কোড়া মারি তাহলে সে মারা যাবে। তিনি বলেন, তাহলে একটি খেজুরের কাঁদি লও যাতে একশ'টি শাখা রয়েছে। অতঃপর তাকে তা দিয়ে একবার মার।'[৬৩৪] এ হাদিসের মাধ্যমে অবগত হওয়া যায়, সংশ্লিষ্ট অপরাধী একজন প্রতিবন্ধী মানুষ হবার কারণে তার ওপর শাস্তিকে লঘু করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতিদান

ইসলামে প্রতিবন্ধীদের জন্য সমবেদনা ও সেবার হাত সম্প্রসারিত করা হয়েছে। হাদিসে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতিদান জান্নাত প্রাপ্তির ঘোষণা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) বলেন,

---

[৬৩৩] আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, ***আস-সহীহ***, প্রাগুক্ত, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ৪২৫

[৬৩৪] আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ্ আল-কাযবীনী, ***সুনানু ইবনে মাজাহ্***, প্রাগুক্ত, কিতাব : আল-হুদুদ, বাবূল কাবিরি ওয়াল মারিদ্বি ইয়াজিবু 'আলাইহিল-হাদ্, হাদিস নং ২৫৭৪, পৃ. ৫০৩; ***আবূ দাউদ;***, হাদিস নং ৪৪৭২; ***আহমাদ***, হাদিস নং ২১৪২৮ এবং ***সহীহাহুল আলবানী ফী সহীহ্ ইব্‌ন মাজাহ্***, হাদিস নং ২০৮৭

'আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমি যে ব্যক্তির প্রিয় দু'টি চোখ কেড়ে নিয়েছি, তারপর সে সাওয়াবের আশায় ধৈর্য্যধারণ করেছে, আমি তাকে জান্নাত ব্যতীত অন্য কোন কিছু প্রতিদান দিয়ে সন্তুষ্ট হব না।'[৬৩৫]

পরিশেষে বলা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা যাদেরকে প্রতিবন্ধী করে পৃথিবীতে সাময়িক পরীক্ষা নিচ্ছেন, তারা ঈমানের সাথে ধৈর্য্যধারণ করলে, তাদের জন্য আখিরাতের অনন্ত জীবনে সুখ ও শান্তিময় চিরস্থায়ী জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে।

শিক্ষার অধিকার সুরক্ষা

শিক্ষা লাভ করার সুযোগ প্রাপ্তি শিশুর জন্য একটি মৌলিক অধিকার। আল-কুর'আনে শিক্ষার গুরুত্ব বর্ণনা করে ইরশাদ হয়েছে,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

'বল, 'যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান?' বিবেকবান লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।'[৬৩৬]

অর্থাৎ যারা শিক্ষা লাভ করেছে আর যারা শিক্ষা লাভ করেনি তারা সমান নয়। কাজেই প্রত্যেক শিশুকে সমাজের মূলস্রোতধারার সঙ্গে অঙ্গীভূত করতে তাদেরকে শিক্ষালাভের প্রয়োজনীয় সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

অসহায় নারী ও দুস্থ বয়স্কদের পালন, আশ্রায়ন ও নিরাপত্তা

অসহায় নারী ও দুস্থ বয়স্কদের পালন, আশ্রায়ন ও নিরাপত্তা বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির অন্যতম অংশ।[৬৩৭] আল-কুর'আন ও হাদিসে

---

৬৩৫ আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযি, *আল-জামি'*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ২৫৬৪

৬৩৬ *আল-কুর'আন*, আল-যুমার (৩৯) : ৯

৬৩৭ *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

অসহায় নারীদের ও দুস্থ বয়স্কদের পালন, আশ্রায়ন ও নিরাপত্তা প্রসঙ্গে রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিবরণ এসেছে। এ অনুচ্ছেদটি দু'টি পর্বে আলোচনা করা হবে। তা হল:

ক. অসহায় নারীদের পালন, আশ্রায়ণ ও নিরাপত্তা

খ. দুস্থ বয়স্কদের পালন, আশ্রায়ণ ও নিরাপত্তা প্রসঙ্গ

আল-কুর'আনে ও হাদিসে এ প্রসঙ্গে নির্দেশনা পেশ করা হয়েছে। নিম্নে আলোচনা পেশ করা হল:

ক. অসহায় নারীদের পালন, আশ্রায়ণ ও নিরাপত্তা

বিধবা, স্বামী নিগৃহীতা অসহায় নারীদের সামাজিক মর্যাদা ইসলাম প্রদান করেছে। ইসলাম স্বামীহারা নারীদের মানবিক সম্মান ও অধিকার দিয়েছে। ইসলামপূর্ব জাহেলি সমাজে বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তা নারীরা বিভিন্নভাবে অবিচার ও বৈষম্যের শিকার ছিল। বিশ্বনবী (সা.) তাদেরকে সামাজিক ও ধর্মীয় সম্মান প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজেও একাধিক বিধবাকে বিয়ে করে প্রমাণ করেন যে, বিধবারা অপয়া ও অচ্ছুৎ নয়।[৬৩৮] মাদীনা মুনাওয়ারাহ্ রাষ্ট্রে নারীদের যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান করা হয়। নবীর চাচা আবু তালিব নবী (সা.)-এর সম্পর্কে বলেন,

> 'তিনি শুভ্র, তাঁর চেহারার অছিলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করা হত, তিনি ইয়াতিমদের খাবার পরিবেশনকারী আর বিধবাদের তত্ত্বাবধায়ক।[৬৩৯]

এ পর্যায়ে বিধবা নারীদের প্রসঙ্গে কুরআন ও হাদিসের দৃষ্টিভঙ্গী পেশ করা হল:

সম্পদে বিধবা নারীর অধিকার

আল-কুর'আনে স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পদে বিধবা নারীর অধিকার নিশ্চিত করেছে।

ধৈর্যশীলা নারী ও তার মর্যাদা

ইসলাম বিধবা নারীকে অবিবাহিত থাকতে নিরুৎসাহিত করে না। এরপরও কোন বিধবা নারী যদি তার সন্তানের জীবন ও ভবিষ্যতের চিন্তা করে নিজের সাদ আহ্লাদ বিসর্জনদেয় এবং সন্তান প্রতিপালনে সততার সঙ্গে ধৈর্যের পরিচয় দেয়, তবে আখিরাতে সে পুরস্কৃত হবে।[৬৪০] এ প্রসঙ্গে হাদিসে এসেছে,

---

৬৩৮ *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

৬৩৯ আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী, ***সহীহুল বুখারী***, (বৈরূত: প্রাগুক্ত, মুয়াস্সাসাতুর রিসালালাহ্, ২০১৪), হাদিস নং ১০০৮

৬৪০ মুহাম্মদ হারুনার রশীদ, *বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি: কুরআন ও হাদিসের আলোকে একটি পর্যালোচনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

‘আমি ও (নিজের যত্ন না নেওয়ায়) চেহারায় দাগপড়া নারী আখিরাতে এভাবে থাকব। [হাদিসের এ অংশটি বলার পর বর্ণনাকারী ইয়াযিদ তার মধ্যমা ও তর্জনী আঙুল দ্বারা ইঙ্গিত করলেন] সে হল এমন নারী যার স্বামী মারা গেছে এবং তার বংশীয় মর্যাদা ও সৌন্দর্য থাকার পরেও সে নিজেকে বিরত রাখে ইয়াতিম সন্তানদের জন্য– যতক্ষণ না সন্তানরা (স্বাবলম্বী হয়ে) পৃথক হয়ে যায় অথবা মারা যায়।’[৬৪১]

খ. দুস্থ বয়স্কদের পালন, আশ্রায়ণ ও নিরাপত্তা প্রসঙ্গ

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের অন্যতম কর্মসূচি হল দুস্থ বয়স্কদের পালন। কারণ, সমাজে দুস্থ বৃদ্ধগণ সবচেয়ে অবহেলা ও অবজ্ঞার পাত্র। এ বয়সে তারা স্বাভাবিকভাবে থাকে পরনির্ভরশীল। এজন্য তাদের পরিচর্যার জন্য সন্তান ও আত্মীয়-স্বজনদের যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন হয়। আল-কুর‘আনে ও হাদিসে বয়স্কদের পালনের জন্য নির্দেশনা রয়েছে, যা সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের অন্যতম উপাদান। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হল:

দুস্থ বয়স্ক মাতা-পিতার নিরাপত্তা প্রদান

আল্লাহ তা’আলা প্রবীণ মাতাপিতার সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার সুরক্ষার নির্দেশ প্রদান করে পবিত্র কুরআনে অসংখ্য আয়াত নাযিল করেছেন। যেমন-

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

“আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে তোমরা তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করো না এবং তোমরা মাতা-পিতার প্রতি সদাচরণ করো। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমাদের নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয় তাহলে তুমি তাদের প্রতি ‘উহ’ শব্দটি করো না। এবং তাদেরকে ধমক দিও না। আর তাদের সাথে কোমল ভাষায় কথা বল। তাদের প্রতি মমতা বশে নম্রতার মস্তিস্ক অবনমিত করো এবং বলো, হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি এমনভাবে দয়া করো যেমন তারা আমাকে ছোটকালে দয়া ও প্রতিপালন করেছিলেন।”[৬৪২]

---

[৬৪১] আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্ন আশ‘আশ ইব্ন ইসহাক আল-আযদী আষ-সিজিস্তানী, ***সুনান আবূ দাউদ***, (বৈরূত: মুয়াস্সাসাতুর রিসালালাহ্, ২০১৫), হাদিস নং ৫১৪৯

[৬৪২] ***আল-কুর‘আন***, সূরা আল-ইসরা (১৭) : ২৩-২৪

প্রবীণ মাতা-পিতার সাথে সদাচরণের জোর নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

"আর আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার সাথে সদাচরণের জন্য নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছেন। আর তার দুধ পান করানোর সময় দুই বছর। আমি তাকে আরো নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে তোমাদের সবাইকে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে।[৬৪৩] মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ এবং আল্লাহর অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাও আল্লাহর নির্দেশ। মহান আল্লাহ বলেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

"আর আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে অতিকষ্টে গর্ভে ধারণ করেছে এবং অতি কষ্টে তাকে প্রসব করেছে। তার গর্ভধারণ ও দুধপানে সময় লাগে ত্রিশ মাস। অবশেষে যখন সে তার শক্তির পূর্ণতায় পৌঁছে এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হয়, তখন সে বলে হে আমার রব, আমাকে সামর্থ্য দাও, তুমি আমার ওপর ও আমার মাতা-পিতার ওপর যে নিয়ামত দান করেছ, তোমার সে নিয়ামতের যেন আমি শোকর আদায় করতে পারি এবং আমি যেন সৎকর্ম করতে পারি, যা তুমি পছন্দ কর। আর আমার জন্য তুমি আমার বংশধরদের মধ্যে সংশোধন করে দাও। নিশ্চয় আমি তোমার কাছে তাওবা করলাম এবং নিশ্চয় আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।" [৬৪৪]

দুস্থ অমুসলিম পিতামাতার নিরাপত্তা প্রদান

পিতামাতা যদি দুস্থ হয় এবং তারা মুশরিক হলেও তাদের সেবা যত্ন করতে হবে এবং তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা যাবেনা। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর ঘোষনা,

---

৬৪৩ *আল-কুর'আন*, সূরা লুকমান (৩১) : ১৪

৬৪৪ *আল-কুর'আন*, সূরা আহ্কাফ (৪৬) : ১৫

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون

' মাতা-পিতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরীক করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই; তবে তুমি তাদের কথা মানবে না কিন্তু দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহাবস্থান করবে। যে আমার অভিমুখী হয়, তার পথ অনুসরণ করবে। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে এবং তোমরা যা করতে,আমি সে বিষয়ে তোমাদেরকে জানাবো[৬৪৫]।

দুস্থ মাতা-পিতার নিরাপত্তায় সন্তানের সম্পদ ব্যবহার

পিতামাতা কোন কারণে ভূমিহীন বা দুস্থ হয়ে গেলে তাদের নিরাপত্তায় সন্তানের সম্পদ ব্যবহার করার নির্দেশনা ইসলামি শরী'আহ প্রদান করেছে। 'আমর ইব্ন শু'আইব (র.) তিনি তার পিতা ও দাদারসূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى مَالاً وَوَلَدًا وَإِنَّ وَالِدِى يَحْتَاجُ مَالِى. قَالَ « أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلاَدِكُمْ ».

'এক ব্যক্তি রাসুল (সা.) এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল (সা.) আমার সম্পদ ও সন্তান আছে। আমার পিতা আমার সম্পদের মুখাপেক্ষী। তিনি বললেন, انت ومالك لوالديك তুমি এবং তোমার সম্পদ উভয়ই তোমার পিতার। নবী (সা.) তাকে উদ্দেশ্য করে আরো বলেন, 'তোমাদের সন্তান তোমাদের জন্য সর্বোত্তম উপার্জন, সুতরাং তোমরা তোমাদের সন্তানের উপার্জন থেকে খাও এবং খরচ কর'।[৬৪৬]

দুস্থ পিতামাতর জন্য ব্যয় নির্বাহ

কোন কারণে পিতামাতা দুস্থ হয়ে গেলে তাদের জন্য ব্যয় নির্বাহ করতে হবে। তাদের চিকিৎসা ও ঔষধপত্রে অবহেলা ও অবজ্ঞা করা যাবেনা। তাদের জন্য রুচিসম্মত খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের জন্য খরচ করার বিষয়ে আল্লাহ বলেন,

---

৬৪৫ *আল-কুর'আন*, সূরা লুকমান (৩১) : ১৫

৬৪৬ আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্ন আশআছ আস-সিজিস্তানী, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ৩৫৩২

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"(হে নবী) তারা আপনাকে প্রশ্ন করে যে, কি জিনিস তারা দান করবে? বলে দিন-যে বস্তুই তোমরা দান কর, তা হবে পিতা-মাতার জন্যে, আত্মীয়-আপনজনের জন্যে, এতীম-অনাথদের জন্যে, অসহায়দের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্যে। আর তোমরা যে কোন সৎকাজ কর না কেন, নিঃসন্দেহে তা ভালোভাবেই আল্লাহর জানা রয়েছে।[৬৪৭]

সুতরাং আল-কুর'আন ও আল-হাদিসে পারিবারিকভাবে প্রবীণদের যথার্থ অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করার নির্দেশনা প্রদান করেছে। কাজেই পরিবারের সমস্ত সম্পদের মূল মালিক বয়স্ক ব্যক্তিদেরকে অবহেলা করা, গলগ্রহ করা বা বৃদ্ধাশ্রমে প্রেরণ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

রাষ্ট্রীয়ভাবে দুস্থ বয়স্কদের পালন, আশ্রায়ণ ও নিরাপত্তা প্রসঙ্গ

বিশ্বনবীমুহাম্মদাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) রাষ্ট্রীয়ভাবে বয়স্কদের মর্যাদা অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। আবূ দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছি,

ابْغُونِي الضُّعَفَاءَ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ

'তোমরা অক্ষম অসহায়দের খোঁজ করে আমার নিকট উপস্থিত করো (আমি তাদেরকে সাহায্য করবো)। জেনে রেখো নিশ্চয়ই তোমাদের অক্ষম ও অসহায়দের উসিলায়ই তোমরা রিযিক ও সাহায্য পেয়ে থাকো।[৬৪৮]

উপর্যুক্ত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে, বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রবীণদের যথার্থ মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন।

বয়স্কদের জন্য চিকিৎসা সেবা সুরক্ষিত

---

৬৪৭ *আল-কুর'আন*, সূরা আল-বাকারা (২) ২১৫

৬৪৮ আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্‌ন আশআছ আস-সিজিস্তানী, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ২৫৯৬

সাধারণত প্রবীণদের অসুস্থতার ক্ষেত্রে সন্তান আত্মীয়-স্বজন চিকিৎসার ব্যবস্থা করে থাকে। যদি কারো সন্তান কিংবা আত্মীয়-স্বজন না থাকে তবে এলাকার সমাজপতি, জনপ্রতিনিধি কিংবা বিত্তশালী ব্যক্তি তাদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। তবে বার্ধক্যের কোন ঔষধ নেই। যেমন ওসামা বিন শারীক (রা.) বলেন, قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى ؟ قال نعم يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو قال دواء إلا داء واحد قالوا يا رسول الله وما هو ؟ قال الهرم 'বেদুঈনরা বলেছিল, হে আল্লাহর রাসুল (সা.) আমরা কি চিকিৎসা গ্রহণ করব না? জবাবে আল্লাহর রাসুল বললেন- অবশ্যই হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ করবে। কারণ আল্লাহ এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেন নাই, যার চিকিৎসা ও ঔষধ তৈরি করেন নি। তবে একটি রোগ ব্যতীত। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসুল (সা.) সেটি কোনটি? উত্তরে তিনি বললেন–'বার্ধক্য' ।[৬৪৯] কিন্তু তাই বলে প্রবীণদের বিনা চিকিৎসায় অবহেলায় ফেলে রাখা যাবে না। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি,পরিবার ও সমাজ ব্যর্থ হলে রাষ্ট্র দায়িত্ব গ্রহণ করবে। **ইসলাম বয়স্কদেরকে উপর্যুক্ত মৌলিক মানবীয় অধিকারসমূহ প্রদান করে সম্মানিত করেছে। উপর্যুক্ত আয়াতে কুরআন ও হাদিসের আলোকে প্রতীয়মান যে, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির অন্যতম কার্যক্রম বয়স্কদের অধিকার ও নিরাপত্তা প্রদান বিষয়ক বর্ণনাসমূহ প্রাসঙ্গিক বিষয়ে অন্যতম উপাদান হিসেব প্রোজ্জ্বল।**

[৬৪৯] আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযি, *আল-জামি'*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ২০৩৮

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অপরাধীদের সংশোধন ও পুনর্বাসন

প্রথম অনুচ্ছেদ

সামাজিক অপরাধীদের সংশোধন ও পুনর্বাসন

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাতীয় নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি'র অন্যতম প্রধান কর্মসূচি হল, সামাজিক অপরাধীদের সংশোধন ও পুনর্বাসন। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলিতে একটি কযার্যক্রম হল: *'ভবঘুরে, কিশোর অপরাধী ও সামাজিক অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের উন্নয়ন, অবক্ষেণ (প্রবেশন) ও অন্যান্য আফটার কেয়ার সার্ভিস বাস্তবায়ন।'*[৬৫০]

এসকল অপরাধীদের সংশোধন ও পুনর্বাসনে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি'র আওতায় আত্ম-কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

কিশোর অপরাধীদের সংশোধন ও পুনর্বাসন

আমাদের সমাজে ক্রমশ কিশোর অপরাধীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর কিশোর অপরাধের অন্যতম প্রধান কারণ হল শিক্ষার অভাব ও দারিদ্র। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত জাতীয় নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা হয়েছে। *'ভবঘুরে, কিশোর অপরাধী ও সামাজিক অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের উন্নয়ন, অবক্ষেণ (প্রবেশন) ও অন্যান্য আফটার*

---

৬৫০ *জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি, জাতীয় নিরাপত্তা বেষ্টনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

কেয়ার সার্ভিস বাস্তবায়ন'[৬৫১]-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সরকার এসব কিশোর অপরাধীদের সংশোধন ও পুনর্বাসনে সুনির্ধারিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে। এজন্য প্রারম্ভিক অবস্থা থেকে শিশুরা স্কুল গমনের পর্যায়ে পৌঁছুলে তাদেরকে স্কুলে ভর্তি ও পড়ালেখার শতভাগ প্রচেষ্টা অব্যহত রয়েছে। এ ক্ষেত্রে দারিদ্রপীড়িতদের উপবৃত্তির আওতায় আনা হয়েছে, যা ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

কিশোরদের কতিপয় মৌলিক অপরাধ

১. মাদকদ্রব্য সেবন

২. ইফটিজিং

৩. যিনা ও ধর্ষণ

৪. অপসংস্কৃতিতে জড়িয়ে পড়া

৫. ভবঘুরে।

কিশোরদেরকে শিক্ষা ও নৈতিকতার সমন্বয়ে উপরোক্ত অপরাধ প্রবণতা থেকে দূরে রাখতে হবে।

কিশোর অপরাধীদের সংশোধন ও পুনর্বাসন

কিশোর অপরাধীদের কিশোর সংশোধনাগারে প্রেরণ করা হয়। তাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা হয়।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে অপরাধীদের সংশোধন ও পুনর্বাসন

সামাজিক অপরাধীদের সংশোধন ও পুনর্বাসনে আল-কুর'আন ও হাদিসে নির্দেশনা রয়েছে। সমাজে সংঘটিত সকল প্রকার অপরাধ রোধ ও অপরাধীদেরকে সংশোধন করার মাধ্যমে একটি সুশীল সমাজ গঠনে আল-কুর'আনে সুবিস্তৃত আলোচনা ও নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি হাদিসেও এ প্রসঙ্গে অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে।

সামাজিক মৌলিক অপরাধ দমনে আল-কুর'আন ও হাদিসের নির্দেশনা

---

[৬৫১] *জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি, জাতীয় নিরাপত্তা বেষ্টনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

স্বাভাবিকভাবে মানুষ অভাবের তাড়নায় সামাজিক মৌলিক অপরাধসমূহ করে থাকে। এসব অপরাধ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথে বড় বাধা ও প্রতিবন্ধকতা। এসব সামাজিক অপরাধ দমনে আল-কুর'আন ও হাদিসের নির্দেশনা নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

১. চুরি

চুরি একটি সামাজিক অপরাধ। চুরির শাস্তি বর্ণনা করে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

'আর পুরুষ চোর ও নারী চোর তাদের উভয়ের <u>হাত কেটে দাও</u> তাদের অর্জনের প্রতিদান ও আল্লাহর পক্ষ থেকে শিক্ষণীয় আযাবস্বরূপ এবং আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'[৬৫২]

২. ডাকাতি

সন্ত্রাস ও ডাকাতির দণ্ডবিধি বর্ণনায় আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং যমীনে ফাসাদ করে বেড়ায়, তাদের আযাব কেবল এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে কিংবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেয়া হবে। এটি তাদের জন্য দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং তাদের জন্য আখিরাতে রয়েছে মহাআযাব।'[৬৫৩]

৩. যিনা

যিনা একটি মৌলিক সামাজিক অপরাধ। এটি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলে। যিনার শাস্তির বিধান সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

---

[৬৫২] *আল-কুর'আন*, সূরা আল-মা'য়িদা (৫) : ৩৮

[৬৫৩] *আল-কুর'আন*, সূরা আল-মা'য়িদা (৫) : ৩৩

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

'ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশ'টি করে বেত্রাঘাত কর। আর যদি তোমরা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনে থাক তবে আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে পেয়ে না বসে। আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের আযাব প্রত্যক্ষ করে।'[৬৫৪]

৪. মদপান

মদপান একটি সামাজিক ব্যাধী। মদপানের শাস্তি সুন্নাহ্ আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। যেমন-হাদিসে এসেছে : 'উমাইর ইব্‌ন সা'ঈদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, 'আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) বলেছেন, আমি যাকে শাস্তি দেব (সে মারা গেলে) আমি তার দিয়াত (জানের ক্ষতি পূরণ) দেবনা মদ পানকারী ছাড়া। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.) তার ব্যাপারে কোন শাস্তি নির্ধারণ করেননি। তার যে শাস্তি আছে, তা আমরাই নির্ধারণ করেছি।[৬৫৫]

৫. অপবাদ

কাযাফ বা অপবাদ একটি সামাজিক অপরাধ। এর দ্বারা সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়। অপবাদের শাস্তি প্রসঙ্গে আল-কুর'আনে বলা হয়েছে,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

'আর যারা সচ্চরিত্র নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারপর তারা চারজন সাক্ষী নিয়ে আসে না, তবে তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত কর এবং তোমরা কখনই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না। আর এরাই হলো ফাসিক।'[৬৫৬]

---

৬৫৪ *আল-কুর'আন*, সূরা আন-নূর (২৪) : ২

৬৫৫ আবূ আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ্ আল-কাযবীনী, *সুনানু ইবনে মাজাহ্*, প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদঃ بَاب حَدِّ السَّكْرَانِ (মাতালের হদ), হাদিস নং ২৫৬৯, পৃ. ৪৫৭

৬৫৬ *আল-কুর'আন*, সূরা আন-নূর (২৪) : ৪

৬. সমকামিতা

সমকামিতা একটি গর্হিত সামাজিক অপরাধ। সমকামিতা প্রসঙ্গে আল-কুর‘আনে বলা হয়েছে,

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (80) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (81)

‘আর (প্রেরণ করেছি) লূতকে। যখন সে তার কওমকে বলল, ‘তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে সৃষ্টিকুলের কেউ করেনি’? তোমরা তো নারীদের ছাড়া পুরষদের সাথে কামনা পূর্ণ করছ, বরং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী কওম।’[৬৫৭]

সমকামিতার শাস্তি বর্ণনা করে হাদিসে এসেছে, “আবদুল্লাহ্ ইব্ন ‘আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, তোমরা যাকে কওমে লূত যে কাজ করত সে কাজে রত পাও তবে তোমরা কতল কর তাকে এবং যার সাথে সে কাজ করা হয় তাকে।”[৬৫৮]

৭. হত্যা

হত্যা সবচেয়ে বড় সামাজিক অপরাধ। অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা যায়িজ নেই। হত্যার বিধান প্রসঙ্গে কুরআনে এসেছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

‘হে মুমিনগণ, নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের উপর ‘কিসাস’ ফরয করা হয়েছে। স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, দাসের বদলে দাস, নারীর বদলে নারী। তবে যাকে কিছুটা ক্ষমা করা হবে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে, তাহলে সততার অনুসরণ করবে এবং সুন্দরভাবে তাকে আদায় করে দেবে। এটি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে হালকাকরণ ও রহমত। সুতরাং এরপর যে সীমালঙ্ঘন করবে, তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।’[৬৫৯]

---

[৬৫৭] *আল কুরআন*, আরাফ (৭) : ৮১

[৬৫৮] আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ্ আল-কাযবীনী, *সুনানু ইবনে মাজাহ্*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ২৫৬১, পৃ. ৪৫৪

[৬৫৯] *আল-কুর‘আন*, সূরা আল-বাকারা (২) : ১৭৮

৮. আঘাত

সমাজে মারামারি ঝগড়া-ফাসাদ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথে বড় বাধা। পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদে আঘাত প্রদান করলে তারও শাস্তি বিধান আল-কুর'আনে বর্ণিত হয়েছে। যেমন–

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

'আর আমি এতে তাদের উপর অবধারিত করেছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান ও দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং জখমের বিনিময়ে সমপরিমাণ জখম। অতঃপর যে তা ক্ষমা করে দেবে, তার জন্য তা কাফ্ফারা হবে। আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে যারা ফয়সালা করবে না, তারাই যালিম।'[৬৬০]

রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বড় বাধা হল সামাজিক অপরাধ প্রবণতা। আর অপরাধ প্রবণতার মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক দৈন্য ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা। সমাজের হাতে গোনা এসব অপরাধীদের সংশোধন ও পুনর্বাসন করতে পারলে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের কার্যক্রম সফলতার দারপ্রান্তে পৌঁছুতে পারবে।

---

[৬৬০] *আল-কুর'আন*, সূরা আল-মা'য়িদা (৫) : ৪৫

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

আল-হামদুলিল্লাহ্! আল্লাহর ঐকান্তিক অনুগ্রহে 'আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিঃ আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে একটি পর্যালোচনা' (The National Social Safety programme in the Socio-Economic Development: An Assessment in the light of the Al-Quran and Hadith.) শিরোনামে পিএইচ.ডি গবেষণাকর্মটি সূচারুরূপে সম্পন্ন করতে পেরেছি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কারণ, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন জন্য জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন ব্যতীত সম্ভব নয়। আর এ জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৬০ এবং ১৯৭০ এর দশককে পর্যায়ক্রমে উন্নয়নের প্রথম ও দ্বিতীয় দশক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। জাতিসংঘের দিক-নির্দেশনার আলোকে পৃথিবীর সকল দেশ তাদের সার্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিভুক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশও জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় 'জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির বাস্তবায়নে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আর এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের অংশীদার হিসেবে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর, অধিদপ্তর, বিভাগসহ বেসরকারীভাবে বিভিন্ন এনজিও নিজ নিজ বলয়ে ভূমিকা রাখছে। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির মূল কার্যক্রম হলো দুস্থ শিশু, এতিম, দুস্থ স্বামী পরিত্যক্তা নারী, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও পশ্চাৎপদ জাতিগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন। কারণ, সমাজের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অধিকার বঞ্চিত এসকল মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও যথাযথ অধিকার প্রতিষ্ঠা ব্যতীত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রকৃত রূপ পরিগ্রহ হয় না। এ গবেষণাকর্মে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির পরিচয়, জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি-এর ধরণ ও প্রকৃতি এবং জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি ও কৌশলসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। আর জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের অংশীদার সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থাসমূহের কার্যক্রমসমূহ আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে বেসরকারি ভাবে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের কার্যক্রমও উপস্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, আল-কুর'আনে ও হাদিসেও সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের সুবিস্তৃত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। এ গবেষণাকর্মে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে আল-কুর'আন ও হাদিসের

নির্দেশনাসমূহ প্রামাণ্য আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। নিম্নে এ গবেষণাকর্মের ফলাফল ও ফলাফলের ওপর কার্যকারিক প্রস্তাবনা ও সুপারিশ প্রদান করা হলো।

ফলাফল

'আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি: আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে একটি পর্যালোচনা' (The National Social Safety programme in the Socio-Economic Development: An Assessment in the light of the Al-Quran and Hadith.) শিরোনামে পিএইচ.ডি গবেষণাকর্মটির ফলাফল হলো:

১. আল-কুর'আন ও হাদিসে বর্ণিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের মৌলিক ভাষ্যসমূহ অবগত হওয়া।

২. আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রসঙ্গে প্রচলিত ও ইসলামি দৃষ্টিকোণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

৩. জাতীয় সামাজিক সুরক্ষার বেষ্টনী বা বলয়ের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

৪. জাতীয় সামাজিক সুরক্ষার কর্মসূচিসমূহ স্ববিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

৫. জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের কর্মকৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৬. আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে 'সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি'র প্রামাণ্য আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

৭. মাদীনা রাষ্ট্রে প্রতিফলিত সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৮. আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে 'জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি'র তুলনামূলক বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

৯. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও উপস্থাপন করা হয়েছে।

১০. প্রাসঙ্গিক বিষয়ে তুলনামূলক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও উপস্থাপন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সুপারিশ/প্রস্তাবনা

'আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি: আল-কুর'আন ও হাদিসের আলোকে একটি পর্যালোচনা' (The National Social Safety programme in the Socio-Economic Development: An Assessment in the light of the Al-Quran and Hadith.) শিরোনামে পিএইচ.ডি গবেষণাকর্মটির ফলাফলের আলোকে মৌলিক সুপরিশ ও প্রস্তাবনা হলো:

১. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির বাস্তবায়নের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সরকারকে আরো আন্তরিক হতে হবে।

২. জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির বাস্তবায়নের সুফল সম্পর্কে সবার মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

৩. জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানকে পরিকল্পিতভাবে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনার আলোকে কর্মসূচি বাস্তবায়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হবে।

৪. জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির মৌলিক কাজ– দুস্থ শিশু, এতিম, দুস্থ স্বামী পরিত্যক্তা নারী, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও পশ্চাৎপদ জাতিগোষ্ঠীর যথাযথ পরিসংখ্যানভুক্ত করার জন্য মাঠ জরিপ, তালিকাকরণ, ব্যবস্থাগ্রহণ করতে হবে।

৫. নির্মোহ গবেষণার মাধ্যমে আল-কুর'আনে ও হাদিসে সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের নির্দেশণাসমূহ অবগত হওয়া ও দেশ ও জাতির বৃহৎ স্বার্থে সেগুলোর উপকারী বিষয়সমূহ গ্রহণ করা।

৬. পরবর্তিতে এ গবেষণাকর্মটি সংশিষ্ট বিষয়ে আরো বৃহত্তর গবেষণার ক্ষেত্রে সহায়ক তথ্যসূত্র হিসেবে সংরক্ষণ করা।

পরিশেষে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে মুনাজাত করি, আল্লাহ্ যেন এ গবেষণাকর্মটিকে দেশ, জাতি ও ইসলামের খিদমাতে কবুল করেন এবং আখিরাতে নাজাতের অসিলা হিসেবে কবুল করেন। আমিন।